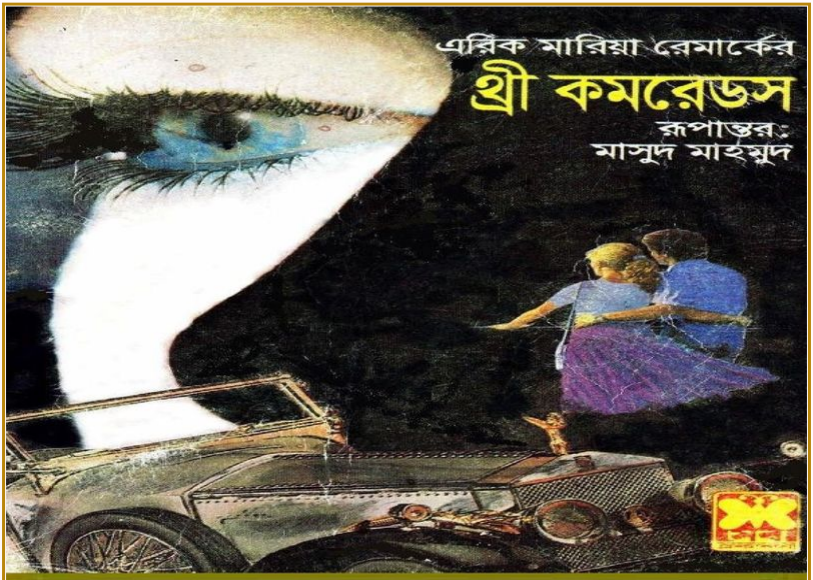

দুই পর্ব একত্রে

BanglaBook.org

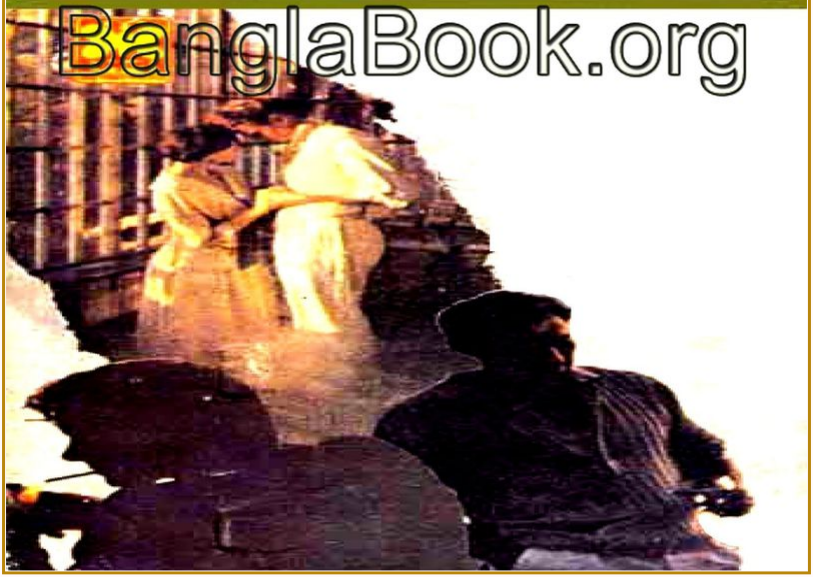

www.BanglaBook.org

এরিক মারিয়া রেমার্ক-এর

কালজয়ী উপন্যাস

থ্রী কমরেডস

(দুই খণ্ড একত্রে)

রূপান্তর:

মাসুদ মাহমুদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সেবা প্রকাশনী

www.BanglaBook.org

থ্রী কমরেডস (প্রথম খণ্ড) ৫—১৩৩
থ্রী কমরেডস (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৩৪—২৫৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

থ্রী কমরেডস ১

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৮৮

এক

পেতলের মত হলদেটে হয়ে উঠেছে আকাশের রঙ। এই রঙ ঢাকা পড়ে যাবে চিমনিগুলো ধোঁয়া ওগরাতে শুরু করলেই। দূরের কারখানার ছাদের ঠিক ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আকাশ। সূর্যোদয় হচ্ছে নিশ্চয়ই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আটটা বাজেনি এখনও।

তবু পেট্রল পাম্পের গেট খুলে দিয়ে বসে আছি। এই ভোর বেলাতেও একটা দুটো কার মাঝে-মধ্যে আসে তেল ভরতে।

হঠাৎ পেছন থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ, কর্কশ একটা চিৎকার। ওয়ার্কশপে ফিরে গিয়ে দরজা খুললাম খুব সন্তর্পণে।

ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম আমি। ওই আবছা অন্ধকারে কে যেন হাঁটছে টলোমলো পায়ে। পরনে তার নীল অ্যাপ্রন, মাথায় শাদা কাপড় জড়ানো, স্কার্ট ওঠানো প্রায় হাঁটু অবধি, পায়ে পুরু স্যাণ্ডেল। দৃষ্টি একটু থিত হয়ে এলে দেখলাম, ওটা আর কেউ নয়, আমাদেরই ঝাড়ুদার মাটিলডা স্টোস।

ষোল স্টোন ওজনের হিপোপট্যামাসের শরীর নিয়ে নিচু হয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে সে। রেডিয়েটরগুলোর মাঝখান দিয়ে অতি কষ্টে পার করে নিচ্ছে ঢাউস শরীরটা। আবার দেখো, গানও গাইছে হেঁড়ে গলায়—'দ্য সং অভ দ্য বোল্ড হুজার।' জানালার পাশের বেঞ্চে পড়ে আছে দুটো কনিয়াকের বোতল। একটা প্রায় ফাঁকা। অথচ কাল রাতে ভর্তি ছিল দুটোই! তালা দিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম।

'ফ্রাউ স্টোস!' ডাকলাম আমি।

গান থেমে গেল মুহূর্তে। ঝাড়ুটা পড়ে গেল তার হাত থেকে। ঘুরে দাঁড়িয়েছে স্টোস। এবার আমার ভূত হবার পালা।

'ওহ্ জেসাস!' বিস্মিত হয়ে বলল মাটিলডা। চোখ কুঁচকে আমাকে দেখছে সে। 'তুমি? এত তাড়াতাড়ি যে?'

'তার আগে বলো, স্বাদটা কেমন লাগল? খেয়ে তো ঢোল হয়ে বসে আছ বালিশের খোলের মত!'

বুড়ো প্যাঁচার মত চোখ পিটপিট করতে লাগল সে। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করছে বহু কষ্টে। একটু এগিয়ে এল সে আমার দিকে। মাথা কিছুটা খোলসা হয়েছে, মনে হচ্ছে।

'আসলে, হের লোকাম্প,' বলতে শুরু করল মাটিলডা, 'মানুষ তো সবসময়ই অমৃতলোভী। আমি প্রথমে শুধু একটু গন্ধ শুঁকেছিলাম··· তারপর এই এক চিমটি চেখে দেখেছি, তার বেশি নয়। আর তুমি তো জানোই, আমার পাকস্থলী খুবই দুর্বল··· তারপর···তারপর নিশ্চয়ই শয়তান ভর করেছিল আমার ওপরে। তবে একটা কথা আমি

www.BanglaBook.org

তোমাকে বলি, আমার মত বয়স্কা মহিলাকে প্রলোভন দেখাবার কোন অধিকার তোমার নেই। এই খাসা বোতলগুলো জলজ্যান্ত আমার চোখের সামনে ফেলে রাখবে, আর আমি…'

এর আগেও বহুবার আমি তাকে ধরেছি হাতেনাতে। প্রতিদিন সকালে সে দু'ঘণ্টার জন্যে আসে আমাদের ওয়ার্কশপে। ঝাড়ু দিয়ে চলে যায়। ভুল করে কারও ফেলে যাওয়া যত টাকাই ওয়ার্কশপে পড়ে থাক না কেন, মাটিলডা ছুঁয়েও দেখবে না। কিন্তু ইঁদুর যেমন এক টুকরো রুটির গন্ধ ঠিক পেয়ে যায়, তেমনি আমাদের মাটিলডা—বোতলের গন্ধ পেয়ে যায় বহুদূর থেকে।

বোতল দুটো হাতে নিয়ে দেখলাম আমি। 'ঠিকই ভেবেছি। খদ্দেরদের জন্যে রাখা বোতলটাই আস্ত আছে। অথচ হের কস্টারেরটা মেরে দিয়েছ মনের সুখে!'

ম্লান হাসল মাটিলডা। 'হের লোকাম্প, প্লীজ, ওকে কিছু বোলো না। একজন গরীব বিধবা আমি…'

'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'এবারকার মত বলব না।'

'আমি তাহলে বরং এখনই যাই,' মাটিলডা বলল। 'হের কস্টার আমাকে ধরতে পারলে…'

এগিয়ে গিয়ে আলমারির দরজা খুললাম আমি। 'মাটিলডা!'

হেলেদুলে এগিয়ে এল সে। আয়তক্ষেত্রাকার বাদামী একটা বোতল আমার হাতে দেখেই দু'হাত ঝাঁকাতে লাগল সে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে।

'আমি না, বিশ্বাস করো, আমি না,' অসহায়ভাবে বলতে শুরু করল সে। 'সত্যি বলছি, ওটার গন্ধও আমি ওঁকে দেখিনি।'

'তার মানে এটা কী, তুমি জানোই না বলতে চাচ্ছ?' গ্লাসে ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, তা জানি।' জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিল সে। 'রাম। স্টোন এজ জ্যামাইকা।'

'এক্সিলেন্ট! চলবে নাকি এক গ্লাস?' গ্লাসটা এগিয়ে ধরলাম ওর দিকে।

'আমাকে বলছ?' অবিশ্বাসের চোখে তাকাল মাটিলডা। 'এটা মনে হয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, হের লোকাম্প। বুড়ি মাটিলডা স্টোভস তোমার কনিয়াক সাবড়ে দিল। এরপরেও তুমি তাকে আপ্যায়ন করছ রাম দিয়ে! হের লোকাম্প, তুমি মহামানব। এই রাম এক চুমুক খেতে না পারলে মানবজন্ম বৃথা হয়ে যেত আমার।'

'সত্যি বলছ?' নিজের জন্যে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললাম আমি।

'সত্যি,' বলেই সে পুরো গ্লাস রাম উপুড় করে ঢেলে দিল গলায়। 'ভাল কোনকিছু কখনও মিস করতে নেই। আচ্ছা, আজ তোমার জন্মদিন না তো?'

'বলা যায়,' আমি বললাম ,'ঠিকই আন্দাজ করেছ।'

সঙ্গে সঙ্গে সে হাত জড়িয়ে ধরল আমার। 'মেনি হ্যাপি রিটার্নস! কামনা করি, তুমি ধনবান হও… এমন একটা শুভ দিন, এই উপলক্ষে আমাকে আরও এক গ্লাস খেতে হবে। জানো, হের লোকাম্প, তোমাকে আমি ঠিক নিজের ছেলের মত ভালবাসি।'

আমি আরও এক গ্লাস ঢাললাম তার জন্যে। মুহূর্তে সেটা পেটে চালান করে দিল সে। তারপর আমার স্তুতি গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল ওয়ার্কশপ থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোতলটা তুলে রেখে এসে বসলাম আমি। জানালার ভেতর দিয়ে সূর্যের ম্লান আলো এসে পড়ছে আমার হাতের ওপরে। জন্মদিন—কেমন বিচিত্র এক অনুভূতি। তিরিশ বছর··· সেই সময়ের কথা মনে পড়ল আমার, যখন মনে হত, কুড়ি বছর বয়সে পৌঁছনো হবে না কোনদিন। এবং তখন···

ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বের করে হিসেব কষতে বসে গেলাম। শৈশব, স্কুল—সেই সময়ের সব ঘটনা কেমন অলৌকিক আর অবিশ্বাস্য মনে হয় এখন। মনে হয়, অন্য জগতের বাসিন্দা ছিলাম তখন। আসল জীবন শুরু হয়েছিল ১৯১৬ সালে। তখন সবেমাত্র আর্মিতে জয়েন করেছি। আঠারো বছর বয়েস, হালকা-পাতলা শরীর। বদমেজাজী এক সার্জেন্ট-মেজর আমাকে প্র্যাকটিস করানোর দায়িত্ব নিয়েছে। ব্যারাকের পেছন দিকে চষা ক্ষেতে সে তার নিত্য-নতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ করে আমার ওপরে···একদিন সন্ধেবেলা আমাকে দেখতে মা এল ব্যারাকে। তাকে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হলো এক ঘণ্টারও বেশি। কারণ, আমার বিছানা পত্র সাজিয়ে রাখার কোথায় যেন খুঁত থেকে গিয়েছিল একটু। শাস্তি হলো, আমাকে সবগুলো ল্যাট্রিন বুরুশ ঘষে ঝকঝকে তকতকে করতে হবে। মা আমাকে সাহায্য করতে চাইল, কিন্তু অনুমতি দেয়া হলো না তাকে। আমার দুর্দশা দেখে কেঁদে ফেলল মা। দায়িত্ব পালন করে মা'র পাশে এসে বসলাম, কিন্তু তার সাথে কথা প্রায় হলোই না আমার। গভীর ক্লান্তিতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম মা'র পাশে বসেই।

১৯১৭ ফ্র্যাণ্ডার্স। আমি আর মিটেনডোর্ফ মিলে লাল মদ কিনেছি এক বোতল। কিন্তু খাওয়া শুরু করার আগেই বোমাবর্ষণ শুরু করল ইংল্যাণ্ড। দুপুর নাগাদ আহত হলো কস্টার; মেয়ার এবং ডেটার্স মারা গেল বিকেলে। রাত ঘনিয়ে আসতে শুরু করলে আমাদের মনে হলো, পরিবেশ শান্ত হয়ে এসেছে। অতএব, বোতলটা এখন খোলা যেতে পারে। বোতলটা নিয়ে সবেমাত্র হাত দিয়েছি কর্কে, সাথে সাথে কোত্থেকে গ্যাস এসে ভরে গেল আমাদের ট্রেঞ্চ। খুব দ্রুত মুখোশ পরে ফেললাম সবাই। মিটেনডোর্ফ মুখোশ লাগাতে পারেনি নিখুঁতভাবে। যখন টের পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। হ্যাঁচকা টানে ওটা খুলে ফেলে নতুন একটা খুঁজে পাবার আগেই অনেক গ্যাস ঢুকে গেল তার শরীরে। মুখে সবুজ এবং কালো দাগ নিয়ে সে মারা গেল পরদিন সকালে।

১৯১৮। হাসপাতালের ঘটনা। গুরুতরভাবে আহত সৈনিক। শাদা ব্যাণ্ডেজ। রোগীদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। অপারেটিং-ট্রলির অবিরাম আসা-যাওয়া। আমার পাশের বিছানায় জোসেফ স্টোল। ওর দুটো পা-ই কাটা গেছে। প্রচণ্ড ব্যথায় মাঝে-মাঝেই চিৎকার করে ওঠে সে। রাতে আমাদের রুমের দু'জন মারা গেল।

১৯১৯। আবার বাড়িতে। আন্দোলন, বিপ্লব; অনশন। মেশিন গানের ঘর্ঘর শব্দ। সৈন্যের বিরুদ্ধে সৈন্য।

১৯২০। কস্টার এবং লেন্ট্স গ্রেফতার। আমার মা হাসপাতালে। ক্যান্সার।

১৯২১।···

এক মুহূর্ত ভাবলাম আমি। না, কিছুই মনে পড়ছে না। বছরটি হারিয়ে গেছে আমার স্মৃতি থেকে, জীবন থেকে। ১৯২২, আমি থুরিঙ্গিয়াতে রেলওয়ের প্লেটলেয়ারের কাজ করি; ১৯২৩, রাবারের বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতকারক এক ফার্মের অ্যাডভারটাইজিং ম্যানেজার। সেটা মুদ্রাস্ফীতির সময়। আমার মাসিক বেতন তখন দু'শো বিলিয়ন মার্ক।

www.BanglaBook.org

আমরা বেতন পাই প্রতিদিন, দিনে দু'বার। প্রত্যেকবার বেতন পাবার পর আধ ঘণ্টার ছুটি, যাতে কর্মচারীরা ওই সময়ের ভেতরে কিছু কেনাকাটা করে ফেলতে পারে। কারণ পরবর্তী ডলার এক্সচেঞ্জ রেট প্রকাশ পেলে হয়তো দেখা যাবে, অর্ধেক হয়ে গেছে মার্কের মূল্যমান।

তারপর পেরিয়ে গেছে কত বছর! সেসব দিনের কথা আমার মনে পড়ে না কিছুতেই। শুধু মনে করতে পারি, আমার সর্বশেষ জন্মদিন উদযাপন করেছিলাম ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালে। আমি তখন সেখানে পিয়ানোবাদকের চাকরি করি। সেখানেই কস্টার আর লেন্‌ত্‌সের সাথে আবার দেখা। তারপর থেকেই আমি এসে ঢুকেছি কস্টার অ্যাণ্ড কোং নামক অটো-রিপেয়ার-ওয়ার্কশপে। দোকানটির আসল মালিক কস্টার। আমি আর লেন্‌ত্‌স হলাম 'কোং'। স্কুল জীবন থেকে কস্টারের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব। আর্মিতে সে ছিল আমাদের কোম্পানি কমাণ্ডার। পরবর্তী সময়ে পাইলট হয়েছিল, তারপর কিছুদিনের জন্যে ছাত্রও হলো, তারপর হলো স্পীডওয়ে রেসার···এবং শেষমেষ এই অটো-রিপেয়ার ওয়ার্কশপে এসে ঠেকেছে। আর লেন্‌ত্‌স বহুদিন দক্ষিণ আমেরিকায় অনর্থক ঘোরাঘুরি করে শেষে জয়েন করেছে এখানে। তারপরে এসেছি আমি।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম। খুব একটা খারাপ অবস্থা আমার ছিল না তখন—অন্তত যা ছিল আমার, তা নিয়েই তৃপ্ত হতে পারতাম। চাকরি ছিল, শক্ত-সমর্থও ছিলাম যথেষ্ট, ক্লান্ত হতাম না সহজে··· কিন্তু সেসব এখন চিন্তা না করাই ভাল—বিশেষ করে যখন বসে আছি একা।

গেট খোলার শব্দ হলো বাইরে। কাগজের টুকরোটা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। দরজা খুলে গেল দুড়ুম করে। গোটফ্রীড লেন্‌ত্‌স তার লম্বা, হালকা-পাতলা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

'ববি,' চিৎকার করে বলল সে, 'চর্বির আড়তদার! স্ট্যাণ্ড আপ! অ্যাটেন্‌শন হয়ে দাঁড়াও। তোমার সুপিরিয়র অফিসার কথা বলতে চান তোমার সাথে।'

'হেরগোট!' দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। 'ভেবেছিলাম, তুমি মনে রাখোনি, ভুলে গেছ।···তবে আর যাই হোক, প্লীজ, কোন বাড়াবাড়ি কোরো না এটা নিয়ে।'

একটা প্যাকেট খুলতে শুরু করল লেন্‌ত্‌স। কী আছে ভেতরে, কে জানে! তবে আওয়াজ দিচ্ছে বেশ। কস্টার এসে ঢুকল লেন্‌ত্‌সের পরপরই।

ছয়-ছয়টি রামের বোতল বেরিয়ে এল প্যাকেট থেকে। এক এক করে সাজাতে সাজাতে লেন্‌ত্‌স বলল আমাকে, 'ভেতরের মাল-মসলা তোমার দ্বিগুণ বয়সের, বুঝলে?'

অলঙ্কারের মত চকচকে দীপ্তি ছড়াচ্ছে বোতলগুলো। 'অদ্ভুত লাগছে দেখতে,' আমি বললাম। 'কিন্তু কোত্থেকে জোগাড় করলে এসব, ওটো?'

হাসল কস্টার। 'সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। তারচে' তুমি বলো, কেমন ফীল করছ? তিরিশ-বছর তিরিশ-বছর মনে হচ্ছে কি?',

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'কখনও মনে হচ্ছে, ষোলো বছর বয়স আমার, কখনও মনে হচ্ছে পঞ্চাশ। বলতে পারো, প্রেটি পাংক···'

'প্রেটি পাংক! তার মানে?' আমার কথায় বাধা দিল লেন্‌ত্‌স। 'তুমি বলতে চাইছ, সময়কে জয় করে নিয়েছ তুমি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কস্টার তাকাল আমার দিকে। 'গোটফ্রীড,' লেন্‌ত্‌সকে বলল সে, 'ওকে একা থাকতে দাও। জন্মদিনে একটু-আধটু মন খারাপ সবারই হয়—বিশেষ করে সকালের দিকটায়। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে।'

ভুরু কুঁচকে লেন্‌ত্‌স উপদেশ দিল আমাকে, 'নিজেকে নিয়ে যত কম ভাবা যায়, ততই মঙ্গল, কী বলো?'

'মোটেও না,' প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম আমি, 'লক্ষ্যের দিকে যত এগুনো যায়, ততই ভাল।'

'চমৎকার!' লেন্‌ত্‌স বলল কস্টারকে। 'ওটো, শুনছ, অলরেডি ফিলোসফি ঝাড়তে শুরু করেছে ও। দুর্যোগ পার হয়ে গেছে। জন্মদিনে নিজের দিকে তাকিয়ে যখন তোমার মনে হবে—নিজের অজান্তেই অনেক ভুল করেছ জীবনে, তখনই বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। কোথায় উড়ে যাবে তোমার মন-খারাপ টন-খারাপ! এসো, কাজে লেগে পড়ি।'

সন্ধে পর্যন্ত কাজ করে গোসল সেরে ফিটফাট হয়ে বসলাম আমরা।

বোতলগুলোর ওপর দিয়ে ভদ্রভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রস্তাব করল লেন্‌ত্‌স, 'খোলা যাক একখানা, কী বলো, ওটো?'

'ওগুলো এখন বরের সম্পত্তি,' কস্টার বলল। 'আমি কিছু জানি না। আর, গোটফ্রীড, উপহার দেয়া কোন জিনিসের ব্যাপারে এরকম ইঙ্গিতময় কথাবার্তা বলা কি উচিত?'

'একজন বন্ধু তেষ্টায় বুক ফেটে মরে যাবে, সেটাও কি উচিত, বলো?' একটি বোতলের কর্ক খুলতে খুলতে জবাব দিল লেন্‌ত্‌স। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল পুরো ঘর জুড়ে।

'এই অন্ধকার ঘুপচিতে বসে এটা খাওয়ার কোন অর্থ থাকতে পারে না,' লেন্‌ত্‌স বলল, 'তারচে' চলো, কান্ট্রিসাইডে গিয়ে কোথাও ডিনার করে নিই আগে। তারপর ঈশ্বরের উদার প্রকৃতির মাঝে বসে বোতলগুলো সাবড়ে দেয়া যাবে।'

ওটো কস্টার বের করে নিয়ে এল তার রেসিং কার—আমাদের ওয়ার্কশপের গর্ব। নীলামে কিনেছিল কস্টার। গাড়িটি দেখে অনেকে নির্দ্বিধায় মন্তব্য করেছিল—ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়ামের চমৎকার একটি উপকরণ হতে পারতো। মেয়েদের পোশাকের হোলসেল ম্যানুফ্যাকচারার বোলউইস তো গাড়িটিকে একটি সেলাই মেশিন বানানোর পরামর্শ দিয়েছিল ওটোকে। কার রেসের ব্যাপারে বোলউইস আবার বেশ উৎসাহী। কিন্তু তার কথা শুনেও ওটো দমেনি। গাড়িটি ওয়ার্কশপে নিয়ে এসে দিন-রাত্রি ব্যয় করেছে ওটার পেছনে। তারপর একদিন ওই গাড়ি চালিয়ে ওটো এসে পৌঁছুল বারে, যেখানে নিয়মিত আমরা আড্ডা দিয়ে থাকি। দেখে বোলউইস হাসতে হাসতে পড়ে যায় আরকি। ঠাট্টার ছলেই সে বলে বসল, 'কি হে, ওটো, বাজি ধরবে নাকি? হয়ে যাক না দশ কিলোমিটার রেস।'

ওটো রাজি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। ওটোর দুঃসাহস দেখে শঙ্কিত বোধ করল বোলউইস। 'তারচে' চলো, তোমাকে গাড়িতে করে মেন্টাল হসপিটালে পৌঁছে দিয়ে আসি।' বোলউইসের কথা শুনে হাসল সবাই।

ওটো হাসল না। কোন কথা না বলে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

রেস শেষ করে ফিরে এল দু'জনে। বোলউইসকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অসম্ভব অবাক হয়ে গেছে সে। ওটোকে চেক লিখে দিল সে চুক্তি মোতাবেক। তারপর আর একটি চেকে স্বাক্ষর করে ওটোকে দিতে চাইল সেটাও -এই মুহূর্তেই সে কিনে ফেলতে

www.BanglaBook.org

চায় গাড়িটি।

এবারে কস্টার হাসল তার কথা শুনে। পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়েও গাড়িটি সে হাত ছাড়া করবে না।

গাড়িটির চেহারা খতরনক, সন্দেহ সেই। তবে ভেতরে একেবারে ফিটফাট; যন্ত্রপাতি, পার্টস বদলে ওটো নতুন প্রাণ দিয়েছে গাড়িটিকে। ওটার শ্রীবৃদ্ধিও করা যায় ইচ্ছে করলেই, কিন্তু আমরা করি না। বিশেষ একটি কারণও আছে এর পেছনে।

গাড়িটির নাম দিয়েছি আমরা 'কার্ল'। কার্ল, দ্য রোড স্পুক।

ধীরগতিতে কার্ল এগিয়ে চলেছে হাইওয়ে ধরে।

'ওটো,' আমি ডাকলাম কস্টারকে, 'শিকার পাওয়া গেছে একটা।'

আমাদের পেছনের বিশাল গাড়িটি হর্ন দিচ্ছে অসহিষ্ণুভাবে। একটু সাইড দিতেই ওভারটেক করতে শুরু করল সেটি। দুটো রেডিয়েটর এখন পাশাপাশি। স্টিয়ারিং ধরা লোকটি অবহেলার চোখে তাকাল আমাদের দিকে। দেখে নিল কার্লের হাস্যকর, লক্কড়মার্কা বিদঘুটে চেহারা। তারপর একেবারে ভুলেই গেল আমাদের কথা। সংবিৎ ফিরে এল তার কয়েক সেকেণ্ড পরেই। কার্ল এখনও তার গাড়ির সাথে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। একটু নড়েচড়ে বসে সে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে। তারপর চাপ দিল অ্যাক্সিলারেটরে। কার্লও অপরিবর্তিত রাখল তার অবস্থান। যেন ছোট্ট এক টেরিয়ার চলছে দীর্ঘদেহী বুলহাউণ্ডের পাশাপাশি।

স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল লোকটি। কাজ হলো না তাতেও। কার্ল সেঁটে রইল তার গায়ে।

বিস্ময়ের চোখে লোকটি দেখল আমাদের। ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়েও সে মান্ধাতার আমলের ইঁদুরধরা কলটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারছে না—এ তো ভারি অবাক কাণ্ড!

ইতোমধ্যে ঔদ্ধত্য হারিয়ে ফেলেছে লোকটি, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। রেসিং পেয়ে বসেছে তাকে। আমাদের এই লড়ঝড়ে গাড়িকে হারাতে পারা না-পারার ওপরেই যেন নির্ভর করছে তার জীবন।

এদিকে আমরা কিন্তু বসে আছি প্রতিক্রিয়াহীন। কস্টার ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। উত্তেজনায় স্থির হয়ে বসে থাকা কঠিন, অথচ লেন্‌ত্‌স এমন ভঙ্গিতে পত্রিকা পড়তে লাগল যেন এই মুহূর্তে এরচে' ভাল কোন কাজ পৃথিবীতে থাকতেই পারে না।

কয়েক মিনিট পর কস্টার চোখ টিপল আমাদের দিকে তাকিয়ে। তারপর গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিল আস্তে আস্তে। পাশের গাড়িটি বেরিয়ে গেল সামনে। ঝাঁঝাল নীল ধোঁয়া এসে লাগল আমাদের চোখে-মুখে। আমাদের থেকে প্রায় গজ বিশেক এগিয়ে গেছে গাড়িটি। হাসিতে ভরে উঠল লোকটির মুখ। সে ভাবছে, জিতে গেছে সে। তাই হাত নাড়ল বিজয়ীর মত।

'ওটো,' লেন্‌ত্‌সের মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথাটা। সে মনে করিয়ে দিতে চাইছে, ওটোর একটা কিছু করণীয় আছে এখন।

অবশ্য না বললেও চলতো। কার্লের স্পীড অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে ওটো। গাড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুটোর দূরত্ব কমে আসতে লাগল ক্রমশ। আমরা নিষ্পাপ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালাম লোকটির দিকে। দুটো গাড়ি তখন পাশাপাশি। আমরা তাকিয়েই আছি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, যেন সে তখন কেন হাত নেড়ে সিগন্যাল দিয়েছিল, কথাটি আমাদের খুব জানা দরকার। লোকটি মুখ ঘুরিয়ে রেখে এড়িয়ে গেল আমাদের দৃষ্টি। তখন কার্ল দেখাল তার চূড়ান্ত খেল। শাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অনেক পেছনে ফেলে দিল দৈত্যাকার গাড়িটিকে।

হাসতে হাসতে লেন্‌ত্‌স বলল কস্টারকে, 'বউয়ের সুস্বাদু রান্না আজ বিস্বাদ ঠেকবে শালার কাছে।'

এই কারণেই কার্লের শ্রীবৃদ্ধি করার উৎসাহ আমাদের নেই। রাস্তার অন্যান্য ঝকমকে উজ্জ্বল রঙের গাড়ির ভিড়ে আমাদের মলিন গাড়িকে মনে হয় খোঁড়া একটি কাকের মত, যেটাকে ঘিরে আছে ক্ষুধার্ত বেড়ালের দল। প্রায় প্রতিটি গাড়িই কার্লকে ওভারটেক করতে প্রলুব্ধ হয়। আদিম কালের ইঁদুর-ধরা কল তাদের আগে আগে যাবে, স্বাভাবিকভাবেই ড্রাইভারদের গাত্রদাহের কারণ হয় সেটা। আর আমাদের মজাটাও সেখানেই। কেউ জানে না, জরাজীর্ণ চেহারার এই গাড়ির শরীরের ভেতরে রেসিং কারের হৃদয় টগবগ করে গতির তীব্রতায়।

ছোট্ট একটি সরাইখানার সামনে এসে গাড়ি থামাল ওটো। আমরা নেমে পড়লাম। চমৎকার, স্নিগ্ধ সন্ধেবেলা। সরাইখানার ভেতর থেকে ভেসে আসছে ভাজা-কলজের গন্ধ, পেঁয়াজের গন্ধ।

গন্ধ পরীক্ষা করে দেখতে লেন্‌ত্‌স গেল ভেতরে। তারপর বেরিয়ে এসে খবর দিল, 'দারুণ চিপ্‌স আছে আজ। মিস করতে না চাইলে ঢুকে পড়তে হবে চটজলদি।'

সেই সময় একটি গাড়ি থামার শব্দ হলো। ঘুরে তাকালাম আমরা। পরাস্ত ধাউশ গাড়িটি। থেমেছে কার্লের ঠিক পাশে এসে।

বেরিয়ে এল গাড়ির চালক। মোটা এবং দীর্ঘদেহী। পরনে বাদামী রঙের উটের পশমের নরম কোট। বিরক্তিভরা চোখে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল কার্লের দিকে। তারপর দু'হাত থেকে পুরু, হলুদ গ্লাভ্‌স খুলে কস্টারকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের এই কিম্ভূত-দর্শন যন্ত্রটির নাম কী?'

আমরা তার দিকে স্থির তাকিয়ে রইলাম কোন উত্তর না দিয়ে। নীরবতা ভাঙল ওটো। লোকটির ঔদ্ধত্য পছন্দ হয়নি ওর। তাকে একটু বিনয় শেখাবার জন্যে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে বলল, 'কিছু বলছিলেন কি?'

'আপনাদের ওই গাড়ির ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করেছিলাম।' লোকটির গলার স্বর বদলাল না একটুও।

মৌখিক ধোলাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল লেন্‌ত্‌স। তার দীর্ঘ নাক নড়ে উঠল একটু। অচেনা লোকের ব্যবহারে ভদ্রতা ও বিনয়ের অভাব সে সহ্য করতে পারে না। ওই জাতীয় লোকদের শিক্ষা দেবার বিশেষ একটা মৌলিক পদ্ধতি আছে লেন্‌ত্‌সের। কিন্তু তার মুখ আর খোলা হলো না।

সেই সময় ওই গাড়িটির দ্বিতীয় দরজা খুলে গেল। সেদিক দিয়ে সুদৃশ্য পায়ের পাতা; তারপর লম্বা, পাতলা পা, হাঁটু—এবং সব শেষে অতি এক মেয়ে বের হয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

www.BanglaBook.org

বাক্‌রহিত হয়ে আমরা তিনজন একে অপরের দিকে তাকালাম। ওই গাড়িতে যে আরও কেউ ছিল, সেটা আমরা রেসের সময় লক্ষই করিনি। লেন্‌ত্‌সের মুখভঙ্গি এবং অভিব্যক্তি বদলে গেল নিমেষে। হাসি এখন উপচে পড়ছে তার মুখ থেকে। মজার ব্যাপার, শুধু লেন্‌ত্‌স একা নয়, হাসছি আমরা তিনজনেই। কেন, তা ঈশ্বরই জানেন।

মোটামত লোকটি, আমাদের দিকে তাকিয়েই বোধহয়, ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলল হঠাৎ। এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত, ভেবে না পেয়ে নিজের পরিচয় দিল অপ্রস্তুত-ভাবে, 'বাইণ্ডিং।'

ইতোমধ্যে আরও এগিয়ে এসেছে মেয়েটি।

'ওটো, কারটা ওদের দেখিয়ে দাও না,' কস্টারকে দ্রুত চোখ টিপে প্রস্তাব করল লেন্‌ত্‌স।

'অবশ্যই,' তড়িঘড়ি উত্তর দিল ওটো।

'আমার সত্যি খুব ইচ্ছে করছে গাড়িটি দেখতে।' অনেক ঠাণ্ডা মেরে গেছে বাইণ্ডিং। 'অসম্ভব ফাস্ট নিশ্চয়ই!'

কস্টার আর বাইণ্ডিং এগিয়ে গেল কার্লের দিকে। বনেট তুলে ধরল কস্টার।

মেয়েটি ওদিকে না গিয়ে সন্ধের আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে রইল আমার আর লেন্‌ত্‌সের কাছাকাছি। আমি ভাবছি, গোটফ্রীড লেন্‌ত্‌স এই সুযোগ থেকে মুনাফা লুটতে ছাড়বে না নিশ্চয়। এই জাতীয় পরিস্থিতি মোকাবেলায় ওস্তাদ সে। মুখের জোরও আছে তার। কথার মেলগাড়ি ছুটিয়ে ছাড়ে একেবারে। কিন্তু আজ ওর ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে কেন জানি।

'আপনি নিশ্চয় ক্ষমা করবেন আমাদের,' শেষমেষ আমিই বললাম। 'আপনি ওই গাড়িতে ছিলেন, আমরা দেখতে পাইনি। পেলে এখন আমাদের ব্যবহার এত অস্বাভাবিক হত না।'

'এ-রকম বলছেন কেন?' সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মেয়েটি। 'খারাপ কোন কিছুই তো হয়নি!'

'খারাপ না, মানে ব্যাপারটা ঠিক শোভন ছিল না,' আমি বললাম। 'আমাদের গাড়িটা তো ঘণ্টায় দু'শো কিলোমিটার পর্যন্ত ছুটতে পারে।'

সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে কোটের পকেটে হাত ঢোকাল মেয়েটি। 'দু'শো কিলোমিটার?' সে জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক দু'শো নয়, একশো উননব্বই দশমিক দুই—একেবারে অফিসিয়াল রেজিস্টার,' গর্ব করে বলল লেন্‌ত্‌স।

মেয়েটি হাসল। 'আমরা কিন্তু ভেবেছিলাম ষাট-সত্তর হবে হয়তো।'

খানিকটা সময় কেটে গেল নিঃশব্দে। লেন্‌ত্‌সের দিকে তাকালাম আড়চোখে। একবার মাত্র কথা বলেই চেপে গেল সে!

'সুন্দর আবহাওয়া, তাই না?' নীরবতা ভাঙতে হলো আমাকেই।

'হ্যাঁ, চমৎকার,' উত্তর দিল মেয়েটি।

'এবং স্নিগ্ধও,' লেন্‌ত্‌স যোগ করল।

'হ্যাঁ, অস্বাভাবিক স্নিগ্ধ,' আমি বললাম।

আবার নীরবতা। মেয়েটা আমাদের নিশ্চয়ই মাংসের পোঁটলা ভেবে বসে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা ভাবারই কথা। তবু এখন কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা করে কথা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও তা মাথায় এল না।

লেন্‌ত্‌স ওদিকে বাতাসে কিসের গন্ধ শুঁকছে।

'আপেল সস,' মোহিত কণ্ঠ লেন্‌ত্‌সের। 'কলজের সাথে, মনে হয়, আপেল সস দিচ্ছে আজ। যা লাগবে না খেতে!'

'নিঃসন্দেহে,' বললাম আমি। এবং অভিশাপ দিলাম আমাদের দু'জনকেই।

কস্টার আর বাইণ্ডিং ফিরে এল একটু পরে। এই কয়েক মিনিটেই একেবারে বদলে গেছে বাইণ্ডিং। এখন সে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। গাড়ির ব্যাপারে কস্টার এক্সপার্ট—সেটা জেনে সে ভীষণ পুলকিত। তাদের সাথে ডিনার করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল আমাদের।

আমরা সায় দিলাম সানন্দে।

টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসেছি সবাই। হোস্টেস নিয়ে এল গরম গরম ভাজা-কলজে আর চিপ্‌স। আর মেয়েটি প্রথম পরিচয়ের সৌজন্যে কিনেছে বেশ বড়ো এক বোতল হুইস্কি।

দেখা গেল, বাইণ্ডিংও বেশ বকবক করতে পারে। বিশেষ করে মোটরগাড়ির ব্যাপারে উৎসাহের সীমা নেই তার।

লেন্‌ত্‌স আর আমার মাঝখানে বসেছে মেয়েটি। কোট খুলে ফেলেছে। তার পরনে এখন খাস ইংরেজ পোশাক। কাঁধের ওপর দিয়ে শাদা একটি স্কার্ফ আড়াআড়িভাবে বাঁধা। চুল বাদামী এবং সিল্কের মত, হাতদুটো সরু আর একটু লম্বা। হাতে মাংসের চেয়ে হাড়ের পরিমাণই বেশি মনে হয়। লম্বাটে মুখ এবং কিছুটা মলিন। তবে বিরাট চোখ দুটো উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়িয়ে রেখেছে মুখে। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, সন্দেহ নেই। এরচে' বেশি কিছু আর ভাবলাম না আমি।

ওদিকে লেন্‌ত্‌সের ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে পুরোদমে। অথচ একটু আগেও কেমন বোকা বোকা লাগছিল ওকে। আমি একপাশে বসে আছি চুপচাপ। নিজের উপস্থিতি প্রকট করে তোলার ইচ্ছেও নেই। মাঝে-মাঝে প্লেট এদিক-ওদিক করতে সাহায্য করছি কিংবা সিগারেট অফার করছি সবাইকে—এই পর্যন্তই। তবে বাইণ্ডিং-এর সাথে গ্লাস ঠোকাঠুকি চলছে খুব ঘন ঘন।

হঠাৎ কপাল চাপড়ে লেন্‌ত্‌স বলে উঠল, 'রাম! বব, ছুট লাগাও। এক দৌড়ে তোমার জন্মদিনের রাম নিয়ে এসো।'

'জন্মদিন?' মেয়েটি প্রশ্ন করল। 'আজ কি কারুর জন্মদিন?'

'হ্যাঁ, আমার,' আমি বললাম। 'আজ সারাদিন সবার অনুরোধ রাখতে রাখতে আমার অবস্থা খারাপ।'

'তার মানে, আমার কংগ্র্যাচুলেশন্‌স আপনি নিতে চাইবেন না?' মেয়েটি বলল।

'না, না, তা কেন? কংগ্র্যাচুলেশন্‌স অন্য ব্যাপার।'

'ফাইন। হ্যাপি বার্থ ডে অ্যাণ্ড বেস্ট অভ লাক।'

এক মুহূর্তের জন্যে তার হাত ধরলাম আমি, অনুভব করলাম তার উষ্ণ হাতের হালকা, মৃদু চাপ। তারপর বেরিয়ে গেলাম রাম আনতে। এই ছোট্ট সরাইখানাটির চারপাশে ছড়িয়ে আছে বিশাল নিস্তব্ধ রাত। আমাদের কারের চামড়ার সীটগুলো ভেজা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেজা হয়ে উঠেছে। দূরে দিগন্তের দিকে লালচে শাহরিক আলো খানিকটা গ্রাস করে নিয়েছে রাতের আকাশকে। ভেতরের চেয়ে এখানে থাকতেই আমার বেশি ভাল লাগছে এখন। কিন্তু লেন্‌ত্‌স ইতোমধ্যে ডাকতে শুরু করেছে আমাকে।

রামের ধকল সহ্য করতে পারল না বাইণ্ডিং। দু'নম্বর পেগ মেরে দিতেই টস্‌কে গেল। তারপর উঠে টলতে টলতে চলে গেল বাগানে। আমি আর লেন্‌ত্‌স বারে গেলাম এক বোতল জিন কিনতে।

'চমৎকার মেয়ে, তাই না?' লেন্‌ত্‌স জানতে চাইল।

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না,' উত্তর দিলাম আমি। 'তার দিকে কোন মনোযোগই আমি দিইনি।'

এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল লেন্‌ত্‌স, 'তাহলে কিসের জন্যে এই ধরাধামে বেঁচে আছ, বাবা?'

'এই একই প্রশ্ন আমি নিজেকে করছি বহুদিন ধরে,' আমি বললাম।

হাসল সে। 'তাহলে তুমি থাকো। আমি গিয়ে বরং খবর বের করার চেষ্টা করি ওই অটোমোবাইল-ক্যাটালগ মোটকুটার সাথে মেয়েটার কী সম্পর্ক এবং সেটা কতটা গভীর।'

লেন্‌ত্‌স বাগানে গেল বাইণ্ডিংকে খুঁজতে। দু'জনেই ফিরে এল একটু পরে। মনে হচ্ছে, খবর ভাল। অতএব, লেন্‌ত্‌সের সামনে রাস্তা ক্লিয়ার। সে মহা উৎসাহে কথা বলে যাচ্ছে বাইণ্ডিং-এর সাথে। নতুন এক বোতল জিন দু'জনে সাবড়ে দিল অল্প সময়েই। তারপরে শুরু হলো ঘনিষ্ঠতার নতুন পর্যায়। মাঝে-মাঝেই একজন আরেকজনের পিঠ চাপড়ে কথা বলছে— যেন কতকালের দোস্তি তাদের। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, লেন্‌ত্‌সের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। বিশেষ করে যখন সে মুডে থাকে, তখন একেবারে অপ্রতিরোধ্য সে। এখনই যেমন তার আকর্ষণী-ক্ষমতার তোড়ে ভেসে যাচ্ছে বাইণ্ডিং। একটু পরে তারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফৌজি গান গাইতে শুরু করল।

এদিকে আমরা তিনজন বসে আছি ভেতরে। চারদিকটা কেমন চুপচাপ। কোকিল-ঘড়ি বেজে উঠল শব্দ করে। কস্টারের দিকে তাকালাম। সে কথা বলছে মেয়েটির সাথে। ওদের কথা শোনার কোন ইচ্ছে হলো না আমার। বসে বসে আমি অনুভব করতে লাগলাম—আমার রক্তের উষ্ণতা বেড়ে উঠছে আস্তে আস্তে, সেটা থেকে হালকা এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত শরীরে। অদ্ভুত এক অনুভূতি। লেন্‌ত্‌স আর বাইণ্ডিং গান গেয়ে যাচ্ছে অপরিসীম উৎসাহে। আমার পাশে বসা অপরিচিত মেয়েটি কস্টারের সাথে কথা বলছে ফিসফিসিয়ে, গভীর ও উত্তেজিত স্বরে। গ্লাসের বাকি তরল পদার্থটুকু আমি চালান করে দিলাম পেটে।

লেন্‌ত্‌স আর বাইণ্ডিং ফিরে এল ভেতরে। বাইরের খোলা হাওয়া কিছুটা ভদ্রোচিত করে তুলেছে তাদের। পার্টি ভেঙে গেল। আমি মেয়েটিকে কোট পরতে সাহায্য করলাম। বাইণ্ডিং দাঁড়িয়ে আছে সামনের টেবিলের পাশে।

'আপনার কি মনে হয়, উনি গাড়ি চালাতে পারবেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটিকে।

'পারবে বলেই তো মনে হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে। 'ভাল করে ভেবে দেখুন। ওঁকে নিরাপদ মনে না হলে আমাদের কেউ যেতে পারে আপনাদের সাথে।'

'না, তার আর দরকার হবে না,' মেয়েটি জানাল। 'বরং পেটে কিছু পড়লেই সে ভাল করে ড্রাইভ করে।'

'হতে পারে ভাল, তবে নিরাপদ নিশ্চয়ই নয়,' আমি বললাম। মেয়েটি এবার তাকাল আমার দিকে। আমি, বোধহয়, একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি। বাইঙিং তো যথেষ্ট শক্ত পায়েই দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এমন একটা কিছু করতে চাই, যাতে চিরতরে হারিয়ে না যায় মেয়েটি।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'সেক্ষেত্রে আপনি যদি চান তো কাল সকালে আপনাকে ফোন করে খবর নেব—পথে আপনাদের কোন অসুবিধে হলো কি না।'

কিছুই বলল না মেয়েটি।

'বুঝতে পারছি, আজ এতটা খাওয়া উচিত হয়নি। আসলে দোষ অনেকটাই আমাদের,' আমি বললাম। 'বিশেষ করে আমার। ওই জন্মদিনের রামটাই তো···'

এবার হাসল মেয়েটি। 'ঠিক আছে, চাইলে ফোন করবেন। ওয়েস্টার্ন ২৭৯৬।'

নম্বরটা টুকে রাখলাম একটা কাগজে। বাইঙিং আর মেয়েটি চলে গেলে আমরা আরও এক গ্লাস করে খেয়ে গাড়িতে এসে উঠলাম। মার্চের হালকা কুয়াশা কেটে এগুতে লাগল কার। হাওয়া দিচ্ছে বেশ জোরে। সাথে সাথে দ্রুততর হয়ে উঠছে আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি।

শহর ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

দুই

পরদিন রোববার। আগের দিন ঘুমিয়েছি অনেক দেরি করে। জানালা দিয়ে যখন রোদ এসে পড়ল বিছানায়, ঘুম ভাঙল আমার। লাফ দিয়ে উঠে খুলে দিলাম জানালা। নির্মল, স্বচ্ছ আবহাওয়া বাইরে। কফি বানানোর সরঞ্জাম রেডি করতে লাগলাম। আমার বাড়িওয়ালী ফ্রাউ জালেভস্কি রুমে কফি বানিয়ে খাবার অনুমতি দিয়েছেন আমাকে।

তাঁর এই বোর্ডিং-মার্কা ঘরে আছি প্রায় দু'বছর। এর চারপাশের পরিবেশটি বেশ পছন্দ আমার।

ছুটির দিনের মেজাজ আনার জন্যে পোশাক বদলে ফেললাম, অলস পায়ে পায়চারি করলাম ঘরের ভেতরে, অনেকক্ষণ ধরে পেপার পড়লাম, তারপর কফি বানিয়ে নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনেই পুরানো গোরস্থান। সেখানকার গাছ-গাছালি থেকে ভেসে আসছে পাখির গান।

পরার জন্যে গোটা ছয়েক শার্টের ভেতর থেকে এমনভাবে একটি বেছে নিলাম, যেন শার্ট আমার সর্বসাকুল্যে ছ'টা নয়—শ'খানেক। শার্টের প্যাকেট ওল্টাতেই বেরিয়ে এল কিছু খুচরো পয়সা, পকেট-চাকু, চাবি, সিগারেট—এবং সেই কাগজের টুকরো, যেখানে লেখা আছে ওই মেয়ের নাম এবং ফোন নম্বর। প্যাট্রিসিয়া হলম্যান—একটু অন্যরকম খ্রিস্টান নাম—প্যাট্রিসিয়া। কাগজের টুকরোটি রাখলাম টেবিলের ওপরে। এটা কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গতকালের ঘটনা? অথচ মনে হচ্ছে, যেন কত যুগ পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে। গুণ হোক বা দোষ হোক—অ্যালকোহল, এই একটি ব্যাপারে ভীষণ পারদর্শী; দু'জন লোকের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে অসম্ভব দ্রুততায়, কিন্তু রাত এবং সকালের মধ্যে স্থাপন করে দেয় অসীম কালের ব্যবধান।

বইয়ের স্তূপের নিচে রাখলাম কাগজের টুকরোটি। ফোন কি করা উচিত এখন? হয়তো উচিত, হয়তো নয়। আসলে রাতের ঘনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ফিকে হয়ে আসে পরদিন সকালেই। কস্টার প্রায়ই বলে, সব কিছুকে হাতের নাগালের একটু বাইরে রাখা ভাল। নাগালের মধ্যে রাখলে ছুঁতে পারবে, আর ছুঁতে পারলেই সেটা তুমি নিজের করে নিতে চাইবে। আসলে পৃথিবীতে কোন কিছুই তুমি সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে পারো না।

আমার পাশের ঘরে শুরু হয়ে গেল রবিবাসরীয় ঝগড়া। ঝগড়ার নায়ক-নায়িকা হ্যাসে আর তাঁর স্ত্রী। ছোট্ট একটি ঘরে তাঁরা আছেন প্রায় পাঁচ বছর। লোক হিসেবে নেহাত মন্দ নন তাঁরা। চাকরি হারাবার ভয়ে সারাক্ষণ ভীত হ্যাসে। তাই স্বেচ্ছায় এবং বিনে পয়সায় ওভারটাইম করেন প্রতিদিন। তিন রুমের ফ্ল্যাটে থাকলে নিঃসন্দেহে অন্যরকম হত তাঁদের দাম্পত্য জীবন। অথচ এখন কেমন প্রাণ উজার করে তাঁরা গালি গালাজ করছেন পরস্পরকে।

আমি বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। হ্যাসের রুম পার হয়ে হাঁটতে লাগলাম করিডর ধরে। পাশের দরজাটি একটু খোলা। দামী কোন পারফিউম সুবাস ছড়াচ্ছে সেখানে। এরনা বনিগ থাকে এই ঘরে। একটা অফিসের বসের প্রাইভেট সেক্রেটারি সে। সপ্তাহে একদিন বস্ আসে তার রুমে। চিঠি ডিক্টেট করে সারারাত ধরে।

পাশের রুমে থাকে কাউন্ট ওরলভ। রাশিয়ান ইমিগ্র্যান্ট। সকল কাজের কাজী। সে একাধারে ওয়েটার, ফিল্ম-এক্সট্রা, জিগোলো এবং গীটারিস্ট। পেটে বেশি মদ পড়লে কাঁদতে শুরু করে দেয়।

ফ্রাউ বেণ্ডার থাকেন পরের রুমে। হাসপাতালের নার্স। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। স্বামী মারা গেছে যুদ্ধে। বাচ্চা দুটো মরেছে অনাহারে, ১৯১৮ সালে। একটি বেড়াল পোষেণ তিনি। আমাদের ফ্লোরের একমাত্র বেড়াল।

বেণ্ডারের পাশের রুমে থাকেন মুলার। রিটায়ার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, স্ট্যাম্প সংগ্রাহক একটি সংস্থার মুখপত্রের সম্পাদক। একজন সুখী লোক।

শেষের রুমে থাকে জর্জ। কলেজের চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্র। কোর্স শেষ করার জন্যে খনিশ্রমিক হিসেবে কাজ করেছে দু'বছর। তারপর পয়সা উপার্জনের অনেক পদ্ধতিই পরখ করে দেখেছে। ব্যর্থ হয়ে শেষে মনোনিবেশ করেছে পড়াশুনোয়। মরিয়া হয়ে দিনরাত পড়াশুনো করে, যেন খুব কাজে লাগবে এটা। কোর্স কমপ্লিট করলেও দশ বছরের আগে সেকি কোন চাকরি পাবে?

প্যাসেজের দরজার কাছে কলিং বেলের বোতাম; পাশে সবার নাম-ধাম-পরিচয় লেখা। আমারটায় লেখা আছে: 'রবার্ট লোকাম্প, ছাত্র—ফিলোসফি, দু'বার লম্বা করে বেল বাজান।' ফিলোসফির ছাত্র! সে-তো বহুকাল আগের কথা।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলাম। ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালে ঢুঁ দেব।

ক্যাফের ভেতরটা কেমন ধোঁয়াটে, অন্ধকারাচ্ছন্ন। এক পাশে বেসুরো একটি পিয়ানো পড়ে আছে। তবু পিয়ানোটি খুব প্রিয় আমার। এই ক্যাফেতেই তো আমি

www.BanglaBook.org

একসময় পিয়ানোবাদকের কাজ করেছি। ক্যাফের পেছন দিকে কয়েকটি রুম আছে মনোরঞ্জনের জন্যে। বারবনিতারা বসে থাকে দরজার সামনে।

এক গ্লাস রাম নিলাম বার থেকে। তারপর একটি ফাঁকা টেবিলে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম জানালার দিকে। রামের সাথে সিগারেট ভাল জমে। অতএব সিগারেট ধরালাম।··· কেমন অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কালকের মেয়েটির। একটু যেন খ্যাসখেসে, তবু খুব মধুর।

সেই সময় দরজা খুলে রোজা এসে ঢুকল সেখানে। গোরস্থান এলাকার বারবনিতা রোজা। ভীষণ একরোখা এবং প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারিণী। এই কারণে আড়ালে সবাই তাকে 'দ্য আয়রন স্টীড' বলে ডাকে। রোববার সকালে সে এই ক্যাফেতে আসে এক কাপ চকোলেট খেতে। তারপর তার কন্যাসন্তানকে দেখতে যায় বার্গডর্ফে।

'হ্যালো, রবার্ট,' রোজা সম্ভাষণ জানাল আমাকে।

'হ্যালো, রোজা। কেমন আছে তোমার মেয়ে?'

'সেটা জানতেই তো যাচ্ছি এখন। দেখো, ওর জন্যে কী কিনেছি!' কাগজের প্যাকেট খুলে একটি পুতুল বের করল রোজা। লাল টুকটুকে গাল। কী সুন্দর দেখতে!

রোজা চলে গেল একটু পরেই। মাস তিনেক আগেও, বাচ্চাটি যখন কেবল একটু একটু হাঁটতে শিখেছে, রোজা নিজের ঘরেই রাখত তাকে। নৈশপ্রেমিক এলে তাকে দরজার বাইরে খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে বলত, তারপর বাচ্চাটিকে আলমারিতে ভরে নিয়ে ঢুকতে বলত প্রেমিক-প্রবরকে। ভালই কাজ করছিল পদ্ধতিটি। কিন্তু ডিসেম্বরের শীতে আলমারির ভেতরে ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে যেত বাচ্চাটির। ঠিক সেই সময়েই হয়তো রোজা তার পুরুষ সঙ্গীর আনন্দবর্ধনে ব্যস্ত।

খুব কঠিন সময় গেছে তার। বাচ্চাটিকে অভিজাত এক চিলড্রেন'স হোমে পাঠিয়ে দিয়ে সে বেশ স্বস্তিতে আছে এখন।

আজকে যাবার আগে আমাকে বলল রোজা, 'তাহলে সামনের শুক্রবারে আসছ তো?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'কেন আসতে বলছি, জানো তো?' প্রশ্ন করল রোজা।

'অবশ্যই।'

আসলে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই, কেন সে আমাকে শুক্রবারে যেতে বলল। আমি জিজ্ঞেসও করলাম না। কী দরকার? এখানে পিয়ানোবাদক হিসেবে কাজ করবার সময় একটা নিয়ম করে নিয়েছিলাম মনে মনে—সব মেয়ের সাথে সমান সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে, নইলে এখানে টিকে থাকা অসম্ভব।

আরও এক গ্লাস রাম খেয়ে উঠে পড়লাম ক্যাফে থেকে। শহরে ঘুরে বেড়ালাম উদ্দেশ্যহীন। কেন জানি না, স্বস্তি পাচ্ছি না কোন কিছুতেই। কোথাও স্থির হয়ে একটু বসার ইচ্ছেও হচ্ছে না। বিকেল যখন প্রায় পড়ে এসেছে, একবার ঢুঁ দিলাম আমাদের ওয়ার্কশপে। একটি ক্যাডিল্যাকের মেরামতির কাজে ব্যস্ত কস্টার। কিছুদিন আগে ওটাকে আমরা কিনেছি সেলে—খুব সস্তায়। ওটার সমস্ত জরুরি যন্ত্রপাতি বদলে দেয়া হয়েছে। এখন ফাইনাল টাচ দিচ্ছে কস্টার। ক্যাডিল্যাকটি বিক্রি করে একটু মাল কামানোর ধান্ধা আমাদের। কিন্তু ক্রেতা পাওয়া যাবে কি না—এ ব্যাপারে আমার খুব সংশয়।

www.BanglaBook.org

'ওটো,' আমি বললাম, 'আমাদের এত চেষ্টা, সাধনা জলে যাবে না তো?'

'তোমার মাথা খারাপ?' কস্টার ভীষণ আশাবাদী এখনও। 'এরকম মাঝারি সাইজের গাড়ির চাহিদা আছে বেশ। বাজারে সস্তা গাড়ি, দামী গাড়ি—দুই-ই বিক্রোয় হু-হু করে। আর তাছাড়া পয়সাওয়ালা লোকেরও তো অভাব নেই।'

'গোট্‌ফ্রীড কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বোধহয় কোন রাজনৈতিক জনসভায়।'

'পাগল হয়ে গেছে। কী করতে যায় সে ওখানে?'

হাসল কস্টার। 'সে নিজেও বোধহয় জানে না সেটা।'

কস্টার আমাকে বক্সিং দেখতে যাবার দাওয়াত দিল। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না আমার। ওর কাছে এক্সট্রা টিকেট আছে, তাছাড়া আজকে জমবেও দারুণ। স্টিলিং লড়বে ওয়াকারের সাথে।

আমি ছুতো দেখালাম, 'ঘরে যাব এখন। অনেক চিঠি লেখা বাকি। আর তাছাড়া···' কেমন বোকা বোকা শোনাচ্ছে আমার কথা।

'তুমি অসুস্থ না তো?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল কস্টার।

'না, না,' আমি বললাম, 'তবে মনে বোধহয় বসন্তের হাওয়া লেগেছে।'

ঘরে ফিরে চুপচাপ বসে থাকলাম খানিকক্ষণ। কোনকিছু করতে মন বসছে না। কেন যে ঘরে ফিরে এলাম, সেটাও এক দুর্বোধ্য প্রশ্ন। ভাবলাম, জর্জের রুম থেকে ঘুরে আসি।

প্যাসেজে ফ্রাউ জালেভস্কির সাথে দেখা।

'তুমি? তুমি এখানে?' বিস্ময়ের সুর জালেভস্কির কণ্ঠে। 'স্বপ্ন দেখছি না তো?'

'না, এটা তো আমিই,' বললাম আমি।

'রোববারে তুমি ঘরে বসে আছ? বেরোওনি? এত দেখছি পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য!'

জর্জের ঘরে মন টিকল না বেশিক্ষণ। বেরিয়ে এসে ভাবতে লাগলাম গলায় আরও কিছু ঢালব কি না। কিন্তু ইচ্ছে করল না। ঘরে জানালার কাছে বসে তাকিয়ে রইলাম রাস্তার দিকে।

এখনও সন্ধে নামেনি পুরোপুরি, কিন্তু রাস্তার লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে।

বইয়ের গাদার তলা থেকে বের করে আনলাম কাগজের টুকরোটি। বুঝতে পারছি, কী করতে মন আঁকুপাঁকু করছিল এতক্ষণ।···ফোন করতে দোষের কিছু নেই নিশ্চয়ই। হাজার হলেও আমি তো কথা দিয়েছিলাম। এই সময় মেয়েটি হয়তো ঘরে নেই। না থাকারই কথা।

তবু প্যাসেজের টেলিফোন থেকে ডায়াল করলাম সেই নম্বরে। সৃষ্টি এক প্রত্যাশা বাসা বাঁধল বুকের ভেতরে। প্রতীক্ষায় কাটতে লাগল প্রতিটি মুহূর্ত। ফোন তুলল মেয়েটিই। সেই নরম স্বরের কথা। আমার সমস্ত অতৃপ্তি এবং অস্বস্তি দূর হয়ে গেল নিমেষে। আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম—দেখা করব পরশুদিন। রিসিভার রেখে দিলাম আমি। জীবনকে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন মনে হচ্ছে না আর।

আবার রিসিভার তুলে নিয়ে ফোন করলাম কস্টারকে।

'এক্সট্রা টিকেটটা আছে এখনও?' জানতে চাইলাম।

'আছে।'

www.BanglaBook.org

'গুড। আমি আসছি।'

বক্সিং দেখে ঘরে ফিরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। নিজের ঘরটাকে হঠাৎ অপছন্দ হতে শুরু করল আমার। এই বিবর্ণ আলো, সুতো-বেরিয়ে-যাওয়া আর্মচেয়ার, মলিন লাইনোলিয়াম—সব মিলিয়ে যা-তা অবস্থা। এই ঘরে ভদ্র কোন লোককে দাওয়াত দেবার কথা চিন্তাই করা যায় না। কোন মেয়েকে তো নয়ই। ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালের কোন বারবনিতাকে নিয়ে আসা যায় বড়জোর।

তিন

মঙ্গলবার সকালের ঘটনা। ক্যাডিলাকটির কাজ শেষ করে ওয়ার্কশপে বসে আছি আমরা তিনজন। লেনৎসের হাতে একটা কাগজ ধরা। সে আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার। ক্যাডিলাকটি বিক্রির বিজ্ঞাপনের একটি স্ক্রিপ্ট সে তৈরি করেছে। গর্ব করে সেটা আমাদের পড়ে শোনাল: 'লাক্সারি। টেক ইওর হলিডেজ ইন দ্য সানি সাউথ।'

শুনে কস্টার আর আমি চুপচাপ বসে রইলাম খানিকক্ষণ। বিজ্ঞাপনের ভাষার এমন কুসুমিত সৌন্দর্য হজম করতে সময় একটু লাগবে বৈকি! লেনৎস ভাবল, মোহিত হয়ে গেছি আমরা।

সে বলল, 'একই সাথে কাব্য এবং খোঁচা, ঠিক কি না? কঠিন বাস্তবতার সময় রোমান্টিক হতে হয়, এটাই নিয়ম।'

'কিন্তু সেটার সাথে যদি টাকা-পয়সার ব্যাপার জড়িত থাকে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'টাকা বাঁচানোর জন্যে লোকে গাড়ি কেনে না, হাঁদারাম,' উদ্ধতভাবে বিশ্লেষণ করল গোটফ্রীড লেনৎস। 'টাকার একটা গতি করার জন্যেই গাড়ি কেনে সবাই, আর রোমান্টিকতার শুরু সেখানেই। কী বলো, ওটো?'

'ইয়ে, মানে, সত্যি বলতে কি—' কস্টার বলতে চাচ্ছিল একটা কিছু।

'খামোকা সময় নষ্ট করার কোন মানে আছে?' আমি বললাম। 'আর যাই হোক, গাড়ির বিজ্ঞাপন হয়নি এটা।'

মুখ খুলল লেনৎস, 'ঠিক আছে, পরীক্ষা করে দেখব। জাপকে ডাকো। ওকে এটা পড়ে শোনাব, তারপর দেখো, সে কী বলে।'

জাপ কাজ করে আমাদের ওয়ার্কশপে—অ্যাপ্রেন্টিস্ জব। পনেরো বছর বয়স। পেট্রল পাম্প সার্ভ করে, আমাদের জন্যে নাশতা-পানি নিয়ে আসে। সাইজে ছোটখাট, তবে কান দুটো অস্বাভাবিক বড়। কস্টার তো প্রায়ই বলে, প্লেন থেকে পড়ে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না জাপের। কানকে প্যারাশুট বানিয়ে আলতো করে মাটিতে পড়বে।

জাপ এলে লেনৎস পড়ে শোনাল তার বিজ্ঞাপনটি।

'শুনলে তো, এখন বলো, গাড়িটি কেনার ব্যাপারে তুমি কোন উৎসাহবোধ করছ কি না?' কস্টার জানতে চাইল।

'গাড়ি?' অবাক হয়ে বলল জাপ।

'অবশ্যই গাড়ি,' হেসে বললাম আমি। 'তুমি কী ভেবেছিলে, হিপোপট্যামাস?'

'আচ্ছা। গাড়িটিতে কি সিংক্রোনাইজ্‌ড গিয়ার, ফ্লুইড ফ্লাইহুইল, হাইড্রলিক ব্রেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে?' জিজ্ঞেস করল জাপ।

'বোকচন্দর!' খেপে উঠল লেন্‌ত্স। 'এটা আমাদের ওই ক্যাডিল্যাক।'

'আগে বলবেন তো!' জাপ বলল অপরাধীর মত।

'দেখলে তো, লেন্‌ত্স গোট্‌ফ্রীড,' কস্টার বলল, 'আধুনিক রোমান্স কাকে বলে?'

'যাও, পাম্পে ফিরে যাও,' গজগজ করতে লাগল লেন্‌ত্স। 'শালা বিংশ শতাব্দীর প্রোডাকশন!'

নতুন করে স্ক্রিপ্ট লিখতে বসল সে। এবারে গাড়ির টেকনিক্যাল ডিটেইলগুলো বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করতে ভুল করবে না।

বিকেল পাঁচটায় প্যাট্রিসিয়া হলম্যানের সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ওয়ার্কশপের কেউ এ-ব্যাপারে কিছু জানে না। আমিই বলিনি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই বাড়ি যাবার মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়লাম ওয়ার্কশপ থেকে।

প্যাট্রিসিয়া একটা ক্যাফের নাম বলেছে আমাকে। সেখানে থাকবে ও। কিন্তু ক্যাফেটা যে কোথায়, আমি জানি না। খুঁজেপেতে বের করে ক্যাফেতে ঢুকে একটু ঘাবড়ে গেলাম। ঘর ভর্তি মেয়ে! প্রায় সবাই দ্রুত এবং উচ্চস্বরে কথা বলছে। এ কোন জায়গায় এসে পড়লাম রে বাবা! বহুকষ্টে এইমাত্র-খালি-হওয়া একটা টেবিল দখল করে বসলাম। একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম চারদিকে। অস্বস্তির ব্যাপারই বটে! আমি ছাড়া এই গোটা ক্যাফেতে পুরুষ মানুষ আছে মাত্র দু'জন। কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি পছন্দ হলো না আমার।

'কফি, চা নাকি চকোলেট?' ওয়েটার জিজ্ঞেস করল।

'বড়ো কনিয়াক,' উত্তর দিলাম আমি।

যে-মুহূর্তে ওয়েটার কনিয়াক এনে রাখল আমার টেবিলে, ঠিক তখনই কফি-পিয়াসী চারজন মেয়ে ফাঁকা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এসে দাঁড়াল ঠিক আমার পাশে।

'আপনারা চারজন তো?' ওয়েটার জিজ্ঞেস করল। তারপর আমার টেবিল দেখিয়ে বলল, 'এইখানে বসুন।'

'ওয়ান মোমেন্ট,' আমি বললাম। 'আমি এই টেবিলটা রিজার্ভ করে নিয়েছি। একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

'কিন্তু, স্যার, সীট রিজার্ভ করার কোন নিয়ম নেই,' বিনয়ী কণ্ঠে জানাল ওয়েটার।

আমি তাকালাম তার দিকে। পরমুহূর্তে মেয়েগুলোর দিকে। দশাসই, তাগড়া অ্যাথলেট-সুলভ চেহারার এক মেয়ে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত এই গ্রুপের অঘোষিত লীডার সে। আর প্রতিবাদ করার সাহস হলো না।

'ওয়েটার, আরেকটা কনিয়াক নিয়ে এসো,' হুকুম করলাম আমি।

'ঠিক আছে, স্যার। আরেকটা বড়?'

'খুব বড়।'

আমার কথার সুর ধরতে পেরে লজ্জিত ভঙ্গিতে সে বলল, 'দেখছেন তো, স্যার, ছ'জনের সীট।'

'ঠিক আছে, যাও। কনিয়াক নিয়ে এসো।'

মহিলা-অ্যাথলেটটি এমন অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে, যেন পচা মাছ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখছে। তাকে রাগানোর জন্যে আরও একটি কনিয়াকের অর্ডার দিয়ে বিরক্তির সাথে তাকালাম তার দিকে।

হঠাৎ পুরো ব্যাপারটাই অ্যাবসার্ড মনে হলো আমার কাছে। আমি কেন এখানে এসেছি? প্যাট্রিসিয়ার কাছে কী চাই আমি? জানি না, তাছাড়া, এই হৈচৈ এবং ভিড়ের মধ্যে আমি কি ওকে চিনতে পারব?

ভীষণ রাগ হলো আমার। কনিয়াকের গ্লাস নামিয়ে রাখলাম ঠক করে।

'স্যালুট,' কে যেন বলল আমার পেছন থেকে।

আমি ঘুরে তাকালাম। ও হাসছে। গতকালের চেহারার সাথে ওর আজকের চেহারার কোন মিলই খুঁজে পাচ্ছি না।

'কোত্থেকে তোমার উদয় হলো এত রহস্যময়ভাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'আমি তো প্রায় সারাক্ষণ দরজার দিকেই তাকিয়েছিলাম।'

ডানদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল প্যাট্রিসিয়া। 'ওদিকে আরেকটা দরজা আছে। যাই হোক, আমি তো শুধু তোমার জন্য। তুমি কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ?'

'না, মিনিট তিনেক হলো মাত্র,' আমি বললাম।

আমার টেবিলের কফি ক্লাবটির হৈচৈ থেমে গেছে হঠাৎ। 'আমরা কি এখানেই থাকব?' প্যাট্রিসিয়াকে প্রশ্ন করলাম আমি।

খুব দ্রুত সে আমাদের টেবিলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'সব ক্যাফেতেই আসলে একই অবস্থা।'

'তাহলে চলো, কোন বারে যাওয়া যাক,' আমি প্রস্তাব দিলাম।

'সন্ধে না-হতেই বার তুমি খোলা পাচ্ছ কোথায়?'

'আমি একটা বারের কথা জানি, যেটা এখন খোলা আছে।'

'ঠিক আছে, চলো তাহলে,' সম্মতি জানাল প্যাট্রিসিয়া।

ওয়েটারকে ডেকে বললাম, 'তিনটে বড় কনিয়াকের দাম রাখো।'

'তিন মার্ক,' জানাল ওয়েটার।

'তিন মিনিটে তিনটে কনিয়াক!' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল প্যাট্রিসিয়া।

'না, গতকালের দুটো পাওনা ছিল,' ম্যানেজ করলাম কোনমতে।

পায়ের নিচে মাটি ফিরে পেলাম বারে ঢুকে। ফ্রেড, বারের মিক্সার, এমন ভঙ্গিতে সম্ভাষণ জানাল যেন আজই প্রথম দেখছে আমাকে। অথচ দু'দিন আগেই আমাকে এখান থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল সে।

আমরা বসলাম গিয়ে এক কোণে। ফ্রেড এগিয়ে এল।

'তুমি কী খাবে?' জিজ্ঞেস করলাম প্যাট্রিসিয়াকে।

'মার্টিনি,' সে উত্তর দিল, 'ড্রাই মার্টিনি।'

'আর আমি যা খাই,' ফ্রেডকে বললাম।

প্যাট্রিসিয়ার দিকে তাকালাম। মনে হলো, অন্য পৃথিবী থেকে এসেছে সে। কীভাবে ওর সাথে কথা শুরু করব, ঠিক করতে পারছি না। ওকে কতটুকুই বা জানি? যতবার ওর দিকে তাকাচ্ছি, তত বেশি অপরিচিত মনে হচ্ছে ওকে। আর তাছাড়া এরকম ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছি অনেকদিন পর। প্র্যাকটিস নেই বহুদিন। ওই ক্যাফেতে কী হট্টগোলই না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচ্ছিল, অথচ এই বারে কত চুপচাপ, ঠাণ্ডা পরিবেশ। এমন নিস্তব্ধতায় কথা বলা এমনিতেই কঠিন। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, এরচে' ক্যাফেতেই বোধহয় ভাল ছিল।

ফ্রেড গ্লাসগুলো এনে রাখল আমাদের সামনে। খেতে শুরু করলাম দু'জনেই। খুব চমৎকার রাম। টাটকা এবং ঝাঁঝাল। গ্লাস উপুড় করে বাকিটুকু একবারে গলায় ঢেলে দিয়ে আরেকটির অর্ডার দিলাম।

'এখানে তোমার ভাল্লাগছে তো?' প্রশ্ন করলাম প্যাট্রিসিয়াকে।

মাথা নাড়ল সে। লাগছে। 'ওই ক্যাফের চেয়ে অনেক ভাল।'

'তাহলে ওখানে দেখা করতে বলেছিলে কেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'জানি না,' সে বলল। 'বোধহয় সেই সময় অন্য কোন নাম আসেনি মাথায়।'

এখানে ওর ভাল লাগছে জেনে স্বস্তি পেলাম। 'আমরা তো হরদম এখানে আসি,' বললাম। 'সন্ধের পর এটাই আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে যায়, বলতে পারো।'

হাসল প্যাট্রিসিয়া।

'আর একটু মার্টিনি চলবে নাকি তোমার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি কী খাচ্ছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'আমি? আমি রাম খাচ্ছি। রামই আমার বেশি পছন্দ।'

'আমার তো মনে হয় না রাম খুব একটা সুস্বাদু জিনিস।' সন্দেহের সুর প্যাট্রিসিয়ার কথায়।

'আমি নিজেও আসলে খেতে খেতে রামের কেমন স্বাদ টের পাই না,' আমি বললাম।

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল প্যাট্রিসিয়া। 'তাহলে খাও কেন?'

কথা বলার মত একটা প্রসঙ্গ পাওয়া গেল এতক্ষণে। সোৎসাহে বললাম, 'রামের স্বাদ নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। রাম কেবল পানীয়ই নয়—সে বন্ধুর মত। একজন বন্ধু, যে সব জটিলতাকে সরল করে দেয়। বদলে দেয় পৃথিবীকে। এই কারণেই আসলে রাম খাওয়া।' একটু থামলাম আমি। 'তোমার জন্যে আবার মার্টিনির অর্ডার দিই?'

'না, আমি রাম খাব,' জানাল সে। 'আমি একবার টেস্ট করে দেখতে চাই।'

'গুড,' আমি বললাম। 'তবে আজ নয়, খুব বেশি হয়ে যাবে। তারচে' বরং ব্যাকার্ডি ককটেল আনাই।'

ফ্রেডকে ডাকলাম আমি।

পরিবেশ বদলে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। দূর হয়ে গেল সমস্ত অস্বস্তিবোধ, জড়তা। কথা আসতে লাগল অনর্গল।

মেয়েটি পাশে বসে আমার কথা শুনছে চুপচাপ। অপরিচিতা এক মেয়ে, রহস্যময়ী। হঠাৎ লক্ষ করলাম, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কথা বেরুচ্ছে আমার মুখ থেকে। যেন আমি কথা বলছি না, বলছে অন্য কেউ। জীবনের সাধারণ ঘটনার সাথে উজ্জ্বল রং মিশিয়ে উপস্থাপন করা কথা। শ্রুতিমধুর, নিখুঁত মিথ্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সত্যের ছিটেফোঁটাও নেই তাতে। কারণ, সত্যি কথায় প্রাণ থাকে না, উন্মাদনা থাকে না, বর্ণাঢ্যতা থাকে না। আমরা রঙিন স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকি—সেটাই তো জীবন!

www.BanglaBook.org

প্যাট্রিসিয়া হলম্যানকে যখন বাসায় পৌঁছে দিলাম, তখন রীতিমত অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ফিরে আসার সময় নিজেকে ভীষণ একা আর শূন্য মনে হলো। সেই সময় বৃষ্টি নামল ঝিরঝিরিয়ে। একটি দোকানের জানালার নিচে আশ্রয় নিলাম আমি। আজ আমার মদ খাওয়ার পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে, এতক্ষণে টের পাচ্ছি সেটা। টলমল করছে পা, স্থির হয়ে দাঁড়ানোও কঠিন হয়ে পড়েছে।

বেশ গরম লাগছে এখন, কোট খুলে হাতে নিয়ে নিলাম। বারে এতক্ষণ ধরে কী বকবক করেছি, মনে পড়ছে না কিছুই। মৃদু-আলোর বার থেকে আলোকিত, উজ্জ্বল রাস্তায় বেরিয়ে সবকিছু অন্যরকম লাগছে। ঝেড়ে গালিগালাজ করলাম নিজেকে। মেয়েটি যে কী ভাবল, ঈশ্বর জানেন! নিশ্চয়ই সে লক্ষ করেছে সব। কারণ, সে তো বলতে গেলে খায়ইনি প্রায়। আর বিদায়ের সময় কেমন সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে…

চলতে শুরু করে ধাক্কা খেলাম বেঁটেখাট গোলগাল একজন লোকের সাথে। হৈহৈ করে উঠল লোকটি, 'চোখ খোলা রেখে চলতে পারেন না? বাপের জন্মে বোধহয় মানুষ দেখেননি?'

'মানুষ?' আমি উত্তর দিলাম। 'সে তো ঢের দেখেছি। কিন্তু বীয়ারের ব্যারেলও যে হাঁটে, সেটা দেখছি এই প্রথম।'

ঝাল মিটিয়ে কথা বলতে পেরে একটু হালকা লাগছে, তবে উদ্বিগ্নতা কাটল না। উদ্বিগ্নতা নিজেকে নিয়ে, প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে। আজ মাতাল হবার পেছনে পুরোটা দোষই তো আমার।

হকগে। যা খুশি, ভাবুক প্যাট্রিসিয়া। তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না। কে সে, যাকে আমার কেয়ার করতে হবে? যা করেছি, বেশ করেছি। ভুল হোক, শুদ্ধ হোক, করা যখন হয়ে গেছে, তখন আর ভেবে লাভ কী? হয়ে তো গেছেই…

বারে ফিরে গেলাম আবার। তারপর আকণ্ঠ মদ গিলে চুর হয়ে পড়ে রইলাম সেখানে।

চার

শুক্রবার সকালে ওয়ার্কশপে পৌঁছুলাম সবার আগে। কয়েকদিন টানা বৃষ্টির পরে আকাশ আজ পরিষ্কার। চনমনে, উষ্ণ রোদ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। পেট্রল পাম্পের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলাম আমি। বুড়ো প্লাম গাছে ফুল ফুটেছে রাতারাতি!

এক গ্লাস রাম গলায় ঢেলে রওনা দিলাম পেট্রল পাম্পের দিকে। জাপ এসে বসে আছে ইতোমধ্যে। তার পাশে এক গোছা ফুল রাখা।

'এগুলো এখানে কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'মহিলাদের জন্যে,' জাপ জানাল। 'তেল ভরতে এলে তারা একটি করে ফুল উপহার পায়। এভাবে এরই মধ্যে নয় লিটার এক্সট্রা বেচেছি।'

'হুম্‌ম্‌, বিজনেসের নাড়ি-নক্ষত্র ভালই বুঝতে শুরু করেছ,' মন্তব্য করলাম আমি।

ফোর্ডের তলা থেকে ক্রলিং করে বেরিয়ে এল লেন্‌ত্স।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বব,' সে বলল আমাকে, 'এই মুহূর্তে একটা প্ল্যান এল আমার মাথায়। বাইণ্ডিং-এর মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।'

'তার মানে?' ওর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

'মানে খুব সহজ, আচ্ছা, কী যেন নাম মেয়েটার? প্যাট—কিন্তু প্যাট কী?'

'জানি না,' আমি বললাম।

উঠে বসল লেন্‌ত্‌স। 'তুমি জানো না? কিন্তু তুমিই তো ওর নাম-ঠিকানা লিখে রাখলে।'

'কাগজটা হারিয়ে ফেলেছি,' আমি জানালাম ওকে।

'হারিয়ে ফেলেছ!' নিজের চুল ধরে টানতে লাগল লেন্‌ত্‌স। 'যার জন্যে ঝাড়া একটি ঘণ্টা আমি বাইণ্ডিং-এর পেছনে ব্যয় করেছি, সেটা তুমি হারিয়ে ফেললে! দেখা যাক, ওটো হয়তো জানতে পারে।'

'না, ওটো জানে বলে মনে হয় না,' আমি বললাম।

'খুব বাজে কাজ করেছ,' গজর-গজর করতেই থাকল লেন্‌ত্‌স। 'মেয়েটার দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখেছিলে? দেখলে কাগজটা হারাতে পারতে না।' আকাশের দিকে তাকাল সে। 'আমাদের জীবন যখন ঠিক পথ ধরে এগুতে শুরু করে, ঠিক তখন তোমার মত হোঁৎকা-বুদ্ধির লোকই হারিয়ে ফেলে নাম-ঠিকানা।'

'মেয়েটিকে দেখে এমন আহামরি কিছু মনে হয়নি আমার,' আমি বললাম।

'এবং সেই কারণেই তুমি একটা গর্দভ,' উত্তরে লেন্‌ত্‌স জানাল। 'মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়েছিলে একবারও? তাকাওনি। তা আর তাকাবে কেন। তুমি তো তাকিয়ে থাকবে মদের গ্লাসের দিকে।'

'হয়েছে, থামো এবারে,' আমি বললাম।

'এবং তার হাতগুলো,' থামল না লেন্‌ত্‌স, বলেই চলল, 'কী দারুণ! সরু এবং একটু লম্বাটে। গোটফ্রীড এসব জিনিস চেনে, বোঝে। একটা মেয়ে, সুন্দরী, সবচে' বড় কথা—অ্যাটমোসফেয়ারের সাথে—' সে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। 'আচ্ছা, বব, অ্যাটমোসফেয়ার কাকে বলে, জানো তুমি?'

'জানি; বাতাস—যেটা তোমরা পাম্প দিয়ে টায়ারে ভরে দাও,' জবাব দিলাম আমি।

'হ্যাঁ, বাতাসই বটে!' ক্ষুব্ধস্বরে বলল লেন্‌ত্‌স। 'আসলে অ্যাটমোসফেয়ার, উষ্ণতা, রহস্য, রেডিয়েন্স—এসবই সৌন্দর্যের আত্মা। এরাই সৌন্দর্যকে জীবন দান করে। তোমাকে এসব বলে কী লাভ? তোমার অ্যাটমোসফেয়ার তো রামের গন্ধে ভরপুর।'

'থামো, নইলে মাথায় বাড়ি পড়বে কিন্তু তোমার,' সতর্ক করে দিলাম লেন্‌ত্‌সকে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! বকবক করতেই থাকল লেন্‌ত্‌স। শুরু হলো মেয়েটি সম্বন্ধে তার অন্তহীন প্রশংসা। শুনতে শুনতে একসময় সত্যিই আমার মনে হলো, দারুণ একটা কিছু হাতছাড়া হয়ে গেছে।

এই সন্ধেটা কী করে কাটাব, তাই ভাবছিলাম। বারে তো যাবই না কোন অবস্থায়—লেন্‌ত্‌স বহু খোঁচা মেরেছে এ ব্যাপারে—সিনেমায়ও নয়। ওয়ার্কশপে একবার ঢুঁ দিলে কেমন হয়? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আটটা বাজে। কস্টার এতক্ষণে

www.BanglaBook.org

ফিরে এসেছে নিশ্চয়ই। আর কস্টার যদি থাকে, তাহলে ওই মেয়ের কাহিনী এবং প্রশংসার জাবর কাটবে না লেন্‌ত্‌স। আমি রওনা দিলাম।

ওয়ার্কশপে আলো জ্বলছে। শুধু ওয়ার্কশপেই নয়। পুরো কোর্টইয়ার্ডে একেবারে আলোর বন্যা। কস্টার দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

'কী ব্যাপার, এত আলো কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ক্যাডিল্যাক বিক্রি হয়ে গেছে নাকি?'

কস্টার হাসল। 'না, গোটফ্রীডের একটু ফ্লাডলাইটিং করার শখ হয়েছে, এই যা।'

ক্যাডিলাকের দুটো হেডলাইট জ্বলছে। এক পাশে একটু সরানো হয়েছে গাড়িটিকে। যার জন্যে আলো গিয়ে পড়ছে সরাসরি প্লাম গাছের ওপরে। কী অপরূপ দৃশ্য!

'দারুণ লাগছে দেখতে,' আমি বললাম, 'কিন্তু লেন্‌ত্‌স গেছে কোথায়?'

'খাবার আনতে।'

'গুড, আমারও বেশ খিদে পেয়েছে, মনে হচ্ছে।'

কস্টার জানাল, 'আজ কার্লের নাম এন্ট্রি করে এসেছি।'

'কিসে?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'ছয় তারিখের রেসিং-এ?'

সম্মতি জানাল কস্টার।

'কস্টার, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? বাঘা বাঘা সব রেসিং কারই তো থাকবে সেখানে!'

'থাকুকগে,' নির্লিপ্ত জবাব কস্টারের।

'তাহলে তো তেল দিয়ে কার্লের গোসলের ব্যবস্থা করা দরকার।' জামার হাতা গোটাতে গোটাতে বললাম আমি।

'একটু পরে,' লেন্‌ত্‌স বলল। এইমাত্র এসে পৌঁছুল সে। প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে পড়ল পনির, রুটি আর সার্ডিন মাছ। ঠাণ্ডা বীয়ার দিয়ে সব সেঁটে দিলাম আমরা, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কার্লকে নিয়ে। গ্রীজ মাখিয়ে সবকিছু টেস্ট করতে করতে সময় লেগে গেল প্রায় দু'ঘণ্টা।

কাজ শেষ করে লেন্‌ত্‌স বলল, "এখন আমরা "কুসুমিত বৃক্ষ উৎসব" পালন করব। যাও, বোতল বের করে নিয়ে এসো।'

কনিয়াক, জিনের বোতল এবং দুটো গ্লাস এনে রাখলাম টেবিলের ওপরে।

'গ্লাস দুটো কেন?' গোটফ্রীড জিজ্ঞেস করল।

'আমি খাব না,' জানিয়ে দিলাম।

'কী? খাবে না কেন?'

'ফেড আপ হয়ে গেছি খেতে খেতে,' আমি বললাম।

লেন্‌ত্‌স আমার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর কস্টারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বাচ্চা ছেলে, বেশি খেয়ে ফেলেছে।'

'না খেতে চায়, না খাক,' কস্টার বলল।

'এই ছেলেটির মাথা মাঝে-মাঝেই বিগড়ে যায়,' নিজের গ্লাসে কনিয়াক ভরে নিয়ে মন্তব্য করল লেন্‌ত্‌স।

'কারণ, মাথা বিগড়ে যাবার মত ব্যাপার ঘটে,' আমি বললাম।

ওদিকের ফ্যাক্টরির ছাদের ওপর দিয়ে রুপালি চাঁদ উঠেছে। আমাদের কয়েক মুহূর্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেটে গেল নীরবে।

'আচ্ছা, গোটফ্রীড,' শেষমেষ বলতে শুরু করলাম, 'প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে তুমি তো নিজেকে এক্সপার্ট মনে করো—'

'ঠিক এক্সপার্ট নয়, তবে এই লাইনে পুরানো লোক বলতে পারো,' ভদ্রতা দেখিয়ে বলল লেন্‌ত্স।

'আচ্ছা, তাহলে বলো তো, প্রেমে পড়লেই কি সবাই বোকার হদ্দ রামবোকা হয়ে যায়?'

'বোকার হদ্দ রামবোকা মানে? সেটা কেমন?'

'এই ধরো, ফাউল কথাবার্তা বলা, বানিয়ে-বুনিয়ে মিথ্যে বলা—এই সব আর কি।'

হো হো করে হেসে উঠল লেন্‌ত্স। 'আসলে পুরো ব্যাপারটাই তো মিথ্যেনির্ভর। প্রকৃতির চমৎকার ঠকবাজি, বলতে পারো। ওই প্লাম গাছের দিকেই তাকিয়ে দেখো না, রূপের ভাণ্ড সাজিয়ে বসেছে একেবারে। দু'দিন পরেই কিন্তু যে সে-ই হয়ে যাবে।'

'তার মানে, একটু-আধটু মিথ্যে বলা যায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'অবশ্যই!'

'কিন্তু এভাবে চালাতে থাকলে তো যে-কেউ হাসির পাত্র হয়ে যাবে,' মন্তব্য করলাম আমি।

'এই তো আসল পয়েন্টে এসেছ। সাবধান, এমন কিছু কোরো না, যাতে মেয়েটির সামনে তুমি হাসির পাত্র হয়ে যাও। এটা হলেই পরিস্থিতির লাগাম চলে যাবে মেয়ের হাতে। এমনিতে যা খুশি করতে পারো—পা ওপরে দিয়ে মাথার ওপরে দাঁড়াও, অবিরাম প্যাঁচাল পাড়ো, প্রেমিকার জানালার নিচে গিয়ে গান গাও—অসুবিধে নেই। শুধু একটা ব্যাপারে সাবধান—বাস্তববাদিতা আর যুক্তিবাদিতা দেখাতে যেয়ো না বেশি।'

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার। 'তোমার কী মনে হয়, ওটো?'

কস্টার হাসল। 'লেন্‌ত্স সম্ভবত ঠিকই বলছে।'

'আচ্ছা, কোন মেয়ের সাথে থাকার সময় তুমি মাতাল হওনি কখনও?' জিজ্ঞেস করলাম।

'বহুবার,' লেন্‌ত্স উত্তর দিল নির্দ্বিধায়।

'তারপর?'

'একটু উল্টা-পাল্টা কথাবার্তা বলার ব্যাপারটা বলতে চাইছ তো? নো প্রব্লেম। কক্ষনো ক্ষমা চাইতে যাবে না, ওই প্রসঙ্গে কথাও বলবে না। শুধু ফুল পাঠাবে। কোন চিঠি নয়, শুধু ফুল। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন ঘুম থেকে উঠলাম সাতসকালে। ওয়ার্কশপে যাবার আগে ফুলের দোকানে ঢুকে বাছাই করলাম চমৎকার এক তোড়া গোলাপ। এক টুকরো কাগজ নিয়ে ফুলগুলো পাঠিয়ে দিতে বললাম দোকানদারকে। কাগজের ওপরে ঠিকানা লিখলাম—প্যাট্রিসিয়া হলম্যান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

ট্যাক্স সম্পর্কিত ঝুট-ঝামেলা মেটাতে কস্টার গেছে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে। ওয়ার্কশপে বসে আছি আমি আর লেন্‌ত্‌স।

'চলো,' গোটফ্রীডকে বললাম আমি, 'ক্যাডিল্যাকটা ঝেড়ে-মুছে আসি।'

গতকালের পত্রিকায় আমাদের বিজ্ঞাপন গেছে। অতএব, আজ দু'একজন খদ্দেরের দেখা পাওয়া যেতেও পারে। যে-কোন অবস্থায় গাড়িটিকে ঝকঝকে তকতকে করে রেডি রাখা উচিত।

বার্নিশের ওপরে একটু পালিশ করতেই এমন চকচক করে উঠল গাড়িটি যেন এই মুহূর্তে ওটার দাম বাড়িয়ে দেয়া উচিত আরও একশো মার্ক। গাড়ির তৈলতৃষিত পার্টসগুলোয় ঘন তেল দিয়ে থামানো হলো ওদের ক্যাঁচর-কোঁচর শব্দ। গিয়ার আর ডিফারেনশিয়ালে দেয়া হলো গ্রীজ। সব ফিটফাট।

গাড়িটা একবার চালিয়ে দেখা উচিত। আমাদের ওয়ার্কশপের পাশে রাস্তাটা বেশ এবড়োখেবড়ো। পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পীডে সেদিক দিয়ে চালাতেই গাড়ির বডি প্রতিবাদ করে উঠল ঝনঝন শব্দে। চাকার বাতাস খানিকটা বের করে দিয়ে চালিয়ে দেখা গেল, উন্নতি হয়েছে। আরও খানিকটা বাতাস ছেড়ে দেয়া হলো। থেমে গেল শব্দ।

বনেটটা তবু কুঁচ-কুঁচ শব্দ করছিল ইঁদুরের মত। ওয়ার্কশপে ফিরে এসে ওখানে একটু তেল দিয়ে [illegible] করে রাবার লাগালাম মাঝখানটায়। রেডিয়েটরে ঢাললাম গরম জল, যাতে ইঞ্জিন মুহূর্তের মধ্যে স্টার্ট নিতে পারে। পেট্রল ডাস্ট রিমুভার আরেকবার বুলিয়ে দিলাম গাড়ির শরীরে। রোদের আলো ঠিকরে পড়ে এখন ঝিলিক মারছে রীতিমত।

আকাশের দিকে দু'হাত তুলে লেন্‌ত্‌স গোটফ্রীড বলল, 'হে আশীর্বাদপুষ্ট খদ্দেরসকল, আপনারা আসুন, পদধূলি দিন আমাদের ক্ষুদ্র ওয়ার্কশপে। আমরা আপনাদের আগমনের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। বর যেমন কন্যার অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণিতে থাকে, সেইরূপ আমরা আপনাদের পথ চাহিয়া আছি।'

কনে অপেক্ষায় বসিয়ে রাখল আমাদের। আমরা এদিকে ওয়ার্কশপের অন্যান্য কাজ সেরে নিচ্ছি নীরবে। কয়েক ঘণ্টা পর পেট্রল প্যাম্প থেকে শিস বাজিয়ে সংকেত দিল জাপ, 'কেউ আসছে, মনে হয়।'

স্প্রিং-এর মত লাফ দিয়ে পৌঁছে গেলাম জানালার কাছে। বেঁটে এবং ছোটখাট একজন লোক ক্যাডিল্যাকের চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। দেখতে বেঁটে-খাটো হলেও সলিড কাস্টমার বলেই মনে হলো তাঁকে।

'লেন্‌ত্‌স, দেখে যাও,' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'কনের মত মনে হচ্ছে না?'

'তাই তো,' এক নজর দেখেই মন্তব্য করল সে, 'চাউনিটা দেখেছ? একেবারে অরিজিনাল মাল, সন্দেহ নেই। রেডি হয়ে নাও ঝটপট। রিজার্ভ হিসেবে আমি এখানে থাকছি। তুমি ম্যানেজ করতে না পারলে আমি আসছি পরে। ট্রিক্‌সগুলো ভুলো না কিন্তু।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে।' বেরিয়ে পড়লাম আমি।

তিনি তাকালেন আমার দিকে। ঠাণ্ডা, কালো চোখ তাঁর।

'লোকাম্প,' নিজের পরিচয় দিলাম আমি।

'ব্লুমেন্টহল,' তিনি বললেন।

গোটফ্রীডের প্রথম ট্রিক—নিজের পরিচয় দেয়া। ওর মতে, এর ফলে পরিবেশ সহজ হয়, আন্তরিকতা বাড়তে থাকে। ওর দ্বিতীয় ট্রিক—পরিচয় দিয়ে চুপ করে থাকো খানিকক্ষণ, খদ্দেরের যা বলার বলে নিক, তারপর মাটি নরম হতেই বসিয়ে দাও কোদাল।

'হের ব্লুমেন্টহল, আপনি কি ক্যাডিল্যাকের ব্যাপারে এসেছেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

মাথা নাড়লেন তিনি।

'ওই যে ওখানে ওটা।' গাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখালাম তাঁকে।

'দেখেছি,' বললেন ব্লুমেন্টহল।

এক মুহূর্তের জন্যে আমি তাকালাম তাঁর দিকে। যেন বলতে চাইলাম, কিনতে যখন এসেছেন, ভাল করে দেখে নিন।

গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুললাম। স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ব্লুমেন্টহলের মন্তব্যের জন্যে। সমালোচনা করার পয়েন্ট নিশ্চয়ই তিনি খুঁজে পাবেন। স্টার্ট বন্ধ করে দিলাম।

ব্লুমেন্টহল কোন কিছু পরীক্ষা করে দেখলেন না, কোন মন্তব্য কিংবা সমালোচনাও করলেন না। কেবল ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন মূর্তির মত।

নিয়মমাফিকভাবে ক্যাডিল্যাকের বৃত্তান্ত এবং গুণাবলী বর্ণনা করতে শুরু করলাম আমি। তিনি যদি গাড়ির ব্যাপারে অভিজ্ঞ হন, তো ইঞ্জিন এবং চেসিসের কার্যক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখতে চাইবেন, আর অজ্ঞ হলে তাঁর প্রধান লক্ষ হবে আরাম-আয়েশ এবং সৌন্দর্যের দিকে।

আমি বলেই চলেছি। আর তাঁর যেন কোনকিছু জানবার নেই, কোন প্রশ্ন করার নেই।

'আপনি কী কারণে গাড়িটি কিনতে চাচ্ছেন, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে, নাকি ভ্রমণ করার জন্যে?' বাধ্য হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। ভাবলাম, হয়তো এভাবে কথা জমানো যাবে তাঁর সাথে।

'সবকিছুর জন্যেই,' সোজা জানিয়ে দিলেন ব্লুমেন্টহল।

'আচ্ছা। গাড়িটি চালাবে কে, আপনি নিজে, নাকি আপনার ড্রাইভার?'

'ঠিক নেই।'

ঠিক নেই! এ কী লোক রে, বাবা! এ যে দেখছি তোতা পাখিরও অধম।

ভাবলাম, তাঁকে নিজের হাতে কিছু পরীক্ষা করতে বললে কাজ হতে পারে। নিষ্ক্রিয় খদ্দের এভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে অনেক সময়।

'এই বিশালাকার বডির হুডটি কিন্তু খুব হালকা,' আমি বললাম। 'একবার চেষ্টা করে দেখুন, কত হালকা। আপনি এক হাতেই তুলতে পারবেন।'

সেটার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করলেন না ব্লুমেন্টহল। তিনি তো নিজের চোখেই দেখছেন সবকিছু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুড়ুম করে দরজা লাগিয়ে হাতলটা টানাটানি করে দেখালাম তাঁকে। 'একদম নড়বর করছে না, ঠিক যেন নতুন। দেখুন পরীক্ষা করে!'

রুমেন্টহল দেখলেন না। এ যে দেখছি মহা আজব চিড়িয়া!

জানালা দেখিয়ে বললাম তাঁকে, 'ওঠা-নামা করাতে কোন জোরই লাগে না। একেবারে পালকের মত হালকা।'

ছুঁয়েও দেখলেন না তিনি।

'কাচটা কিন্তু ভঙ্গুর নয়,' মরিয়া হয়ে চালিয়ে যেতে থাকলাম আমি, 'একটা বিশেষ সবিধে, বলতে পারেন।'

'সব গাড়ির কাচই অভঙ্গুর,' এতক্ষণে মুখ খুললেন রুমেন্টহল। 'এ আর এমন নতুন কী?'

'হ্যাঁ, অনেক গাড়ির কাচই অভঙ্গুর,' নম্রভাবে তাঁকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম, 'বিশেষ করে উইণ্ডস্ক্রীনগুলো। কিন্তু পাশের জানালার কাচ?'

আমার এই যুক্তিতে তিনি মুগ্ধ হলেন, না ক্ষুব্ধ হলেন—বোঝা গেল না।

গাড়ির ভেতরে অরাম-আয়েশের সুবন্দোবস্ত আছে, সেটা তাঁকে জানালাম। লাগেজ ক্যারিয়ার, নরম সীট, সুইচবোর্ড—প্রতিটি পয়েন্ট বর্ণনা করলাম সবিস্তারে। এমনকি তাঁকে সিগারেট অফার করলাম,পর্যন্ত। তিনি নিলেন না।

'আমি এই সিগারেট খাই না,' জানালেন তিনি।

তাঁর চেহারার দিকে তাকাতেই দুঃস্বপ্নের মত একটি চিন্তা এসে ভর করল আমার মাথায়: তিনি বোধহয় গাড়িটি কিনতে আসেননি। হয়তো ভুল করে চলে এসেছেন এখানে। আর এসেই যখন পড়েছেন, দর-দাম করতে ক্ষতিটা কোথায়? কিংবা এমনও হতে পারে, তিনি কিনতে চাইছেন একেবারেই অন্য কোন জিনিস—বোতামের ঘর-কাটার যন্ত্র কিংবা রেডিও।

'একবার ট্রায়াল দিয়ে দেখা যাক,' তবু আশা ছাড়ি না আমি। 'কী বলেন, হের রুমেন্টহল?'

ট্রায়াল? ট্রায়াল কেন দিতে হবে?'

'কারণ, আপনি দেখবেন, গাড়িটি চলে কেমন। দেখবেন, একেবারে সেঁটে থাকে রাস্তার সাথে, রেলগাড়ি আর লাইন যেমন। আর ইঞ্জিন এত স্বচ্ছন্দ ভাবে গাড়িকে টেনে নিয়ে যায়, যেন গাড়ি নয়, পালক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

'না, ট্রায়াল রানের কোন দরকার নেই,' তিনি বললেন। 'ওসব খেল আমার জানা আছে। ট্রায়ালের সময় ফিটফাট। আর দু'দিন পরে বেরিয়ে পড়বে আসল চেহারা।'

'ঠিক আছে, দরকার নেই তাহলে ট্রায়ালের,' সমস্ত আশা দূর করে দিয়ে বললাম আমি। তিনি যে এই গাড়ি কিনছেন না, সেটা একেবারে নিশ্চিত।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার চোখে চোখ ফেলে তিনি তীক্ষ্ণ এবং ভদ্রকণ্ঠে দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়িটির দাম কত?'

'সাত হাজার মার্ক।' চোখের পলক না ফেলে স্থিরভাবে উত্তর দিলাম। গলায় কোন দ্বিধা, জড়তা, সংকোচ না রেখে বললাম আবার, 'এক দাম সাত হাজার মার্ক।' মনে মনে বললাম, 'পাঁচ হাজার দিতে চাইলেই ছেড়ে দেব।'

'গাড়িটি আসলে চমৎকার।' এতক্ষণে মানুষের মত মনে হলো তাঁর গলা। আমি

www.BanglaBook.org

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। তাঁর উৎসাহ জেগে উঠছে এতক্ষণে, কথাটি সেটারই আভাস। নাকি এটাও আরেক ভড়ং?

সুবেশী, স্মার্ট এক যুবক এসে হাজির হলো সেখানে। তার হাতে ধরা একটি খবরের কাগজ। নম্বর মিলিয়ে নিয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল সে, 'ক্যাডিল্যাক বিক্রি হবে কি এখানে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'গাড়িটা একবার দেখতে পারি কি?' একই ভঙ্গিতে বলল সে।

'এই তো গাড়িটা,' আমি বললাম, 'তবে ভালভাবে দেখতে চাইলে আপনাকে দয়া করে একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

রাজি হয়ে গেল যুবকটি। তাকে অফিসে নিয়ে বসিয়ে ফিরে এলাম ব্লুমেন্টহলের কাছে।

'আপনি গাড়িটা একবার চালিয়ে দেখুন,' আমি বিজ্ঞাপন থামালাম না, 'আপনার মনে হবে, জলের দরে পেয়ে যাচ্ছেন গাড়িটি। ট্রায়ালের জন্যে ইচ্ছে করলে যতদিন খুশি রাখতে পারেন নিজের কাছে। অথবা আপনি যদি চান, যে-কোনদিন সন্ধেবেলা আপনাকে সাথে নিয়ে ট্রায়াল রানের ব্যবস্থা করতে পারি আমি।'

কিন্তু তাঁর সেই উৎসাহ-প্রসূত উত্তেজনা ছিল সাময়িক। তিনি আবার দাঁড়িয়ে আছেন মূর্তির মত।

'আমি এখন যাব,' বললেন তিনি। 'আর যদি ট্রায়াল নেবার ইচ্ছে আমার হয়, আমি নিজেই আপনাকে ফোন করে জানাব।'

আমি দেখলাম, বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। কথা দিয়ে তাকে ভোলানো যাবে সে-বান্দা এটা নয়।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'আপনি আপনার টেলিফোন নম্বরটিও রেখে যান। যদি অন্য কেউ এই গাড়িটি কিনতে উৎসাহী হয়, আমি যাতে আপনাকে সময়মত জানাতে পারি।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন ব্লুমেন্টহল। 'উৎসাহী হওয়া আর কেনা—দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক।'

সিগার-কেস খুলে তিনি সিগার অফার করলেন আমাকে। অসম্ভব দামী সিগার। শালা মালদার ছিল খুব! কিন্তু ধরা দিল না। আমি সিগারটি নিলাম।

আন্তরিকভাবে হ্যাণ্ডশেক করে চলে গেলেন ব্লুমেন্টহল। প্রাণ খুলে তাঁকে গালিগালাজ করে ফিরে এলাম ওয়ার্কশপে।

সবকিছু শুনে লেনৎস মন্তব্য করল, 'আবার আসবে সে।' লেনৎস চিরকালই আশাবাদী।

'আমার সেটা মনে হয় না,' আমি বললাম। 'তো ওই ছেলেটিকে বাজিয়ে দেখলে? কী খবর? কিনবে-টিনবে নাকি?'

'না। শালা কাজ করে বেন অ্যাণ্ড কোং-এ। এদিক দিয়েই যাচ্ছিল, তাই টুঁ মেরে গেল একটু।'

লাঞ্চের সময় ঘরে ফিরলাম বিনা কারণেই। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখে ফ্রাউ

www.BanglaBook.org

জালেভ্স্কির ট্যারাচোখা হাউসমেইড ফ্রিডা ছুটে এসে খবর দিল, 'আপনার ফোন এসেছিল।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন?'

'আধঘন্টাখানেক আগে। এক মেয়ে।'

'কী বলেছে সে?'

'বলেছিল, সন্ধের সময় আবার ফোন করবে। কিন্তু আমি জানিয়ে দিয়েছি, সন্ধেবেলা আপনাকে ঘরে পাওয়া যায় না।'

কড়া চোখে তাকালাম তার দিকে। 'তুমি এই কথা বলেছ তাকে? টেলিফোনে কী ভাবে কথা বলতে হয়, সেটা তোমাকে শেখাতে হবে, দেখছি!'

'টেলিফোনে কথা বলতে জানি আমি, আপনার শেখানোর প্রয়োজন হবে না,' নির্বিকার স্বরে ঘোষণা করল ফ্রিডা। 'কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি, সন্ধেবেলা ঘরে থাকার বান্দা আপনি নন।'

'এত হাঁড়ির খবর তোমাকে কে দিতে বলেছে?' আমি বললাম। 'পরের বার তো, মনে হয়, এ-কথাও জানিয়ে দেবে যে আমি ফুটোওয়ালা মোজা পরি।'

'আপনি চাইলে বলব বৈকি,' শান্তস্বরে জানাল সে।

আমি তাকালাম ওর দিকে। ট্যারা চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে সে দেখছে আমাকে। আমরা পরস্পরের পুরানো শত্রু।

পচা সুপের পাত্রে ওর মুখ চেপে ধরতে পারলে শান্তি পেতাম আমি। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে। পকেট থেকে একটা মার্ক বের করে গুঁজে দিলাম ওর হাতে। তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়েটি তার নাম বলেছিল?'

'না।'

'কেমন তার গলা? ভারী আর একটু খ্যাসখেসে?'

'জানি না,' গোঁয়ারের মত বলল ফ্রিডা। ওর হাতে যে একটা মার্ক গুঁজে দিলাম, সে কি ভুলে গেল?

গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাল করে ভেবে দেখো, মনে করতে পারো কি না।'

'না,' সাথে সাথে উত্তর দিল ফ্রিডা। তার চোখে-মুখে বিজয়ের ঝিলিক।

'তাহলে ভাগো, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়োগে।' আমি চলে এলাম তার সামনে থেকে।

ঠিক সন্ধে ছ'টায় বোর্ডিং-হাউসে এসে পৌঁছুলাম আবার। দেখি, প্যাসেজের ভেতরে অস্বাভাবিক এক-দৃশ্য। ফ্রাউ বেণ্ডারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বোর্ডিং হাউসের সমস্ত মহিলা। আমাকে দেখে ফ্রাউ জালেভ্স্কি ডাকলেন, 'জলদি এখানে এসো, দেখে যাও।'

ব্যাপার কী? না, ফ্রাউ বেণ্ডার অনাথ-আশ্রম থেকে ছয় মাস বয়সী এক বাচ্চা কিনেছেন। বাচ্চাটি শুয়ে আছে প্যারাম্বুলেটরে। খুব সাধারণ চেহারার এক শিশু। অথচ মহিলারা এমন হাস্যকর বিস্ময়ে তাকে দেখছে, যেন সে এই বিশ্বচরাচরের প্রথম শিশু। নাসিকা এবং মুখ সহযোগে উৎকট কিছু শব্দ উৎপাদন করে, শিশুর চোখের সামনে আঙুল দুলিয়ে তার মনোরঞ্জনের প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। এমনকি এরনা বনিগও যোগ দিয়েছে এই

www.BanglaBook.org

প্লেটোনিক মাতৃত্বের উৎসবে।

ফ্রাউ জালেভ্স্কি অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে আমাকে বললেন, 'দেখেছ, কী দারুণ ছেলে?'

'এটা কি খুব আগাম বলা হলো না?' আমি বললাম নির্বিকার সুরে। 'দেখা যাবে বিশ-তিরিশ বছর পরে।' টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবছি, এই মচ্ছবের মধ্যে টেলিফোন না এলেই বাঁচি।

'আহ্হা, একটু ভাল করে দেখোই না,' জোরাজুরি শুরু করলেন ফ্রাউ হ্যাসে।

আমি দেখলাম। আর দশটি শিশুর মতই সাধারণ। তেমন বিশেষ কোনকিছুই চোখে পড়ল না। বড়জোড় তার ছোট্ট হাত দুটো দেখে একটু বিস্ময় জাগতে পারে এই ভেবে যে, আমাদের হাতগুলোও একসময় অতটুকু ছিল। এরচে' বেশি আশ্চর্য হবার কারণ আমার কাছে দুর্বোধ্য।

'অবোধ শিশু,' বললাম আমি, 'এখনও জানে না, অনাগত ভবিষ্যতে কত কঠিন সময় কাটাতে হতে পারে তাকে, কত যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা দেখতে হতে পারে স্বচক্ষে।'

'হয়েছে, অত বাজে বকতে হবে না,' বললেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। 'আচ্ছা, তোমার অনুভূতি বলতে কি কিছুই নেই?'

'আছে, খুব আছে,' আমি বললাম। 'না থাকলে এসব কথা বলতে যেতাম না।'

ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলাম খানিকক্ষণ।

মিনিট দশেক পরে আমার টেলিফোন এসেছে শুনে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। মহিলা সমিতির সভা নিশ্চয় ভাঙেনি এখনও! ঠিক তাই। এগিয়ে এসে রিসিভার তুলে ধরলাম, তবু গলার স্বর নিচু করল না একজনও। প্যাট্রিসিয়া ফোন করেছে। ফুলের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ পেলাম ওর কাছ থেকে। এদিকে মহিলা সমিতির হৈচৈ-এর মধ্যে যে সবচে' বিচক্ষণ ও চুপচাপ ছিল, সেই শিশুটি তার সমস্ত শক্তি গলায় কেন্দ্রীভূত করে কেঁদে উঠল চিৎকার করে।

'এক্সকিউজ মি,' নিরুপায় হয়ে প্যাট্রিসিয়াকে বললাম, 'তুমি কী বলছ, আমি শুনতে পাচ্ছি না একেবারে। পাশে একটা বাচ্চা চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। বাচ্চাটা অবশ্য আমার নয়।'

গোখরো সাপের মত হিস্‌হিস্ শব্দ করে চিল্লানোসোরাসকে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মহিলারা। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল কান্নার তীব্রতা। এতক্ষণে উপলব্ধি করলাম—অসাধারণ শিশুই বটে! ওর ফুসফুস নিশ্চয়ই হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত। নইলে ওই ছোট্ট শরীর থেকে এত ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপাদিত হচ্ছে কী করে?

বড় কঠিন অবস্থা আমার। রাগী চোখে তাকিয়ে আছি মহিলা সমিতির দিকে, আর মাউথপীসে বলতে হচ্ছে মিষ্টি মিষ্টি কথা। বিস্ময়ের ব্যাপার, এই ঘোর প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেললাম প্যাট্রিসিয়ার সাথে। কাল সন্ধেবেলা।

রিসিভার রেখে দিয়ে ফ্রাউ জালেভ্স্কিকে বললাম, 'অচিরেই একটি সাউণ্ডপ্রুফ টেলিফোন বক্সের ব্যবস্থা করুন, নইলে আর চলছে না।'

একেবারে তৈরি ছিলেন তিনি। 'কেন? কী এমন গোপন কথাবার্তা তোমার?'

কোন উত্তর না দিয়ে সরে এলাম সেখান থেকে। মাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ এসব মহিলার

www.BanglaBook.org

সাথে ঝগড়া করা অর্থহীন। গোটা পৃথিবীর নৈতিক সমর্থন এখন তাদের পেছনে।

ছয়

ঠিক ল্যাম্পপোস্টের নিচে পার্ক করলাম ক্যাডিল্যাক। পাশে সবুজ ঘাসের লন। সেটা পেরোলে হলুদ রঙের বিশাল একটা ফ্ল্যাটবাড়ি। সেটার একটি ফ্ল্যাটে থাকে প্যাট্রিসিয়া হলম্যান।

বেশভূষা ঠিক করে নিলাম শেষবারের মত। আজ টাই পরেছি, মাথায় হ্যাট, হাতে গ্লাভ্‌স। বেল্টওয়ালা ওভারকোট ধার করেছি লেনৎসের কাছ থেকে। গতদিন প্যাট্রিসিয়া সম্ভবত খুব বাজে ধারণা করেছে আমার সম্পর্কে—মদ্যপ এবং ফালতু। সেই ধারণা পাল্টে দেয়ার জন্যেই আজকের এই সাজসজ্জা।

জোরে একটা শিস দিলাম আমি। একটু পরে লিফ্‌টের শব্দ শোনা গেল। পাঁচ তলা থেকে নেমে এল প্যাট্রিসিয়া। আজ ও পরেছে ফারের জ্যাকেট এবং টাইট ফিটিং বাদামী রঙের স্কার্ট।

'হ্যালো!' হাত বাড়িয়ে দিল সে আমার দিকে। 'ঘর থেকে বেরিয়ে কী যে ভাল লাগছে! আজ সকটা দিন বন্দী হয়ে ছিলাম ঘরের ভেতরে।'

তার হ্যাণ্ডশেক করার ধরনটি খুব পছন্দ হলো আমার। কোন জড়তা নেই হাত ধরায়। খুব স্বচ্ছন্দ। অথচ কিছু লোক আছে, যারা হাত বাড়িয়ে দেয় মরা মাছের মত। অসহ্য একেবারে!

'সে-কথা আগে বলোনি কেন?' আমি বললাম। 'তাহলে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করতাম দুপুরের দিকে।'

'তোমার কি এতটা সময় আছে?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল সে।

'তা নেই, সেটা ঠিক। তবে আমি ম্যানেজ করতে পারতাম।'

গভীরভাবে শ্বাস নিল প্যাট্রিসিয়া। 'কী নির্মল বাতাস! বসন্তের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে।'

'পেট ভরে বাতাস খাবে, এই কথা?' আমি বললাম। 'তাহলে চলো কান্ট্রিসাইডে যাওয়া যাক। আজ আমার সাথে কার আছে।' আমি খুব সহজ ভঙ্গিতে আঙুল তুলে ধরলাম ক্যাডিল্যাকের দিকে।

'ক্যাডিল্যাক?' বিস্মিত হয়ে গেছে প্যাট্রিসিয়া। 'এটা তোমার?'

'আজকে সন্ধের জন্যে আমার। অন্য সময় এটা আমাদের ওয়ার্কশপের সম্পত্তি। একটু মেরামত-টেরামত করা হয়েছে। এখন আমরা এটা বিক্রির চেষ্টায় আছি।'

দরজা খুলে ধরে বললাম, 'আগে ''বাঞ্চ অভ্ গ্রেপ্‌স্''-এ গিয়ে কিছু খেয়ে নেয়া যাক, কী বলো?'

'হ্যাঁ, খাওয়া-দাওয়া তো করতেই হবে। তবে ''বাঞ্চ অভ্ গ্রেপ্‌স্''-এ কেন?'

ধাঁধায় পড়ে গেলাম আমি। এ আবার কেমন প্রশ্ন? এই তল্লাটে সবচে' ভদ্রগোছের রেস্টুরেন্ট 'বাঞ্চ অভ্ গ্রেপ্‌স্'।

'এখন ওটা খোলা,' আমি বললাম। 'আর তাছাড়া ক্যাডিল্যাকের প্রেস্টিজ রাখার দায়িত্বও তো আছে।'

www.BanglaBook.org

'দায়িত্ব ব্যাপারটা সবসময়ই ক্লান্তিকর,' সে উত্তর দিল। ' "বাঞ্চ অভ্ গ্রেপ্স্" যে ভীষণ কাঠখোট্টা আর বোরিং, তাতে কোন সন্দেহই নেই আমার। তারচে' চলো, অন্য কোথাও যাওয়া যাক।'

সাথে সাথে কোন কথা খুঁজে পেলাম না আমি। ভেবেছিলাম, আজ সন্ধেটা কাটাব সিরিয়াসভাবে? সব বুঝি ভেস্তে গেল।

'তাহলে তুমিই একটা নাম বলো, যেখানে যাওয়া যায়,' আমি ওকে বললাম। 'কারণ, আমার জানা যত জায়গা আছে, সবখানেই গণ্ডগোল, ভিড়। তুমি সেখানে খাপ খাওয়াতে পারবে না।'

'তুমি সেটা কোত্থেকে জানো?'

'তোমাকে দেখেই বোঝা যায়।'

'তাই নাকি?' খুব দ্রুত আমার দিকে তাকাল সে। 'তাহলে চলো, একবার ট্রাই করে দেখা যাক।'

'চলো।' চুলোয় গেল আমার মনে মনে করা সব প্রোগ্রাম। 'অ্যাল্ফন্সের কাছে যাই। ও একটা বীয়ার-গার্ডেন চালায়। লেন্ত্সের পুরনো বন্ধু।'

প্যাট্রিসিয়া হাসল। 'মনে হচ্ছে, গোটা শহর জুড়েই লেন্ত্সের বন্ধু-বান্ধব ছড়ানো।'

'তা বলতে পারো,' আমি সম্মতি জানালাম। 'খুব সহজে বন্ধুত্ব পাতাতে ও ওস্তাদ। তুমি তো নিজেই দেখেছ, বাইণ্ডিং-এর সাথে সেদিন সে কত দ্রুত খাতির জমিয়ে তুলেছিল।'

'হ্যাঁ, মনে আছে আমার,' উত্তর দিল প্যাট্রিসিয়া।

শক্ত-সমর্থ যুবক অ্যাল্ফন্স। ছোট চোখ, তীক্ষ্ণ চিবুক, শার্টের হাতা গোটানো, গরিলার মত হাত। কারও আচরণ অপছন্দ হলে তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দোকানের বাইরে। আর বিপজ্জনক অতিথিদের জন্যে হাতুড়ি রাখা আছে কাউন্টারের নিচে। কাছেই হাসপাতাল। কাজেই ট্র্যান্সপোর্টের খরচা বেঁচে যায় অ্যাল্ফন্সের।

'কী চলবে, বীয়ার?' আমার কাছে জানতে চাইল সে।

'হুইস্কি এবং সাথে কিছু খাদ্য,' আমি জানালাম।

'আর মহিলার জন্যে?' প্রশ্ন করল অ্যাল্ফন্স।

'মহিলাও হুইস্কি খাবে,' ঘোষণা দিল প্যাট্রিসিয়া হলম্যান।

'আর খাদ্য-খানা আছে শুয়োরের মাংসের চপ, সাথে কপির টক সালাদ। চলবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাল্ফন্স।

'মহিলাটির জন্যে একটু হালকা কোনকিছুর ব্যবস্থা করা যায় না?' আমি অনুরোধ করলাম।

'তিনি আগে চপের দিকে একবার তাকিয়ে দেখবেন,' বলল অ্যাল্ফন্স, 'তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন।' ওয়েটারের ডাক পড়ল।

চপ দেখে প্যাট্রিসিয়া জানাল, সে খাবে।

'ফাইন! আমি নিজে গিয়ে স্পেশাল বানিয়ে আনছি।' অ্যাল্ফন্স চলে গেল রান্নাঘরে।

'আমার সন্দেহ দূর হয়ে গেছে,' প্যাট্রিসিয়াকে বললাম আমি। 'তুমি এখানে কেবল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাপ খাওয়ানোই নয়, ঝড় তুলে দিয়েছ অ্যাল্‌ফন্‌সের মাথায়। নিজে গেল তোমার জন্যে চপ বানাতে! ভাবতে পারো? পুরানো খদ্দের ছাড়া এমন কাজ সে করে না সচরাচর।'

ফিরে এসে অ্যাল্‌ফন্‌স খবর দিল—চপ ভাজা হচ্ছে। তিন গ্লাস হুইস্কি এল একটু পরে। এক গ্লাস অ্যাল্‌ফন্‌সের।

গ্লাসে গ্লাস ঠুকে অ্যাল্‌ফন্‌স বলল, 'আমাদের সন্তানের পিতা-মাতারা ধনী হোক।'

চুমুক না দিয়ে—সবটুকু হুইস্কি একবারে গলায় ঢেলে দিল প্যাট্রিসিয়া।

বিমুগ্ধ চোখে সেটা দেখে কাউন্টারে ফিরে গেল অ্যাল্‌ফন্‌স।

'কেমন লাগল হুইস্কির স্বাদ?' জানতে চাইলাম ওর কাছে।

'একটু কড়া, ঝাঁঝাল,' সে বলল, 'কিন্তু অ্যাল্‌ফন্‌সকে হতাশ করতে চাইনি।'

চলে এল শুয়োরের মাংসের চপ। খুব সুস্বাদু। আমি গোগ্রাসে সাবাড় করতে থাকলাম, উৎসাহ জোগাল প্যাট্রিসিয়া।

অ্যাল্‌ফন্‌স আবার এগিয়ে এল আমাদের দিকে। জানতে চাইল, 'কি, পছন্দ হয়েছে?'

'দারুণ!' বললাম। 'ঠিক মা যেমন বানায়।'

'মহিলাও কি পছন্দ করেছেন?'

'আমার জীবনে খাওয়া শ্রেষ্ঠ চপ,' দৃঢ়কণ্ঠে জানাল মহিলাটি।

পরিতৃপ্তির হাসি খেলে গেল অ্যাল্‌ফন্‌সের চোখে-মুখে।

বাইরে বেরুতেই একটু কেঁপে উঠল প্যাট্রিসিয়া হলম্যান।

'শীত লাগছে নাকি?' জানতে চাইলাম।

জ্যাকেটের গোটানো হাতা নামিয়ে কলার উল্টিয়ে দিল সে। 'ভেতরে বেশ গরম ছিল তো, তাই একটু ঠাণ্ডা লাগছে এখন। এটা সাময়িক।'

'খুব হালকা কাপড়-চোপড় পরেছ তুমি,' আমি বললাম। 'এখন তো মোটামুটি ভালই শীত পড়ে গেছে।'

'তা পড়ুক,' মাথা নেড়ে জবাব দিল সে, 'একগাদা কাপড় পরতে অসহ্য লাগে আমার। কবে যে আবার গরম পড়বে! শীতকাল সহ্য করতে পারি না একেবারেই।'

'গাড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই একটু গরম,' বললাম, 'তাছাড়া একটা কম্বলও আছে ভেতরে।'

গাড়িতে ঢুকে কম্বলটি বিছিয়ে দিলাম তার হাঁটু অবধি। দু'হাতে সেটা টেনে তুলল সে আরও ওপরে। 'আহ্! এতক্ষণে একটু আরাম লাগছে। সত্যি বলতে কি, আমার মুড অফ করে দেয় এই শীত।'

'এখন একটু ঘুরে বেড়ানো যাক, কী বলো?' আমি প্রস্তাব দিলাম।

'অবশ্যই!'

'কোনদিকে যাওয়া যায়, বলো তো?'

'গেলেই হলো একদিকে। চালাতে থাকো রাস্তার এক পাশ ধরে আস্তে আস্তে।'

'তাই হোক।'

ক্যাডিল্যাক ধীর গতিতে চলতে লাগল উদ্দেশ্যবিহীন। প্যাট্রিসিয়া বসে আছে আমার পাশে। আলো আর আঁধার পালাক্রমে খেলা করছে ওর মুখের ওপরে। আমি মাঝে মধ্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকাচ্ছি সেদিকে। এই মুহূর্তে তার অভিব্যক্তি আরও দুর্বোধ্য। আরও অচেনা মনে হচ্ছে তাকে। এই অদ্ভুত অভিব্যক্তিই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল, এই দুর্বোধ্যতাই কয়েকদিন আগে অস্বস্তিকর অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল আমার ভেতরে। এই নীরব রহস্যময়তার সাথে মিল আছে প্রকৃতির—গাছের, মেঘের, জীবজন্তুর—এবং কখনও নারীর।

উপশহরের দিকে এসে পৌঁছুলাম আমরা। এদিকে রাস্তাঘাট আরও নির্জন।

প্যাট্রিসিয়া হলম্যান নড়েচড়ে বসল, যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল এইমাত্র।

'আহ্, কী চমৎকার!' বলল সে। 'আমার কার থাকলে প্রতিদিন সন্ধেবেলা এভাবে গাড়ি চালাতাম। গাড়ির এই ধীর, নিঃশব্দ গতি জন্ম দেয় কেমন এক অলৌকিক পরিবেশের। স্বপ্ন দেখা যায় জেগে জেগেই।'

সিগারেট বের করলাম পকেট থেকে। 'আমেরিকান সিগারেট,' বললাম ওকে। 'খাবে নাকি?'

'খাব।'

ম্যাচ জেলে এগিয়ে ধরলাম ওর দিকে। মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখমণ্ডলে, আমার হাতে। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো তখন আমার মধ্যে। মনে হলো, বহুদিন ধরে আমরা দু'জন দু'জনের।

জানালা নামিয়ে দিলাম আমি। ধোঁয়া বেরিয়ে গেল সেদিক দিয়ে।

'একটু গাড়ি চালিয়ে দেখবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে। 'আমি শিওর, মজা পাবে খুব।'

সে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। 'আমার তো খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু পারি না যে!'

'সত্যি সত্যিই পারো না?'

'না। জীবনে কখনও শিখলে তো!'

এই তো সুযোগ আমার সামনে! 'বাইণ্ডিং ইচ্ছে করলে অনেক আগেই তোমাকে শেখাতে পারত।'

হাসল প্যাট্রিসিয়া। 'গাড়িকে বাইণ্ডিং এত বেশি ভালবাসে যে, গাড়ির আশপাশে কাউকে ঘেঁষতে পর্যন্ত দেয় না।'

'একেবারে স্টুপিডের মত কাজ-কারবার,' আমি বললাম। মোটকুটাকে এক হাত নিতে পেরে খুব খুশি আমি। 'আমি তোমাকে ড্রাইভিং শেখাব, এসো।'

জাহান্নামে যাক কস্টারের সতর্কবাণী! স্টিয়ারিং-এর সামনে বসিয়ে দিলাম প্যাট্রিসিয়াকে। খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে। 'বিশ্বাস করো, ড্রাইভিং-এর ড-ও জানি না আমি।'

'জানো না, তো কী হয়েছে?' আমি বললাম। 'শিখে নেবে।'

গিয়ার বদলানোর ধরন আর ক্লাচের কার্যকারিতা বুঝিয়ে দিলাম ওকে। 'ব্যস,' বললাম, 'শুরু করে দাও এবার।'

'একটু দাঁড়াও,' সে আঙুল তুলে দেখাল সামনে। একটি বাস এগিয়ে আসছে হামাগুড়ি দিয়ে। 'বাসটা চলে যাক, তারপর।'

'না, তুমি এখনই চালাবে।' গিয়ার দিয়ে ক্লাচ ছেড়ে দিলাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সর্বোনাশ!' প্যাট্রিসিয়া বলল চিৎকার করে। 'এ যে চলতে শুরু করেছে!'

'চলবেই তো। চলার জন্যেই ওটাকে তৈরি করা হয়েছে। ভয় পাবার কোন কারণ নেই। স্পীড বাড়িয়ে দাও আস্তে আস্তে। আমি তো পাশে আছিই।'

দু'হাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে সে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে।

'ঈশ্বর!' বলল সে। 'এ যে উড়ে যাচ্ছে প্রায়!'

স্পীডোমিটার দেখে নিয়ে উত্তর দিলাম আমি, 'এ আর এমন কী বেশি, মোটে পঁচিশ কিলোমিটার।'

'অথচ আমার মনে হচ্ছে আশি কিলোমিটার।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রাথমিক ভীতি কাটিয়ে উঠল প্যাট্রিসিয়া। সোজা, প্রশস্ত এক পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাডিল্যাক। আমাদের ভেতরে হঠাৎ করেই গড়ে উঠেছে শিক্ষক-ছাত্রীর সম্পর্ক। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক হিসেবে নেহাত খারাপ নই আমি।

'সাবধান,' সতর্ক করে দিয়ে আমি বললাম, 'ওই দেখো, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে সামনে।'

'গাড়ি থামাই তাহলে?'

'দেরি হয়ে গেছে, আর সময় নেই থামানোর।'

'পুলিশ আমাকে ধরে বসলে কী হবে? আমার তো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।' উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল প্যাট্রিসিয়া।

'কী আর হবে? হাজতে ভরবে দু'জনকে!'

সতর্ক হয়ে গেল প্যাট্রিসিয়া। পা রাখল ব্রেকের ওপরে।

'খবরদার!' আমি নিষেধ করলাম। 'গাড়ি থামিয়ো না এখন। পুলিশের পাশ দিয়ে সেজা বেরিয়ে যাও। মনে রেখো, সাহসিকতা আইনের বিরুদ্ধে সবচে' কার্যকরী।'

পুলিশ তাকিয়েও দেখল না আমাদের দিকে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল প্যাট্রিসিয়া।

'ওদের আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করলেই ওরা ধরে বসে,' পুলিশটিকে শ'খানেক গজ পেছনে ফেলে আসার পর বললাম আমি। 'এই তো সামনে সম্পূর্ণ ফাঁকা ডবল-ওয়ে রোড। এখানে আমাদের ভালভাবে প্র্যাকটিস হবে। প্রথমে তুমি শিখবে স্টার্ট দেয়া এবং বন্ধ করা।'

কয়েকবার স্টার্ট অন-অফ করার পর কোট খুলে ফেলল প্যাট্রিসিয়া। 'গরম ধরে গেছে অলরেডি। কিন্তু আমাকে শিখতেই হবে।' জেদ চেপে গেছে ওর।

ছাত্রী হিসেবে সে খুব মনোযোগী, তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমে দেখে নিচ্ছে, আমি কী করছি। তারপর সেটাই করার চেষ্টা করছে হুবহু। প্রথম কয়েকবার ব্রেক নেবার সময় খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে। আর সামনে কোন হেডলাইট এগিয়ে আসতে দেখলে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিচ্ছে, যেন জ্যান্ত ভূত দেখছে। আর সেটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলে গর্বের সীমা থাকছে না তার।

আধ ঘণ্টা পর সীট বদল করলাম আমরা। গাড়ি চালিয়ে যখন ফিরে আসছি, তখন আমরা খুব পরিচিত হয়ে গেছি পরস্পরের সাথে, যেন আমরা একে অপরকে বর্ণনা করেছি নিজেদের জীবনবৃত্তান্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

*

গাড়ি থামালাম নিকোলাইস্ট্র্যাসের পাশে। মাথার ওপরে জ্বলজ্বল করছে সিনেমার লাল বিজ্ঞাপন।

'চলো, এবারে গলাটা একটু ভেজানো যাক,' বললাম আমি। 'কোথায় যাওয়া যায়, বলো তো?'

এক মুহূর্ত ভাবল প্যাট্রিসিয়া। 'চলো না, সেই বারে যাই, যেখানে আমরা প্রথমদিনে গিয়েছিলাম,' প্রস্তাব দিল সে।

সতর্ক-সংকেত বেজে উঠল আমার ভেতরে। লেন্‌ত্‌স এখন নির্ঘাত পড়ে আছে ওখানে।

'ওরচে' অনেক ভাল জায়গা আছে,' আমি বললাম।

'তা হতে পারে—তবে ওই বারটি আমার খুব ভাল লেগেছিল।'

'সত্যি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'হ্যাঁ,' সে উত্তর দিল হাসতে হাসতে, 'সত্যি।'

নিজেকে অভিশাপ দেয়া ছাড়া আর কোনকিছু করার রইল না আমার।

'বারটি এখন নিশ্চয়ই গিজগিজ করছে লোকে।' চেষ্টা করলাম আরেকবার।

'ঠিক আছে, অন্তত দেখে আসি, চলো,' উত্তর দিল সে।

'হ্যাঁ, এটা করা যেতে পারে।'

বারের সামনে গাড়ি থামিয়েই নেমে পড়লাম তড়িঘড়ি। 'আমি এক নজর আগে দেখে আসি। একটু অপেক্ষা করো।'

ভ্যালেন্টিন ছাড়া চেনা কেউ নেই সেখানে। ভ্যালেন্টিন আমার অনেক পুরানো বন্ধু। যুদ্ধে গিয়ে ওর সাথে পরিচয়। এমন লোক আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি, যে তার চরম দুর্ভোগ থেকেও বের করে নিতে পারে ছোটখাটো আনন্দ, সুখ। এই অথর্ব জীবন নিয়ে সে কী করবে, সেটা তার জানা নেই। তাই কেবল বেঁচে থাকার আনন্দেই মেতে থাকে ও।

ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'গোটফ্রীড এসেছিল নাকি আজকে?'

মাথা নাড়ল ভ্যালেন্টিন। এসেছিল। 'ওটোর সাথে। আধ ঘন্টা আগে চলে গেছে।'

'খুব খারাপ কথা,' আমি বললাম। 'ওদের সাথে দেখা হলে ভাল হত।'

গাড়িতে ফিরে প্যাট্রিসিয়াকে জানালাম, 'যাওয়া যেতে পারে। আজ অত বেশি ভিড় নেই।' সাবধানতার খাতিরে আমি ক্যাডিল্যাকটিকে পার্ক করলাম একটু দূরে এক কোণায়, গাঢ় ছায়ার নিচে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আমরা বসার মিনিট দশেক পরে কাউন্টারের সামনে হাজির হলো লেন্‌ত্‌সের সোনালি-চুল সুন্দরী।

এদিকে ভ্যালেন্টিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণ। মিথ্যে বলার জন্যে নিশ্চয়ই। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় আছে বলে মনে হলো না।

গোটফ্রীড এসে ঢুকল একটু পরে। আমাদের দু'জনকে দেখে ওর প্রতিক্রিয়া এবং অভিব্যক্তি হলো দেখার মত। উঠতি এবং উচ্চাভিলাষী চিত্রনায়কদের দরকার ছিল এটা পর্যবেক্ষণ করা। পোচ-করা ডিমের মত চোখদুটো তার উঠে গেল কপালে, হাঁ হয়ে গেল মুখ। আমার তো ভয় করতে লাগল—না জানি ওর চোয়ালের নিচের অংশ কখন খসে

www.BanglaBook.org

পড়ে। লেন্‌ত্‌সের কপাল খারাপ। সেই মুহূর্তে এই বারে কোন চিত্র-প্রযোজক ছিল না। থাকলে ও অভিনয়ের অফার পেত নির্ঘাত। দারুণ মানাত ওকে, বিশেষ করে নায়িকের চরিত্রে, জাহাজডুবির পর সাঁতার কেটে কূলের দিকে যাবার সময় যার সামনে অকস্মাৎ ভেসে ওঠে হাঙর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিল লেন্‌ত্‌স। ওর ওপরে অনুরোধের দৃষ্টি ফেলে কেটে পড়তে বললাম আমি। কিন্তু শালা ভিলেনী কায়দায় হাসি মেরে কোট ঠিকঠাক করে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

কী হতে যাচ্ছে, আঁচ করলাম আমি। তাই সময় নষ্ট না করে আক্রমণ করে বসলাম সরাসরি।

'ফ্রাউলিন বম্‌ব্র্যাটের বাসা থেকে ঘুরে এলে বুঝি?' একব্যরেই ওকে নক-আউট করে দেবার অস্ত্র ছুঁড়লাম।

'হ্যাঁ,' প্রতিবাদ করল না লেন্‌ত্‌স। কিন্তু চোখের ভঙ্গি এমন করল যেন, ফ্রাউলিন বম্‌ব্র্যাটের নাম শুনছে সে এই প্রথম। 'সে তার ভালবাসা পাঠিয়েছে তোমাকে। আর যেতে বলেছে সকালে।'

ভালই টেক্কিয়েছে লেন্‌ত্‌স! 'ঠিক আছে, যাব,' আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে, গাড়িটা সে-ই কিনবে।'

জবাবে মুখ খুলতে যাচ্ছিল লেন্‌ত্‌স। আমি মৃদু লাথি হাঁকালাম ওর হাঁটুর নিচে, তাকালাম অর্থবহ দৃষ্টিতে। মৃদু হেসে চেপে গেল ও।

অল্প কয়েক গ্লাস পান করলাম আমরা। আমি সতর্ক রইলাম আজকে, খেলাম কম এবং তা-ও প্রচুর লেমন মিশিয়ে। গতদিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক, আমি সেটা আর চাই না।

গোট্‌ফ্রীড ফর্মে আছে আজ। 'চলুন না, আনন্দ-উদ্যান থেকে ঘুরে আসা যাক,' প্যাট্রিসিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'নতুন একটা মেরী-গো-রাউণ্ড বসিয়েছে ওখানে। অদ্ভুত।'

'চলুন না এক্ষুণি।' উৎফুল্ল হয়ে উঠল প্যাট্রিসিয়া।

উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে খুব ভাল লাগল আমার।

আনন্দ-উদ্যানে আমাদের সময় কাটল চমৎকার। বহু জায়গায় ঘোরা হলো, দেখা হলো অনেক কিছু। তবে এক সময়ের ঘটনা মন থেকে মুছতে পারছি না কিছুতেই।

আমরা প্ল্যান করলাম, 'ভূতের কেবিনে' ঢুকব। কারণ, ওখানে নাকি একের পর এক সারপ্রাইজ। ঢুকে কয়েক পা এগোতেই কাঁপতে লাগল পায়ের তলার মাটি, অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হাত, ভয়ঙ্করদর্শন কিছু মূর্তি দুলতে শুরু করল আলো-আঁধারির মধ্যে, তার পাশাপাশি শুরু হলো পৈশাচিক চিৎকার। আমরা হাসতে লাগলাম। কিন্তু যখন সবুজ চোখওয়ালা একটা ভূতুড়ে মাথা চোখে পড়ল প্যাট্রিসিয়ার, সে ভয় পেয়েছিল বোধহয়। পিছিয়ে এসে আমার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে, তার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল আমার গালে, চুল উড়ে এসে পড়ল আমার ঠোঁটের ওপরে। এক মুহূর্ত। আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়ল সে। আমি হালকা করে দিলাম হাতের বাঁধন।

এতক্ষণ পরেও ভুলতে পারছি না সে-কথা। আমার সারা শরীরে লেগে আছে ওর

www.BanglaBook.org

শরীরের স্পর্শ। তার কাঁধ আমার বাহুবন্ধনে, নরম চুল, চামড়ার স্নিগ্ধ সৌরভ।

আমি তার দিকে আর তাকাতে পারছি না আগের মত। হঠাৎ করে সে যেন বদলে গেছে আমার কাছে।

প্যাট্রিসিয়াকে এগিয়ে দিলাম ওর বাসা অবধি। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, ওপর থেকে আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওর মুখের ওপরে। অপরূপা মনে হচ্ছে তাকে। তাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হলো না আমার।

'গুড নাইট,' বললাম আমি।

'গুড নাইট।'

হাত বাড়িয়ে দিল সে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল লিফটের দিকে।

ক্যাডিল্যাক চালিয়ে ফিরে এলাম বোর্ডিং-হাউসে। মধুর এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আমার সারা মন।

সাত

দু'দিন পরের ঘটনা। আমি অফিসে ঢুকতেই কস্টার হৈহৈ করে বলে উঠল, 'বব, তোমার ব্লুমেন্টহল ফোন করেছিলেন একটু আগে। অতএব ক্যাডিল্যাক নিয়ে তাঁর কাছে তোমাকে পৌঁছুতে হবে এগারোটার মধ্যে। ট্রায়াল রান করিয়ে নিতে চান তিনি।'

লাফিয়ে উঠলাম আমি। 'উফ্! ওটো, এবারে যদি লেগে যায়!'

'কী বলেছিলাম আমি?' ফোর্ডের তলা থেকে ভেসে এল লেন্‌ত্‌সের গলা। 'বলেছিলাম না, ব্যাটা ফিরে আসবে? গোটফ্রীডের কথা বাসি হলেই ফলে।'

'বহুত হয়েছে, তোমাকে আর গলাবাজি করতে হবে না,' আমি বললাম। 'পরিস্থিতি ভয়াবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ।' ওটোকে বললাম, 'দামের ব্যাপারটা পরিষ্কার বলে দাও, কতদূর পর্যন্ত ছাড়া যেতে পারে।'

'বেশি হলে দু'হাজার। আর খুব বেশি হলে দু'হাজার দু'শো। যদি দেখো, ওতেও হচ্ছে না, তো দু'হাজার পাঁচশো। আর ছ্যাঁচড়ার পাল্লায় পড়লে দু'হাজার ছয়শো পর্যন্ত ছাড়তে পারো। তবে সে-ক্ষেত্রে তাকে জানিয়ে দিয়ো, সে-জন্যে আমরা তাকে অভিশাপ দিয়ে যাব সারাজীবন।'

'ঠিক আছে।'

পালিশ করে গাড়িটিকে আবার আয়নার মত চকচকে করা হলো। আমি ঢুকে বসলাম ভেতরে। কস্টার তার একটি হাত রাখল আমার মাথার ওপরে। 'বব, মনে রেখো, তোমার ওপরে সৈনিকের মত দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। আমাদের ওয়ার্কশপের সম্মান এবং মর্যাদা প্রয়োজনবোধে তোমাকে রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে হবে।'

'তাই হবে,' বলে গাড়ি স্টার্ট দিলাম আমি। জাপের পাশ দিয়ে যাবার সময় পেট্রল পাইপ দিয়ে স্যালুট ঠুকল সে।

পথে কিছু সুগন্ধী ফুল কিনে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলাম কাটগ্লাসে তৈরি গাড়ির ফুলদানীতে। ফ্রাউ ব্লুমেন্টহলের বিরুদ্ধে দূরভিসন্ধি, বলা যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্লুমেন্টহল আমাকে রিসিভ করলেন-বাড়িতে নয়, অফিসে। ঝাড়া পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। জানি, এটাও একটা ট্রিক। কিন্তু, চান্দু, এভাবে আমাকে ক্লান্ত করতে পারবে না তুমি। সময় নষ্ট করব, সে বান্দা আমি নই। একটা ফুল উপহার দিলাম ওয়েটিং রুমের সুন্দরী টাইপিস্টকে। তারপর কায়দা করে ব্লুমেন্টহলের বিজনেস সম্পর্কে তথ্য বের করতে লাগলাম। যখন ডাক পড়ল, ততক্ষণে অনেক কিছুই আমার জানা হয়ে গেছে। উলের তৈরি পোশাক-আশাকের ব্যবসা তাঁর, অফিসে আসেন ন'টায়, বিশ্বস্ত স্বামী—রাত কাটান একজনের সাথেই, সবচে' বড় প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি 'মেয়ার অ্যাণ্ড সন', মেয়ার-পুত্র দু'সীটের লালরঙা এসেক্স দাবড়ে বেড়ায়—ইত্যাদি।

আমি ঢুকতেই তিনি বলতে শুরু করলেন, 'ইয়াং ম্যান, আমার হাতে সময় খুব কম। অতএব যা-কথা, সব তাড়াতাড়ি। সেদিন তো গলাকাটা দাম হেঁকেছিলে। এখন বুকে হাত রেখে বলো, গাড়িটির আসল দাম কত।'

'সাত হাজার মার্ক,' আমার গলা কাঁপল না একটুও।

'তাহলে আর কিছু বলার বা করার নেই,' বললেন ব্লুমেন্টহল।

'হের ব্লুমেন্টহল,' আমি বললাম, 'আপনি আর একবার গাড়িটি পরখ করে দেখুন—'

'কোন প্রয়োজন নেই,' তিনি জানালেন। 'যা দেখার, গত দিনেই দেখেছি।'

'কিন্তু দেখার তো শেষ নেই,' আমি বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। 'গাড়ির প্রতিটি পার্ট দেখার হক আছে আপনার। মেটালের ওপরের বার্নিশ—খরচ পড়েছে আড়াইশো মার্ক, সম্পূর্ণ নতুন স্প্রিং—ক্যাটালগ অনুসারেই দাম ছ'শো মার্ক—মোট হলো আটশো পঞ্চাশ মার্ক। তারপর আপ্‌হোল্‌স্টারি, সবচে' উৎকৃষ্ট মানের কর্ডারি—'

তিনি থামিয়ে দিলেন আমাকে। কিন্তু আমি আবার শুরু করলাম। তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে বললাম আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থা—চমৎকার কোচ-লেদার হুড, ক্রোমিয়াম রেডিয়েটর, আধুনিক বাফার (প্রতি জোড়া ষাট মার্ক)।

আমি প্রাণপণে তাঁকে আরেকবার গাড়িটি দেখাতে চাচ্ছি। আমি জানি, অ্যান্টেয়াসের মতই, একবার মাটি স্পর্শ করতে পারলেই নতুন শক্তি অর্জন করব। জিনিসের গুণাবলী ঠিকমত দেখাতে পারলে দূর হয়ে যায় দাম-বিষয়ক অমূলক আতঙ্ক।

কিন্তু ব্লুমেন্টহলও জানেন, রাইটিং ডেস্কের পেছনে বসেই তিনি শক্তি পান বেশি। চশমা খুলে রেখে তিনি আমার পিছু লাগলেন নতুন উদ্যমে। যুদ্ধ চলতে লাগল বাঘ আর অজগরের মধ্যে। অজগর হলেন ব্লুমেন্টহল। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি দাম এক ধাক্কায় কমিয়ে দিলেন দেড় হাজার।

নার্ভাস হয়ে গেলাম আমি। এবার সতর্ক থাকতে হবে।

'হের ব্লুমেন্টহল,' আমি বললাম ক্লান্তস্বরে, 'প্রায় একটা বেজে গেছে। এটা নিশ্চয়ই আপনার লাঞ্চের সময়।' যে-কোন ছুতোয়, যে-কোন মূল্যে আমাকে বেরুতে হবে এই অফিস থেকে। এখানে দাম গলে যাচ্ছে বরফের মত।

'দুটোর আগে আমি লাঞ্চ করি না,' জানিয়ে দিলেন ব্লুমেন্টহল। 'তবে হ্যাঁ, এখন একটা ট্রায়াল রানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

ধড়ে প্রাণ ফিরে এল আমার।

আমি গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগলাম তাঁর বাড়ির দিকে। অবাক কাণ্ড, গাড়িতে উঠেই মুড বদলে গেল তাঁর। রসিকতা করতে লাগলেন প্রাণ খুলে। সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্বন্ধে একটি জোক বললেন, যেটা আমি শুনেছি অনেকদিন আগেই। তারপর রসিয়ে রসিয়ে বললেন পথ-হারিয়ে ফেলা এক স্যাক্সনের গল্প। আমিও একটি বললাম স্কচ প্রেমিক-প্রেমিকা সম্বন্ধে। বাড়ির ঠিক বাইরে এসে আবার সিরিয়াস হয়ে গেলাম আমরা দু'জনেই। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি গেলেন স্ত্রীকে ডাকতে।

আমার মনে হলো, এত হাসি-ঠাট্টার পেছনে নিশ্চয়ই নতুন কোন শয়তানি আছে। কিন্তু বিক্রির একটা ব্যবস্থা আজ-হোক, কাল-হোক—হবেই। বলা যায় না, ব্লুমেন্টহলও নিয়ে নিতে পারেন। কারণ, একজন ইহুদি যখন ফিরে আসে, বুঝতে হবে, সে কিনতে এসেছে। যদি খ্রীষ্টান ফিরে আসে, অত উৎসাহিত হবার কিছু নেই। চোদ্দবার সে ট্রায়াল রান করাবে, ট্যাক্সি ভাড়ার পয়সা বাঁচাবে এভাবে, তারপর হঠাৎ একদিন তার মনে হবে, গাড়ি নয়, সে আসলে কুকিং-স্টোভ কিনতে চায়। ইহুদিরাই ভাল। তারা জানে, কী চাই তাদের।

ফ্রাউ ব্লুমেন্টহল উদয় হলেন আমার সামনে। লেনত্সের দেয়া একটা পুরানো উপদেশ মনে পড়ল আমার এবং সাথে সাথে যুদ্ধংদেহি সৈনিক-মূর্তি ত্যাগ করে প্রেমিকসুলভ ভাব এনে ফেললাম চেহারায়। আমার এই আকস্মিক পরিবর্তনে খলনায়কের মত মুখভঙ্গি করলেন হের ব্লুমেন্টহল। একেবারে লোহার তৈরি মন তাঁর। উলের ব্যবসা না করে রেলইঞ্জিন বিক্রির ব্যবসা করলেই তাঁকে মানাত ভাল।

গাড়ির পেছনে বসলেন তিনি। ফ্রাউ ব্লুমেন্টহল আমার পাশে।

'কোথায় যেতে চান, মাদাম,' আমি জিজ্ঞেস করলাম যথাসম্ভব কোমল স্বরে।

'যেখানে তোমার খুশি,' মা-সুলভ হাসি হেসে তিনি বললেন।

এরকম নিরীহ মানুষের সাথে কাজ করেও আনন্দ। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আমিও কথা স্টার্ট করে দিলাম নিচুস্বরে, যাতে পেছনে-বসা ব্লুমেন্টহল খুব বেশি শুনতে না পান। তিনি পেছনে না থাকলে আরও সুবিধে হত আমার।

এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে নেমে এলাম আমি। তারপর সরাসরি তাকালাম আমার শত্রুর দিকে। 'হের ব্লুমেন্টহল, এখন আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এই গাড়িটা চলে একেবারে মাখনের মত?'

'মাখনের কথা এখানে আসছে কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি। তাঁর কথার স্বরে কৌতূহলী বন্ধুত্বের আভাস। 'ট্যাক্সেই তো খেয়ে নেয় সব। ট্যাক্সসহ এই গাড়ির দাম পড়ে যাচ্ছে খুব বেশি। প্রায় দ্বিগুণ।'

'হের ব্লুমেন্টহল,' গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে আমি বলতে লাগলাম, 'আপনি তো বিজনেসম্যান, তাই আপনাকে খোলাখুলিই বলি। এটাকে ট্যাক্স মনে করা আপনার উচিত হচ্ছে না। এটা ট্যাক্স নয়—পুঁজি বিনিয়োগ। আজকালকার দিনে ব্যবসার জন্যে সবচে' বেশি দরকার কিসের? হ্যাঁ, আগেকার দিনের মত পুঁজি নয়,—মুনাফাই এখন প্রধান। এবং কীভাবে মুনাফা লাভ করা সম্ভব? বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এই ক্যাডিল্যাকটি এখন স্মার্ট এবং সলিড, আরামদায়ক অথচ আউটডেটেড নয়। এটা আপনার যে-কোন বিজনেসের জন্যে হবে চলন্ত এবং জ্বলন্ত বিজ্ঞাপন।'

ব্লুমেন্টহল কৌতুকের চোখে তাকালেন তাঁর স্ত্রীর দিকে।

ভীষণ সন্দেহ হলো আমার। এত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার! উদ্দেশ্যটা কী তাঁর? নাকি স্ত্রীর উপস্থিতিতে যুদ্ধ করার স্পিরিট হারিয়ে ফেলেছেন? আমার অন্য অস্ত্রটি ছাড়তে হবে

www.BanglaBook.org

এবার, সিদ্ধান্ত নিলাম।

'এই ক্যাডিল্যাক গাড়িটির সাথে এসেক্স গাড়িতে আকাশ-পাতাল তফাত। আমি দেখেছি, মেয়ার অ্যাণ্ড সন কোম্পানির মালিকের ছেলে এসেক্স চালায় কান-ফাটানো শব্দে। অমন গাড়ি কেউ আমাকে উপহার দিতে চাইলেও আমি নেব না—'

ব্লুমেন্টহলের চেহারা পাল্টে গেল একটু, আমার চোখ এড়াল না সেটা। কিন্তু দমলাম না আমি। 'গাড়ির রঙের দিকে তাকিয়ে দেখুন একবার, মাদাম, স্বপ্নীল রঙ আপনার সোনালি রঙের চুলের সাথে—'

'সব চালাকি আর ভণ্ডামি। মেয়ার অ্যাণ্ড সন!' খাঁচাবন্দী বানরের মত খেঁকিয়ে উঠলেন ব্লুমেন্টহল, 'আবার তোষামোদও করছে, চাটুকার কোথাকার!'

আমি তাকালাম তাঁর দিকে : কথাটা যে মিথ্যে নয়, সে তো আমি জানিই।

তবু হতাশ না হয়ে কথা চালিয়ে গেলাম একই সুরে, 'হের ব্লুমেন্টহল, আমি ভুল কিছু বললে আপনি অবশ্যই আমাকে শুধরে দেবেন। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কোন মহিলা তোষামোদকে তোষামোদ মনে করেন না। আর আমি যা বললাম, তা আদৌ তোষামোদ নয়—কমপ্লিমেন্ট, আজকালকার দিনে বড় দুর্লভ জিনিস। একজন মহিলা তো স্টীলের কার্নিচার নন—তিনি ফুলের মত। বাস্তবকে তোয়াক্কা করা তাঁর কাজ নয়। তাই তাঁর দরকার চাটুকারিতার স্নিগ্ধ উষ্ণতা। তাঁকে সারাজীবন নির্দয়ের মত খাটিয়ে না নিয়ে বরং প্রতিদিন দুটি কথা, মধুর বুলি শোনানো উচিত। তাই বলছি, গাড়িটা নিয়ে নিন। আর আমি যা বলেছি, তা চাটুকারিতা নয়, একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য। নীল রঙ ফ্রাউ ব্লুমেন্টহলের সাথে সত্যিই ম্যাচ করে।'

'কাহের বাচ্চা একেবারে। তর্জন-গর্জন দেখেছ?' ব্লুমেন্টহল বললেন, 'শোনো, হের লোকাম্প। আমি চাইলে গাড়ির দাম এই মুহূর্তে আরও এক হাজার মার্ক কমিয়ে দিতে পারি—'

সর্বনাশ! মহা ঝানু মক্কেল দেখছি! তার মানে গাড়ি বিক্রি করতে হবে একেবারে শেষ সীমায় ঠেকে! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পান-ধর্ম ত্যাগ করে একদম সন্ন্যাসী হয়ে যেতে হবে আমাদের। শেষ অস্ত্র ছুঁড়লাম এবার। যন্ত্রণাবিদ্ধ, আহত বাচ্চা হরিণের দৃষ্টিতে তাকালাম ফ্রাউ ব্লুমেন্টহলের দিকে।

কিন্তু উত্তর এল হের ব্লুমেন্টহলের কাছ থেকে, 'হ্যাঁ, যা বললাম, দাম আমি কমিয়ে দিতে পারি, কিন্তু দেব না। তুমি যেভাবে সারাক্ষণ ডীল করলে গাড়িটা নিয়ে, তাতে ব্যবসায়ী হিসেবে খুব মজা পেয়েছি আমি। বিশেষ করে মেয়ার অ্যাণ্ড সন-এর ব্যাপারটি দারুণ ছিল। শোনো, হের লোকাম্প, যদি কখনও চাকরির অভাব হয় তোমার, আমার সাথে যোগাযোগ কোরো।'

একটি চেক লিখে আমার হাতে দিলেন তিনি। এ কি স্বপ্ন? আমার চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। এ যে রীতিমত অলৌকিক ঘটনা!

'হের ব্লুমেন্টহল,' গদগদ কণ্ঠে বললাম আমি, 'তাহলে গাড়িটির সাথে আমার ক্ষুদ্র দু'টি উপহার—কাট-গ্লাস অ্যাশট্রে এবং রাবারের মাদুর গ্রহণ করুন।'

'দারুণ।' মন্তব্য করলেন তিনি। 'বুড়ো ব্লুমেন্টহলও তাহলে উপহার পায়!' পরদিন সন্ধেবেলায় আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি।

মাতৃসুলভ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন ফ্রাউ ব্লুমেন্টহল। বললেন, 'স্টাফড ফিশ

www.BanglaBook.org

থাকবে তোমার জন্যে।'

'ডেলিকেসি,' বললাম আমি। 'তাহলে আমি গাড়িটা কালকে নিয়ে আসব। আজ কিছু ফাইনাল টাচ দিতে হবে।'

প্রায় উড়ে এলাম ওয়ার্কশপে। কিন্তু লেনৎস আর ওটো লাঞ্চ করতে বেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে। অথচ এমন একটা ঘটনা, এক্ষুণি কাউকে না জানিয়ে পারা যায়?

শুধু জাপ বসে আছে পেট্রল পাম্পে।

'বিক্রি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

'কী মনে হয়, বলো তো?'

আমার গলার স্বরেই বোধহয় আঁচ করল সে। 'তার মানে, বিক্রি হয়ে গেছে?' সে-ও খুব উত্তেজিত।

'আমি খেতে যাচ্ছি,' বললাম আমি। 'তবে কাউকে এ-ব্যাপারে কিছু বললে ভোগান্তি আছে তোমার কপালে।'

'হের লোকাম্প,' আশ্বাস দিল সে, 'কেউ কিচ্ছু জানবে না।'

ফিরে এসে পেট্রল পাম্প পেরিয়ে ঢুকতেই কী-একটা ইশারা করল জাপ। কিসের সিগন্যাল? গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, সব ফাঁস করে দিয়েছ নাকি?'

'হের লোকাম্প, আমাকে আপনি অবিশ্বাস করেন?' জাপ বলল। 'আমি আসলে আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম—শিকার এসেছে, ফোর্ড কিনতে চায়।'

নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। এসেছে দু'জন। একজন পুরুষ। গায়ে ডোরাকাটা ওভারকোট। আর একজন মেয়ে। অতিশয় সুন্দরী, কালো চোখ। তারা দু'জন ফোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে বার্নিশ পরীক্ষা করে দেখছে মনোযোগ দিয়ে।

রঙ পছন্দ হয়নি কালোচোখের। 'এটা একটা রঙ হলো!' বলল সে। 'ফোর্ডের বার্নিশের মধ্যেই আভিজাত্য থাকবে। না হলে একেবারেই মানায় না।'

আমাদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে শ্রাগ করল সে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটু দূরে-রাখা ক্যাডিল্যাকের দিকে। ছুটে গেল সে।

'মার্ভেলাস!' চিৎকার করে উঠল সে। 'ঠিক এরকম গাড়িই চাই আমি।'

দরজা খুলে সীটে বসে পড়তে দেরি হলো না তার। বোঝা যাচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে গেছে সে। 'কী আরামদায়ক সীট—একেবারে আর্মচেয়ারের মত! ফোর্ড তো এর কাছে নস্যি!'

'চলো, যাওয়া যাক,' ডোরাকাটা ওভারকোট বলল কালোচোখকে।

লেনৎস চোখ দিয়ে ইশারা করল আমাকে। অর্থাৎ আমার এখন উচিত, গিয়ে বিজ্ঞাপন শুরু করা। কিন্তু আমি নড়লাম না জায়গা থেকে। আরও খরচোখে তাকাল লেনৎস। ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

কালোচোখকে বহুকষ্টে গাড়ি থেকে নামাল ডোরাকাটা ওভারকোট। তারা চলে যেতেই আমি মন্তব্য করলাম, 'অদ্ভুত লোক! নতুন বউ—পুরোনো গাড়ি—হ্যাটস অফ!'

'এটা তো কেবল শুরু। ব্যাটা মজা বুঝবে ভবিষ্যতে,' কস্টার বলল।

রেগে আগুন হয়ে গেল লেনৎস। 'বব, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এমন সুবর্ণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুযোগ আর পাবে ভেবেছ?'

'ল্যান্স-কর্পোরাল লেন্‌ৎস,' গম্ভীর স্বরে বললাম আমি, 'সিনিয়র অফিসারের সাথে কথা বলার সময় জুতোর গোড়ালি দুটো একত্রে রাখতে হয়, সেটা কি বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে? আর তুমি কি মনে করেছ, একটি গাড়ির জন্যে আমি দুটো বিয়ে ঠিক করব?'

গোটফ্রীডকে দেখবার মত মুহূর্ত ছিল সেটা। তার চোখ দুটো হয়ে গেল বড় সাইজের প্লেটের মত। তোতলাতে তোতলাতে কোনরকমে বলল সে, 'পবিত্র ব্যাপার নিয়ে ইয়ারকি-ঠাট্টা কোরো না।'

ওর কথায় পাত্তা না দিয়ে কস্টারের দিকে ঘুরে বললাম, 'আমাদের ক্যাডিল্যাকটিকে বিদায় দেবার সময় হয়ে এসেছে। সে আর আমাদের সম্পত্তি নয়। এখন থেকে সে অন্তর্বাস-ব্যবসার জৌলুস বাড়াবে। তার ওখানকার জীবন সুখের হোক। আমাদের সাথে থাকলে অনেক রোমাঞ্চকর হত তার জীবন, এখন হবে সম্ভবত, অনেক নিরাপদ।'

পকেট থেকে চেকটা টেনে বের করতেই লেন্‌ৎসের জ্ঞান হারাবার দশা। 'এ তো অবিশ্বাস্য! এক্কেবারে [illegible]?'

'বলে দেখি, কততে গেছে গাড়িটা?' চেকটি সামনে-পেছনে দোলাতে দোলাতে বললাম। 'আন্দাজ করো।'

'চার,' চোখ বন্ধ করে বলল লেন্‌ৎস।

'সাড়ে চার,' কস্টারের অনুমান।

'পাঁচ,' পাম্প থেকে চিৎকার করে বলল জাপ।

'সাড়ে পাঁচ,' আমি জানিয়ে দিলাম।

'অসম্ভব,' সংশয় প্রকাশ করল লেন্‌ৎস।

'স্থির লেন্‌ৎস,' আমি বললাম, 'চেকটা সলিড, আর তুমি হলে ফাঁপা। আর আমার সবচে' বড় প্রাপ্তি হলো ব্লুমেন্টহল। বন্ধুত্ব হয়ে গেছে রীতিমত, বুঝতে পারছ কিছু? কাল সন্ধ্যায় স্টাফড ফিশ খেতে যাচ্ছি তাঁর বাসায়। কী করে ব্যবসা করতে হয়, আমার কাছ থেকে শিখে নাও। বন্ধুত্ব পাতানো, অ্যাডভান্স পেমেন্ট আদায় করা, ডিনারে আমন্ত্রিত হওয়া—আমার উদাহরণ তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। স্ট্যাণ্ড ইজি, লেন্‌ৎস।'

'শাবাশ! মাস্টারের মত কাজ করেছ একটা,' আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো কস্টার।

'পঞ্চাশটা মার্ক আমাকে অ্যাডভান্স দেবে, কস্টার?' আমি বললাম।

'অবশ্যই! একশো মার্ক নাও। তোমার প্রাপ্য এটা।'

'আমার ওভারকোটটা নিশ্চয়ই আর অ্যাডভান্স নেবে না,' ফোড়ন কাটল লেন্‌ৎস।

'হারামজাদা, তোমার কি হাসপাতালে যাবার শখ হয়েছে?' রাগ হয়ে গেল আমার।

'কামাই আজ ভালই হলো,' কস্টার বলল। 'এসো, ওয়ার্কশপ বন্ধ করে দেয়া যাক। বেশি লোভ করা ভাল নয়। তারচে' চলো, কার্লকে নিয়ে একটু ট্রেনিং দেয়া যাক।'

জাপ অনেক আগেই পেট্রল পাম্প বন্ধ করে বসে আছে। সে জিজ্ঞেস করল হতাশভাবে, 'তার মানে রাজত্ব আবার আমার কাঁধে?'

'না, জাপ,' হেসে বলল কস্টার। 'তুমিও যাবে আমাদের সাথে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাঙ্কে গিয়ে চেকটা ভাঙিয়ে নিয়ে এসে গাড়িতে বসলাম আমরা। এগজস্ট পাইপ দিয়ে স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়ে তীরবেগে এগিয়ে চলল কার্ল।

আট

দাঁড়িয়ে আছি ল্যাণ্ডলেডি ফ্রাউ জালেভ্স্কির মুখোমুখি।

'কী ব্যাপার, কী চাই?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কিছু না,' আমি জবাব দিলাম। 'শুধু ভাড়ার টাকাটা শোধ করে দিতে এসেছিলাম।'

ভাড়া দেবার নির্ধারিত তারিখের এখনও তিনদিন বাকি। তাই ফ্রাউ জালেভস্কি ভয়ানক বিস্মিত হয়ে পড়লেন আমার কথা শুনে।

'এর পেছনে নিশ্চয় কোন একটা ঘটনা আছে,' মন্তব্য করলেন তিনি।

'কোনকিছুই নেই,' আমি বললাম। 'আপনার বসার ঘর থেকে শুধু নকশা-করা দুটো আর্মচেয়ার নিতে চাই কাল সন্ধের জন্যে।'

দু'হাত পুরুষ্টু নিতম্বে স্থাপন করে যুদ্ধংদেহি ভঙ্গিতে বললেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি, 'এই ব্যাপার? কেন, নিজের রুমের চেহারা বুঝি পছন্দ হয় না তোমার?'

'না, তা হবে না কেন। তবে আর্মচেয়ারের ব্যাপারটি পুরোপুরি আলাদা।'

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমার নিকট-আত্মীয় এক বোন আসতে পারে আমার কাছে, তাই ঘরটির একটি শোভন চেহারা দেয়া দরকার। শুনে গোটা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন তিনি।

'তা সেই বোনটি আসবে কবে, শুনি?' জেরা করার ভঙ্গি তাঁর।

'এখনও ঠিক হয়নি,' আমি বললাম, 'তবে সে যদি খুব তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছোয়, তো আজ সন্ধেবেলা ডিনার করতে আসবে আমার সাথে। আর কেন, কারুর চাচাতো-খালাতো বোন থাকে না বুঝি?'

'তা থাকে,' তিনি উত্তর দিলেন; 'কিন্তু কেউ আর্মচেয়ার ধার করে না তাদের জন্যে।'

'আমি করি,' জোর গলায় বললাম আমি। 'আর যাই হোক, আত্মীয়তার টান আমার খুব আছে।'

'সেটা তো তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যায়! দিন-রাত্তির রাম গেলা ছাড়া আর কোন কাজ কি আছে তোমার?' বললেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। 'ঠিক আছে, দুটো আর্মচেয়ার নিতে পারো তোমার ঘরে।'

'অনেক ধন্যবাদ। কালই সব আপনাকে ফেরত দিয়ে যাব। কার্পেটও।'

'কার্পেট!' অবাক হয়ে গেছেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। 'কার্পেটের কথা আবার কে বলল?'

'আমি। আর এখনই বললেন আপনি নিজেই।'

চোখ পাকিয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে।

'কিন্তু চেয়ার আর কার্পেট তো মেড ফর ইচ আদার,' আমি বুঝিয়ে বললাম। 'দেখুন না, আর্মচেয়ার দাঁড়িয়ে আছে কার্পেটের ওপরে।'

'হের লোকাম্প,' ঘোষণা দিলেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি, 'বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব কিছুতেই সংযম ভাল, জালেভ্স্কি যেমন বলে গেছেন। কথাটা মনে রেখো সবসময়।'

জালেভ্স্কির কথা আমি শুনেছি। সংযমের নীতির কথা প্রচার করে বেড়ালেও নিজে অত্যধিক মদ্যপান করতেন। সেটা থেকেই ত্বরান্বিত হয় তাঁর মৃত্যু। এই কথাটা ফ্রাউ জালেভ্স্কির কাছেই শোনা। এর পরেও তিনি কারণে-অকারণে, প্রয়োজনে-নিষ্প্রয়োজনে তাঁর স্বামীর কথা 'কোট' করতে পছন্দ করেন, কেউ কেউ যেমন বাইবেল। এবং যতই দিন যাচ্ছে, ততই বেড়ে চলেছে তাঁর এই বাতিক। অনেক খাটা-খাটুনি করে ফ্রাউ জালেভ্স্কি তাঁর মৃত স্বামীর 'বাণী-চিরন্তনীর' একটা রূপ দাঁড় করিয়েছেন। এখন প্রত্যেক কার্যকারণের জন্যে, বাইবেলের মত, প্রস্তুত আছে জালেভ্স্কির বাণী।

ঘর গোছানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি। আজ বিকেলে ফোন করেছিলাম প্যাট্রিসিয়া হলম্যানকে। গত কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাই দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি সপ্তাহখানেক। আজ কথা হয়েছে, [illegible] আটটায় সে আসবে আমার ঘরে। তারপর এখানে ডিনার সেরে নিয়ে বেরুব সিনেমা দেখতে।

কার্পেট আর [illegible] কেনা আর্মচেয়ারের জৌলুসে একদম বদলে গেছে ঘরের চেহারা। কিন্তু লাইটিং-এর অবস্থা বড়ই করুণ। পাশের ঘরে হ্যাসের কাছে টেবিল ল্যাম্প চাইতে গেলাম

ঘরে ছিলেন ফ্রাউ হ্যাসে। কথাটা পাড়তেই রাজি হয়ে গেলেন সানন্দে। টেবিল ল্যাম্পটা নিয়ে বেরিয়ে আসতে যাব, তিনি শুরু করলেন আমার বহুশ্রুত কেচ্ছা—স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগসহ নানা রকমের প্যানপ্যানানি। মাঝে-মধ্যে হুঁ-হাঁ করে, দু'একটি [illegible] বুলি আউড়ে সটকে পড়লাম ওখান থেকে।

[illegible] গেলাম এরনা বনিগের কাছে। ওর গ্রামোফোনটা নিতে হবে।

এরনাকে বেশ লাগে আমার। কারও আগে নেই, পিছে নেই। কোন অভিযোগ নেই জীবন নিয়ে। ছোটখাট সুখ-শান্তির সুযোগ কখনও মিস করে না সে। যদিও জানে, এর জন্যে একসময় অনুতাপ করতে হবে তাকে, মাসুল দিতে হবে। কারণ, সুখের স্থায়িত্ব খুব অল্প সময়, আর মূল্য অত্যধিক।

গ্রামোফোনটি চাইতেই কোন দ্বিধা তো করলই না এরনা, বরং নিজহাতে বাছাই করে দিল একগাদা রেকর্ড।

প্যাকেট-ডিনার কিনে নিয়ে এলাম বাইরে থেকে। ঘরের চেহারাই পাল্টে গেছে একেবারে, চিনতে কষ্ট হচ্ছে নিজেরই। আর্মচেয়ার, টেবিল ল্যাম্প, সুদৃশ্য টেবিলক্লথে ঢাকা টেবিল, খাবারের গন্ধ—বুকের ভেতরে জমে উঠতে লাগল বিরামহীন প্রতীক্ষা।

এক ঘন্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে এখনও। নিচে নেমে পড়লাম আমি। বাইরে সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে ইতোমধ্যে। দুই বাড়ির মাঝখানে ঠিক সমুদ্রের মত নীল অন্ধকার জমে আছে। সেখানে ক্যাফে ইন্টারন্যাশনাল নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ-জাহাজের মত। সেই জাহাজে গিয়ে উঠলাম পা বাড়িয়ে।

'হ্যালো, রবার্ট,' রোজার সম্ভাষণ।

'কী ব্যাপার, তুমি যে এখনও এখানে বসে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'প্রাত্যহিক

www.BanglaBook.org

সান্ধ্য ট্যুরে বেরুবে না?'

'এখনও সময় হয়নি।'

তিন গ্লাস রামের অর্ডার দিলাম।

'খুব চালাচ্ছ মনে হয়?' প্রশ্ন করল রোজা।

'কড়া, ঝাঁঝাল কিছু দরকার,' আমি বললাম।

'আজ কিছু বাজিয়ে শোনাবে না পিয়ানোয়?' জানতে চাইল রোজা।

মাথা নাড়লাম। 'মুড নেই আজ। তা তোমার মেয়ে কেমন আছে?'

সোনালি দাঁত বের করে হাসল সে। 'ভাল। কাল আবার তাকে দেখতে যাব।'

রোজার সাথে ভালবাসা ও প্রেম বিষয়ে গল্প করে আরও খানিকটা সময় কাটল আমার। তারপর আবার ফিরে এলাম ঘরে।

বেল বেজে উঠল দরজায়।

'হ্যালো,' বলল প্যাট্রিসিয়া হলম্যান।

'কেমন আছ? শরীর সুস্থ এখন? হয়েছিলটা কী, বলো তো?'

'তেমন কিছুই না। ঠাণ্ডা লেগেছিল একটু, আর জ্বর।'

ওকে দেখে অসুস্থ তো মনে হচ্ছেই না, বরং আরও উচ্ছল, উজ্জ্বল লাগছে। ওর চোখকে এত দীপ্তিময় মনে হয়নি আগে কখনও। একটু যেন অপ্রস্তুত সে।

'অপূর্ব লাগছে তোমাকে,' আমি বললাম। 'সম্পূর্ণ ফিট। অতএব অনেক কিছু করতে পারব আমরা, কোন বাধা নেই।'

'অবশ্যই, কিন্তু আজ নয়। আজ পারব না, সম্ভব হবে না আমার পক্ষে,' উত্তর দিল সে।

আমি তাকালাম ওর দিকে। কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার। 'তুমি পারবে না?'

মাথা নাড়ল সে। 'ভীষণ দুঃখিত আমি, কিন্তু সত্যি সত্যিই পারব না।'

তবু কিছু বুঝতে পারছি না আমি। একবার মনে হলো, সন্ধেটা সে হয়তো কাটাবে আমার সাথেই, তবে ডিনার করার ইচ্ছে বোধহয় তার নেই।

'কিছুক্ষণ আগেই একবার তোমাকে ফোন করেছিলাম কথাটা জানাতে,' বলল প্যাট্রিসিয়া। 'কিন্তু তুমি তখন ঘরে ছিলে না।'

এতক্ষণে পরিষ্কার হলো সব। 'তার মানে, তুমি থাকতে পারছ না, তাই তো?'

'শুধু এইবার,' সে বলল। 'আমার খুব জরুরী একটা ইন্টারভিউ আছে। এবং সবচে' বাজে ব্যাপার হয়েছে—কথাটা আমি জেনেছি মাত্র আধ ঘন্টা আগে।'

'আজ ওটা বাতিল করে দিতে পারো না? কালকে যেয়ো। আমরা কিন্তু আজ সন্ধেটা একসাথে কাটানোর প্ল্যান করেছিলাম।'

'সম্ভব নয়,' হেসে বলল প্যাট্রিসিয়া। 'এটা অনেকটা বিজনেস অ্যাফেয়ারের মত। মিস করা যাবে না।'

আচ্ছামত জব্দ হয়েছি আমি। এ-রকম কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ওর কোন কথাই আর বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। বিজনেস—ওকে দেখে তো সে-কথা মনে হয় না। এটা সম্ভবত একটা ছুতো। সম্ভবত নয়, নিশ্চিত। এই ভর সন্ধেবেলা কোন উল্লুকের ইন্টারভিউ থাকে? এ-জাতীয় কাজ হয় সকালের দিকে। আর এ-সব জরুরী কাজের কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ মাত্র আধ ঘণ্টা আগে জানতে পায় না। সোজা কথা, সে থাকতে চায় না আমার সাথে। দ্যাট'স অল।

শিশুসুলভ হতাশায় ছেয়ে গেল আমার মন। এতক্ষণে বুঝতে পারছি, এই সন্ধের জন্যে কতটা উদগ্রীব ছিলাম আমি। কিন্তু আমার অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া বুঝতে দিলাম না ওকে।

'ভেরি গুড,' বললাম, 'কাজ যখন আছে, যাবে। দেখা হবে পরে।'

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে প্যাট্রিসিয়া তাকাল আমার দিকে। 'না, অত তাড়া আমার নেই। ন'টার মধ্যে ওখানে পৌঁছুলেই হবে। অতএব, আমরা একসাথে খানিকটা সময় হাঁটতে পারি। সারা সপ্তাহ বাসা থেকে বেরোইনি, ভাবতে পারো?'

'ঠিক আছে, চলো।' অনিচ্ছার সুর আমার কথায়। হঠাৎ শূন্যতা গ্রাস করল আমাকে। ভর করল ক্লান্তি।

রাস্তার পাশ ধরে হাঁটছি আমরা। পরিষ্কার রাত, অসংখ্য উজ্জ্বল তারা আকাশে। ফুলের একটি ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল প্যাট্রিসিয়া।

'লাইল্যাক,' সে বলল। 'ঠিক লাইল্যাকের গন্ধ। কিন্তু এটা তো মৌসুম না।'

'আমি কোন গন্ধই পাচ্ছি না,' উত্তর দিলাম আমি।

'শিওর লাইল্যাক।' গন্ধ শুঁকে নিশ্চিত হতে ঝুঁকে পড়ল প্যাট্রিসিয়া।

'এটা অস্ট্রেলিয়ান ইন্ডিকা,' অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এল গম্ভীর কণ্ঠ।

মিউনিসিপ্যালিটির এক মালী, ঠেস দিয়ে বসেছে একটা গাছে। মাথায় মেটাল-বাটনওয়ালা ক্যাপ। পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি বোতলের গলা। 'গাছটা লাগিয়েছি আমিই।'

'অদ্ভুত,' বলেই প্যাট্রিসিয়া ঘুরে তাকাল আমার দিকে। 'এবারে কোন গন্ধ পাচ্ছ না?'

'খুব পাচ্ছি,' বিরক্তির স্বরে আমি বললাম। 'গুড ওল্ড ব্যাণ্ডি।'

ফুলের তীক্ষ্ণ মিষ্টি সুবাস আমার নাকে লাগছে ঠিকই, কিন্তু গোটা দুনিয়ার রাজত্ব আমাকে দিলেও আমি এখন স্বীকার করব না সেটা।

হাসল সে। তারপর গভীর শ্বাস নিয়ে বলল, 'বহুদিন রুমে বন্ধ থাকার পর কী যে ভাল লাগছে এখন! অথচ যেতে হবে আমাকে। কোন মানে আছে এর? এই বাইণ্ডিংটা এ-রকমই—সবকিছুতেই একেবারে শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করাই ওর অভ্যেস।'

'বাইণ্ডিং?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'বাইণ্ডিং-এর সাথে তোমার এখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

মাথা নাড়ল সে। 'বাইণ্ডিং ছাড়াও আরও একজন থাকবে। সে-ই আসল। তার সাথেই সিরিয়াস বিজনেস। ভাবতে পারো?'

'না,' উত্তর দিলাম আমি। 'ভাবতে পারি না।'

প্যাট্রিসিয়া হাসল।

আমরা হাঁটতে থাকলাম আগের মতই। ওর কোন কথাই আমি শুনছি না আর। বাইণ্ডিং—এই নামটি অবিরাম চক্কর খেতে লাগল আমার মাথার ভেতরে। কিন্তু মুখে ছায়া পড়ল না সেটার। হাজার হলেও বাইণ্ডিংকে প্যাট্রিসিয়া চেনে অনেক বেশিদিন ধরে, আমার সাথে তার পরিচয় তো মাত্র ক'দিনের। বাইণ্ডিং-এর বিশালাকার গাড়ি, তার দামী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যুট, পুরুষ্টু মানিব্যাগ ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। আর সেটার পাশে আমার গরিবী চেহারার রুম—পুরানো, বিশৃঙ্খল। আমি আসলে বেশি প্রত্যাশা করেছিলাম। টেবিল ল্যাম্প হ্যাসের, জালেভস্কির আর্মচেয়ার, এরনা বনিগের গ্রামোফোন; মেয়েটি তাহলে কোন্ যুক্তিতে আমার হবে? আর আমিই বা কে এমন? এক পাঁড় মাতাল ভবঘুরে, যে ক্যাডিল্যাক ধার করতে পেরেছিল একবার। এর বেশি কিছু তো নয়। এমন কতজনই তো গড়াগড়ি যাচ্ছে রাস্তা-ঘাটে। এখন ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই আমার।

'কাল সন্ধেবেলা দেখা করতে পারি আমরা,' প্রস্তাব দিল প্যাট্রিসিয়া হলম্যান।

'আমার সময় হবে না কাল,' আমার উত্তর।

'তাহলে পরশুদিন কিংবা পরে কোনদিন। এ-সপ্তাহে আমি সম্পূর্ণ ফ্রী। কিছুই করার নেই।'

'কথা দিতে পারছি না,' আমি বললাম। 'বেশ বড় একটা কাজ জমে আছে ওয়ার্কশপে। এ-সপ্তাহে প্রত্যেকদিনই বোধহয় রাত অবধি কাজ করতে হবে।'

পরিষ্কার ধাপ্পাবাজি। কিন্তু না করে উপায় নেই। শীতল ক্রোধ আর গ্লানিতে ছেয়ে আছে আমার মন।

স্কয়ার পেরিয়ে রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম গোরস্থানের দিকে। আবছা আলোয় চোখে পড়ল, ক্যাফে ইন্টারন্যাশনাল থেকে এদিকে এগিয়ে আসছে রোজা। তার হাই বুটে আলো পড়ে চকচক করছে। ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যেতে পারি ওকে, অন্য সময়ে সম্ভবত তা-ই করতাম। কিন্তু এখন আমি সরাসরি এগিয়ে গেলাম তার দিকে। এড়িয়ে যেতে চাইল রোজা, যেন চেনেই না আমাকে। রোজার মত মেয়েরা এসব ক্ষেত্রে এ-রকম আচরণই করে থাকে অবশ্য।

'হ্যালো, রোজা,' বললাম আমি।

ধাক্কা সামলাতে সময় লাগল তার। একটু পেছনে গিয়ে প্রথমে সে তাকাল আমার দিকে, তারপর প্যাট্রিসিয়ার দিকে। মাথা নাড়ল রোজা, তারপর চলে গেল, লজ্জিত হয়েই বোধহয়। কয়েক পা পেছনে ছিল ফ্রিজি। ভ্যানিটি ব্যাগ দোলাতে দোলাতে হাঁটছিল সে। ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক। হাঁটার সময় নিতম্ব নাচাচ্ছে ইচ্ছে করেই। আমার দিকে সে তাকাল উদাসীনভাবে, লোকে যেমন জানালার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকায়।

'গুড ইভনিং, ফ্রিজি,' সম্ভাষণ জানালাম আমি।

মাথা নোয়াল সে রানীর মত। কিন্তু বিস্ময়বোধ লুকোতে পারল না। আমাদের পাশ কাটিয়ে যেতেই দ্রুততর হলো তার পা ফেলার গতি। একটু সামনে যাচ্ছে রোজা। তার সাথে এই ঘটনাটা নিয়ে আলাপ না করলেই নয়।

সুযোগ আছে এখনও আমার হাতে। ইচ্ছে করলে পাশের প্রধান সড়কের দিকে বাঁক নিয়ে হাঁটতে পারি। এখানকার সব বারবনিতাকে আমি চিনি এবং একটু পরেই দেখা হয়ে যাবে ওদের সবার সাথে। এটা ওদের প্রথম সান্ধ্য অভিযানের সময়।

কিন্তু জেদ চেপে গেল আমার মাথায়। কেন ওদের এড়িয়ে যেতে হবে? আমি ওদেরকে প্যাট্রিসিয়া হলম্যান এবং তার বাইণ্ডিং-এর চেয়ে অনেক ভাল করে চিনি। ও দেখুক সেটা। দেখা দরকার।

একের পর এক আসতে লাগল তারা। ছিপছিপে, চমৎকার চেহারার ভ্যালী; কাঠের

www.BanglaBook.org

পা-ওয়ালা লিনা; সুন্দরী এরনা; ডাঁশা মেয়ে মরিয়ন; লাল টকটকে গালওয়ালা মার্গোট এবং সবশেষে মিমি, বুড়ো প্যাঁচার মত চেহারা যার—আমি সম্ভাষণ জানালাম সবাইকে, কথা বললাম সবার সাথেই।

'তোমার, দেখছি, প্রচুর চেনা-জানা লোক এখানে,' খানিকক্ষণ পর বলল প্যাট্রিসিয়া হলম্যান।

'তা তো থাকবেই,' উত্তর দিলাম আমি গোঁয়ারের মত।

সাথে সাথে সে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। 'আমার মনে হয়, এখন আলাদা হয়ে যাওয়াটাই ভাল হবে আমাদের জন্যে।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি, 'আমারও তা-ই মনে হয়।'

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'গুড লাক,' আমি বললাম, 'লট্‌স্ অভ ফান।'

উত্তর দিল না প্যাট্রিসিয়া হলম্যান। ওর দিকে তাকালাম আমি। অবাক কাণ্ড! তার রেগে যাবার কথা রীতিমত অথচ চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলে সে হাসল প্রাণখুলে, সাবলীলভাবে। হাসিটা আমাকে লক্ষ করে।

'ঈশ্বর!' বলল সে, 'তুমি তো দেখছি, একেবারে বাচ্চার মত।'

'এনিওয়ে—,' পরিস্থিতিটা মুহূর্তে বুঝে নিয়ে বললাম আমি। 'আমার আচরণটা কি ইডিয়টের মত হচ্ছে?'

'তা বলা যায় বৈকি!'

স্ট্রীট-ল্যাম্প থেকে আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। কী জীবন্ত আর অপরূপ সেই মুখ! একটু এগিয়ে গিয়ে টেনে নিলাম ওকে আমার কাছে। যা খুশি ভাবুক ও। ওর সিল্কের মত নরম চুলে আলতোভাবে স্পর্শ করল আমার গাল, মুখ আমার মুখের ঠিক সামনে, স্নিগ্ধ সুবাস ভেসে আসছে ত্বক থেকে। দৃষ্টি গভীর হলো ওর, তারপর আমার মুখের ওপরে রাখল ওর ঠোঁট…

ফিরে এলাম ঘরে। প্যাসেজের ভেতরে হাউসমেইড ফ্রিডার সাথে দেখা।

ভাল একটা কিছু করার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে মন। তাই ফ্রিডাকে সামনে পেয়ে বলে বসলাম, 'খুব ভাল মেয়ে তুমি।'

আমার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল সে। ভিনিগার-খাওয়া মুখ হলো তার।

'সত্যি বলছি,' আমি চালিয়ে গেলাম, 'সারাক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি করে কী লাভ? বুঝলে ফ্রিডা, জীবনটা খুব ছোট—বিপদ আর দুর্ঘটনায় ভরা। আমাদের উচিত একসাথে মিলেমিশে থাকা। তাই এসো, সন্ধি করে ফেলি।'

আমার বাড়িয়ে-দেয়া হাতটাকে পাত্তাই দিল না সে। আপন মনে গজর-গজর করতে করতে সরে গেল সামনে থেকে।

জর্জের রুমে টোকা দিলাম। আলো দেখা যাচ্ছে ওর ঘরের দরজার নিচের সরু ফাঁক দিয়ে। ক্লাসের পড়া মুখস্থ করছে সে।

'জর্জ, আমার ঘরে এসো, খাবে,' সে দরজা খুলতেই বললাম আমি।

অবাক হয়ে সে তাকাল আমার দিকে। ভাবল, বোধহয় ইয়ারকি করছি। তাই বলল, 'খিদে নেই আমার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, একবার দেখে যাও অন্তত,' আমি বললাম। 'অনেক খাবার পড়ে আছে আসলে। নষ্ট হয়ে যাবে আজ না খেলে।'

দু'জন যেইমাত্র এসে বসেছি আমার ঘরে, সেই সময় দরজায় নক্।

'আসুন,' আমি বললাম।

দরজা খুলে গেল। ফ্রাউ জালেভ্স্কি। কৌতূহলে ফেটে পড়ছে তাঁর চোখ-মুখ। অপ্রস্তুত জর্জের দিকে তাকালেন তিনি। মুখের মিষ্টি হাসি তাঁর হঠাৎ মিলিয়ে গেল। আমি হাসতে শুরু করলাম প্রাণ খুলে। খুব দ্রুত সামলে উঠলেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি।

'হয়েছে, থামো,' তিনি বললেন আমাকে উদ্দেশ করে। 'তুমিও যে হাসতে পারো, সেটা তো জানতাম না! এতদিন সবাইকে বলে এসেছি, হৃদয় বলে কোন পদার্থ তোমার নেই, সে জায়গায় রাখা আছে মদের বোতল।'

'দারুণ বলেছেন! বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, সন্দেহ নেই,' আমি বললাম। 'কিন্তু ফ্রাউ জালেভ্স্কি, এখন আমাদেরকে একটু কৃতার্থ করবেন কি?'

ইতস্তত করতে লাগলেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। কিন্তু জয় হলো কৌতূহলের। সম্মতি দিলেন তিনি। আমি শেরির বোতল খুললাম তাঁর সম্মানে।

রাতে চারদিক যখন নিশ্চুপ, কম্বল আর কোট হাতে নিয়ে ছুটলাম আমি টেলিফোনের দিকে। যন্ত্রটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কোট আর কম্বল দিয়ে ঢেকে ফেললাম আমার মাথা, যাতে অন্য কেউ আমার কথা শুনতে না পায়। কারণ, জালেভ্স্কির এই বোর্ডিংহাউসে আড়ি পাতা উৎকর্ণ কানের অভাব নেই।

রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম। আমার ভাগ্য ভাল। ফোন ধরল প্যাট্রিসিয়া হলম্যানই।

'কতক্ষণ আগে ফিরেছ তোমার রহস্যময় ইন্টারভিউ থেকে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'একঘণ্টা হলো প্রায়।'

'ইশ্! আগে যদি জানতাম এটা—'

হাসল ও। 'জানলেও কোন কাজ হত না। কারণ, একটু জ্বর জ্বর বোধ করছি এবং অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে আছি বিছানায়। ভাগ্যিস, একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পেরেছিলাম।'

'জ্বর? কেমন জ্বর?'

'আহ্! বোরিং ব্যাপার একটা। তা সারা সন্ধে কী করে কাটালে তুমি?'

'আমাদের ল্যাণ্ডলেডির সাথে আলাপ করলাম বিশ্বের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে। আর তুমি? কাজ হয়েছে তোমার?'

'আশা করি, হয়েছে।'

এদিকে কম্বলের বদ্ধ গুহায় তাতিয়ে উঠছে ভ্যাপসা গরম। তাই প্যাট্রিসিয়া যখন কথা বলছে, কোট-কম্বলের গুহা একটু ফাঁক করে দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছি ঠাণ্ডা বাতাসে। আর আমি কথা বলছি সেই ফাঁক বন্ধ করে মাউথপিসের সাথে মুখ লাগিয়ে।

'আচ্ছা, রবার্ট নামে কোন বন্ধু আছে তোমার?' আমি জানতে চাইলাম।

হাসল প্যাট্রিসিয়া। 'মনে হয় না।'

'একবার উচ্চারণ করো তো—রবার্ট। দেখি, তোমার উচ্চারণ কেমন হয়।'

ও হাসল আবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জাস্ট জোক,' আমি বললাম। 'বলো না একবার! যেমন ধরো: "রবার্ট একটা গাধা।"'

'রবার্ট একটা শিশু।'

'দারুণ উচ্চারণ তো তোমার,' বললাম আমি। 'আচ্ছা, এবার "বব" দিয়ে চেষ্টা করা যাক। বলো তো: বব একটা—'

'বব একটা পাঁড় মাতাল,' শুনলাম ওর দূরাগত গলার নরম স্বর। 'কিন্তু, এখন আমাকে ঘুমুতে হবে—ঘুমের ওষুধ খেয়েছি। মাথার ভেতরে গান শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।'

'ঠিক আছে, গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম কোট-কম্বলের গুহা ছেড়ে। কিন্তু এ কী? কে দাঁড়িয়ে আমার সামনে? আড়ষ্ট হয়ে পড়লাম সাথে সাথে। আমার ঠিক এক-পা পেছনে ভূতের মত দাঁড়িয়েছিলেন মুলার, রিটায়ার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। থাকেন কিচেনের ঠিক পাশের ঘরেই। একটু কিছু বলতে যাচ্ছিলাম আমি।

'শ্‌ শ্‌ শ্‌!' ইঙ্গিত করলেন মুলার।

'শ্‌ শ্‌ শ্‌!' ভঙ্গিও সাড়া দিয়ে মনে মনে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলাম তাঁকে।

'ঠি. পলিটিক্যাল কোন কিছু?' আঙুল উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কী?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম অবাক হয়ে।

'ভয়ের কিছু নেই,' চোখ টিপলেন তিনি। 'আমি ঘোর ডানপন্থী। এখন বলো, কী হচ্ছিল? গোপন রাজনৈতিক আলাপ?'

বুঝে গেলাম আমি। বললাম, 'রীতিমত পলিটিক্যাল।'

খুশি হলেন মুলার। বললেন ফিসফিস করে, 'লং লিভ হিজ ম্যাজেস্টি।'

'চীয়ার্স,' আমি উত্তর দিলাম। 'এবারে অন্য প্রসঙ্গ: টেলিফোন নামক যন্ত্রটি কার আবিষ্কার, বলতে পারেন?'

ভয়ানক ভড়কে গিয়ে টেকো মাথা এদিক-ওদিক দোলালেন তিনি।

'আমিও জানি না,' বললাম আমি। 'তবে লোকটি যে জিনিয়াস, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

নয়

রোববার। রেসের দিন আজ। গত সপ্তাহে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করেছে কস্টার। কাল রাতে আমরা সবাই কার্লের পেছনে খেটেছি অনেক। ক্ষুদ্রতম স্ক্রু-ও খুলে আলাদা করে পরীক্ষা করে, তেল দিয়ে জুড়ে দিয়েছি জায়গামত।

এখন, এই মুহূর্তে, আমরা পিটে বসে কস্টারের জন্যে অপেক্ষা করছি। ও গেছে স্টার্টিং পয়েন্টে। আমরা মানে—লেনৎস, প্যাট্রিসিয়া হলম্যান, ভ্যালেন্টিন, গ্রাপ, জাপ্—সবাই। গ্রাপ, ফার্দিনান্দ গ্রাউ, চিত্রকর। বেচারা জার্মে অনাহারে কাটাত প্রায়ই! পরে ঠিক লাইন পেয়ে গেছে। অসুস্থ লোকদের পোর্ট্রেট আঁকে সে। এখন বেশ স্বচ্ছল অবস্থা ওর। অথচ ওর আঁকা অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের পেইন্টিং কেউ কিনতেও চায় না। মদ খাবার সময় আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে খেতে পারে ও।

www.BanglaBook.org

জাপ খুব মুডে আছে আজ। ওভারঅল পরেছে, চোখে রেসিং গগল্‌স, মাথায় হেলমেট। আমাদের মধ্যে সবচে' হালকা-পাতলা বলে জাপকেই কস্টারের অফ্‌সাইডার নির্বাচন করা হয়েছে। তবে লেন্‌ত্‌স সব সময়ই সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছে—জাপের প্রকাণ্ড ক্যান দুটোয় বাতাস আটকে হয় গাড়ির গতি কমে যাবে বিশ কিলোমিটার, অথবা গাড়ি প্লেন হয়ে উড়াল দেবে—তখন পাখার কাজ করবে ওর কান দুটো।

'আচ্ছা, আপনি ইংরেজ খ্রীষ্টান নাম পেলেন কোত্থেকে?' গোটফ্রীড জিজ্ঞেস করল পাশে-বসা প্যাট্রিসিয়া হলম্যানকে।

'আমার মা ইংরেজ। তার নামও প্যাট।'

'আহ্, প্যাট—একেবারে আলাদা ব্যাপার। বলতে কত সহজ!' গোটফ্রীড বোতল আর গ্লাস বের করল কোত্থেকে যেন। 'প্যাট, গাঢ় হোক বন্ধুত্ব। আমার নাম গোটফ্রীড।'

গোটফ্রীডের দিকে তাকালাম আমি। আমার ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে এই কম্মো করতে বাধছেও না তার। হারামজাদাটার চোখে-মুখে একটু লাজলজ্জার আভাসও যদি থাকত! প্যাট্রিসিয়াও তাকে গোটফ্রীড নামেই ডাকতে শুরু করেছে।

ফার্দিনান্দ গ্রাউয়ের অবস্থা সবচে' সঙ্গীন। প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে সে এতই মজে গেছে যে, চোখের আড়াল হতে দিচ্ছে না ওকে। ভাঙা রেকর্ডের মত প্যানর-প্যানর করছে ওর কানের কাছে এবং যথাসাধ্য বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, পেইন্টিং শেখা প্যাট্রিসিয়ার জন্যে অবশ্যকর্তব্য।

'এই যে, ফার্দিনান্দ, বুড়ো ভাম কোথাকার!' ওর কাছ থেকে ড্রয়িং প্যাড কেড়ে নিয়ে বললাম আমি। 'খুন হয়ে যাবে, বলে রাখছি! এই মেয়েটির ব্যাপারে আমি কিন্তু একটু স্পর্শকাতর।'

মেশিনগানের মত অবিরাম কান-ফাটানো শব্দ তুলেছে রেসিং কারগুলো। গ্রীজ, পেট্রল আর ক্যাস্টর তেলের পোড়া গন্ধ বাতাস জুড়ে। সব মিলিয়ে ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ এক আবহাওয়া।

বিভিন্ন কারের মেকানিকরা অফুরান রসদপত্র নিয়ে বসে পড়েছে জায়গামত। আর আমরা বসে আছি গুটিকয়েক টায়ার আর ছোটখাট কয়েকটি পার্টস নিয়ে। চাকাগুলো তাও বহুকষ্টে এক ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম থেকে জোগাড় করা। কস্টার কোন ফার্মের পক্ষ হয়ে রেসিং-এ নাম লেখায়নি। তাই সব খরচা চালাতে হচ্ছে আমাদেরই।

ওটো এল, পেছন পেছন অস্কার ব্রাউমূলার—পোশাক পরে একদম রেডি। পানের টেবিলে আমাদের পার্টনার ব্রাউমূলার। একটা কার ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম থেকে নিয়মিত কার রেসিং-এ অংশ নিয়ে থাকে।

'বুঝলে, ওটো,' বলল সে, 'প্লাগগুলো আজ ঠিকমত কাজ করলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। তবে কথা হলো, ওগুলো বিগড়ে যাবে, আমি জানি।'

'দেখা যাক, কী হয়,' শান্তস্বরে উত্তর দিল কস্টার।

কার্লের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলে মন্তব্য করল ব্রাউমূলার, 'আমার "নাটক্র্যাকারের" ধারে-পাশে ভিড়তে হবে না, বাছাধন!'

ব্রাউমূলারের চকচকে নতুন, শক্তিশালী রেসিং কার—নাট্‌ক্র্যাকার। আজকের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেসের অন্যতম ফেভারিট এবং সম্ভাব্য বিজয়ী।

'অত পাঁয়তারা কোরো না, অস্কার,' উত্তর না দিয়ে থাকতে পারল না লেন্‌ত্‌স। 'কার্ল যখন তোমার ঠ্যাং টেনে লম্বা করে দেবে, তখন বুঝবে।'

খাস সামরিক ভাষায় লেন্‌ত্‌সকে ধোলাই দিতে যাচ্ছিল ব্রাউমুলার, কিন্তু চেপে গেল প্যাট্রিসিয়া হলম্যানের দিকে চোখ পড়তেই। চোখ সরু হয়ে গেল তার। আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু লক্ষ্যহীনভাবে গজর-গজর করতে করতে সটকে পড়ল সে।

হুইসেলের প্রচণ্ড শব্দ ভেসে এল ট্র্যাক থেকে। কস্টারকে রেডি হতে হবে এখন। কার্ল শেষমেষ 'স্পোর্টস-কার' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হলো।

'রেসের সময় তোমাকে খুব বেশি সাহায্য বোধহয় আমরা করতে পারব না,' আমাদের স্বল্প সরঞ্জামের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

'সেটার দরকার হবে না,' হাত নেড়ে উত্তর দিল কস্টার। 'কার্ল বেঁকে বসলে আস্ত ওয়ার্কশপ দিয়েও কাজ হবে না কোন।'

ওটোর পাশে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় কাঁপছে জাপ। চকোলেট চিবুচ্ছে অবিরাম। খুব গরম হয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে। তবে রেস শুরু হয়ে গেলেই ঠাণ্ডা মেরে যাবে কচ্ছপের মত।

'চলুন তবে,' ওটো বলল। 'যা থাকে কপালে!'

কার্লকে ঠেলে বের করলাম আমরা। রেডিয়েটরে আদর করে চাপড় দিয়ে লেন্‌ত্‌স বলল, 'স্টার্ট নেবার সময় বেঁকে বসিস না, হারামজাদা! আর হতাশ করিস না পুরানো মনিবকে।'

স্টার্ট নিয়ে কার্ল চলে গেল। আমরা পেছন থেকে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

'অদ্ভুতদর্শন বিটকেল যন্ত্র দেখে নাও প্রাণ ভরে,' আমাদের পাশ থেকে মন্তব্য করল কে যেন। 'গাড়ির পেছন দিকটা দেখেছ? একেবারে উটপাখির মত!'

সোজা হয়ে দাঁড়াল লেন্‌ত্‌স। 'আপনি কি ওই শাদা কারটির কথা বলছেন?' চোখমুখ লাল হয়ে গেছে ওর, কিন্তু কথা বলছে ঠাণ্ডা স্বরে।

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল পাশের সীট থেকে দশাসই চেহারার এক মেকানিক।

রাগে তোতলাতে লাগল লেন্‌ত্‌স এবং দু'পিঠের মধ্যবর্তী নিচু পার্টিশন ডিঙানোর তোড়জোড় করতে লাগল। অপমান হজম করার বান্দা ও নয়। এই বিশালবপু মেকানিককেও সে আপসে ছেড়ে দেবে না, বোঝা যাচ্ছে। আমি ওকে টেনে ধরলাম পেছন থেকে।

'রেস শুরু হবার আগেই হাসপাতালে যাওয়ার শখ হয়েছে নাকি?' আমি বললাম লেন্‌ত্‌সকে। 'চুপচাপ বসো। ননসেন্সের কথায় কান দিয়ো না। আর তোমাকে আমাদের এখানে দরকার।'

কিন্তু কথা শোনার পাত্র সে হলে তো! টানা-হ্যাঁচড়া করতেই থাকল। কার্লের জন্যে অপমানজনক বা লজ্জাকর কোনকিছু সে মুখ বুজে সহ্য করতে রাজি নয়।

'প্যাট্রিসিয়া দেখো,' আমি বললাম, 'এই যে ধাড়ি বাঁদরটা দেখছ, সে নিজেকে অতিবাস্তববাদী বলে দাবি করে। ভাবতে পারো, একসময় সে চাঁদ বিষয়ে একটি কবিতা লিখেছিল!'

দ্রুত কাজ হলো ওষুধে। এটা গোটফ্রীডের অপ্রিয় প্রসঙ্গ।

www.BanglaBook.org

'যুদ্ধের অনেক আগের কথা সেটা,' কৈফিয়ত দেখাল সে। 'আর তাছাড়া মাঝে-মাঝে ছোটখাট পাগলামির ভেতরে দোষের কী আছে, বলো তো, প্যাট?'

'এ-রকম পাগলামি যে-কোন সময়েই মানিয়ে যায়। এতে দোষের কিছু নেই।'

গোটফ্রীড দাঁড়িয়ে স্যালুট দিয়ে বলল, 'একেবারে প্রাতঃস্মরণীয় বাণী।'

সবগুলো কারের প্রচণ্ড গর্জনে চাপা পড়ে গেল আমাদের কথাবার্তা চিৎকার। বাতাস কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল পৃথিবী আর আকাশ। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল সারা মাঠে।

'কার্ল শেষের ঠিক আগে!' খেঁকিয়ে উঠল লেনত্স। 'স্টার্টের সময় শালা আবার বিগড়ে গিয়েছিল।'

'চিন্তার কিছু নেই,' আমি বললাম; 'স্টার্টের ব্যাপারটা কার্লের সবসময়ই দুর্বল পয়েন্ট। তবে একবার চলতে শুরু করলে ওকে ঠেকানো কঠিন।'

গর্জন একটু কমে আসতেই ধারাবর্ণনা শোনা গেল লাউড স্পীকারে। স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সীমা রইল না আমাদের। এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী 'বার্গার' দাঁড়িয়ে আছে স্টার্টিং লাইনেই।

বিকট শব্দ তুলে ফিরে এল গাড়িগুলো। কার্ল পেছন থেকে দু'নম্বরে। তার সামনে আরও চারটে গাড়ি। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে গাড়িগুলো ছুটছে অবিশ্বাস্য গতিতে। এক নম্বর গাড়িটি বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে সামনে, দু'নম্বর আর তিন নম্বর ছুটছে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। তার পেছনেই আছে কস্টার। একটিকে ওভারটেক করে সে এখন চার নম্বরে।

মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকা সূর্য বেরিয়ে এসে চনমনে রোদ ঢালতে শুরু করল রেসিং ট্র্যাকে, দর্শকদের স্ট্যাণ্ডে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারদিক। মেঘের বিশাল ছায়া সরে গেছে।

গাড়ির ইঞ্জিনগুলোর উৎকট শব্দ ঢুকে পড়েছে দর্শকদের রক্তের ধমনীতে, সেখানে বাজছে দানবীয়, আদিম সঙ্গীত। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না লেনত্স। মুখে সিগারেট ধরে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করছি আমি। শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছে প্যাট্রিসিয়া হলম্যান, বাচ্চা ঘোড়া যেমন নেয় ভোরসকালে। শুধু ভ্যালেন্টিন আর গ্রাউ বসে রোদ উপভোগ করছে চুপচাপ।

প্রচণ্ড শব্দে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে আবার ফিরে এল গাড়িগুলো, চোখের পলকে পেরিয়ে গেল গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড। আমরা কস্টারের দিকে তাকালাম। মাথা নাড়ল সে। বুঝলাম, টায়ার বদলাতে চাইছে না এখন। আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছে সে। তিন নম্বর গাড়ির পেছনের চাকা ছুঁইছুঁই করছে কার্ল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর কোন পরিবর্তন নেই বেশ কিছুক্ষণ। যেন অসীম কোন সরলরেখা ধরে অপরিবর্তনীয় গতিতে এবং ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে গাড়ি দুটো।

'শালা!' খেপে গিয়ে একটি বোতল বের করল লেনত্স।

'ওটো তো এভাবেই প্র্যাকটিস করেছিল,' আমি বললাম প্যাট্রিসিয়া হলম্যানকে, 'বাঁকের সময় ও ঠিক বেরিয়ে যাবে, দেখো। এটাই ওর বিশেষত্ব।'

'প্যাট, লাগাবে নাকি দু'-এক চুমুক বোতল থেকেই,' লেনত্স জিজ্ঞেস করল।

আমি কড়া দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করলাম ওর দিকে। পাত্তাই দিল না লেনত্স।

'আমি গ্লাসে খেতে পছন্দ করি,' জানাল প্যাট্রিসিয়া। 'বোতল থেকে খাওয়া আমি

www.BanglaBook.org

শিখিনি।'

'আধুনিক শিক্ষার এই এক দুর্বল দিক,' বলে লেন্‌ত্‌স গ্লাস ঝাড়িয়ে দিল প্যাটের দিকে।

পরের চক্কর শুরু হতেই দেখা গেল, ব্রাউমুলার তার নাটক্র্যাকার নিয়ে সবার আগে। কস্টার তিন নম্বরের পাশাপাশি ছুটছে এখন। স্ট্যাণ্ডের আড়াল হয়ে গেল সবগুলো গাড়ি। তারপর হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। এক নম্বর আছে, দেখা যাচ্ছে দু'নম্বরকেও। কিন্তু তিন নম্বর কোথায়? শাঁ করে বেরিয়ে এল আমাদের কার্ল। পেছন পেছন আরও দুটো গাড়ি। সবশেষে দেখা গেল তিন নম্বরকে। টায়ার ফেঁসে গেছে। খুশিতে লাফিয়ে উঠল লেন্‌ত্‌স। ভট্‌ভট্‌ শব্দ করতে করতে ধীর গতিতে এগোতে লাগল সেটা পিটের দিকে। রাগে গজগজ করতে লাগল প্রকাণ্ড দেহী মেকানিক। সবকিছু ঠিকঠাক করে গাড়িটা ছাড়তে সময় লাগল মিনিটখানেক।

কোন পরিবর্তন হলো না পরের চক্করে। স্টপ ওয়াচ নামিয়ে রেখে হিসেব কষতে বসল লেন্‌ত্‌স।

'কার্লের শক্তি এখনও রিজার্ভ আছে,' ঘোষণা করল সে।

'আমার তো মনে হয়, অন্যদেরও আছে,' আমি বললাম।

'শালা হেইয়েন কোথাকার!' দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চাইল সে আমাকে।

আর দু'চক্কর বাকি। কস্টার তখনও মাথা নাড়ল অর্থাৎ টায়ার বদলে সময় নষ্ট করার ঝুঁকি সে নিতে চায় না।

অদৃশ্য দানবের মত টেনশন জেঁকে বসল গোটা মাঠ জুড়ে। শেষ চক্কর শুরু হয়ে গেছে। চূড়ান্ত যুদ্ধ এখন সামনে।

উত্তেজনায় হাতে-ধরা হাতুড়িটি আরও শক্ত করে ধরলাম আমি। লেন্‌ত্‌স চেপে ধরল আমার মাথা। ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দিলাম ওর হাত।

'আহ্, আঁকড়ে ধরার মত একটা খড় তো পেতে হবে,' বলল লেন্‌ত্‌স।

বিকট শব্দ শোনাচ্ছে হুঙ্কারের মত, গর্জনের মত। স্পীড বেড়ে গেল প্রতিটি গাড়ির। বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসতে লাগল যেন। ব্রাউমুলার এখনও সবার আগে। ঠিক তার পেছনে আঠার মত সেঁটে আছে দু'নম্বর। স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে কস্টার। ভীষণ বিপজ্জনকভাবে বাঁক নিতে গেল সে। কেঁপে উঠলাম আমরা। মনে হলো, কার্ল উড়ে যাবে এক্ষুণি। কিন্তু আশঙ্কা অমূলক আমাদের। কার্ল তীরবেগে ছুটে চলেছে এখন সামনের দিকে।

'ফুল স্পীড দিয়েছে ওটো!' চিৎকার করে বললাম আমি।

মাথা নাড়ল লেন্‌ত্‌স।

পায়ের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি আমরা। আর দেখা যাচ্ছে না গাড়িগুলো। উত্তেজনার তীব্রতা এত প্রবল যে, মনে হলো বিস্ফোরণ হয়ে যাবে এক্ষুণি। প্যাট্রিসিয়া হলম্যানকে দাঁড় করিয়ে দিলাম টুল-বক্সের ওপরে। 'আমার কাঁধে হাত রেখে ভর দিয়ে দাঁড়াও। ওখান থেকে ভাল করে দেখতে পাবে। নেক্সট বাঁকে কার্ল দুই নম্বরকে ধরে ফেলবে, দেখো।'

'ধরে ফেলেছে,' চিৎকার করে বলল প্যাট্রিসিয়া।

'ব্রাউমুলারকেও ধরবে এখন,' লেন্‌ত্‌স বলল উত্তেজিতভাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছি পাগলের মত। ভ্যালেন্টিনও স্থির থাকতে পারল না আর। ভয়ানক মোটা গলা মিলিয়ে আমাদের সাথে চিৎকার শুরু করেছে গ্রাউ। বাঁক নেবার সময় একটু কমে গেল দু'নম্বরের গতি। সুযোগ হাতছাড়া করল না কস্টার। ওভারটেক করল অনায়াসে। এখন তার সামনে শুধু ব্রাউমুলার, বিশ মিটার দূরে। নাটক্র্যাকারকে লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটতে লাগল কার্ল। হঠাৎ মিস ফায়ার করতে লাগল ব্রাউমুলারের ইঞ্জিন।

'এগিয়ে যাও, ওটো! চিবিয়ে খাও নাটক্র্যাকারকে,' দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার করতে লাগলাম আমরা।

কারগুলো স্ট্যাণ্ডের আড়াল হয়ে গেল আবার। এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার তাবৎ ঈশ্বরের কাছে সশব্দে প্রার্থনা শুরু করল লেন্‌ত্‌স। প্যাট্রিসিয়া হলম্যান দাঁড়িয়ে আছে আমার কাঁধে ভর দিয়ে। জাহাজের ফিগারহেডের মত তাকিয়ে আছে দূরে।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আবার ফিরে এল গাড়িগুলো। তখনও ভট্‌ভট্‌ করেই চলেছে ব্রাউমুলারের ইঞ্জিন। একটু একটু করে কমে আসতে শুরু করেছে নাটক্র্যাকার আর কার্লের দূরত্ব। চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। লেন্‌ত্‌স ট্র্যাকের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। যেন ভাগ্যের ওপরে আমরা ছেড়ে দিয়েছি সবকিছুর ভার।

চোখ খুললাম চিৎকার শুনে। ঘুরে দাঁড়াল লেন্‌ত্‌স। চোখে দেখা একটি মুহূর্ত গেঁথে গেল আমাদের মনে। বিদ্যুৎবেগে ফিনিশিং লাইন পার হলো কস্টার। ব্রাউমুলার তখন তার দু'মিটার পেছনে।

উন্মত্ত হয়ে গেল লেন্‌ত্‌স। সমস্ত যন্ত্রপাতি মাটিতে ফেলে দিয়ে টায়ারের ওপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পা ওপরের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একটু আগে কী বলেছিলি রে, হারামজাদা?' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হারকিউলিসমার্কা চেহারার মেকানিককে বলল সে। 'অদ্ভুতদর্শন বিটকেল যন্ত্র!'

'হয়েছে বাপু, অত প্যানরপ্যানর কোরো না,' উত্তর দিল মেকানিকটি।

এবং প্রথমবারের মত আমি দেখলাম, সুযোগ পেয়েও অপমানের প্রতিশোধ নিল না লেন্‌ত্‌স, বরং হাসল প্রাণখুলে।

আমরা বসে আছি ওটোর অপেক্ষায়। রেস কর্তৃপক্ষের সাথে কী সব কাজে সে ব্যস্ত এখনও।

'গোটফ্রীড,' খ্যাস্‌খেসে গলায় কে যেন ডাকল আমাদের পেছন থেকে।

আমরা ঘুরে তাকালাম। দানবাকার এক লোক দাঁড়িয়ে সেখানে। পরনে ডোরাকাটা টাইট প্যান্ট; ধূসর রঙের টাইট জ্যাকেট, মাথায় কালো হ্যাট।

'অ্যাল্‌ফন্‌স!' প্যাট্রিসিয়া হলম্যান বলল বিস্মিত হয়ে।

'হ্যাঁ, অ্যাল্‌ফন্‌স,' সম্মতি জানাল সে।

'আজ আমরা জিতেছি, অ্যাল্‌ফন্‌স!' প্যাট্রিসিয়া সোৎসাহে খবরটা জানাল তাকে।

'তা তো জিততেই হবে। তার মানে আমি একটু লেট করে এসেছি, তাই না?'

'খুব দেরি তোমার কখনোই হয় না, অ্যাল্‌ফন্‌স,' বলল লেন্‌ত্‌স।

'তোমাদের জন্যে অল্পস্বল্প কিছু খাবার এনেছিলাম,' অ্যাল্‌ফন্‌স জানাল। 'শুয়োরের মাংসের ঠাণ্ডা কিছু চপ, আর কিছু টক কাটলেট।'

BANGLABOOK.ORG

www.BanglaBook.org

'চমৎকার! বের করে ফেল জলদি,' গোটফ্রীড বলল। 'শুনে আর তর সইছে না।'

প্যাকেট খুলল অ্যাল্‌ফন্‌স। 'মাই গড,' বলল প্যাট্রিসিয়া হলম্যান, 'এ দিয়ে তো এক রেজিমেন্টের একবেলা চলে যাবে দিব্যি।'

দুটো বোতল বের করল অ্যাল্‌ফন্‌স।

'এই তো চাই, এই তো চাই,' প্যাট্রিসিয়া বলল। অ্যাল্‌ফন্‌স মৃদু হেসে চোখ টিপল ওর দিকে তাকিয়ে।

অদ্ভুত শব্দ তুলে কার্ল এসে থামল আমাদের সামনে। কস্টার আর জাপ লাফিয়ে নামল। তরুণ নেপোলিয়নের মত লাগছে জাপকে। চকচক করছে কান দুটো। হাতে ধরে আছে বীভৎসদর্শন, কুৎসিত চেহারার প্রকাণ্ড এক রূপোর কাপ।

'আমার জীবনের ছয় নম্বর,' কাপটি দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল কস্টার। 'এরচে' ভাল কিছু মাথায় আসে না ওদের।'

'শুধু এই দুধের জন্য?' অতিশয় বাস্তববাদীর মত প্রশ্ন করল অ্যাল্‌ফন্‌স। 'কোন পয়সা-কড়ি দেয়নি?'

'দিয়েছে,' ওটো আশ্বস্ত করল তাকে।

'তার মানে টাকার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা?' গ্রাউ বলল। 'তাহলে হয়ে যাক না একটা জলসা আজ সন্ধ্যেয়।'

'কোথায়? আমার ওখানে?' প্রশ্ন করল অ্যাল্‌ফন্‌স।

'অবশ্যই,' লেনৎস বলল।

দু'হাত ভর্তি একগাদা গ্রীজ-মাখা প্লাগ নিয়ে উদয় হলো ব্রাউমুলার। হা-হুতাশের অন্ত নেই তার।

'শান্ত হও, অস্কার,' লেনৎস বলল। 'পরের রেসে তোমার ফার্স্ট প্রাইজ ঠেকাতে পারবে না কেউ।'

জলসা জমল অ্যাল্‌ফন্‌সের বীয়ার-গার্ডেনে।

গ্রাউ অনবরত গুজুর গুজুর করছে প্যাটের সাথে। একসময় ওর ছবি আঁকার প্রস্তাব দিতেই গ্রাউকে ধরে বসলাম আমি।

প্যাট হেসে বলল, 'অতক্ষণ ধরে পোজ দিয়ে বসে থাকার ধৈর্য আমার নেই। আর আপনি নেহাত আঁকতে চাইলে আমার ছবি থেকেই—'

'হ্যাঁ, সেটাই বরং ভাল। তাছাড়া, ফটোগ্রাফী থেকে ছবি আঁকাটাই ওর জন্যে বেশি সুবিধেজনক হবে,' আমি বললাম।

'বব, শান্ত হও,' অবিচলিত কণ্ঠে বলল ফার্দিনান্দ গ্রাউ। 'বোতল খেয়ে খেয়ে আমি মানুষ হয়েছি, আর তুমি হয়েছ চণ্ডাল। আমাদের জেনারেশনের মধ্যে এটাই আসল পার্থক্য।'

'ইশ্। আমার অন্য জেনারেশনের লোক রে! ভারী তো দশ বছরের বড়!' আমি বললাম।

'আজকালকার দিনে এই দশ বছরেই জেনারেশনের পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়,' ফার্দিনান্দ বলতেই থাকল। 'সারা জীবনের পার্থক্য। হাজার বছরের পার্থক্য। তোমরা, ছোকরারা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কী বোঝো? তোমরা তোমাদের অনুভূতিকে নিয়ে

www.BanglaBook.org

তটস্থ থাকো, ভয় পাও। তোমরা চিঠি লেখো না—টেলিফোন করো; তোমরা স্বপ্ন দেখো না—বরং উইকএণ্ডে এক্সকার্শনে যাও; ভালবাসার ব্যাপারে তোমরা বিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন—আর পলিটিক্সের বেলায় ঠন্‌ঠন্—তোমাদের দেখে দুঃখ হয়, করুণা করতে ইচ্ছে করে।'

আমি এক কান দিয়ে শুনছিলাম গ্রাউয়ের কথা। আমার অন্য কান ব্যস্ত ব্রাউমুলারকে নিয়ে। ইতোমধ্যে একটু নেশা হয়েছে তার। প্যাট্রিসিয়া হলম্যানকে নিজে গাড়ি চালানো শেখাতে চায় সে। বলছে, সমস্ত কলা-কৌশল শিখিয়ে দেবে তাকে।

সুযোগ পেতেই একপাশে ডেকে নিয়ে গেলাম ব্রাউমুলারকে। 'মেয়ে নিয়ে এত মাথা ঘামানো কোন ক্রীড়াবিদের জন্যে স্বাস্থ্যকর নয়।'

'কথাটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়,' ব্রাউমুলার বলল। 'নিজস্ব কিছু নীতিমালা আছে আমার।'

'খুব ভাল কথা। সে-ক্ষেত্রে আমি তোমাকে জানিয়ে রাখছি— আমার হাত থেকে একটি বোতল তোমার মাথায় ল্যাণ্ড করলে সেটা কিন্তু সত্যি সত্যিই অস্বাস্থ্যকর হবে তোমার জন্যে।'

ফিরে এলাম প্যাট্রিসিয়ার কাছে। ব্রাউমুলার থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

আমার বন্ধু-বান্ধবের কেউ তেমন কিছু করবে না, সেটা আমি জানি। সে-ব্যাপারে আমার কোন ভয়ও নেই। কিন্তু ভয় প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে। কে জানে, ওদের মধ্যে কাউকে চট করে পছন্দ করেও ফেলতে পারে সে। আমি ওকে এত কম চিনি, এত কম জানি ওর সম্বন্ধে যে, কোন আস্থা পাওয়া যায় না, নিশ্চিত হওয়া যায় না কোন ব্যাপারে।

'চলো, আস্তে কেটে পড়ি এখান থেকে,' আমি বললাম প্যাট্রিসিয়াকে।

সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল সে।

রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম পাশাপাশি। কেমন ভ্যাপসা আবহাওয়া। আস্তে আস্তে কুয়াশা পড়ছে শহরের ওপরে—সবুজ, রূপালি কুয়াশা। ওর হাত টেনে নিয়ে রাখলাম আমার কোটের পকেটে। কিছুদূর হাঁটলাম আমরা এভাবেই।

'ক্লান্ত?' ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মাথা নেড়ে হাসল ও।

রাস্তার পাশের ক্যাফেগুলো দেখিয়ে বললাম, 'ঢুকবে নাকি কোনটাতে?'

'না, এখন নয়।'

গোরস্থানের কাছে এসে পড়লাম আমরা হাঁটতে হাঁটতে। গাছগুলোর মাথা দেখা যাচ্ছে না—ডুবে গেছে কুয়াশায়, অন্ধকারে। কুয়াশা আরও গভীর হয়ে বদলে দিল চারদিকের পরিবেশ। রাস্তার ওপাশের হোটেলটি যাত্রীবাহী জাহাজের মত ভাসছে অন্ধকার সমুদ্রে, কেবিনগুলো আলোকিত। হোটেলের পেছনে গির্জার ধূসর ছায়াকে মনে হচ্ছে পাল-তোলা জাহাজ। বাড়িগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ভেসে-আসা বজরার মত।

আমরা পাশাপাশি বসে আছি চুপচাপ। কুয়াশার ভেতরে সবকিছুই কেমন অপার্থিব রূপ নিয়েছে। স্ট্রীট ল্যাম্প থেকে আলো এসে পড়ছে প্যাট্রিসিয়ার মুখে।

'আরও কাছে এসে বসো,' বললাম আমি। 'না-হলে কুয়াশা বয়ে নিয়ে যাবে

www.BanglaBook.org

তোমাকে।'

ও মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। মুখে মৃদু হাসি, ঠোঁট দুটো কিঞ্চিৎ খোলা, বড় বড় চোখ দুটোর দৃষ্টি সরাসরি আমার দিকে। তবু আমার মনে হলো, ও দেখছে না আমাকে—হাসছে, যেন দূরের ধূসর রূপালি কুয়াশার দিকে তাকিয়ে; যেন অনেক ওপর দিয়ে প্রবাহিত বাতাস, সঞ্চিত কুয়াশা আলোড়িত করছে ওকে ভৌতিক কোন উপায়ে; যেন পৃথিবীর বাইরে থেকে, অন্ধকার থেকে ভেসে আসা শ্রবণাতীত কোন আহ্বান শুনছে ও কান পেতে; যেন এখুনি ও উঠে নিশ্চিত এবং লক্ষ্যহীনভাবে চলে যাবে অন্ধকার কুয়াশা আর পৃথিবীর রহস্যময় আহ্বানের ভেতর দিয়ে।

ওর সেই চেহারার কথা আমি ভুলব না কোনদিন। ভুলব না, কী করে আমার দিকে আনত হলো ওর মুখ; সেই অভিব্যক্তি, কী করে কোমল, সূক্ষ্ম আবেগ, অনুরাগ স্থির অচঞ্চল দীপ্তি নিয়ে জেগে উঠল সেখানে, যেন ফুটে উঠল অলৌকিক কোন ফুল। ভুলব না, কী করে আমার ঠোঁটের দিকে এগিয়ে এল ওর ঠোঁট, কী করে, আমার চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি রেখে তাকাল ওর উজ্জ্বল দুটি চোখ—এবং কী করে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এল তারা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে···

ভেসে যেতে [illegible] কুয়াশা। কবরের ক্রুশগুলো মলিন আর অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেই [illegible] ভেতরে। আমি কোটটি জড়িয়ে নিলাম আমাদের দু'জনের গায়ে। ডুবে গেল গোটা শহর। সময় হলো স্থির।

[illegible] চাকার শব্দে শহর জেগে উঠল আবার। কুয়াশা এখনও তার দখল ছাড়েনি। [illegible]গুলোকে মনে হচ্ছে রূপকথার প্রকাণ্ড দানবের মত। শিকার-সন্ধানী [illegible] মত নরম পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কারগুলো। আর দোকানের জানালাগুলো যেন [illegible] জমকালো গুহা।

গোরস্থান এবং আনন্দ-উদ্যান পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিউনিসিপ্যাল পার্কে চলে এসেছি আমরা।

'এখানেই কোথায় যেন ফুটে আছে ডাফ্‌নে ইন্‌ডিকা,' বলল প্যাট।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'সারা শহরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সেই গন্ধ।'

চারপাশে তাকিয়ে আমি আঁতিপাতি করে খুঁজলাম—বসার কোন জায়গা ফাঁকা আছে কি না। ডাফ্‌নে ইন্‌ডিকা, রোববার, নাকি আমাদের দোষে—তা বলতে পারব না—কোন ফাঁকা সীট পাওয়া গেল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, বারোটা বাজে।

'আমার ঘরে চলো,' আমি বললাম। 'ওখানে নিরিবিলি থাকা যাবে।'

উত্তর দিল না প্যাট। কিন্তু যেতে শুরু করলাম আমরা।

দরজা বন্ধ করে এক মুহূর্ত ভাবলাম আমি। তারপর আলো জ্বেলে দিলাম। কুৎসিত হলুদ আলোয় বীভৎস লাগছে প্যাসেজটাকে।

'চোখ বন্ধ করো,' প্যাটকে বললাম নরম সুরে, 'এই দৃশ্য তুমি সহ্য করতে পারবে না।'

ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ট্রাঙ্কের গাদা আর গ্যাস রিং পেরিয়ে লম্বা পায়ে হাঁটা দিলাম আমার ঘরের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভয়াবহ অবস্থা, ঠিক না?' ঘরের ভেতরের যাচ্ছেতাই চেহারার দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভভাবে বললাম। নক্‌শা-করা আর্মচেয়ার, কার্পেট, টেবিল-ল্যাম্প—কিছুই আর নেই এখন।

'মোটেও ভয়াবহ অবস্থা নয়,' প্যাট বলল।

'বললেই হলো,' জানালার কাছে হেঁটে গিয়ে উত্তর দিলাম আমি। 'তবে এই বাইরের দৃশ্যটি অন্তত একটু মনোরম।'

ঘরের ভেতর হাঁটতে লাগল প্যাট। 'না, যতটা তুমি বলছ, অতটা খারাপ চেহারার রুম তোমার নয়। তাছাড়া, ঘরটা আরামদায়ক, বেশ গরম।'

'ঠাণ্ডায় জমে গেছ নাকি তুমি?'

'গরমের ভেতরে থাকতেই ভাল লাগে আমার,' ও বলল। 'শীত আর বৃষ্টি একেবারেই পছন্দ করি না আমি। অসহ্য!'

'সর্বনাশ! অথচ আমরা কতক্ষণ ধরে বসে ছিলাম কুয়াশার ভেতরে—'

'ঘরে এসে অনেক ভাল লাগছে এখন।'

ঘুরে ঘুরে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে প্যাট। ভীষণ লজ্জা করতে লাগল আমার। চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম একবার। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা, খুব বেশি অগোছালো নেই ঘরটা। সচরাচর বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে অনেক কিছুই। এখন শুধু এক জায়গায় আমার ছিঁড়ে যাওয়া চপ্পল উৎকট চেহারা নিয়ে পড়ে আছে। জুৎসই এবং নিখুঁত এক ব্যাক্‌-কিক্‌ মেরে সেটাকে খাটের তলায় পাঠিয়ে দিলাম সটান।

আমার ওয়ারড্রোবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্যাট। ওয়ারড্রোবের ওপরে লেন্‌ত্‌সের দেয়া একটা ট্রাঙ্ক। একগাদা রঙিন লেবেল সাঁটা সেটাতে—অনেক দেশে ঘুরেছে লেন্‌ত্‌স—সে সবেরই স্মৃতিচিহ্নবিশেষ। 'রিও ডি জেনিরো,' প্যাট পড়তে শুরু করল, 'মানাওস—সানতিয়াগো, বুয়েনস্‌ আয়ার্স—লা পালমাস্‌—'

ঘুরে দাঁড়াল প্যাট আমার দিকে। 'তুমি গিয়েছিলে এইসব জায়গায়?'

অস্পষ্টভাবে কী যেন বললাম আমি।

আমার হাত তুলে নিল ও নিজের হাতে। 'যে-সব শহরে তুমি গিয়েছিলে, সব শহরের গল্প করবে আমার কাছে। জার্নিটাও নিশ্চয় দারুণ হয়েছিল! এতদূরে বেড়াতে যাওয়া—'

আর আমি? আমি দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষমাণ এক রূপবতী প্রজাপতি। এক সুখকর দুর্ঘটনায় পড়ে সে উড়ে এসেছে আমার জীর্ণ ঘরে; আমার তুচ্ছ, অর্থহীন জীবনে; আমার সাথে—তবু যেন আমার সাথে নয়। খুব সাবধানে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি আমি, নইলে প্রজাপতিটি উড়ে যেতে পারে আবার··· আমাকে দোষ দাও, অভিযুক্ত করো; আমি পারিনি, বলতে পারিনি—'না,' বলতে পারিনি যে, আমি যাইনি ও-সব শহরে···

জানালার শার্সির কাচে বাধা পেয়ে ভেঙে যাচ্ছে কুয়াশার ঢেউ, আমি দাঁড়িয়ে সেটা দেখছি। নিঃসঙ্গতায়, নির্জনতায় কেটেছে আমার নিরানন্দ জীবন, কত ভয়ঙ্কর দিন গেছে, কত গভীর গোপন কথা লুকোনো আছে আমার হৃদয়ে, আমার অব্যবহৃত, নষ্ট জীবনের টুকরো ছিন্নাংশ অপচয় করেছি কত নোংরা, পঙ্কিল ঘটনায়, উদ্দেশ্যহীনতার ভেতরে খুঁজতে চেয়েছি বেঁচে থাকার অর্থ।

www.BanglaBook.org

এখন আমার খুব কাছে সমস্ত উষ্ণতা, নিশ্চয়তা আর স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান। এই বর্তমানকে হারানো চলবে না আমার।

'রিও—' বললাম আমি, 'রিও ডি জেনিরো—ঠিক রূপকথার গল্পের মত পোতাশ্রয়…' আমি বলতে শুরু করলাম সেই সব শহরের কথা, আদিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমির কথা, অস্বাভাবিক উষ্ণ আবহাওয়ার কথা, বিশাল সব নদীর বিপুল জলরাশির কথা; দীপ্তিময় উজ্জ্বল দ্বীপের কথা, কুমিরের কথা, পথগ্রাসী বনভূমির কথা, রাতে জাগুয়ারের গর্জনের কথা। সব লেন্‌ত্‌সের কাছে শোনা। অথচ বলার সময় মনে হচ্ছে, আমি নিজেই গিয়েছিলাম সে-সব জায়গায়। লেন্‌ত্‌সের বর্ণনার সাথে কল্পনার রঙ আর জৌলুস মিশিয়ে চেষ্টা করছি ঘটনাগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে। এই স্বপ্নের মত অবিশ্বাস্য সুন্দরী মেয়েকে, এই আকস্মিক প্রত্যাশাকে, এই ফুটন্ত ফুলকে হারাতে চাই না আমি। পরে কখনও ওকে সত্যি কথা বিস্তারিত করে বলা যাবে, যখন আরও নিশ্চিত হবে সবকিছু। কিন্তু এখন নয়

রাত। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে হালকাভাবে। চারদিক নিঃশব্দ। রাস্তার শব্দ-কোলাহল সব থেমে গেছে। রাস্তার পাশে একটি আলো জ্বলছে অস্থিরভাবে। সেই আলোয় প্রায় শাদা এবং স্বচ্ছ দেখাচ্ছে গাছের কচি পাতাগুলোকে।

'বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছ, প্যাট?'

'হুঁ।'

ও শুয়ে আছে আমার পাশে। শাদা বালিশের ওপরে ছড়িয়ে আছে ওর কালো চুল। সরু একটি আলোর রেখা এসে পড়েছে ওর বাহুর ওপরে।

'দেখো, দেখো—' হাত আলোর রেখায় এনে বলল সে।

'খুব সম্ভব রাস্তায় ল্যাম্প থেকে আসছে ওই আলো,' আমি বললাম।

উঠে বসল প্যাট্রিসিয়া। এবারে আলো এসে পড়ল ওর মুখে, কাঁধে, স্তনের ওপরে; হলুদ আলো—যেন প্রখর দীপ্তি ছড়ানো উজ্জ্বল মোমবাতি।

'দেখেছ, তোমার ঘরটা কত সুন্দর?' প্যাট্রিসিয়া বলল।

'কারণ, এখন এই ঘরে তুমি আছ,' আমি বললাম। 'এই ঘর আর কখনও আগের মত হবে না, কারণ, তোমার ছোঁয়া রয়ে যাচ্ছে এখানে।'

বিছানার ওপরে হাঁটু গেড়ে বসল ও। 'আমি প্রায়ই আসব এখানে—প্রায়ই।'

চুপচাপ শুয়ে আমি তাকিয়ে আছি ওর দিকে। সবকিছু দেখছি যেন স্বচ্ছ, নির্মল ঘুমের ভেতর থেকে—স্থির, শিথিল, প্রশান্ত, পরিশ্রান্ত এবং সুখী।

'এই অবস্থায় তুমি কী সুন্দর প্যাট!' আমি বললাম। 'কোন পোশাকে তোমাকে এত সুন্দর লাগে না।'

প্যাট্রিসিয়া হাসল এবং ঝুঁকে এল আমার দিকে। 'রবি, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাস। খুব ভালবাস। আমার অনেক ভালবাসা প্রয়োজন। এছাড়া আমি কী করে বাঁচব, জানি না।'

ওর মুখ আমার মুখের খুব কাছাকাছি—উত্তেজিত এবং গভীর আবেগপূর্ণ।

'তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো। নইলে পড়ে যাব আমি। আমার ভীষণ ভয় করছে,' ফিসফিস করে বলল ও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমাকে দেখে তো ভীত মনে হচ্ছে না,' বললাম আমি।

'আমি ভয় না পাবার ভান করি। আসলে সবসময় ভয় করে আমার। সবসময়।'

'আমি তোমাকে ঠিক ধরে রাখব,' আমি বললাম সেই আধো-জাগা স্বপ্ন আর স্বচ্ছ ঘুমের ভেতর থেকে, 'খুব শক্ত করে ধরে রাখব।'

দু'হাতে আমার মুখ টেনে নিয়ে ওর বুকে চেপে ধরল প্যাট। 'সত্যি?'

আমি মাথা নাড়লাম। খুশিতে চিৎকার করে অসীম আবেগে ও জড়িয়ে ধরল আমাকে।

জেগে উঠল একটি তরঙ্গ; দীপ্তিময়, উজ্জ্বল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত নরম একটি তরঙ্গ এবং ডুবিয়ে দিল সবকিছু।

আমার বাহুতে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে ও। মাঝে-মাঝেই জেগে উঠে আমি দেখছি ওকে। মনে হচ্ছে, এই রাত শেষ হবে না কোনদিন। আমরা দু'জন ভেসে যাচ্ছি সময়ের অপর প্রান্তে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হয়ে গেল সবকিছু। একজন পুরুষের ভাল বন্ধু হবার যোগ্যতা আমার আছে, জানি। কিন্তু একজন মেয়ে আমাকে কেন ভালবাসবে, সে-এক রহস্য। কে জানে, এই ভালবাসার স্থায়িত্ব হয়তো কেবল এই রাতেই। সকাল হবার সাথে সাথেই সমাপ্তি হবে সব কিছুর।

রঙ বদলে ধূসর হয়ে গেল রাতের অন্ধকার। আমি এখনও শুয়ে আছি চুপচাপ। প্যাটের মাথা আমার অবশ বাহুর ওপরে। কোন অনুভূতি নেই সেখানে। তবু বাহুটি নড়ালাম না আমি।

পাশ ফিরে শুলো প্যাট্রিসিয়া। মাথা রাখল এবার বালিশের ওপরে। আমি আস্তে আস্তে টেনে নিলাম আমার হাত। নিঃশব্দ পায়ে উঠে প্রায় শব্দ না-করে চোখ-মুখ ধুয়ে শেভ করলাম। কিছু ওডিকোলন মেখে নিলাম চুলে, কাঁধে।

ঘুরে তাকিয়ে দেখি, প্যাট চোখ খুলে আমাকে দেখছে।

'এসো,' বলল ও।

ওর পাশে গিয়ে বসলাম বিছানায়।

'সব কি সত্যি, প্যাট?' প্রশ্ন করলাম।

'এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?' ও বলল।

'জানি না। সকাল হয়েছে বলেই হয়তো।'

আরও আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল চারপাশ।

'কাপড়-চোপড় এগিয়ে দাও আমার,' বলল ও।

আমি ওর সিল্কের পাতলা কাপড়গুলো তুলে নিলাম মেঝে থেকে। এত পাতলা আর এত ছোট সেগুলো! যে-মেয়ে এ-সব পরে, সে তো আর সবার চেয়ে আলাদা হবেই।

কাপড়গুলো দিলাম ওর হাতে। দু'হাতে ও গলা জড়িয়ে ধরল আমার, আলতো করে চুমু খেলো। আমি ওকে ধরে রইলাম শক্ত করে। বললাম, 'প্যাট।'

ওকে পৌঁছে দিলাম বাসায়। পথে খুব কম কথাবার্তা হলো আমাদের মধ্যে। রূপালি সকালের ভেতর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছি আমরা। খোয়া-বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে শব্দ করতে করতে যাচ্ছে দুধের ভ্যান। হকারদের পত্রিকা বিলিও শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। ঝুড়ি ভর্তি রুটি নিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। গরম রুটির সুবাস

www.BanglaBook.org

ছড়িয়ে পড়েছে পুরো রাস্তায়। আমাদের মাথার ওপরে নীল আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটি প্লেন।

'আজকে?' জিজ্ঞেস করলাম ওর বাসার দরজার সামনে পৌঁছে।

হাসল ও।

'সাতটার দিকে?' প্রশ্ন করলাম আবার।

এতটুকু ক্লান্ত তো মনে হচ্ছেই না ওকে, বরং এত তরতাজা লাগছে যেন লম্বা, গভীর একটা ঘুম দিয়ে উঠেছে এইমাত্র। আমাকে চুমু খেয়ে ও ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওর ঘরে আলো জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে।

ফেরার পথে ঢুকলাম বাজারে। তরি-তরকারি, মাংস এবং ফুলভর্তি ওয়াগনগুলো ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে সেখানে। বাজারে ফুল খুব শস্তায় পাওয়া যায়। দোকানে তিনগুণ বেশি দাম। পকেটের সমস্ত টাকা বিনিয়োগ করলাম টিউলিপ ক্রয় খাতে। ফুলগুলো খুব তাজা, লাবণ্যময় এবং সুন্দর। কুঁড়ির ওপরে জমে আছে ফোঁটা ফোঁটা জল। ওই টাকায় ফুল পেলাম অজস্র। বিক্রেতা মহিলা ফুলগুলো বেলা এগারোটার দিকে প্যাটের কাছে পাঠিয়ে দেবে, প্রতিশ্রুতি দিল। কথা বলার সময় মিটমিটিয়ে হাসছিল সে।

'দিন পনেরোর জন্যে কক্ষ একেবারে পোক্ত,' বলল সে হাসতে হাসতে।

বাড়ি ফিরে এলাম দাম চুকিয়ে দিয়ে।

দশ

এতক্ষণে একেবারে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফোর্ড। আর নতুন কোন কাজও নেই এখন হাতে। কিন্তু একটা কিছু নিয়ে আমাদের ব্যস্ত থাকা দরকার। কস্টার আর আমি গেলাম নিলামে ট্যাক্সি কিনতে। ট্যাক্সি অনেক সহজে আবার বিক্রি করা যায়।

ট্যাক্সি ছাড়াও বিক্রির জন্যে প্রচুর জিনিস পড়ে আছে সেখানে—আসবাবপত্র, খাট, নড়বড়ে টেবিল, সোনার গিলটি করা খাঁচায় বন্দী তোতা পাখি, দাদার আমলের ঘড়ি, কিছু বইপত্র, আলমারি, রান্নাঘরের চেয়ার, বাসনকোসন—ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া, ভেঙে-যাওয়া জীবনের জরাজীর্ণ জিনিসপত্র সব।

খুব বেশি তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছি আমরা। নিলামদারের পাত্তাই নেই এখনও।

এক কোণে রাখা কারটির দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। রঙ উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়, কিন্তু গাড়িটি পরিষ্কার, এমনকি মাডগার্ডের তলাও ফিট্‌ফাট। গাট্টাগোট্টা চেহারার বেঁটে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটির কাছেই। লম্বা, ঝুলন্ত হাত লোকটির। অস্পষ্টভাবে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

'গাড়িটা ভাল করে দেখেছ?' আমি প্রশ্ন করলাম কস্টারকে।

'দেখেছি, গতকাল,' বলল সে। 'একটু লড়ঝড়ে হয়ে গেছে ঠিকই, তবে চেহারাটা বেশ সুন্দর।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'তা-ই তো মনে হচ্ছে। ওটো, একটা জিনিস দেখেছ, গাড়িটা আজ সকালে ধুয়ে-মুছে রাখা। নিলামদারের লোকজন এটা করেনি, সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।'

মাথা দুলিয়ে কস্টার তাকাল গাট্টাগোট্টার দিকে। 'ওই লোকটি মালিক না হয়েই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায় না। গতকালও সে এখানে ছিল। আমি তাকে গাড়িটি পালিশ করতে দেখেছি।'

একজন যুবক এগিয়ে এল গাড়িটির কাছে। পরনে তার বেল্টওয়ালা কোট। চেহারায় বিসদৃশ স্মার্টনেস।

'মনে হচ্ছে, এটাই সেই বাস,' হাতের ছড়ি দিয়ে বনেটে খোঁচা মেরে যুবকটি বলল—অর্ধেক আমাদের উদ্দেশে, অর্ধেক গাট্টাগোট্টার উদ্দেশে। আমি দেখলাম, কেমন সংকুচিত হয়ে গেল গাট্টাগোট্টা। 'মিউজিয়ামের দর্শনীয় বস্তু হতে পারত এটা,' নিজের কথায় নিজেই সশব্দে হেসে উঠল যুবকটি। দম্ভ আর অহঙ্কার খেলা করছে তার চোখেমুখে। মালিকের দিকে ঘুরে সে প্রশ্ন করল, 'তা এই বুড়ো দাদুর জন্যে আপনার দাবি কত?'

কথাটি হজম করে নিল লোকটি, কিন্তু কিছু বলল না।

'সের দরে লোহাগুলো বেচলেও তো পারেন।' চমৎকার মেজাজ এখন যুবকটির। সে আমাদের দিকে ঘুরে তাকাল। 'আপনারা কিনতে উৎসাহী নাকি?' নিচু করল সে গলার স্বর: 'তারচে' আসুন, আমরা নিজেদের ভেতরে একটা দাম ঠিক করে ফেলি। জলের দরে গাড়িটা কিনে টুকটাক মেরামত করে বেচে দিয়ে লাভটুকু ভাগাভাগি করে নেব। কী দরকার এখানে এত পয়সা ঢালার? বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম গুইডো।'

গাট্টাগোট্টা লোকটি অস্থির চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে গাড়িটির দিকে, যেন আর আশা-ভরসা নেই কোন।

'ওটো, চলো, কেনার দরকার নেই,' আমি বললাম।

'আমরা না কিনলে কিনবে গুইডো, ওই কুকুরটা,' উত্তর দিল কস্টার।

'সেটা সত্যি, কিন্তু কত টাকা লাগবে, ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি। তাহলে বলো, কী কিনতে এখন বেশি টাকা লাগে না? আমরা যে এখানে আছি, এটা এই গাড়ির মালিকের জন্যে আশীর্বাদের মত। এর জন্যে সে একটু হলেও বেশি পয়সা পাবে। তবে ওই কুকুরটা দর না হাঁকালে আমিও কিছু বলব না, কথা দিচ্ছি।'

এসে গেছে নিলামদার। খুব ব্যস্ত সে, যেন প্রচুর কাজ বাকি পড়ে আছে তার। দর্শকদের ওপর দিয়ে একবার বোদ্ধা-দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নিলাম শুরু করল সে।

ট্যাক্সির নিলাম শুরু হতেই প্রথমে নির্লজ্জভাবে ডাকল গুইডো—তিনশো মার্ক। গাট্টাগোট্টা লোকটি এক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল। ঠোঁট কাঁপছে তার, কিন্তু কোন কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, সে-ও অংশ নেবে ডাকে। কিন্তু শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল তার হাত। পিছিয়ে গেল সে।

পরের ডাক এল চারশো মার্কের। গুইডো ডাকল চারশো পঞ্চাশ। হঠাৎ নীরবতা। নিলামদার বলল, 'আর কেউ নেই? চারশো পঞ্চাশ—এক, চারশো পঞ্চাশ—দুই···' নিচু হয়ে গেল গাট্টাগোট্টার মাথা, চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে কোন আঘাতের অপেক্ষা করছে যেন।

'এক হাজার,' কস্টার বলল। আমি তাকালাম ওর দিকে। 'এক হাজার পাবার যোগ্যতা রাখে গাড়িটি,' বিড়বিড় করে বলল কস্টার।

ওদিকে গুইডো উদভ্রান্তের মত সিগন্যাল দিয়ে যাচ্ছে আমাদের। 'এগারোশো মার্ক,' ঘোষণা দিল সে সদর্পে। তারপর আবারও চোখ টিপল আমাদের উদ্দেশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পনেরোশো,' কস্টার বলল।

'পনেরোশো দশ,' ডাকল গুইডো।

'আঠারোশো,' কস্টার ডাকল।

হাত দিয়ে একবার কপাল ছুঁয়ে রণে ভঙ্গ দিল গুইডো। নিলামদার ওদিকে উত্তেজিত হয়ে ডাকের অপেক্ষা করছে। হঠাৎ প্যাটের কথা মনে পড়ল আমার। 'আঠারোশো পঞ্চাশ,' নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল আমার মুখ দিয়ে।

বিস্মিত হয়ে কস্টার ঘুরে তাকাল আমার দিকে। 'ওই পঞ্চাশ মার্ক আমি দিয়ে দেব,' ইতস্তত করে বললাম আমি। 'এটা এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট।'

মাথা নাড়ল সে।

নিলামদার গাড়িটি দিয়ে দিল আমাদের। দাম পরিশোধ করল কস্টার।

'আমি কী বলেছিলাম?' গুইডো এসে এমনভাবে বলল, যেন কোনকিছুই হয়নি। 'আমরা তো ইচ্ছে করলে এক হাজারের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পারতাম। তিন নম্বর লোক তো চারশো পঞ্চাশেই আউট হয়ে গিয়েছিল।'

'বোকা!' বললাম আমি।

হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল গুইডো। তারপর শ্রাগ করে হাওয়া হয়ে গেল।

গাড়ির মালিকের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

'গাড়িটি আসলে খুব ভাল,' বলতে শুরু করল সে। 'খুব ভাল গাড়ি। টাকা আপনার বিফলে যাবে না, দেখে নেবেন। সত্যিই ভাল গাড়ি এটা। দাম বেশি হয়নি মোটেও। এই গাড়ি আসলে...'

'আমি জানি,' বললাম আমি।

'শুধু ফার্স্ট থেকে সেকেণ্ড গিয়ারে নেবার সময় বিদঘুটে একটা শব্দ হয়,' সে বলল। 'কিন্তু এটা কোন ডিফেক্ট নয়। একেবারে যখন নতুন ছিল গাড়িটা, তখনও অমন হত।' সে কোন শিশুর সম্বন্ধে কথা বলছে যেন। 'তিন বছর ধরে ও আছে আমাদের সাথে। কোনদিন এতটুকু ট্রাবল দেয়নি। কিন্তু, আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলাম, তখন এক বন্ধু—বন্ধু না ছাই—আমাকে হতাশ করে...'

'আপনার ঠিকানাটি দিন,' কস্টার বলল, 'যদি আমাদের কখনও ড্রাইভারের প্রয়োজন হয়, আমরা আপনাকে ডেকে পাঠাব।'

লোকটি সাগ্রহে লিখে দিল তার ঠিকানা। আমি কস্টারের দিকে তাকালাম। আমরা দুজনেই জানি, কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটলেই কেবল লোকটি ডাক পেতে পারে আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা ঘটে না সাম্প্রতিককালে।

প্রবল জ্বরাক্রান্ত রোগীর মত অনর্গল বকবক্ করেই চলেছে লোকটি। নিলাম শেষ হয়ে গেছে খানিকক্ষণ আগে। সবাই চলে গেছে, আমরা তিনজনই কেবল দাঁড়িয়ে আছি এখানে। শীতকালে গাড়িটি স্টার্ট করানো নিয়ে ছোটখাট একটা লেকচার দিয়ে লোকটি থামল।

তারপর আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে চলে গেল। সে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলে কারটি স্টার্ট দিলাম আমরা।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল, খর্বাকৃতি এক বৃদ্ধা নিলাম থেকে খাঁচাসহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোতাপাখি কিনে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন রাস্তা ধরে। পঙ্গপালের মত একদল শিশু ছেঁকে ধরে আছে তাঁকে। ওদের সামলাতেই বৃদ্ধা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। কস্টার গাড়ি থামাল তাঁর পাশে।

'লিফ্ট নিতে চান?' কস্টার প্রশ্ন করল তাঁকে।

'ট্যাক্সিতে চেপে মনের সুখে ঘুরে বেড়াব, সেই সামর্থ্য থাকলে তো!'

'টাকার প্রয়োজন হবে না,' বলল ওটো। 'আজ আমার জন্মদিন। তাই এমনি গাড়ি দাবড়ে বেড়াচ্ছি।'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধা। শক্ত করে ধরলেন হাতের ঝাঁচা। 'কিন্তু এর জন্যে আমাকে নিশ্চয়ই পরে মাসুল দিতে হবে।'

কস্টার বহুভাবে আশ্বাস দিল তাঁকে। গাড়িতে উঠে বসলেন বৃদ্ধা।

'মাদার, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি,' তিনি গাড়ি থেকে নামবার সময় আমি বললাম। 'আপনি এই তোতা পাখিটি কিনলেন কেন?'

'রাতের জন্যে,' উত্তর দিলেন বৃদ্ধা। 'আচ্ছা, পাখির খাবারের জন্যে খুব কি বেশি খরচা পড়বে?'

'না,' বললাম আমি, 'কিন্তু রাতের জন্যে কেন?'

'দেখছ তো, ওটা কথা বলতে পারে,' তাঁর বয়স্ক চোখের দৃষ্টি সরাসরি আমার দিকে ফেলে বৃদ্ধা বললেন। 'এখন অন্তত একজন আমার কাছে থাকবে, যে কথা বলবে আমার সাথে।'

বিকেলের দিকে ডোরাকাটা এল ফোর্ড কিনতে। খুব নিষ্প্রাণ আর বিষণ্ন লাগছে তাকে। ওয়ার্কশপে আমি তখন একা।

'গাড়ির রঙ পছন্দ হয়েছে আপনার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'চলে আর-কি,' গাড়ির দিকে দ্বিধান্বিত চোখে তাকিয়ে বলল সে।

কোন স্থির সিদ্ধান্তে সে আসতে পারছে না তখনও। এদিকে আমি ওঁত পেতে আছি—চান্স পেলেই একটি অ্যাশট্রে কিংবা অন্য কিছু গছিয়ে দিয়ে লাইনটা ক্লিয়ার করে ফেলব।

কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যরকম। খানিকক্ষণ ধরে সে এটা পরীক্ষা করে দেখে, ওটা টিপে দেখে, ওটা নাড়ে। তারপর আচমকা আমার দিকে দৃষ্টি ফেলে বলল সে, 'ভাবতে পারেন—এই কয়েক সপ্তা' আগেও সে ছিল এখানে—সুখী এবং কী জীবন্ত···'

হঠাৎ তাকে এতটা সেন্টিমেন্টাল হতে দেখে আমি অবাক হলাম বৈকি। আঁচ করলাম, সেদিন কালোচোখ যে-মেয়েটি এসেছিল তার সাথে, সে তার বিরক্তি ও গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতোমধ্যে।

'স্ত্রী হিসেবে নেহাত মন্দ ছিল না সে,' বলল ডোরাকাটা, 'বলতে পারেন, একটা রত্ন। কখনও কিছু চাইত না। একটা কোট পরে পর করে দিয়েছে দশ বছর। ব্লাউজসহ অন্যান্য পোশাক সে বানাতো নিজের হাতে। আর ঘরের কাজ তো আছেই—কখনও চাকর-বাকর রাখতে হয়নি আমাকে।'

আহা, ভাবলাম আমি, নতুন স্ত্রীটি কোন কিছুই করে না, কেবল পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকে—এই তো? তা তো থাকবেই। সেটাই স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার আগের স্ত্রী কতটা মিতব্যয়ী ছিল, সে ব্যাপারে সে সম্যক জ্ঞানদান করল আমাকে। এমনকি ছবি তোলাতেও ঘোর আপত্তি ছিল তার স্ত্রীর, কারণ ফটোগ্রাফীর খরচ বিস্তর। বিয়ের অনুষ্ঠানের গ্রুপ ছবি ছাড়া আর বোধহয় গোটাকয়েক স্ন্যাপ আছে তাদের।

সাথে সাথে একটা আইডিয়া খেলে গেল আমার মাথায়।

'আপনার উচিত কোন আর্টিস্টকে দিয়ে আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর একটা জবরদস্ত পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নেয়া,' আমি বললাম। 'এতে করে আপনার কাছে তার স্মৃতি রয়ে যাবে চিরকালের জন্যে। আর ফটোগ্রাফি তো মলিন হয়ে যায়। আমার চেনা একজন আর্টিস্ট অবশ্য আছে, এসব কাজই করে বেড়ায় সে।'

আমি ফার্দিনান্দ গ্রাউর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করলাম তাকে। সাথে সাথে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল সে। তার মনে হলো, এটা নিশ্চয়ই প্রচুর টাকার মামলা হবে। আমি আশ্বস্ত করলাম তাকে। আমার সাথে গেলে গ্রাউ স্পেশাল কনসেশনে কাজ করে দেবে—এমন একটা ধারণাও বদ্ধমূল করে দিলাম তার মনে। কিন্তু তবু এড়িয়ে যেতে চাইল সে এই প্রসঙ্গ। কিন্তু আমিও কম যাই না। বললাম, স্ত্রীকে যদি সে অতই ভালবাসে, তাহলে এই কাজটুকু করতে এত দ্বিধা কেন! ধরা দিল সে শেষমেষ।

[illegible] গ্রাউ নিজেই। ডাবল বেস্ট্ লম্বা ঝুলের কোট পরে আছে সে। খুব [illegible] মনে হচ্ছে তাকে এই পোশাকে। এটা ওর ব্যবসার পলিসি। সে মনে করে, শোককাতর অনেক লোক শোকের চেয়ে শোকের প্রতি সৌজন্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

স্টুডিওর দেয়ালে তেল-রঙে আঁকা অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন পোর্ট্রেট। কত ছোট ছবি থেকে কীভাবে বিশাল এইসব পোর্ট্রেট আঁকা, সে-ব্যাপারে খদ্দেরকে ধারণা দেবার জন্যে [illegible] ছবিগুলোও ঝোলানো আছে পোর্ট্রেটগুলোর নিচে। হলুদ কিংবা মলিন হয়ে যাওয়া, ফ্যাকাসে, অস্পষ্ট ছবি থেকেও কী তুখোড় ছবি আঁকা সম্ভব, সেটা এক নজর দেখে বুঝে নেবার ব্যবস্থা করে রেখেছে গ্রাউ।

ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখাল সে ডোরাকাটাকে, জানতে চাইল কোন স্টাইলের আঁকা তার পছন্দ। সে-সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে জানতে চাইল—খরচ পড়বে কি ছবির সাইজ অনুযায়ী? উত্তরে ফার্দিনান্দ বুঝিয়ে বলল—সাইজ-টাইজ তো আসল ব্যাপার নয়, আসল হলো ছবিটি আঁকা হচ্ছে কীভাবে। এ-কথা শুনে বড়োসড়ো একটা পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নেবার ইচ্ছে প্রকাশ করল ডোরাকাটা।

'আপনার রুচির প্রশংসা করতেই হয়,' মন্তব্য করল ফার্দিনান্দ। 'সব মিলিয়ে খরচ পড়বে আটশো মার্ক। ফ্রেমসহ।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। 'আর ফ্রেম ছাড়া?'

'সাতশো বিশ।'

চারশো মার্কের প্রস্তাব দিল ডোরাকাটা। ফার্দিনান্দ মাথা দোলাতে লাগল সবেগে।

'চারশো মার্ক দিয়ে বড়জোর আপনি মাথার প্রোফাইল পেতে পারেন। শরীরের অর্ধেক আর পুরো মুখ পাবেন না এই পয়সায়। বুঝতেই পারছেন, দ্বিগুণ খাটুনির ব্যাপার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবল ডোরাকাটা—প্রোফাইল দিয়েই তো কাজ চলতে পারে। কথাটা প্রকাশ করতেই ফার্দিনান্দ চোখে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিল যে, তার নিয়ে-আসা দুটো ছবিই সামনে থেকে তোলা।

'কারও বাবার ক্ষমতা নেই এই ছবি থেকে প্রোফাইল আঁকে,' বলল ফার্দিনান্দ।

ডোরাকাটা ঘামছিল রীতিমত; ছবি তোলার সময় এই কথাটি কেন আগে আসেনি তার মাথায়! কিন্তু পুরো মুখ আঁকা যে দুটো প্রোফাইল আঁকার চেয়েও কঠিন—ফার্দিনান্দের এই যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারল না সে। বেশি দামের দাবিটি যে ন্যায্য, তাতে সন্দেহ নেই কোন।

শেষমেষ দশ পার্সেন্ট কমিশনে এঁকে দিতে রাজি হলো ফার্দিনান্দ। তবে ডোরাকাটার কাছ থেকে নগদ তিনশো মার্ক আদায় করে রাখল রঙ আর ক্যানভাসের দাম হিসেবে।

অঙ্কন-পদ্ধতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো তাদের মধ্যে। ছবিতে মুক্তোর নেক্‌লেস আর হীরকখচিত ব্রোচ থাকতে হবে—ডোরাকাটার দাবি, যদিও এ-সবের চিহ্নও নেই ছবিতে।

'আপনার স্ত্রীর ছবিতে অলঙ্কার অবশ্যই থাকবে,' বলল ফার্দিনান্দ। 'তবে সবচে' ভাল হত, আপনি যদি ওসব অলঙ্কার একঘণ্টার জন্যে এনে আমাকে দেখাতেন। আমি তাহলে হুবহু আঁকার চেষ্টা করতাম।'

লাল হয়ে উঠল ডোরাকাটা। 'এখন তো আমার কাছে নেই ওসব। ওগুলো···ইয়ে মানে···ওর আত্মীয়ের কাছে আছে।'

'আচ্ছা, কোন অসুবিধা হবে না ওতে,' বলল ফার্দিনান্দ। 'ব্রোচের সাইজটা কেমন, ওখানে আঁকা ছবিটায় যে-রকম?'

মাথা নাড়ল সে। 'না, অত বড় নয়।'

'ঠিক আছে, সেই হিসেবেই আঁকব। আর নেকলেসের কোন প্রয়োজন হবে না। দুনিয়ার তাবৎ মুক্তোর চেহারা একই রকম।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডোরাকাটা। 'ছবিটি আঁকতে কতটা সময় লাগবে?'

'মাস দেড়েক।'

'গুড।'

স্টুডিওতে বসে আছি আমি আর ফার্দিনান্দ।

'ছবিটি দাঁড় করাতে তোমার সত্যি দেড় মাস লেগে যাবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'পাগল নাকি! লাগবে বড়জোর চার পাঁচদিন। কিন্তু সে কথা কি ওকে বলা যায় নাকি? বললেই মাথা খারাপ হয়ে যেত ওর। ঘণ্টায় আমার আয় কত সেটা হিসেব কষতে বসে যেত সাথে সাথে। অথচ দেড় মাসের কথা শুনে খুশি হয়ে ফিরে গেল। এটাই মানব-চরিত্র।'

মৃদু আলোয় বিরাট এই ফাঁকা ঘরটিকে গুহার মত মনে হচ্ছে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে পায়ের শব্দ—এখানকার হাউসকীপার, গ্রাউয়ের এখানে আমরা বেড়াতে এলে আমাদের সামনে কখনও আসে না এই মহিলা। সে আমাদের ভীষণ অপছন্দ করে। কারণ, তার ধারণা, আমরা ফার্দিনান্দকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার কাজে

www.BanglaBook.org

সর্বদা নিয়োজিত।

বেরিয়ে এলাম আমি। ব্যস্ত রাস্তার উচ্চস্বরের কোলাহল চমৎকার একটি স্নানের অনুভূতি এনে দিল আমার মনে।

এগারো

প্যাটের বাসায় যাচ্ছি আজই প্রথম। এতদিন পর্যন্ত হয় ও এসেছে আমার ঘরে কিংবা আমি দেখা করেছি ওর বাসার ঠিক বাইরে, তারপর হয়তো বেড়াতে গেছি এখানে সেখানে। কিন্তু ওকে দেখে আমার সবসময়ই মনে হয়েছে, যেন বেড়াতে এসেছে ও। কিন্তু আমি আরও জানতে চাই ওর সম্বন্ধে। জানতে চাই কেমন ঘরে ও থাকে, কেমন থাকে।

যাবার সময় পার্কের রেলিং টপকে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। অসংখ্য ফুল ফুটে আছে সেখানে। একটা লাইল্যাক ফুল ভেঙে তুলে নিলাম হাতে।

'হচ্ছেটা কী এখানে?' হঠাৎ ভেসে এল তীক্ষ্ণ গলার স্বর।

তাকিয়ে দেখি, একজন লোক। লাল মদের মত রক্তবর্ণ মুখ। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। সে পুলিশের লোকও না, পার্ক কীপারও না। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অবসর-প্রাপ্ত আর্মি অফিসার।

'দেখতেই তো পাচ্ছেন,' উত্তর দিলাম খুব নম্রস্বরে, 'লাইল্যাক ছিঁড়ছি।'

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। অনেকক্ষণ কোন কথা যোগাল না তার মুখে।

'আপনি কি জানেন না যে, এটা সিটি পার্ক?' হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল সে।

তার দিকে তাকিয়ে মধুরভাবে হাসলাম আমি। 'তাই নাকি? আমি তো ভেবে বসে আছি, এটা ক্যানারি দ্বীপ, যেখানে উড়ে আসে গান-গাওয়া কমনীয় হলুদ পাখি।'

রক্ত-বেগুনি রঙ ধারণ করল তার চোখমুখ। মনে হলো, যেকোন মুহূর্তে সে আঘাত করে বসতে পারে আমাকে। 'এখুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।' একেবারে খাস সামরিক কণ্ঠ। 'জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস করছ তুমি। তোমাকে আমি পুলিশে দেব।'

বেশ কয়েকটা লাইল্যাক ইতোমধ্যে তুলে নিয়েছি। 'ঠিক আছে, দাদু, ধরো দেখি আমাকে,' বলে এক লাফে রেলিং টপকে মুহূর্তের মধ্যে আমি হাওয়া।

প্যাটের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে পোশাক-আশাক ঠিক করে নিলাম আবার। তারপর ধীরে উঠতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে। দালানটি নতুন এবং আধুনিক। সিঁড়িতে লাল কার্পেট বিছানো।

প্যাট থাকে তিন তলায়। দরজার ওপর একটা টিনের প্লেট সাঁটা: এগবার্ট ভন হেক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল। নিজের অজ্ঞাতেই আমার হাত উঠে গিয়ে ঠিক করে দিল টাইয়ের নট।

দরজা খুলে দিল শাদা টুপি আর ছোট্ট অ্যাপ্রন পরা এক বালিকা।

কেমন অপ্রতিভ বোধ করলাম হঠাৎ।

'হের লোকাম্প?' জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়লাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোন হৈ-চৈ না করে আমাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা দরজা খুলে দিল সে। প্যাট এগিয়ে এল আমার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে ঘরটি হয়ে গেল মনোরম এবং মনোহর একটি দ্বীপ। দরজা লাগিয়ে দিয়ে সাবধানে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর আমার চুরি-করা লাইল্যাকগুলো তুলে দিলাম ওর হাতে। 'এই নাও,' আমি বললাম, 'টাউন কাউন্সিলের সৌজন্যে।'

ফুলগুলো ও সাজিয়ে রাখল জানালার ঠিক নিচে রাখা একটি উজ্জ্বল রঙের, বড় মাটির ফুলদানিতে। একবার নজর বুলিয়ে নিলাম ঘরের চারদিকে। খুব শোভন চেহারা ঘরটির। কোমল রং; সুশ্রী এবং ছোটখাট আসবাবপত্র, নরম নীল কার্পেট; সুন্দর পর্দা; আরামদায়ক ছোট্ট আর্মচেয়ার···

'এত চমৎকার ঘর তুমি পেলে কী করে, প্যাট?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ভাড়া দেবার সময় লোকজন তো সচরাচর তাদের পুরানো, ভাঙা আসবাবপত্র এবং জন্মদিনে-পাওয়া অব্যবহার্য, অকেজো উপহার দিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখে।'

ফুলদানিটি সাবধানে জায়গামত সরিয়ে রাখছে ও। আমি তাকিয়ে দেখছি ওর পাতলা, সরু গ্রীবা, ঋজু কাঁধ, বাহু। ওর চালচলনের ভেতরে কী একটা শোভা আর মাধুর্য আছে। উঠে ও হেলান দিয়ে দাঁড়াল আমার শরীরে। ওর চোখ এবং ঠোঁটের অনুসন্ধানী প্রত্যাশা, রহস্যময়তা প্রমত্ত করে তুলল আমাকে।

দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম ওর কাঁধ। ঠিক এভাবে ওকে অনুভব করা, উপলব্ধি করার মধ্যে যে কী মধুরতা!

'এটা ছিল আমার মা'র বাড়ি,' প্যাট বলল। 'তাঁর মৃত্যুর পর দুটো রুম নিজের জন্যে রেখে দিয়ে আর সবগুলো ভাড়া দিয়েছিলাম।'

'তার মানে এই বাড়িটা এখন তোমার? আর লেফটেন্যান্ট কর্নেল এগবার্ট ভন হেক তোমার ভাড়াটিয়া?'

মাথা নাড়ল ও। 'না। সব ধরে রাখতে পারিনি আমি। অপ্রয়োজনীয় সব আসবাবপত্রসহ বাড়িটা বেচে দিতে হয়েছে। আমি নিজেই এখন এখানে ভাড়াটিয়া। কিন্তু এগবার্টের বিরুদ্ধে লেগেছ কেন? সে কি কিছু করেছে নাকি তোমার?'

'না, কিছু করেনি। তবে পুলিশ আর আর্মিদের ব্যাপারে আমার মজ্জাগত একটা দ্বিধা আর বিদ্বেষ আছে। আমি সবসময় এড়িয়ে চলতে চাই তাদের। এটার সূত্রপাত বোধহয় আমার সৈনিক জীবন থেকেই।'

হাসল প্যাট। 'আমার বাবা ছিলেন মেজর।'

'মেজর?'

'হ্যাঁ। তুমি এগবার্টকে চেনো?' প্রশ্ন করল ও।

সাথে সাথে ভীতিকর একটি চিন্তা গ্রাস করল আমাকে। 'বেঁটেখাটো, চোখ-মুখ লাল, শাদা গোঁফ, কথা বলে গম্ভীর স্বরে। ঠিক বলছি আমি?'

'একদম না,' লাইল্যাকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল প্যাট। মুখে মৃদু হাসি। 'সে লম্বা, মলিন মুখ, চোখে পশুর শিং দিয়ে তৈরি ফ্রেমের চশমা।'

'তাহলে চিনি না তাকে।'

'পরিচিত হতে চাও তার সাথে? চমৎকার লোক।'

'অবশ্যই না। মাথা খারাপ তোমার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজায় টোকা পড়ল। পরিচারিকা ঘরে এসে ঢুকল একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে। রূপালি ডিশের ওপরে রাখা আছে কেক, অন্য একটিতে অবিশ্বাস্যরকম পাতলা স্যাণ্ডউইচ, মুখ-মোছার তোয়ালে, সিগারেট, আরেকটা ডিশে ঈশ্বর-জানেন কী চকচক করছে।

'সর্বনাশ, প্যাট!' বললাম আমি। 'এ তো দেখছি একেবারে সিনেমার মত। কিন্তু আমি যে জালেভস্কির ঘরের তাক থেকে গ্রীজ-প্রুফ কাগজে খাবার খেতে অভ্যস্ত। অতএব, বিধায় প্রার্থনা, ভালবাসাহীন বোর্ডিং-হাউসের এই নগণ্য বাসিন্দার অনভ্যস্ত হাত হইতে অসাবধানতাবশত কোন মহামূল্য কাপ অথবা ডিশ পড়িয়া পরলোকগত হইলে তাহাকে ক্ষমা করিতে মর্জি হয়।'

হাসল প্যাট। 'ঠাট্টা কোরো না। তোমার অমন হবে না। হাজার হলেও তুমি প্রফেশনাল মোটর মেকানিক। তোমার আঙুলগুলো যে সাবধানী, এতে কোন সন্দেহ নেই।' একটা জগের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'কী খাবে, বব, চা না কফি?'

'চা না কফি? তার মানে দুটোই আছে?'

'হ্যাঁ।'

'দারুণ! একেবারে রাজার বাড়ি মনে হচ্ছে। এখন শুধু মিউজিক থাকলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়।'

প্যাট উঠে গিয়ে ছোট একটি পোর্টেবল রেডিও অন করল। রেডিওটি আমার চোখেই পড়েনি আগে।

'এখন বলো, কী খাবে—চা না কফি?'

'কফি, অবশ্যই কফি। তুমি কী খাবে?'

'আমিও কফি খাব তোমার সাথে।'

'অন্য সময়ে তুমি চা খাও, তাই না?'

'হুঁ।'

'তাহলে আমরা চা-ই খাব।'

'না, কোন অসুবিধে নেই। খেতে শুরু করলেই কফিতে অভ্যস্ত হয়ে যাব। আর কী হবে? বলো—কেক না স্যাণ্ডউইচ?'

'দুটোই। সুযোগের সদ্ব্যবহার না করাটা বোকামি। এই যেমন, কফির পরে চা-ও খাব আমি। যা কিছু আছে এখানে, সবগুলোই টেস্ট করে দেখব।'

হাসল প্যাট। তারপর আমার প্লেট ভরতে লাগল খাবার দিয়ে।

'হয়েছে, হয়েছে, আর না,' আমি বললাম। 'মনে রেখো, আমরা একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলের প্রতিবেশী। নিম্নপদস্থ সৈনিকরা সংযম করে চলবে—এটাই আর্মির নিয়ম।'

কফি শেষ করে প্যাটকে বললাম, 'এখন চা দাও আমাকে। চেখে দেখি।'

'না, শুধু কফি খাব আমরা। আর তোমার কোথাও যাবার তাড়া থাকলে বেশি করে খেয়ে যাও, পেট পুরে খাও।'

'কিন্তু এগবার্টের কী হবে? সে নিশ্চয়ই কেকের খুব ভক্ত। ফিরে এসে দু'চারটে কেকের আশা নিশ্চয়ই সে করবে।'

'হয়তো করবে। কিন্তু, তুমি তো জানো, সময় এবং সুযোগ পেলে নিম্নপদস্থ সৈনিকেরা প্রতিশোধ নিতে দ্বিধা করে না। অতএব, খেয়ে নাও সব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও উজ্জ্বল চোখে।

লাঞ্চে খেয়েছি শুধু এক প্লেট সুপ। অতএব, প্যাটের আপ্যায়নে সাড়া দিয়ে সব সাবড়ে দিতে কষ্ট হলো না এতটুকুও। এমনকি এক জগ কফিও শেষ হয়ে গেল ওর প্ররোচনায়।

জানালার পাশে বসে আছি আমরা। আমি সিগারেট টানছি। বাইরে সন্ধের লালচে আকাশ।

'চমৎকার লাগছে আমার এখানে,' বললাম আমি। 'মনে হয়, টানা কয়েক সপ্তাহ এখানে বসে থাকতে পারব।'

হাসল ও। 'একটা সময় ছিল, যখন আমার মনে হত, আর কোনদিন বোধহয় বাইরে বেরুতে পারব না এই ঘর থেকে।'

'কেন?'

'আমি অসুস্থ ছিলাম তখন।'

'অসুস্থ থাকলে অন্য ব্যাপার। কিন্তু কী হয়েছিল তোমার?'

'তেমন কিছুই না। কিন্তু আমাকে শুয়ে থাকতে হত বিছানায়। মনে হয়, খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছিলাম আমি, সেই অনুপাতে খাবার পাচ্ছিল না আমার শরীর। তাছাড়া যুদ্ধের আগে আর পরে তো খাবার কিছু ছিলও না তেমন।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'কতদিন বিছানায় থাকতে হয়েছিল তোমাকে?'

প্যাট ইতস্তত করল এক মুহূর্ত। 'প্রায় এক বছর।'

'এটা তো অনেক সময়!' বললাম আমি।

'অনেকদিন আগের কথা সেটা। বারে বসে ভ্যালেন্টিন সম্বন্ধে তুমি আমাকে কী বলেছিলে, মনে আছে তোমার? শুধু বেঁচে থাকার মধ্যেই সে অনেক আনন্দ খুঁজে পায়। পৃথিবীর আর সব ব্যাপারে কত উদাসীন।'

'তোমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর,' আমি বললাম।

'আমার খুব ভাল মনে আছে ওটা। কারণ, ব্যাপারটা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম হৃদয় দিয়ে। আমি সত্যি সত্যি অল্পেই তুষ্ট হয়ে যাই। আমার কথা বোধহয় খুব হালকা মনে হচ্ছে তোমার। তাই না, রবি?'

'যারা নিজের সম্বন্ধে এ-রকম ধারণা পোষণ করে না, তারাই আসলে হালকা কথা বলে।'

'কিন্তু আমার কথাবার্তা, চিন্তাধারা সবই অগভীর—এটা আমি নিশ্চিত জানি। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ও উৎসাহ নেই। অথচ যে-কোন সৌন্দর্যই আকৃষ্ট করে আমাকে। এই যেমন, তোমার দেয়া লাইল্যাকগুলো পেয়ে আমি কতটা খুশি হয়েছি, ভাবতেও পারবে না।'

'এটা অগভীরতা নয়, প্যাট—এটাই চূড়ান্ত ফিলোসফি, বিজ্ঞতার শেষ এখানেই।'

'কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটা সত্যি নয়। আমি হলাম আকণ্ঠ মূর্খ।'

'আমিও তা-ই।'

'আমার মত অতটা না। আমি সংকল্প করেছিলাম, যে-কোন মূল্যে আমাকে বাঁচতে হবে নিজের মত করে, সেটা বিচক্ষণ হোক বা না-হোক। এবং সেটাই আমি করেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসলাম আমি। 'এতটা গোয়ার্তুমি করার মানে?'

'কারণ সবাই বলত, আমার আচার-আচরণ নাকি দায়িত্বহীনের মত এবং আমার উচিত কিছুটা টাকা-পয়সা জমানো, চাকরি করা এবং সমাজে একটা স্থান করে নেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার পণ ছিল, আমি থাকব দুর্ভাবনাহীন, নিশ্চিন্ত। এটা আমার মা মারা যাবার পরের ঘটনা।'

'তোমার ভাই-বোন নেই?' আমি প্রশ্ন করলাম।

মাথা দোলাল ও। 'জানো, মাঝে-মাঝে ভীষণ ভয় করত আমার,' সে বলল, 'থিয়েটারের ভুল-সীটে বসে পড়লে যে-রকম হয়। মনে হত, কোনদিন এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারব না আমি।'

'তোমাকে সাহসী বলতেই হবে,' আমি বললাম। 'সত্যিকারের সাহসী সে, যে ভয়ও পায় সময়-সময়। এভাবে না হলেও অন্যভাবে টাকাগুলো ফুরিয়ে যেত ঠিকই।'

হাসল প্যাট। 'আর অল্পকিছু বাকি আছে এখনও। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন একটা কিছু শুরু করতে হবে।'

'এই জন্যেই তো হয়ত বাইণ্ডিং-এর সাথে গিয়েছিলে কী একটা বিজনেস সংক্রান্ত ইন্টারভিউ দিতে, তাই না?'

মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ, বাইণ্ডিং আর ডক্টর ম্যাক্স ম্যাটুশাইটের সাথে—ইলেকট্রোনা ইলেকট্রনিক্সের ডিরেক্টর।'

'এরা তো ভাল একটা কিছু বোধহয় করতে পারত বাইণ্ডিং,' আমি বললাম।

'তা হয়তো পারত,' উত্তর দিল প্যাট। 'কিন্তু আমিই গুরুত্ব দিইনি এ-ব্যাপারে।'

'কবে জয়েন করছ?'

'পয়লা অগাস্টে।'

'তার মানে আমাদের হাতে সময় আর খুব একটা বেশি নেই। চেষ্টা করলে আমরা যে কোন অন্য কোন চাকরি খুঁজে পেতে পারি তোমার জন্যে। এই ব্যাপারটা, কেন জানি না, আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না।'

'আসলে তোমাকে এসব বলাই উচিত হয়নি আমার।' বলল ও।

'কেন? তুমি আমাকে সব কথা বলবে অবশ্যই। সব।'

আমার দিকে তাকাল ও এক মুহূর্তের জন্যে। 'ঠিক আছে, রবি, তাই হবে,' ও বলল।

তারপর উঠে এগিয়ে গেল ছোট্ট কাবার্ডের কাছে। 'তোমার জন্যে এখানে আমি কী রেখেছি, জানো? রাম। খুব ভাল রাম।'

গ্লাসে ঢালতে ঢালতে ও আমার দিকে তাকাল উৎসুক দৃষ্টিতে।

'রামটি যে দারুণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' আমি বললাম। 'আমি এতদূর থেকেও গন্ধ পাচ্ছি।'

কিন্তু রামের রঙ দেখে বোঝা যাচ্ছে—কোয়ালিটি খুব বেশি ভাল নয়। সেল্‌সম্যান ভাঁওতা দিয়েছে প্যাটকে, এটা নিশ্চিত। প্রথম গ্লাস ঢেলে দিলাম গলায়।

'ফার্স্ট ক্লাস,' আমি বললাম, 'আরও এক গ্লাস দাও। কোত্থেকে কিনেছ এটা?'

'ওই মোড়ের দোকান থেকে।'

ঠিক আছে, ভাবলাম আমি, ওখানে একবার ঢুঁ দিয়ে দোকানদারকে শিক্ষা দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে একটা।

'মনে হয়, আমার এখন চলে যাওয়া উচিত, তাই না, প্যাট?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে তাকাল ও। 'ঠিক এখনই না—'

আমরা দাঁড়িয়ে আছি জানালার পাশে। নিচ থেকে আলো এসে পড়ছে চোখে।

'তোমার বেডরুমটা দেখাবে আমাকে?' আমি বললাম।

দরজা খুলে আলো জেলে দিল প্যাট। দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকালাম। নানা ধরনের একরাশ চিন্তা খেলে গেল মাথার ভেতরে।

'এটা তোমার বিছানা?' আমি প্রশ্ন করলাম।

ও হাসল। 'আমার ছাড়া আর কার হতে পারে, রবি?'

'তা ঠিক,' আমি বললাম। 'প্রশ্নটা আমার হাস্যকর এবং অদ্ভুতই বটে। আসলে আমি জানতে চাচ্ছিলাম, তুমিই ওখানে ঘুমোও কি না। ওই তো, পাশে টেলিফোনটা রাখা। এটাও জেনে গেলাম আমি। এখন আমি যাই। গুডবাই, প্যাট।'

আমার গালের ওপরে ও রাখল ওর নরম হাত। এখানে এই ক্রমঘনায়মান অন্ধকারে দু'জনে পাশাপাশি থাকলে চমৎকার হত, সন্দেহ নেই। কিন্তু কী এক কারণে চলে যেতে চাচ্ছি আমি; ভয় নয়, ভীতি নয়, নিষেধ নয়, এমনকি দূরদর্শিতাও নয়। আসলে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী কোমল এক অনুভূতি ডুবিয়ে দিয়েছে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাকে।

'গুডবাই, প্যাট,' বললাম আমি। খুব চমৎকার সময় কাটল তোমার এখানে। একেবারে অবিশ্বাস্যরকম চমৎকার! রামের কথা আর কী বলব! তুমি যে এ-ব্যাপারটা চিন্তা করেছ…'

'না, না, এ-তো কিছুই নয়।'

'তোমার জন্যে কিছু না হতে পারে, কিন্তু আমার জন্যে অনেক কিছু। এরকমভাবে আপ্যায়িত হয়ে আমি তো অভ্যস্ত নই।'

ঘরে ফিরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। কোন কারণে প্যাট কৃতজ্ঞ থাকুক বাইডিং-এর কাছে—এটা আমি মেনে নিতে পারছি না কিছুতেই। শেষমেষ প্যাসেজ ধরে হেঁটে গেলাম এরনা বনিগের কাছে।

'জরুরী কথা, এরনা,' বললাম আমি। 'বলো, মেয়েদের চাকরির বাজারের অবস্থা কী রকম?'

'ব্যাপার কী? তোমার মত ছেলের মুখ থেকে হঠাৎ এমন কাঠখোট্টা প্রশ্ন?' বলল এরনা। 'সত্যি জানতে চাও তো বলি—অতিশয় মন্দ, যাকে বলে—যাচ্ছা।'

'সবদিকে একই অবস্থা?'

'কোন লাইনের খবর জানতে চাও?' প্রশ্ন করল সে।

'এই ধরো, সেক্রেটারি কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট—'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'হাজার হাজার মেয়ে বেকার বসে আছে। তা মেয়েটি বিশেষ কোন কিছু করতে পারে?'

'অসম্ভব সুন্দরী সে,' আমি উত্তর দিলাম।

'কত শব্দ?' প্রশ্ন করল এরনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মানে?'

'মিনিটে কত শব্দ টাইপ করতে পারে সে? ক'টা ভাষায় দখল আছে?'

'কোন আইডিয়া নেই আমার,' আমি বললাম, 'কিন্তু, এরনা, বুঝতেই তো পারো—'

'আমি জানি ওসব,' উত্তর দিল এরনা, 'ভাল পরিবারের মেয়ে, সুখে শান্তিতেই ছিল, এখন বাধ্য হয়ে কাজ খুঁজছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন আশা নেই, তোমাকে আগেই বলে রাখছি। তবে হতে পারে, তার প্রতি কারও স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রো করাতে পারলে সে হয়তো কোথাও চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে ব্যাকিং-পুশিং-এর মাধ্যমে। ব্যাপারটা তুমি তো জানো। এরকম ঝুঁকি নেবার সাহস তোমার হবে কি?'

'ফালতু প্রশ্ন,' আমি বললাম।

'অতটা ফালতু নয়, যতটা তোমার মনে হচ্ছে,' তিক্তস্বরে বলল এরনা। 'কারণ, এ-রকম কেস আমার অনেক জানা আছে।' নিজের বসের সাথে এরনার সম্পর্কের কথা ভাবলাম আমি। 'তবে আমি তোমাকে ছোট্ট একটা উপদেশ দেব,' বলেই চলল সে। 'বেশি করে খাটুনি করো, দ্বিগুণ কাজ করে দু'জনের জন্যে উপার্জন করো। এটাই সহজতম সমাধান। তারপর বিয়ে করে ফেলো।'

'অত আকাশ-কুসুম চিন্তা কোরো না,' হাসতে হাসতে বললাম আমি। 'আমার নিজেরই কোন চাল-চুলো ঠিক-ঠিকানা নেই।'

হঠাৎ অদ্ভুত হয়ে এল এরনার দৃষ্টি। খুব নির্জীব আর বয়স্কা মনে হলো তাকে। 'আমি তোমাকে একটা কথা বলি,' বলল সে। 'দেখছই তো, বেশ আছি আমি। প্রয়োজন নেই—এমন জিনিসও আছে আমার। কিন্তু কোন পুরুষ এসে যদি ভদ্রভাবে, শোভনভাবে আমাকে তার সাথে থাকার প্রস্তাব দেয়, তাহলে এসব আবর্জনা মুহূর্তে ত্যাগ করে চলে যাব তার সাথে, প্রয়োজন হলে থাকব চিলে-কোঠার কোন ঘুপসি ঘরে।' আগের ভবিষ্যদ্বক্তি ফিরে এল তার চোখে-মুখে। 'বাদ দাও ওসব কথা। সবার ভেতরেই একটা সেন্টিমেন্টাল কর্ণার থাকে। দেখা যাচ্ছে, এমনকি তোমারও আছে।'

আটটা পর্যন্ত ঘরে বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠলাম। হাতে এখনও অফুরন্ত সময়। কারও সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে ভীষণ। বারে থাকবেই কেউ না কেউ। ফ্রেডের বারে গেলাম।

যথারীতি ভ্যালেন্টিন বসে আছে সেখানে। 'বসো,' বলল সে। 'কী খাবে?'

'রাম,' উত্তর দিলাম আমি। 'আজ বিকেলের পর থেকে রামের প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে আমার।'

'রাম হলো সৈনিকদের দুধ,' ভ্যালেন্টিন বলল। 'তোমাকে আজ বেশ ফ্রেশ লাগছে যেন!'

'তাই নাকি?'

গ্লাস টেবিলে রেখে দু'জন তাকালাম পরস্পরের দিকে, তারপর ফেটে পড়লাম উচ্চহাসিতে।

'এখন কী খাবে,' ভ্যালেন্টিন প্রশ্ন করল।

'রাম।'

ফ্রেড আমাদের গ্লাস ভরে দিল। বেশ কয়েক গ্লাস খাবার পর চলে গেল ভ্যালেন্টিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বসেই রইলাম সেখানে। ফ্রেড ছাড়া গোটা বারে আর কেউ নেই। কাউন্টারের কাছে রাখা হলুদ পালওয়ালা জাহাজের দিকে তাকিয়ে প্যাটের কথা ভাবতে লাগলাম আমি। ওকে এখন ফোন করতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু দমন করলাম সেই ইচ্ছে। এত ভাবতে চাই না ওকে নিয়ে। সে তো আমার জন্যে কেবল অপ্রত্যাশিত একটি উপহার মাত্র। যেভাবে এসেছে, চলে যাবে সেভাবেই—এরচে' বেশি কিছুই তো নয়। আমি জানি, পৃথিবীর সব ভালবাসাই অনন্তকালের স্থায়িত্ব চায়, অমরত্ব চায়; আর সেটার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে চিরস্থায়ী ক্ষতি। কোনকিছু টিকে থাকে না চিরদিন। কোনকিছুই না।

'আরও এক গ্লাস ঢাল, ফ্রেড।'

গ্লাসটি শূন্য করে ফেললাম মুহূর্তের মধ্যে। আজ বিকেলে প্যাটের কাছে না গেলেই বোধহয় ভাল করতাম। সেই আলোকিত ঘর; নরম, নীল সান্ধ্য ছায়া; সেই অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ের চমৎকার ফিগার; তার খ্যাস্‌খেসে কণ্ঠস্বর—এই ছবি কোনদিন মুক্তি দেবে না আমাকে। জাহান্নামে যাক ওসব! আমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি। বিস্ময়কর, রুদ্ধশ্বাস এক অভিজ্ঞতা এতদিন ধরে গলে যাচ্ছিল ভালবাসা আর অনুরাগের কুয়াশায়। কেবল আজই আবিষ্কার করলাম, কতটা বদলে গেছি আমি। কেন আমি চলে এলাম আজ? মনে-প্রাণে চেয়েও কেন থেকে গেলাম না তার সাথে? যত্তোসব! এ-নিয়ে আর ভাবব না, যা হবার হোকগে। ওকে হারালে, আমার মনে হয়, পাগল হয়ে যাব আমি। কিন্তু সে তো আমারই আছে—আর চিন্তা কিসের? আমাদের এই ছোট্ট জীবনটাকে নিরাপদ এবং নিশ্চিত করার এত প্রাণান্তকর চেষ্টার কী কার্যকারণ থাকতে পারে? একদিন না একদিন তো আসবেই সেই মহাতরঙ্গ, ধুয়ে-মুছে দিয়ে যাবে সবকিছু।

'ফ্রেড, আমার সাথে খাবে নাকি দু'এক গ্লাস?'

'অবশ্যই!'

দুটো অ্যাবসিনথ সাবড়ে দিলাম আমরা। টস করলাম আরও দুটোর জন্যে। জিতলাম আমি, অর্থাৎ খাওয়াবে ফ্রেড। টস করা চলতেই থাকল, আর জিততে থাকলাম আমি। ছয় বারের বার হেরে গেলাম। তারপর আবার জিতলাম পরপর তিনবার···

'বাইরে বাজ পড়ছে, নাকি আমি মাতাল হয়ে গেছি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না, বাজই পড়ছে। এই বছরের প্রথম ঝড়।'

আকাশ দেখার জন্যে আমরা এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। নতুন কিছুই দেখার নেই। আবহাওয়া যথারীতি গরম, কেবল মাঝে মধ্যে বাজ পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ। 'বাজের এই শক্তিমত্তার কারণে আমাদের আরও এক গ্লাস করে খাওয়া উচিত,' আমি প্রস্তাব দিলাম। ফ্রেড তো একপায়ে খাড়া।

এই যষ্টিমধু খেতে আর ভাল্লাগছে না। এখন কড়া একটা কিছু গলায় ঢালা প্রয়োজন। ফ্রেড বলল চেরি-ব্র্যান্ডি খাওয়া যাক। কিন্তু আমি রামের পক্ষে। তাই ঝগড়া যাতে না হয়, সে জন্যে আমরা দুটোই খেলাম পালাক্রমে। প্রতির বার ঢালতে গিয়ে খুব বেশি ধকল যাচ্ছে ফ্রেডের ওপর দিয়ে। বড় সাইজের গ্লাস নিয়ে চুকিয়ে ফেললাম সেই ঝামেলা। খুব ভাল মুডে আছি আমরা। আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো দেখার জন্যে দৌড়াদৌড়ি করছি বারবার। কিন্তু আমাদের বরাত খারাপ। ফিরে এসে বসার সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আবার। ফ্রেড বকবক শুরু করল তার বান্ধবী সম্বন্ধে। মেয়েটির

www.BanglaBook.org

বাবার একটি ক্যাফেটেরিয়া আছে। কিন্তু বুড়োটা না মরা পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজি নয় ফ্রেড। ক্যাফেটেরিয়ার মালিকানা মেয়েটির হাতে চলে আসার অপেক্ষায় আছে সে। আর এ-ব্যাপারে ফ্রেড খুব আশাবাদী। সম্প্রতি সর্দি হয়েছে বুড়োর। ফ্রেডের ধারণা—এটা ইনফ্লুয়েঞ্জায় টার্ন নেবে। আর এই বয়সে ইনফ্লুয়েঞ্জা তো ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। কিন্তু নীতিগত কারণে আমি ওকে জানাতে বাধ্য হলাম যে, দুর্ভাগ্যবশত ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যালকোহলিকদের কোন ক্ষতি তো করতে পারেই না, বরং অনেক সময় দেখা যায়, মৃত প্রায় কোন বুড়ো ইনফ্লুয়েঞ্জার পর নতুন জীবনীশক্তি আহরণ করে সতেজ হয়ে ওঠে। কিন্তু ফ্রেডের ধারণা, এই তত্ত্ব এই বুড়োর ক্ষেত্রে খাটবে না। আর যদি খাটেও, তাহলে বাস-চাপা পড়ে মরবে সে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, এটা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত, বিশেষ করে ভেজা পিচ-ঢালা রাস্তা হলে তো কথাই নেই। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে কি না, দেখতে গেল ফ্রেড। কিন্তু কোন খবরই নেই বৃষ্টির। কেবল বজ্রপাতের শব্দ বেড়েছে একটু। ফ্রেডকে লেমন-জুস খেতে বসিয়ে দিয়ে আমি গেলাম টেলিফোন করতে। একেবারে শেষ মুহূর্তে মনে পড়ল—আমি আসলে টেলিফোন করতে চাই না। যন্ত্রটার দিকে হাত নেড়ে স্যালুট জানানোর জন্যে হ্যাট তুলতে গেলাম। এবং তখনই কেবল লক্ষ করলাম—হ্যাট পরিনি আমি।

টেবিলে ফিরে এসে দেখি, কস্টার আর লেন্‌ত্‌স বসে আছে সেখানে।

'নিঃশ্বাস ছাড়ে দেখি আমার ওপরে,' গোটফ্রীড বলল।

আদেশ পালন করলাম আমি।

'রম, চেরি-ব্র্যাণ্ডি আর অ্যাবসিন্থ,' নিঃশ্বাস শুঁকে বলল সে। 'অ্যাবসিন্থ খেয়েছ, নেংরা শুয়োর কোথাকার!'

'তোমরা যদি ভেবে থাকো, আমি মাতাল হয়ে গেছি, তো ভুল করছ,' আমি বললাম। 'কোত্থেকে এলে তোমরা এখন?'

'একটা পলিটিক্যাল মীটিং থেকে। ওটোর নাকি সব ফালতু মনে হয়েছে,' বলল লেন্‌ত্‌স। 'ফ্রেড কী খাচ্ছে ওখানে বসে বসে?'

'লেমন জুস।'

'তোমারও এক গ্লাস খাওয়া উচিত,' বলল সে।

'কাল খাব,' আমি উত্তর দিলাম। 'এখন কোন খাবার-দাবার পেটে না গেলে মারা পড়ব আমি।'

কস্টার আমার দিকে তাকাল উদ্বিগ্ন চোখে।

'ওভাবে তাকিয়ো না আমার দিকে,' আমি বললাম। 'টানা একটু বেশি হয়ে গেছে, এই যা। উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা এর জন্যে দায়ী, সেটা ভেব না।'

'তাহলে ঠিক আছে,' সে বলল। 'কিন্তু খেতে যখন তোমাকে হবেই, এসো; একসাথেই খাই।'

রাত এগারোটার মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল আমার। ওদিকে কাউন্টারের পেছনে ফ্রেড পড়ে আছে মড়ার মত।

'ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও,' লেন্‌ত্‌স বলল। 'এখানে আমি সার্ভ করছি ততক্ষণ।'

ফ্রেডকে গরম দুধ খেতে দিলাম আমরা। ফল হলো তৎক্ষণাৎ। তারপর ওকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম আধঘণ্টা। লেন্‌ত্‌স তদারকি করছে বারের। কোন অসুবিধেই হচ্ছে না ওর। সবকিছুর দাম এবং ককটেল বানানোর পদ্ধতি আগাগোড়া ওর ঝাড়া মুখস্থ। ওর কাজ করার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, যেন চিরজীবন সে ওই একই কাজ করে এসেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে ফ্রেড ফিরে এল। ওর তো ঢালাই লোহার পেট। হজম করে ফেলেছে সব।

ফোন করলাম প্যাটকে। এতক্ষণ ধরে যা কিছু ভেবেছি, অস্বাভাবিক মনে হলো সব।

'আমি আসছি,' বললাম আমি। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে হাজির হব সামনের দরজায়।'

ফোন রেখে দিলাম। ভয়ে ভয়ে ছিলাম বেশ, হয়তো ও খুব ক্লান্ত কিংবা প্রত্যাখ্যান করবে আমার প্রস্তাব। কিন্তু আমি ওকে দেখতে চাই।

দরজা খুলে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল প্যাট। কিন্তু সে সুযোগ আমি ওকে দিলাম না। চুমু দিয়ে বন্ধ করে দিলাম ওর মুখ, তারপর দৌড়ে নেমে এলাম রাস্তায়। বাজ পড়ার শব্দ হচ্ছে প্রচণ্ড, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম সেই সময়। 'জলদি উঠে পড়ো, বৃষ্টি শুরু হলো বলে,' আমি বললাম।

বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে। এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে এগুতে লাগল আমাদের ট্যাক্সি। প্রত্যেক ঝাঁকুনির সাথে সাথে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম আমার পাশে প্যাটের উপস্থিতি। সবকিছুই চমৎকার এখন—এই বৃষ্টি, এই শহর, সান্ধ্য পানাহার।

ঘরে এসে আলো জ্বালালাম না। বাইরের আলোর চমকানিতে আলোকিত হয়ে উঠছে ঘর। গোটা শহর জুড়ে এখন চলছে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা। অবিরাম প্রচণ্ড শব্দ উন্মাতাল করে দিয়েছে চারদিক।

'আমরা এখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে পারি,' আমি বললাম প্যাটকে। 'কেউ শুনতে পাবে না আমাদের কথা।'

জানালার শার্সির পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে প্যাটের শরীর—উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত, দীপ্তিময়।

দু'হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরলাম আমি। ও শরীর দিয়ে স্পর্শ করল আমার শরীর। আমি অনুভব করলাম ওর ঠোঁট, নিঃশ্বাস। আর কোন কিছু ভাবতে পারলাম না আমি।

বারো

ফসল কাটার মৌসুমের আগের গোলাঘরের মত শূন্য পড়ে আছে আমাদের ওয়ার্কশপ। নতুন কাজ নেই হাতে। তাই ট্যাক্সিটি বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। লেন্‌ত্‌স আর আমি পালাক্রমে ট্যাক্সি চালাব। ওয়ার্কশপের দেখা-শোনা করবে কস্টার আর জাপ।

পকেট-ভর্তি খুচরো পয়সা আর ডকুমেন্টগুলো নিয়ে আমি ইতস্তত ট্যাক্সি চালিয়ে জুতসই একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড খুঁজতে লাগলাম। প্রথমবার গেলেই হয়তো অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে মনে। যে-কোন আহাম্মক হাত তুলে আমাকে থামিয়ে হুকুম করবে খুশিমত। তা করুক। তবু এই কাজ অফিসের ভুঁড়িওয়ালা কোন হেড ক্লার্কের অকারণ মাতব্বরি আর

www.BanglaBook.org

তর্জন-গর্জন সহ্য করার চেয়ে শতগুণে ভাল।

ওয়ালডেকার হফ হোটেলের উল্টোদিকের স্ট্যাণ্ডটা মনে হলো বেশ সুবিধাজনক। গোটা পাঁচেক মাত্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আর তাছাড়া, এটা তো একটা বিজনেস সেন্টার। এখানেই ট্যাক্সি পার্ক করব, স্থির করলাম।

স্টার্ট অফ করে বেরিয়েছি মাত্র, সামনের এক গাড়ি থেকে দশাসই চেহারার একজন লোক এগিয়ে এল আমার দিকে। পরনে তার চামড়ার কোট।

'গাড়ি সরাও এখান থেকে,' কুকুরের মত গর্জন করে উঠল সে।

ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আমি হিসেব কষতে লাগলাম মনে মনে— প্রয়োজন হলে একখানা জুতসই আপারকাটেই কাজ চলে যাবে। ঢাউস কোটের জন্যে দ্রুত হাত তুলে সামলে দেবার সময়ই পাবে না সে।

'ভালয় ভালয় কেটে পড়ো এখান থেকে,' মুখ থেকে সিগারেটের অবশেষটুকু থু করে আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলল সে। 'বহুলোক হয়ে গেছে এখানে, আর দরকার নেই।'

নতুন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব বিরক্তির কারণ হয়েছে তার জন্যে। কিন্তু এখানে গাড়ি পার্ক করার অধিকার আছে আমার।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'আমি নাহয় তোমাদের জন্যে দু'চারজন খদ্দের ছেড়ে দেব।'

ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবার কথা এখানেই—আমি অন্তত তা-ই জানি। নতুন কোন ট্যাক্সি ড্রাইভারের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেই থাকে।

এগিয়ে এল তরুণ একজন ড্রাইভার। 'বাদ দাও, গুস্তাভ। কী আছে, থাক না সে?'

কিন্তু কোন এক কারণে গুস্তাভ সহ্য করতে পারছে না আমাকে। কারণটা আমি জানি। ব্যাটা টের পেয়েছে, এই লাইনে আমি একেবারে নতুন।

'আমি তিন পর্যন্ত গুণব—' ঘোষণা করল গুস্তাভ। আমার চেয়ে লম্বা সে। আর আমি ভরসা করে আছি সেটার ওপরেই।

কথা বলে কোন ফায়দা হবে না, সে তো বুঝতেই পারছি। এখন হয় আমাকে চলে যেতে হবে, নাহয় মারামারি করতে হবে।

'এক,' কোটের বোতাম খুলতে খুলতে গুণতে শুরু করল গুস্তাভ।

'ফালতু কাজ কোরো না,' শেষ চেষ্টা করতে চাইলাম আমি।

'দুই,' গর্জন করে উঠল সে।

বুঝতে পারছি, আমার টুঁটি চেপে ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে মনে মনে।

'আর এক—' ক্যাপ মাথার পেছনে সরিয়ে দিল সে খানিকটা।

'মুখ বন্ধ করো, হাঁদারাম,' তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠলাম আমি। হঠাৎ-বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাঁ হয়ে গেল তার মুখ। একপা এগিয়ে এল সামনে—ঠিক যেখানে আমি তাকে আশা করে আছি। ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরের সমস্ত শক্তি হাতে সঞ্চারিত করে প্রচণ্ড এক ঘুষি হাঁকালাম আমি। কায়দাটা শিখিয়েছিল স্টার। বক্সিং আমার ধাতে সয় না, পছন্দও হয় না। খুবই অপ্রয়োজনীয় মনে হয় ব্যাপারটাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক ঘুষিতেই কাজ হয়ে যায়। আজ যেমন।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই ঝুপ করে পড়ে গেল গুস্তাভ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর কোন ক্ষতি কোরো না ওর, প্লীজ,' তরুণ ড্রাইভারটি বলল আমাকে। 'সবসময় সে এরকম ঝামেলা করে নিজের অনিষ্ট ডেকে আনে।'

দু'জনে মিলে ওকে ধরে বসিয়ে দিলাম ওর গাড়ির ভেতরে।

'সুস্থ হয়ে উঠবে ও এখনই,' বলল তরুণ ড্রাইভার।

বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছি আমি। গুস্তাভ উঠে নিশ্চয়ই হাতের সুখ মিটিয়ে নেবে আমার ওপরে। কথাটা তরুণ ড্রাইভারকে বলতেই হেসে উড়িয়ে দিল সে। 'আরে না,' সে বলল, 'মিটমাট হয়ে গেছে ব্যাপারটা। তারচে' চলো, এখন পাবে গিয়ে বসি। মনে হচ্ছে, ড্রাইভারির ট্রেনিং নেই তোমার!'

'হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছ।'

'আমারও ট্রেনিং নেই। আমি আসলে অভিনেতা।'

সব মিলিয়ে পাঁচজন আমরা বসেছি সেখানে। তিনজন বয়স্ক, দু'জন কমবয়সী। একটু পরে হাজির হলো গুস্তাভ। বাঁ-হাতে পকেটে রাখা চাবির গোছা চেপে ধরলাম শক্ত করে। যেহেতু ছুট করে সরবার উপায় নেই, তাই আত্মরক্ষার প্রাথমিক প্রস্তুতি।

কিন্তু সে-রকম কিছুই ঘটল না। পা দিয়ে হড়াক করে চেয়ার টেনে নিয়ে সে বদমেজাজী ভঙ্গিতে বসে পড়ল সেখানে। বিয়ার এল। নিমেষে সাবড়ে দিলাম সবাই। অর্ডার দেয়া হলো দ্বিতীয় রাউণ্ডের।

তির্যকভাবে আমার দিকে তাকাল গুস্তাভ। 'চীয়ার্স,' গ্লাস ওপরে তুলে বলল সে আমার উদ্দেশে, কিন্তু মুখ করে রইল হাঁড়ির মত।

'চীয়ার্স,' উত্তর দিয়ে ওর গ্লাসে গ্লাস ছোঁয়ালাম আমি।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে আমার দিকে সরাসরি না তাকিয়েই অফার করল গুস্তাভ। সিগারেট নিয়ে আমি আগুন দিলাম ওকে। তবু সে চোখের কোণ দিয়ে তাকাতে লাগল আমার দিকে।

'ছোটলোক কোথাকার!' গজগজ করে উঠল সে।

'মাথামোটা কোথাকার!' জবাব দিলাম আমি একই সুরে।

'পাঞ্চটা কিন্তু সাংঘাতিক ছিল,' সে বলল।

'হঠাৎ হয়ে গেছে আর কি!'

'আমার নাম গুস্তাভ,' পরিচয় দিল সে।

'আমার রবার্ট।'

'আমি কিন্তু তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম—এইমাত্র বুঝি মায়ের আঁচল ছেড়ে এলে। যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে যাও।'

'ঠিক আছে, গুস্তাভ।'

সেই থেকে আমাদের বন্ধুত্বের শুরু।

সারাদিনে আয় খুব একটা খারাপ হলো না। দাঁও মারতে পেরেছিলাম বড়সড় একটা—এক ইংরেজ মহিলাকে ঘুরে ঘুরে শহর দেখাতে হলো। তাছাড়া অন্যান্য ছোটখাট ট্রিপ তো আছেই। বিকেলের দিকে ইতোমধ্যে নিজেকে পুরানো ও অভিজ্ঞ মনে হলো এই লাইনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরে এলাম ওয়ার্কশপে। লেনৎস আর কস্টার পেট্রল-পাম্পের কাছে অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।

'কত কামাই হলো আজ তোমাদের?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সত্তর লিটার পেট্রল,' জাপ জানাল।

'মোটে!'

মরিয়া হয়ে আকাশের দিকে তাকাল লেনৎস। 'শালা, দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও যদি হত! তারপর পিচ-ঢালা পিচ্ছিল পথে দুটো গাড়ির মুখোমুখি মৃদু সংঘর্ষ—ঠিক আমাদের ওয়ার্কশপের সামনে। আহত-নিহতের কোন দরকার নেই। কেবল—বড়সড় একটা মেরামতির কাজ!'

'হয়েছে, স্বপ্ন দেখতে হবে না। এদিকে তাকিয়ে দেখো।' পঁয়ত্রিশ মার্ক হাতের তালুতে রেখে মেলে ধরলাম তাদের সামনে।

'এ যে অবিশ্বাস্য!' কস্টার বলল। 'একেবারে ছাঁকা ত্রিশ মার্ক মুনাফা। ওড়াও এই টাকা! প্রথম সফল অভিযান আমাদের উদযাপন করতেই হবে।'

'প্যাট আসবে,' ছোট্ট করে জানাল লেনৎস।

'প্যাট?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'অনেক আগেই আমরা এটা ঠিক করেছি,' বলল লেনৎস। 'সাতটার সময় তাকে তুলে নিতে যাব আমরা। সে সব জানে। কি, কিছু মাথায় ঢুকছে না তোমার? সে-ক্ষেত্রে আমাদেরকেই প্যাটের ভার নিতে হবে। আমাদের মাধ্যমেই ওর সাথে তোমার পরিচয়, ভুলে যেয়ো না সেটা।'

'ওটো,' আমি বললাম, 'এই বেল্লিকটার বেহায়াপনা ঠাণ্ডা করার কোন অস্ত্র তোমার জানা আছে?'

হাসল কস্টার। 'তোমার হাতে, কী হয়েছে, বব? মনে হচ্ছে যেন অস্বাভাবিক লাগছে একটু?'

'মচকে গেছে, বোধহয়।' শুস্তাভ ধোলাই পর্ব বর্ণনা করলাম সবিস্তারে।

লেনৎস আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার অমার্জিত আচরণ সত্ত্বেও একজন খ্রীষ্টান এবং মেডিক্যালের অবসরপ্রাপ্ত ছাত্র হিসেবে আমি তোমার হাত ম্যাসেজ করে দেব। চলুন, মিস্টার বক্সার।'

ওয়ার্কশপের ভেতরে গিয়ে আমার হাতে তেল-মালিশ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লেনৎস।

'ট্যাক্সি ড্রাইভার হিসেবে আমরা "প্রথম দিবস জয়ন্তী" পালন করতে যাচ্ছি, এ-কথা তুমি বলেছ প্যাটকে?' আমি জানতে চাইলাম।

শিস বাজাল লেনৎস। 'কেন, প্রশ্নটা তোমাকে কামড়াচ্ছে বুঝি খুব?'

'মুখ সামাল,' উত্তর দিলাম আমি। কারণ, সত্যি কথাই বলেছিল সে। 'বলো, তুমি বলেছ ওকে?'

'ভালবাসা,' অবিচলিতভাবে ঘোষণা করল লেনৎস, 'জিনিসটা চমৎকার। কিন্তু চরিত্র নষ্ট করে দেয় সেটা।'

'আর একাকীত্ব তোমাকে কৌশলহীন করে তুলেছে।'

'পারস্পরিক ব্যর্থতা অগ্রাহ্য করার নীরব চুক্তিই হলো কৌশল। জঘন্যরকমের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কম্প্রোমাইজ সেটা।'

'আমার জায়গায় থাকলে কী করবে তুমি,' জানতে চাইলাম ওর কাছে, 'যদি দেখো, কে যেন ট্যাক্সি থামানোর সিগন্যাল দিল, আর কাছে গিয়ে দেখলে—সেটা প্যাট?'

হাসল লেন্‌ত্‌স। 'কী আর করব, ভাড়া চাইব না তার কাছে।'

এমন খোঁচা দিলাম আমি লেন্‌ত্‌সকে যে, ছিটকে পড়ে গেল ও তেপায়া টুল থেকে। 'শালা ঘাসফড়িং কোথাকার! শুনে রাখো, আজ আমি নিজে ট্যাক্সি করে নিয়ে আসব ওকে।'

'এক্সিলেন্ট,' আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ও এক হাত ওপরে তুলে বলল। 'তবে যা-ই করো, বৎস, নিজের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ো না। ভালবাসার চেয়ে এটার মূল্য অনেক বেশি। পরে বুঝতে পারবে সেটা। আর আজকে ট্যাক্সি তুমি পাচ্ছ না। ফার্দিনান্দ গ্রাউ আর ভ্যালেন্টিনের জন্যে ওটার দরকার হবে আমাদের।'

ছোট এক সরাইখানার সবুজ বাগানে বসে আছি আমরা। গাছ গাছালির ওপরে লাল টর্চের মত ঝুলে আছে ভেজা চাঁদ। আমাদের সামনে বিরাট এক কাচের পাত্র-ভর্তি মদ। চারবার ভরতে হয়েছে ওটাকে ইতোমধ্যে।

প্যাট বসেছে ফার্দিনান্দের পাশে। মলিন গোলাপী রঙের পোশাক তার পরনে।

'এই পৃথিবীতে সবচে' ভূতুড়ে জিনিস কী, বলতে পারো?' ফার্দিনান্দ প্রশ্ন ছুঁড়ল সবার উদ্দেশে।

'শূন্য গ্লাস,' উত্তর দিল লেন্‌ত্‌স।

পারলে তীব্র দৃষ্টিবাণে লেন্‌ত্‌সকে ভস্ম করে দিত ফার্দিনান্দ। 'গোটফ্রীড, জোকার হওয়া একজন লোকের পক্ষে সবচে' অপমানজনক ব্যাপার, সেটা তোমার জানা উচিত।' সে আমাদের দিকে ঘুরে তাকাল আবার। 'পৃথিবীর সবচে' ভূতুড়ে জিনিস হলো সময়। সময়ের ভেতরেই আমাদের বাস, তবু আমরা তাকে ধারণ করতে পারি না, খবরদারি করতে পারি না তার ওপরে।' পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে ধরল সে লেন্‌ত্‌সের চোখের সামনে। 'এই যে দেখো, এই নারকীয় যন্ত্রটা টিক্-টিক্ করে বেজেই চলেছে অবিরাম। এটাকে তুমি ঠেকাতে পারবে না কিছুতেই। হিমবাহের গতি তুমি আগলাতে পারো, রোধ করতে পারো ভূমিস্খলন···কিন্তু সময়কে নয়।'

'আমি চাই-ও না,' বলল লেন্‌ত্‌স। 'আমি বুড়ো হতে চাই সময়মত। কারণ, পরিবর্তন খুব উপভোগ করি আমি।'

'সময় সহ্য করতে পারে না মানুষকে,' লেন্‌ত্‌সের কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলল গ্রাউ। 'আর মানুষও সহ্য করতে পারে না সময়কে। আর সে-কারণেই মনে মনে স্বপ্ন গড়ে নিয়েছে মানুষ—অশ্বর্ব, মর্মান্তিক, ব্যর্থ এক স্বপ্ন—অমরত্ব।'

হো হো করে হেসে উঠল লেন্‌ত্‌স। 'পৃথিবীর সবচে' বাজে রোগ—সবাই তা-ই বলে। চিকিৎসার অযোগ্য একেবারে।'

'জীবনটাই একটা রোগবিশেষ, বুঝলে ভায়া,' ফার্দিনান্দ বলল। 'প্রতিটি হৃদ্‌স্পন্দনের সাথে সাথে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে তুমি এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যাচ্ছ মৃত্যুর দিকে।'

'প্রত্যেক চুমুকের সাথে সাথেও,' যোগ করল লেন্‌ত্‌স। 'চীয়ার্স, ফার্দিনান্দ! মৃত্যুও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝে-মাঝে ভয়ানক তৃপ্তিদায়ক হতে পারে।'

গ্লাস তুলে ধরল গ্রাউ। নিঃশব্দ ঝড়ের মত হাসি খেলে গেল তার মুখে। 'চীয়ার্স, গোটফ্রীড।'

পরে আমি আর প্যাট খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম বাগানের ভেতরে। চাঁদ উঠে গেছে আরও ওপরে। ধূসর রূপালি আলোয় সাঁতার কাটছে পাশের তৃণভূমি। একটা গার্ডেন চেয়ার টেনে এনে গোটফ্রীড বসেছে লাইল্যাকের ঝোপের ঠিক মাঝখানে। সিগারেট ধরে আছে হাতে, পাশে রাখা মদ-ভর্তি গ্লাস।

'জায়গাটা খুব সুন্দর,' লাইল্যাকের ঝোপ দেখিয়ে বলল প্যাট।

'বসে দেখতে পারো এখানে,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গোটফ্রীড।

ফুলের পাশে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে প্যাটের মুখ।

'লাইল্যাকের ব্যাপারে আমি ক্রেজি রীতিমত,' লেন্‌ত্‌স বলল। 'লাইল্যাক দেখলেই বাড়ির জন্যে মন কেমন করে আমার। মনে পড়ে, উনিশশো চব্বিশ সালের বসন্তের কথা। তখন আমি চামড়া-পোড়ানো গরমের জায়গা রিও ডি জেনিরোতে। সেই সময় রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশে। আমি জানতাম, সেটা ছিল লাইল্যাক ফোটার সময়। কিন্তু এসে যখন পৌঁছুলাম, দেরি হয়ে গেছে অনেক।' হাসল সে। 'সবসময় যা হয়।'

'রিও ডি জেনিরো,' প্যাট প্রশ্ন করল, 'তোমরা দু'জন একসাথে গিয়েছিলে সেখানে?'

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল গোটফ্রীড। মুহূর্তের জন্যে শীতল এক প্রবাহ অনুভব করলাম আমার মেরুদণ্ডে।

'ওদের দিকে তাকিয়ে দেখো,' খুব দ্রুত প্যাটকে বললাম আমি। সাথে সাথে অনুরোধের ধাঁচে পা মাড়িয়ে দিলাম লেন্‌ত্‌সের।

সিগারেটের আলোয় দেখলাম, প্রচ্ছন্ন একটা হাসি খেলে গেল লেন্‌ত্‌সের মুখে। চোখ টিপল সে। এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিল আমাকে। 'না, একসাথে নয়। সে-বারে আমি একাই ছিলাম। কিন্তু এখন বলো, আর একটু খাবে কি না।'

'না, আর নয়,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল প্যাট। 'বেশি মদ আমি খেতে পারি না।'

রিও ডি জেনিরো সম্পর্কিত ঘটনাটি কোন এক সময় বুঝিয়ে বলতে হবে প্যাটকে। গোটফ্রীড আসলে ঠিকই বলেছে—ভালবাসা চরিত্র নষ্ট করে দেয়।

রওনা দিলাম আমরা রাত এগারোটার দিকে। ভ্যালেন্টিন আর ফার্দিনান্দ গেল ট্যাক্সি নিয়ে। ভ্যালেন্টিন চালক। আমরা, বাকিরা, উঠলাম কার্লে। চমৎকার উষ্ণ রাত। ঘোরানো পথ দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল কস্টার। রাস্তার পাশের গ্রামগুলো ঘুমিয়ে আছে নিশুপ হয়ে। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। মাঝে-মধ্যে কেবল দু'একটি আলো চোখে পড়ছে, কুকুর ডাকছে থেকে থেকে। লেন্‌ত্‌স বসেছে ওটোর পাশে, সামনে। পেছনে আমরা বসে আছি গুটিসুটি মেরে।

ড্রাইভার হিসেবে কস্টার অসাধারণ। পাখির মত নাক নেয় সে। অন্যান্য রেসারদের মত পরিমিতির অভাব নেই তার ড্রাইভিং-এ। এত নিখুঁতভাবে বশে রাখে সে গাড়িকে যে, গাড়িতে বসে টেরই পাওয়া যায় না গতির তীব্রতা।

রাস্তার ঠিক সমান্তরালভাবে চলে গেছে রেললাইন। স্লিপিং কারওয়ালা একটা ট্রেন ছুটে চলেছে সেদিক দিয়ে। ট্রেনের জানালা থেকে লোকজন হাত নাড়ছে

www.BanglaBook.org

উদ্দেশ্যহীনভাবে। ট্রেনকে ওভারটেক করে আমাদের কার্ল দ্রুতগতিতে এগুতে থাকল শহরের দিকে।

কস্টার গাড়ি দাঁড় করাল গোরস্থানের পাশে। ওর ভাব দেখে মনে হলো, সে বুঝতে পেরেছে আমরা একটু একা থাকতে চাই। নেমে পড়লাম আমরা গাড়ি থেকে। বাকি দু'জনকে নিয়ে কার্ল চলে গেল দ্রুত। আমি ঘুরে তাকালাম ওদের দিকে। আমার দুই বন্ধু গাড়ি চালিয়ে চলে গেল, আর আমি রয়ে গেলাম এখানে—মুহূর্তের জন্যে কেমন যেন লাগল সেটা ভাবতে।

চিন্তাটা দূর করে ফেললাম মাথা থেকে। 'চলো,' প্যাটকে বললাম। এমন করে সে তাকিয়ে আমাকে দেখছে, যেন আঁচ করতে পেরেছে একটা কিছু।

'ওদের সাথে যাও,' বলল প্যাট।

'না,' আমি বললাম।

'আমি জানি, ওদের সাথে যেতে ইচ্ছে করছিল তোমার—'

'আহ্, বাদ দাও তো—' বললাম আমি। প্যাট আসলে সত্যি কথাই বলছে। 'চলো।'

গোরস্থানের পাশ দিয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত হাঁটলাম আমরা।

'বব,' প্যাট বলল, 'তারচে' ঘরে চলে যাই আমি।'

'কেন?'

'আমার জন্যে তোমাকে কোনকিছুর মায়া ত্যাগ করতে হোক, সেটা আমি চাই না।'

'কী বলছ তুমি পাগলের মত?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'কিসের মায়া ত্যাগ করছি আমি?'

'তোমার বন্ধুদের—'

'এটা কোন ব্যাপার হলো একটা? কাল সকালেই তো আবার দেখা হবে সবার সাথে।'

'আমি সেটা মীন করিনি, তুমি তা জানো,' বলল প্যাট। 'তুমি তো ওদের সাথে অনেক বেশি সময় কাটিয়ে অভ্যস্ত।'

'কারণ, তুমি তখন ছিলে না,' দরজা খুলতে খুলতে বললাম আমি।

মাথা নাড়ল ও। 'সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার সেটা।'

'ঈশ্বরের অশেষ কৃপা যে, সেটা আলাদা ব্যাপার।'

পাঁজাকোলা করে প্যাটকে তুলে করিডোর দিয়ে বয়ে নিয়ে গেলাম আমার ঘর পর্যন্ত।

'বন্ধুদের প্রয়োজন আছে তোমার,' আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল ও।

'তোমাকেও আমার প্রয়োজন।'

'অতটা নয়।'

'সেটা দেখা যাবে পরে।'

সশব্দে দরজা খুললাম আমি।

'বন্ধু হিসেবে আমি খুব মামুলি, রবি, বলতে পারো নিকৃষ্টমানের।'

'তা-ই হোক,' বললাম আমি। 'একজন মেয়ে খুব ভাল বন্ধু হবে, এটা আমি আশাও করি না। আমার প্রয়োজন প্রেমিকার।'

'কিন্তু সেটাও আমি নই,' বিড়বিড় করে বলল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে তুমি কী?'

'দুটোই অর্ধেক অর্ধেক করে। দুটোরই ভগ্নাংশ—'

'সেটাই সবচে' ভাল,' বললাম আমি। 'এ-রকম মেয়েকেই তো আজীবন ভালবাসা যায়। সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত এবং আদর্শ মেয়েকে ভুলে যাওয়াই বরং অনেক সহজ।'

ভোর চারটা বাজে। প্যাটকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি আমি। সবেমাত্র আকাশ ফর্সা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। চারদিকে সকালের গন্ধ।

ক্যাফে ইন্টারন্যাশনাল পেরিয়ে এসেছি সবেমাত্র। হঠাৎ খুলে গেল পাশের ট্রেড্স্ হলের দরজা। একটা মেয়ে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। মাথায় ছোট্ট টুপি, পরনে লাল রঙের জীর্ণ কোট, পায়ে চামড়ার বুট। পাশ কাটিয়ে প্রায় চলেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চিনতে পারলাম তাকে—'লিসা!'

'তুমি!' বলল সে।

'আর তুমি কোত্থেকে আসছ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি এদিক দিয়ে যাবে এখন। আর তাছাড়া, এটাই তো সচরাচর তোমার ঘরে ফেরার সময়।'

'সেটা অবশ্য ঠিক।'

'যাবে আমার সাথে?' প্রশ্ন করল সে।

ইতস্তত করলাম আমি। 'সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'তোমাকে টাকা দিতে হবে না,' দ্রুত বলে উঠল সে।

'না, সেটা কোন ব্যাপার নয়,' আমি বললাম উদাসীনভাবে। 'টাকা আছে আমার কাছে।'

'তাহলে, এই ব্যাপার?' তিক্তস্বরে বলল লিসা।

ওর হাত ধরলাম আমি। 'না, লিসা।'

ধূসর রঙের শূন্য রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে মলিন, ফ্যাকাসে মুখে। তার সাথে পরিচয় হয়েছিল বছর কয়েক আগে। একেবারে পাশবিক, বর্বর জীবন যাপন করতাম তখন। কোন আশা-প্রত্যাশা ছিল না জীবনে, তোয়াক্কাও করতাম না কোনকিছুর। সব মেয়ের মতই প্রথম প্রথম ততটা বিশ্বস্ত ছিল না সে। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে নিবেদিতপ্রাণ। অদ্ভুত এক ধরনের সম্পর্ক ছিল আমাদের। বহুদিন তাকে দেখিনি আমি—প্যাটের সাথে পরিচয় হবার পর তো নয়ই।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে, লিসা?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সেটা কি তোমার জানার প্রয়োজন আছে? আমি শুধু তোমাকে দেখতে চাচ্ছিলাম আবার। আর তাছাড়া, যেখানে খুশি যাবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে!'

'কেমন কাটছে তোমার দিনকাল?'

'সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে,' সে বলল।

ঈষৎ কাঁপছে তার ঠোঁট। মনে হলো, পেট পুরে খেতে পায়নি সে।

'আমি যাব তোমার সাথে, তবে খুব কম সময়ের জন্যে,' বললাম আমি।

শুনে ওর বেদনাবোধহীন, দুঃখী চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শিশুর মত। পথে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা দোকান পড়ল, সারারাত খোলা থাকে সেটা। ওর জন্যে কিছু খাবার কিনে নিলাম সেখান থেকে। প্রথমে রাজি হচ্ছিল না সে। ওকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমারও খিদে পেয়েছে বেশ। তারপর আর খুব বেশি আপত্তি করল না। আধা পাউণ্ড বেকন আর দু'টিন সসেজ কিনে রওনা দিলাম আমরা।

এক দালানের চিলেকোঠায় থাকে সে। নিজে সাজিয়েছে ঘরটি। টেবিলের ওপরে একটা তেলের বাতি, বিছানার পাশে একটি মোমবাতি রাখা বোতলের ভেতরে, পত্রিকা থেকে কাটা কাগজ সাঁটা গোটা দেয়াল জুড়ে, টেবিলের ড্রয়ারে গোটাকয়েক ডিটেকটিভ উপন্যাস, একটি প্যাকেটভর্তি নোংরা, অশ্লীল সব ছবি। ওর খদ্দেররা, বিশেষ করে বিবাহিত যারা, এ-সব ছবি দেখতে ভালবাসে। সেগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে জীর্ণ কিন্তু পরিষ্কার একটা টেবিলক্লথ বের করল সে।

খাবারের প্যাকেট খুলে ফেললাম আমি। ইতোমধ্যে কাপড় ছাড়তে শুরু করেছে লিসা। ওর বুট-জোড়া ঠিকমত ফিট করে না ওর পায়ে, সেটা আমি জানি। অথচ সেগুলো পরেই কত হাঁটতে হয় ওকে। প্রায় হাঁটু-অবধি উঁচু সেই একজোড়া বুট আর কালো অন্তর্বাস পরে দাঁড়িয়ে আছে লিসা।

'কেমন মনে হয় আমার পা-দুটো?' প্রশ্ন করল সে।

'ফার্স্ট ক্লাস! সবসময় যেমন ছিল।'

খুশি হয়ে বিছানায় এসে বসল সে। তারপর উবু হয়ে খুলতে লাগল বুটের ফিতে।

কাবার্ড থেকে সে বের করল কিমোনো, আর একজোড়া বিবর্ণ জরির স্যাণ্ডেল। সুসময়ে কেনা সে-সব। লিসা খুশি করতে চাচ্ছে আমাকে। এই ছোট্ট ঘরে হঠাৎ শ্বাসরুদ্ধকর এক অনুভূতি হলো আমার মনে।

খেতে বসে খুব সাবধানে কথা বলতে লাগলাম ওর সাথে। কিন্তু ও ঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছে—বদলে গেছে একটা কিছু। ভীরু চোখে সে তাকাতে লাগল আমার দিকে। সুযোগের সদ্ব্যবহার ছাড়া আমরা আর কিছুই করিনি। তবে সেটাই বোধহয় আবদ্ধ করে অপ্রতিশোধ্য ঋণে, বেঁধে ফেলে অন্য যে কোনকিছুর চেয়ে সুদৃঢ় বাঁধনে।

'তুমি চলে যাবে এখন?' আমি উঠে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করল সে—যেন এই ভয়টাই সে পাচ্ছিল এতক্ষণ।

'আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

আমার দিকে তাকাল সে। 'এত সকালে?'

'খুব জরুরী কাজ, লিসা।'

কিন্তু কোন মেয়েকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ নয়। অনুভূতিহীন হয়ে গেল লিসার মুখ।

'তোমার অন্য মেয়ে আছে।' স্পষ্ট এবং নিশ্চিত কণ্ঠস্বর ওর।

'কিন্তু, লিসা—আমরা পরস্পরের সম্পর্কে এত কম জানি, আর সেটাও প্রায় এক বছর আগের কথা—'

'না, আমি সে-কথা বলছি না। আসল কথা হলো, তোমার একজন ভালবাসার মেয়ে আছে। আমি ফীল করছি সেটা।'

'লিসা—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্বীকার করে ফেলো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি আসলে নিজেও জানি না, লিসা। সম্ভবত—'

মাথা নাড়ল সে। 'তা তো বটেই। আমি নিজেও তো স্টুপিড। আমাদের দু'জনের কমন কিছুই নেই—' কপালে হাত বুলিয়ে নিল সে।

কামনা-উন্মুখ পাতলা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে আমার সামনে। সেই জরির স্যাণ্ডেল—কিমোনো—অসংখ্য দীর্ঘ রাত— কত স্মৃতি···

'আজ আসি, লিসা—'

'তুমি চলে যাচ্ছ? আর একটু থেকে যাবে না? এখনই যেতে হবে?'

আমি জানি, কী বোঝাতে চাইছে সে। কিন্তু আমি তা করতে পারব না। ভেতর থেকে প্রতিরোধ আসছে—অনুভব করছি সেটা। আমি পারব না। আগে আমার কখনও হয়নি এ-রকম। বিশ্বস্ততার অতিশয় আদর্শবাদ আমার কখনোই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই অনুভব করলাম—এসব থেকে কতদূরে সরে গেছি আমি।

দরজার সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে। 'তুমি চলে যাচ্ছ?' দৌড়ে ফিরে এল সে ঘরের ভেতরে। 'এখানে, খবরের কাগজের নিচে, তুমি টাকা রেখেছ আমার জন্যে, আমি জানি। আমার চাই না ওসব। নিয়ে যাও—আমি জানি, তুমি আর আসবে না।'

'আসব না কেন? অবশ্যই আসব।'

'না, তুমি আর ফিরবে না। ফেরা উচিত হবে না তোমার। যাও, চলে যাও এখুনি—'

কাঁদছে লিসা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম আমি। পেছনে ফিরে তাকালাম না একবারও।

তেরো

'মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখার কোন দরকার নেই,' বললেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। 'অবাধে আসতে পারে সে। খুব ভাল মেয়েটি। আমার খুব পছন্দ ওকে।'

'কিন্তু আপনি তো তাকে দেখেননিও,' আমি উত্তর দিলাম।

'দেখেছি,' জোর গলায় ঘোষণা করলেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। 'তাকে দেখেছি এবং তাকে আমার পছন্দ। কিন্তু তোমার সাথে মানায় না তাকে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু আমি অনেক ভেবেও বের করতে পারিনি—কোন্ পানশালার মাটি খুঁড়ে তুমি আবিষ্কার করলে তাকে। তবে নিকৃষ্টতম ভবঘুরেও অবশ্য—'

'আমরা, মনে হয়, আসল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি,' তার কথার মাঝখানে বাধা দিলাম আমি।

'মেয়েটি হচ্ছে,' দু'হাত পেছনে নিয়ে বললেন তিনি, 'নিরাপদ ও সচ্ছল অবস্থার ভদ্র চরিত্রের পুরুষের জন্যে উপযুক্ত। সোজা কথায়, ধনী লোকের যোগ্য।'

একেবারে ঠিক জায়গামত সরাসরি আঘাত।

'এটা যে-কোন মেয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য,' উত্তেজিতভাবে বললাম আমি।

মাথার চুল দু'পাশে ঝাঁকালেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। 'অপেক্ষা করো, সময় হলেই দেখা যাবে, কী হয় ভবিষ্যতে।'

www.BanglaBook.org

'জাহান্নামে যাক ভবিষ্যৎ,' আমি বললাম। 'ভবিষ্যৎকে কে পাত্তা দেয় এখন? আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা এখন কেন?'

আমার কথায় আঘাত পেয়েছেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি, বোঝা গেল। রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন এপাশে-ওপাশে।

'তোমরা, এই তরুণরা, কমবয়সীরা, বড়ই অদ্ভুত। অতীতকে তোমরা ঘৃণা করো, বর্তমানকে অবজ্ঞা করো, আর তোমাদের কাছে ভবিষ্যৎ হলো আকর্ষণহীন এবং কৌতূহলশূন্য একটা নীরস ব্যাপার। এই তোমরা কী করে আশা করতে পারো যে, তোমাদের সবকিছু এগুবে একটা শুভ পরিসমাপ্তির দিকে?'

'তার আগে আমার জানা দরকার, শুভ পরিসমাপ্তি বলতে কী বোঝাচ্ছেন আপনি,' আমি বললাম। 'শুভ পরিসমাপ্তি হয় তখন, যখন তার আগের সব ঘটনা হয় অমঙ্গলজনক এবং বাজে। সেই হিসেবে অশুভ পরিসমাপ্তিই কি ভাল নয়?'

'এটা তো ইহুদি-মার্কা যুক্তি হলো,' বলে ধীর গতিতে ফাউ জালেভ্স্কি এগুতে লাগলেন দরজার দিকে। ছিটকিনিতে হাত দিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন তিনি।

'ডিনার স্যুট?' বিস্ময়ে তিনি বোধশক্তিহীন হয়ে পড়েছেন যেন। 'তোমার?'

ওটো কস্টারের ডিনার স্যুট ঝুলছে ওয়ারড্রোবের দরজায়। বড় বড় চোখ করে গভীর মনোযোগের সাথে তিনি সেটা দেখছেন। আজ প্যাটের সাথে থিয়েটারে যাবার কথা আমার। তাই ধার নিয়েছি।

'হ্যাঁ, আমার,' তিক্ত স্বরে জবাব দিলাম আমি।

তিনি তাকালেন আমার দিকে। তারপর হাসলেন বোকার মত।

'আচ্ছা!' বললেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। এ-রকম একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারলে অপার্থিব আনন্দে ছেয়ে যায় মেয়েদের মন। ব্যতিক্রম হলো না তাঁর ক্ষেত্রেও। 'আচ্ছা, এই ব্যাপার তাহলে···'

'হ্যাঁ, তা-ই, ডাইনী বুড়ি কোথাকার!' যাতে তাঁর কানে না যায়, সে-ভাবে বললাম কথাটি। তারপর বের করে বসলাম নতুন চামড়ার জুতোর প্যাকেট। রাগে সারা শরীর জ্বলছে আমার। ধনী লোকের যোগ্যতার গল্পো করতে এসেছে আমার কাছে—যেন আমি জানি না সে-কথা!

প্যাটকে ফোন করে ওর বাসায় গেলাম। কাপড়-চোপড় পরে একেবারে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল ও আমার জন্যে। সান্ধ্য পোশাকে আজই তাকে প্রথম দেখছি।

বুটিদার রেশমি রূপালি কাপড়ের ফ্রক ওর ঋজু কাঁধের ওপরে মসৃণ রেখায় ঝুলে আছে শোভনভাবে। পিঠের দিকে সূক্ষ্মকোণের গভীর একটি কাট। যেন নীল সন্ধ্যালোকের ভেতরে জ্বলছে রূপালি মশাল, দ্রুত ও বিস্ময়করভাবে ঘন ঘন বদলে যাচ্ছে সেটার রং। ওর ঠিক পেছনে যেন উত্তোলিত তর্জনিসহ দাঁড়িয়ে আছে ফ্রাউ জালেভ্স্কির ভূতের ছায়া।

'আমার ভাগ্য ভাল যে, তোমাকে এই পোশাকে আগে দেখিনি,' আমি বললাম। 'দেখলে তোমার পাশে কোনদিন ভিড়তে পারব—এমন চিন্তাও আসত না মাথায়।'

'এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, রবি।' হাসল প্যাট, 'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর! অসাধারণ! এই পোশাকে তোমাকে একদম নতুন মনে

www.BanglaBook.org

'পোশাক পরার উদ্দেশ্যই তো সেটা।'

'তা হতে পারে। তবে পোশাকটা আমাকে, একটু হলেও, হীনম্মন্যতায় ভোগাচ্ছে। মনে হচ্ছে তোমার সাথে খাপ খেতে পারে অন্য কোন পুরুষ—যার অনেক টাকা আছে।'

হাসল সে। 'টাকাওয়ালা লোকেরা জঘন্য হয়, রবি।'

'কিন্তু টাকা তো নয়।'

'সেটা ঠিক,' ও বলল।

'টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না ঠিকই,' আমি বললাম, 'তবে স্বস্তির কারণ হতে পারে সেটা।'

'তুমি যদি চাও, তো অন্য পোশাক পরতে পারি আমি।'

'কক্ষনো না। অসাধারণ লাগছে তোমাকে। আজ থেকে আমি পোশাক-নির্মাতাদের স্থান দেব দার্শনিকদেরও ওপরে। এই পার্থিব সৌন্দর্য দুর্বোধ্য সব ধ্যান-তপস্যার চেয়ে হাজার গুণে ভাল। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে ভালবেসে ব্যর্থ হব আমি।'

হাসল প্যাট।

আড়চোখে গোপনে আমি তাকালাম নিজের পোশাকের দিকে। কস্টার আমার চেয়ে সাইজে বড়। বাধ্য হয়ে সেফটি-পিন দিয়ে কিছু কেরিক্যাচার করতে হয়েছে প্যান্টে। সফল ভাবেই করতে পেরেছি সে-সব।

ট্যাক্সি ভাড়া করে থিয়েটারে গেলাম আমরা। প্রবেশ-পথে গিজগিজ করছে লোকজন। অজস্র গাড়ি এসে থামছে সেখানে, বহুমূল্য অলঙ্কার-শোভিত হয়ে, অতুলনীয় সন্ধ্যা পোশাক পরে নেমে আসছে মহিলারা। পুরুষদের মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ, কী নিশ্চিন্ত তাদের জীবন। কী ভাবনাহীন তারা। হতবাক হয়ে আমি দেখছি তাদের।

'চলো, রবি,' প্যাট ডাকল। উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে ওর মুখ। 'এখুনি শুরু হয়ে যাবে।'

টিকেট বদলে বক্সের টিকেট কিনলাম আমি, গলা-কাটা দাম পড়ল যদিও। তা চুকুক। এ-সব আত্মবিশ্বাসী লোকদের মাঝখানে প্যাট বসবে, সেটা আমি চাই না। আমি একা থাকতে চাই ওর সাথে।

থিয়েটারে আমি আসিনি বহুদিন। প্যাট না চাইলে আসা হত না আজও। থিয়েটার, কনসার্ট, বই-পত্র—এসব মধ্যবিত্ত-প্রবৃত্তি প্রায় হারিয়েই ফেলেছি আমি। রাজনীতি তো থিয়েটারেরই প্রতিচ্ছবি—রাতের গুলির শব্দ কনসার্টের মত—দারিদ্র্যের বিশাল গ্রন্থ যে-কোন লাইব্রেরীর চেয়ে বেশি শক্তিধর।

থিয়েটার শুরু হতেই আমি চেয়ার টেনে নিয়ে গেলাম বক্সের কোণে। স্টেজ কিংবা পাত্র-পাত্রীর বার্নিশ-করা মুখ দেখার কোন প্রয়োজন নেই আমার। বাজনা শুনতে লাগলাম সেখানে বসে, আর চেয়ে রইলাম প্যাটের মুখের দিকে।

সবকিছুকে মোহিত করে, সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দখিনা বাতাসের মত, উষ্ণ রাতের মত বেজে চলেছে সঙ্গীত—সম্পূর্ণ অপার্থিব, অলৌকিক। মুছে যেতে লাগল জীবনের

www.BanglaBook.org

অন্ধকার স্রোতধারা; আর কোন দায়-দায়িত্ব নেই, ভার নেই; সীমা-পরিসীমা নেই; আছে শুধু সৌন্দর্য, দ্যুতি, সুর আর ভালবাসা; ভুলে গেল সবাই—থিয়েটার হলের বাইরে সদর্পে রাজত্ব করছে দারিদ্র্য, যন্ত্রণা আর হতাশা।

স্টেজ থেকে আলো এসে পড়েছে প্যাটের মুখের ওপরে, রহস্যময়ী লাগছে ওকে। থিয়েটারে ডুবে গেছে ও। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ছে না একবারও, অন্ধকারে আমার হাতও তুলে নেয়নি হাতে, যেন পুরোপুরি ভুলেই গেছে আমাকে। দেখে ভাল লাগল। দুটো জিনিস একসাথে গুলিয়ে ফেলা আমার ঘোর অপছন্দ। 'ভালবেসে এক হয়ে যাওয়া'—গা জ্বালা করে কথাটি শুনলে। আমি মনে করি সত্তার একান্ত নিঃসঙ্গতার প্রয়োজন আছে। যারা সবসময় একা থাকে, একত্রে থাকার আনন্দ উপভোগ করে কেবল তারাই।

আলো জ্বলে উঠল। প্যাট ঘুরে তাকাল আমার দিকে। দরজার সামনে ভিড় করে আছে লোকজন। এখন বিরতি।

'বাইরে যেতে চাও?' প্রশ্ন করলাম ওকে।

মাথা নাড়ল প্যাট। চায় না।

আমি গেলাম ওর জন্যে এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস আনতে। বুফে অবরোধ করে রেখেছে লোকজন। সঙ্গীত বোধহয় অস্বাভাবিক ক্ষুধার্ত করে ফেলে সবাইকে। গরম-গরম সসেজ এমন গোগ্রাসে গিলছে সবাই, যেন দুর্ভিক্ষ লেগেছে চারদিকে।

জুসের গ্লাস হাতে করে বক্সে ফিরে এসে দেখি, প্যাটের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কে যেন। আর সেদিকে মাথা ঘুরিয়ে তার সাথে প্রাণবন্তভাবে কথা বলছে প্যাট।

'রবার্ট, এটা হলো হের ব্রুয়ার,' প্যাট তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল আমার।

ব্রুয়ার না ষাঁড়! বিতৃষ্ণভাবে তার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম আমি। আর প্যাটও আমাকে রবি নয়, রবার্ট নামে ডাকল! গ্লাসটি প্যারাপেটের ওপরে রেখে যুবকটি না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রস্তুতি নিলাম আমি। চমৎকারভাবে তৈরি ডিনার স্যুট পরে আছে সে। আজকের থিয়েটারের মান এবং দর্শক সম্পর্কে কথা বলছে সে অনর্গল।

আমার দিকে ঘুরে প্যাট বলল, 'থিয়েটার শেষ হলে "দ্য কাস্‌কেড"-এ যাবার প্রস্তাব দিচ্ছে হের ব্রুয়ার। আমরা কি যাব?'

'তুমি যা চাও, তা-ই হবে,' উত্তর দিলাম আমি।

ওখানে গেলে বেশ নাচ-টাচ হবে, সেটা বিশ্লেষণ করছে ব্রুয়ার। সন্দেহ নেই, ভীষণ অমায়িক এবং ভদ্র সে। আমারও বেশ লাগছে তাকে। তবে এক ধরনের বিসদৃশ আড়ম্বর আছে তার ভেতরে। হঠাৎ—নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো আমার—শুনলাম, সে প্যাটকে বলছে, 'মাই ডিয়ার'। এটা বলার হাজারটা যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে, সেটা জানি। তবু ইচ্ছে হলো, এই মুহূর্তে দু'হাতে তাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিই বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে।

বেল বেজে উঠল।

'তা-ই কথা রইল, বাইরে আমরা দেখা করব,' বলে চলে গেল ব্রুয়ার।

'ভ্যাগাবণ্ডটি কে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ভ্যাগাবণ্ড নয় সে, বরং খুব ভাল ছেলে। আমার পুরানো বন্ধু।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পুরানো বন্ধুদের ব্যাপারে আমার কিছু আপত্তি আছে,' বললাম আমি।

'ডার্লিং,' উত্তর দিল ও, 'কিন্তু শোনো—'

কাস্‌কেড! টাকা-পয়সার হিসেব কষতে লাগলাম মনে মনে। অনেক খরচের ব্যাপার।

হের ক্রুয়ার বাইরে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। তাকে দেখে আমার আবার মনে পড়ল ফ্রাউ জালেভ্‌স্কির অমঙ্গলসূচক ভবিষ্যদ্বাণী।

ইশারা করে ট্যাক্সি ডাকলাম আমি।

'ট্যাক্সির দরকার হবে না,' ক্রুয়ার বলল। 'আমার গাড়িতে যথেষ্ট জায়গা আছে।'

'গুড,' আমি বললাম। এই সময়ে অন্য কিছু করতে গেলে সেটা হাস্যকর হত ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থাটিও মনঃপূত হলো না আমার।

ক্রুয়ারের কারটি চিনতে পারল প্যাট। সোজা হেঁটে গেল গাড়ির কাছে।

'রঙ বদলিয়েছ?' গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুয়ারকে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, ধূসর রঙ,' ক্রুয়ার উত্তর দিল। 'এই রঙটা আগের চেয়ে ভাল হয়েছে না?'

'হ্যাঁ, অনেক ভাল।'

আমার দিকে তাকাল ক্রুয়ার। 'আপনার কী মনে হয়? রঙটা পছন্দ আপনার?'

'আমি তো জানি না, আগে কী রঙ ছিল আপনার গাড়ির।'

'কালো।'

'গাড়িকে কালো রঙে খুব ভাল মানায়।'

'তা সত্যি। তবে মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য ভাল লাগে, বোঝেনই তো। শরৎকালে আবার নতুন রঙ করিয়ে নেব।'

খুব ফ্যাশনদুরস্ত ডান্‌স ক্লাব 'দ্য কাসকেড'।

'মনে হচ্ছে, লোকজনে ভর্তি একেবারে।' ঢুকবার মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে খুশি হয়ে উঠলাম আমি।

'খুব দুঃখের বিষয়,' প্যাট বলল।

'ঘাবড়ানোর দরকার নেই। সব ম্যানেজ করে নেব আমরা,' ঘোষণা করল ক্রুয়ার। তারপর কথা বলল ম্যানেজারের সাথে। মনে হচ্ছে, ক্রুয়ার খুব পরিচিত এখানে। কয়েক মিনিটের ভেতরেই গোটা রুমের সবচে' ভাল জায়গা পেয়ে গেলাম আমরা। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে পুরো ডান্স ফ্লোর।

বাদ্যযন্ত্রীরা ট্যাঙ্গো বাজাচ্ছে।

'বহুদিন হলো নাচি না আমি,' বলল প্যাট।

ক্রুয়ার দাঁড়াল। 'নাচবে? চলো।'

উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে প্যাট তাকাল আমার দিকে। 'আমি এর মধ্যে কিছু খাবার অর্ডার দিয়ে দেব,' বললাম আমি।

অনেক সময় ধরে বাজল ট্যাঙ্গো। মাঝে-মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে প্যাট, মৃদু হাসছে। উত্তরে মাথা ঝাঁকাচ্ছি আমি। অপরূপ লাগছে ওকে, নাচছেও চমৎকার। দুর্ভাগ্যবশত চমৎকার নাচছে ক্রুয়ারও এবং খুব মানাচ্ছে দু'জনকে। তাদের নাচ দেখে মনে হচ্ছে, আগেও তারা নেচেছে একসাথে। বড় রামের অর্ডার দিলাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরে এল তারা। ব্রুয়ার গেল তার পরিচিত কিছু লোকের সাথে আলাপ করতে। আমরা একা হলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

'একে তুমি কতদিন ধরে চেনো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বহুদিন। কেন?'

'শুধু জানার জন্যে। তুমি তার সাথে কি প্রায়ই আসতে এখানে?'

'না, রবি, ওর সাথে আগে কখনও এখানে এসেছি বলে মনে পড়ে না,' আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে উত্তর দিল ও।

'এসব ব্যাপার তো মনে থাকার কথা,' প্যাট যা বলেছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝেও একগুঁয়ের মত বললাম আমি।

হেসে প্রতিবাদ জানাল ও মাথা নেড়ে। এই মুহূর্তে ওকে ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। ও আমাকে বোঝাতে চাইছে, যা কিছু ছিল, সব ভুলে গেছে ও। কিন্তু কী একটা ব্যাপার স্বস্তি দিচ্ছে না আমাকে, মাঝে-মাঝে সেটাকে আমার নিজেরই খুব হাস্যকর মনে হচ্ছে। তবু ঝেড়ে ফেলতে পারছি না সেটাকে। টেবিলের ওপরে গ্লাস রেখে প্যাটকে বললাম, 'তুমি নির্ভয়ে এবং নিঃসংকোচে সবকিছু বলতে পারো আমাকে। এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।'

ও আমার দিকে তাকাল আবার। 'তোমার কি মনে হয়, ওর সাথে এখানে আমার অন্যরকম ব্যবহার করার দরকার ছিল?'

'না,' লজ্জিত হয়ে বললাম আমি।

বাজনা বেজে উঠল আবার। ব্রুয়ার ফিরে এল। 'রুজ,' আমাকে বলল সে। 'আপনি নাচবেন না?'

'না,' আমি জবাব দিলাম।

'দুঃসংবাদ।'

'রবি, অন্তত একবার নাচো,' প্যাট বলল।

'আমি নাচব না।'

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইল ব্রুয়ার।

'আমি নাচতে জানি না,' অমার্জিতভাবে বললাম আমি। 'কখনও শিখিনি। আসলে সময় ছিল না কখনও। আপনারা নাচুন। আমি এখানে বসেই নিজের মনোরঞ্জন করছি।'

ইতস্তত করল প্যাট।

'কিন্তু, প্যাট—' আমি বললাম। 'যাও, নাচো। তুমি তো খুব এনজয় করছ।'

'সেটা সত্যি—কিন্তু এখানে বসে থেকে তুমি কী এনজয় করছ?'

'কেন, দেখছ না?' গ্লাস দেখিয়ে বললাম ওকে। 'এটাও এক ধরনের নাচ।'

ওরা চলে গেলে ইশারায় ওয়েটারকে ডেকে গ্লাস ফাঁকা করে দিলাম আমি। তারপর টেবিলে রাখা নোনতা বাদাম গুণতে লাগলাম অলসভাবে। আমার পাশে বসে আছে ফ্রাউ জালেভ্স্কির ছায়া।

আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে টেবিলে ফিরে এল ব্রুয়ার। দু'জন সুদর্শনা মহিলা আর একজন যুবক—পুরো মাথা জুড়ে তার টাক। চার নম্বর এসে যোগ দিল অচিরেই। সবাই ভীক্ষ্ণ প্রাণবন্ত, হাসি-খুশি, খুব সহজ, সাবলীল তাদের আচরণ। চারজনকেই চেনে প্যাট।

www.BanglaBook.org

মাটির ভারী পিণ্ডের মত মনে হলো নিজেকে। এতদিন পর্যন্ত সবসময় থেকেছি কেবল প্যাটের সাথে। ওর পরিচিতজনদের মধ্যে বসে আছি আজই প্রথম। কীভাবে ওদের সাথে কথা শুরু করব, বুঝতে পারছি না। ওদের আচার-ব্যবহার কত স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক। ওদের জীবনে সবকিছুই যেন নির্বিঘ্ন, সহজসাধ্য আর নিরুপদ্রব। ওরা যেন অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা। লেনৎস আর কস্টারের সাথে থাকলে এই দুর্ভোগটা হয় না আমার। কিন্তু এখানে বসে আছে প্যাটের পরিচিতি লোকজন, ঝামেলাটা হয়েছে সেখানেই।

অন্য কোথাও যাবার প্রস্তাব দিল ক্রুয়ার।

'রবি,' বেরুবার সময় প্যাট বলল আমাকে, 'তুমি কি ঘরে ফিরে যাবে এখন?'

'না,' বললাম আমি। 'কেন?'

'তুমি নিশ্চয়ই খুব বোর ফীল করছ।'

'মোটেও না। বোর ফীল করব কেন? বরং উল্টোটা। আর তুমিও তো এনজয় করছ খুব।'

আমার দিকে তাকাল ও, কিন্তু বলল না কিছুই।

এবার [illegible] ড্রিঙ্ক করতে শুরু করলাম আমি। টাক-মাথা যুবকটি লক্ষ করল সেটা, জানতে চাইল, কী খাচ্ছি আমি।

'[illegible],' [illegible] বললাম।

'[illegible]?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না,' জানালাম আমি।

সে চেখে দেখল এক চুমুক। ওতেই রীতিমত শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল তার। 'সর্বনাশ!' বলল সে সশ্রদ্ধভাবে। 'অভ্যেস না থাকলে এটা খাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার!'

মহিলা দু'জনেরও নজর এড়াল না এটা। ওদিকে প্যাট আর ক্রুয়ার নাচছে। প্যাট মাঝে মাঝেই ঘুরে তাকাচ্ছে আমার দিকে। কিন্তু সেদিকে আর তাকাচ্ছি না আমি। জানি, ব্যাপারটা অশোভন, কিন্তু আমার কোন হাত নেই যেন এতে।

অন্যেরা আমার মদ খাবার ব্যাপারটি লক্ষ করছে—সেটাও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল আমার জন্যে। অন্যদের মোহিত করবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। উঠে বারে গেলাম। প্যাটকে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে, পরিচিত লোকজনের সাথে জাহান্নামে যেতেও সে রাজি।

টাক-মাথা অনুসরণ করল আমাকে। মিক্সারসহ ভোদকা খেলাম আমরা। খুব নিস্তেজ মনে হলো টাক-মাথাকে। সে বলল, কয়েক বছর প্যাটের প্রেমিক ছিল ক্রুয়ার। 'সত্যি?' আমি বললাম। বিদ্রূপের হাসি হাসল সে। তার কথাটা গেঁথে গেল আমার মধ্যে। অনুভব করলাম, অন্য কারও নয়, নিজের ক্ষতি আর ধ্বংস সাধনের একটা শীতল স্পৃহা জেগে উঠল আমার মনে।

আর একটু খাবার পর বন্ধ হয়ে এল টাক-মাথার কথা। কেটে পড়ল সে। আমি বসেই রইলাম সেখানে। হঠাৎ আমার বাহুতে অনুভব করলাম সুগঠিত, দৃঢ় স্তনের চাপ। সেই দু'জন যুবতীর একজন। আমার খুব কাছে এসে বসেছে। সবুজ-সবুজ চোখের তির্যক দৃষ্টির সোহাগ-পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে সে আমার ওপরে। এ-রকম দৃষ্টির পরে বলার কিছু থাকে না— থাকে কেবল কিছু করার।

www.BanglaBook.org

'এভাবে মদ খাওয়াটা আসলেই বিস্ময়কর,' কিছুক্ষণ পরে বলল সে। আমি নিশ্চুপ রইলাম। আমার গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। টিকটিকির মত সেই হাত—শুকনো এবং বলিষ্ঠ, চকমক করছে অলঙ্কারে—খুব আস্তে আস্তে এগুচ্ছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে যেন। কী হতে চলেছে, আমি জানি। দাঁড়াও, ঠাণ্ডা করছি তোমাকে—ভাবলাম আমি। আমাকে চিনতে পারোনি তুমি। ভেবেছ—আমি একটু হতাশ, অন্যমনস্ক। ভুল করছ তুমি। মেয়েমানুষ আমি ইতোমধ্যে অনেক পেয়েছি—ভালবাসাই পাইনি শুধু। আর এই বোধের অতীত ব্যাপারটিই যন্ত্রণা দিচ্ছে আমাকে সারাক্ষণ।

কথা বলতে শুরু করল যুবতীটি। কথা নয় যেন কাচ ভাঙার শব্দ। দেখলাম, প্যাট তাকাচ্ছে এদিকে। পাত্তা দিলাম না আমি সেটাকে। এবং পাত্তা দিলাম না পাশে-বসা মেয়েটিকেও। আমার মনে হলো, আমি পড়ে যাচ্ছি অতল এক গহবরের ভেতরে, যেখানে ক্রুয়ার এবং তার লোকজনদের দিয়ে কিছু করার নেই, করার নেই প্যাটকে নিয়েও। বাস্তবতা কেবল জাগিয়ে তোলে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু তুষ্ট করে না, তৃপ্ত করে না কখনও। আর এর থেকেই জেগে ওঠে গোপন বিষণ্নতা।

প্যাটের দিকে তাকালাম আড়চোখে। রূপালি পোশাকে নাচছে ও—সজীব, প্রফুল্ল। আমি ওকে ভালবাসি। এখন যদি বলি, 'এসো,' চলে আসবে ও। কোন বাধাই নেই আমাদের মাঝখানে। তবু মাঝে-মধ্যে সবকিছু কেমন রহস্যময় উপায়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যন্ত্রণায়, অশান্তিতে, উদ্বেগে। কিছু জিনিসের গণ্ডি থেকে প্যাটকে আমি মুক্ত করতে পারব না কখনও, মুক্ত করতে পারব না কোন দৈব ঘটনা থেকে, ওর অতীত থেকে, ওর শত শত চিন্তা আর স্মৃতি থেকে, বেড়ে ওঠার ধরন থেকে, এমনকি ওর এইসব পরিচিতজন থেকে···

আমার পাশে বসা যুবতীটি তার সেই কাচ-ভাঙা গলায় কথা বলেই চলেছে অবিরাম। রাতের জন্যে একজন সঙ্গী খুঁজছে সে। ভুলতে চায় সে নিজেকে, ভুলতে চায় দুঃখ-যন্ত্রণা। মনের গহীনে আমার আর তার চাওয়া কি আসলে একই রকম নয়? জীবনের একাকীত্ব ভোলার জন্যে আমার মত তারও সঙ্গী প্রয়োজন, অস্তিত্বের অর্থহীনতা দূর করতে প্রয়োজন একজন বন্ধুর।

'আমরা ফিরে যাব এখন,' বললাম আমি। 'তোমার চাওয়া আর আমার চাওয়া—দুটোই আসলে নিরর্থক, মূল্যহীন।'

আমার দিকে তাকাল সে এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর হেসে উঠল উচ্চস্বরে।

খুব মুড়ে আছে ক্রুয়ার, কথা বলছে অনর্গল। প্যাট একটু চুপচাপ হয়ে পড়েছে, কোন প্রশ্ন করছে না আমাকে, ভর্ৎসনা করছে না, চেষ্টা করছে না কোনকিছু বিশ্লেষণ করতে। মাঝে-মাঝে উঠে নাচতে যাচ্ছে—নাচছে সে যান্ত্রিকভাবে, পুতুলের মত।

টাক-মাথা কফি খাচ্ছে এক কোণে বসে। টিকটিকি-হাত যুবতী চুপচাপ তাকিয়ে আছে শূন্যের দিকে। অতিশয় ক্লান্ত এক ফুল-বিক্রেতার কাছ থেকে এক তোড়া গোলাপ কিনল ক্রুয়ার। সেগুলো ভাগ করে দিল প্যাট আর দুই যুবতীকে।

'চলো, আমরা একবার নাচি এক সাথে,' আমাকে বলল প্যাট।

'না,' বললাম আমি। ভীষণ মূর্খ আর হীন মনে হলো নিজেকে, তবু আবার বললাম, 'না, প্যাট।'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বলল ও।

'না,' আমি জবাব দিলাম।

আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

'আপনাকে ঘরে পৌঁছে দেব আমি,' ক্রয়ার বলল আমাকে।

'খুব ভাল হয় তাহলে,' বললাম আমি।

গাড়িতে বসে খুব ক্লান্ত আর মলিন মনে হলো প্যাটকে। ও বসে আছে অনড় হয়ে। ওর নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। ক্রয়ার দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে প্যাটের বাসার দিকে। তার মানে, সে জানে—প্যাট কোথায় থাকে।

গাড়ি থেকে নামল প্যাট। ক্রয়ার চুমু খেলো ওর হাতে।

'গুড নাইট,' ওর দিকে না তাকিয়েই বললাম আমি।

'আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেব?' ক্রয়ার জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'পরের মোড়ে নামিয়ে দিলেই চলবে,' আমি জানালাম।

'আমি আপনাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি সানন্দে,' মার্জিত স্বরে দ্রুত প্রস্তাব দিল ক্রয়ার।

আমাকে প্যাটের বাসায় যাওয়া থেকে ঠেকাতে চায় সে। গা জ্বালা করে উঠল আমার মনে হলো, ঘুসি হাঁকিয়ে দিই একখানা।

'ঠিক আছে, তাহলে আমাকে "দ্য বার ফ্রেন্ডী"-তে নিয়ে চলুন,' আমি বললাম।

'এত রাতে আপনাকে ঢুকতে দেবে ওখানে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে,' উত্তর দিলাম আমি। 'এখনও যে-কোন জায়গায় আমি ঢুকতে পারব।'

কথাটা বলেই অনুশোচনা হলো আমার। আজ সারা সন্ধে মন ভাল ছিল ক্রয়ারের, চমৎকার সময় কাটিয়েছে সে। উচিত হলো না সেটা নষ্ট করে দেয়া।

প্যাটের কাছে যেভাবে বিদায় নিয়েছিলাম, তারচে' অনেক ভদ্রোচিতভাবে বিদায় নিলাম ক্রয়ারের কাছ থেকে।

তখনও বার ভর্তি লোকজন। লেন্‌ত্স আর ফার্দিনান্দ গ্রাউ পোকার খেলছে বোলউইসের সাথে।

'বসো, বব,' গোটফ্রীড বলল; 'পোকারের মৌসুম শুরু হয়েছে।'

'না, খেলব না,' জানালাম আমি।

'বসে বসে দেখো তাহলে,' টেবিলের ওপরে স্তূপ করে রাখা টাকার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল গোটফ্রীড।

ফার্দিনান্দ সিগারেট এগিয়ে দিল আমাকে। এখানে বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু এটা সত্যি, পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে পেয়েছি এতক্ষণে। সারাটা সন্ধে ভাল কাটেনি আমার, আমার কিছু ভাল লাগছিল না।

'আধ বোতল রাম দিয়ে যাও এদিকে,' ফ্রেডকে ডেকে বললাম আমি।

'ওর সাথে পোর্ট মিশিয়ে খেয়ে দেখো,' লেন্‌ত্স প্রস্তাব দিল।

'না,' উত্তর দিলাম আমি। 'এক্সপেরিমেন্ট করার সময় নেই। আমি মাতাল হতে চাই।'

www.BanglaBook.org

'তাহলে মিষ্টি লিকার নাও,' বলল লেন্‌ত্‌স। 'কিন্তু কী ব্যাপার, ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, মনে হয়!'

'ননসেন্স!'

'বললেই হলো! তুমি, আর যাকে হোক, এই লেন্‌ত্‌সকে ফাঁকি দিতে পারবে না, যে তোমার হৃদয়ঘটিত সকল প্রকার চিকিৎসার জন্যে সর্বদা নিয়োজিত। বলে ফেলো, কী হয়েছে।'

'একজন মেয়ের সাথে একজন পুরুষ ঝগড়া করতে পারে না। বড়জোর উদ্বিগ্ন হতে পারে তার জন্যে।'

'রাত তিনটের সময় অত ফিলোসফি ঝাড়তে হবে না,' বলল লেন্‌ত্‌স। 'আমি যেমন আমার প্রত্যেকটা মেয়ের সাথে ঝগড়া করেছি। ঝগড়া না হলে বুঝবে সবকিছু শেষ হতে চলেছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের সাথে বসে খেললাম ঘণ্টাখানেক। রোজগার হলো ভালই। বোলউইস গো-হারা হারল। আমি মদ খেলাম প্রচুর। কাজের কাজ কিছুই হলো না, মাথাব্যথা বাড়ল শুধু। ভেতরে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে আমার।

'হয়েছে, থামো এবারে,' লেন্‌ত্‌স আমাকে বলল, 'কিছু খেয়ে নাও আগে। ফ্রেড, ওকে একটা স্যাণ্ডউইচ আর কিছু সারডিন মাছ দিয়ে যাও। বব, টাকাগুলো ভরে ফেলো পকেটে।'

কার্লের প্রসঙ্গ তুলল বোলউইস। সে ভুলতে পারে না কিছুতেই , কী করে কার্লের কাছে হেরে গিয়েছিল তার স্পোর্টস কার। কার্লকে কিনে নিতে চায় সে। আশা ছাড়েনি এখনও।

'গোটফ্রীড, তুমি নাচতে পারো?' প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অবশ্যই! আমি একসময় নাচ শিখিয়েছি পর্যন্ত। কেন, ভুলে গেছ তুমি?'

'ভুলে গেছে—ওকে ভুলে যেতে দাও,' শুরু হয়ে গেল ফার্দিনান্দ গ্রাউর বক্তৃতা। 'চিরন্তন যৌবনের প্রধান শর্ত হলো ভুলে যাওয়া। মানুষ বুড়িয়ে যায় স্মৃতির ভারে।'

'তুমি নাচ শেখাবে আমাকে?' লেন্‌ত্‌সকে প্রশ্ন করলাম আমি।

'এক দিনের মধ্যে শিখিয়ে দেব,' বলল সে। 'কিন্তু তোমার সমস্যাটা কী?'

'কোন সমস্যা নেই,' বললাম আমি [illegible]

'এটা আমাদের সময়ের অসুখ, বব,' ফার্দিনান্দ বলল। 'উটকো একটা ঝামেলা। বেশ হত মাথা ছাড়া জন্মাতে পারলে।'

সেখান থেকে গেলাম ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালে। রোজা তখনও সেখানে বসে। মেয়ের জন্যে উলের মোজা বানাচ্ছে। সেটার প্যাটার্ন দেখাল সে আমাকে।

'কেমন কাটছে দিনকাল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'খারাপ। টাকা-পয়সা নেই একদম।'

'আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি। এই যে, নাও—পোকার খেলে জিতেছি।'

রোজার সাথে বসে আরও কয়েক গ্লাস খেলাম। তারপর দাঁড়ালাম বাইরে এসে। রাস্তাঘাট একেবারে শূন্য। রাতের ঠাণ্ডা আকাশের নিচে অন্ধকার জানালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো। হঠাৎ প্যাটের জন্যে কেমন করে উঠল মনটা। ওকে পাবার উন্মুখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসনায় আপ্লুত হলো আমার হৃদয়। মনে হলো, আমি পড়ে যাব এখানে। সারা সন্ধে, আমার আচরণ—সব অর্থহীন ছিল, বুঝতে পারছি এখন।

এক বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। কেন এমন করলাম আজ? আমার কি মস্তিষ্ক-বিভ্রান্তি ঘটেছিল! নইলে যুক্তিহীন, অন্যায় এবং অসংলগ্ন আচরণ আমি করতে পারলাম কেমন করে? কী করে পারলাম শ্রমসাধ্য সম্পর্কটি নিমেষে ধ্বংস করে দিতে? বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানেই। জানি না, কী করার আছে এখন। ঘরেও যেতে ইচ্ছে করছে না। গেলে আরও খারাপ লাগবে। হঠাৎ মনে পড়ল, অ্যাল্‌ফন্‌সের বার নিশ্চয়ই এখনও খোলা। ভোর পর্যন্ত কাটিয়ে দেবার প্ল্যান নিয়ে গেলাম সেখানে।

ঢুকবার সময় তেমন কিছুই বলল না অ্যাল্‌ফন্‌স। এক নজর আমার দিকে তাকিয়ে খবরের কাগজ পড়ায় মনোযোগ দিল আবার। টেবিলে বসে ঝিমুতে লাগলাম আমি। বারে তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই। প্যাটের কথা ভাবছি সারাক্ষণ। মনে পড়ল, কেমন অদ্ভুত আচরণ করেছিলাম আমি। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে পড়তে লাগল প্রত্যেকটি ঘটনা। এবং হঠাৎ লক্ষ করলাম—সব দোষ আসলে আমার, আমিই দায়ী সবকিছুর জন্যে। বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি। টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছি। অকস্মাৎ রক্ত চড়ে গেল মস্তিষ্কে। তিক্ত রাগে নিজের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম আমি। হ্যাঁ, আমারই তো দোষ। সবকিছু ধ্বংস করেছি আমি নিজের হাতে।

হঠাৎ ভাঙার ঝন্‌ঝন্ শব্দ হলো হঠাৎ। হাতের মুঠোর সমস্ত শক্তি দিয়ে গ্লাসটি চেপে ধরে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলেছি আমি।

উঠে দাঁড়াল অ্যাল্‌ফন্‌স। 'এটা কি তোমার আনন্দ প্রকাশের একটা ধরন?'

আমার হাতে গেঁথে যাওয়া কাচের টুকরো টেনে বের করতে লাগল সে। 'দুঃখিত,' আমি বললাম। 'মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি কোথায় আছি।'

হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে অ্যাল্‌ফন্‌স বলল, 'বেশ্যাখানায় গিয়ে পড়ে থাকোগে, যাও।'

'আসলে রাগের বশে ব্যাপারটা হঠাৎ হয়ে গেল।'

'ওসব রাগ-টাগ হেসে উড়িয়ে দিতে হয়। বেশি পাত্তা দিলে, দুশ্চিন্তা করলেই বিপদ,' বলল অ্যাল্‌ফন্‌স। তারপর রেকর্ড চড়িয়ে দিল তার গ্রামোফোনে। খুব দ্রুত হালকা হয়ে আসতে শুরু করল সবকিছু।

ঘরের দিকে রওনা হলাম আমি। অ্যাল্‌ফন্‌সের ওখান থেকে বেরুবার আগে বড় এক গ্লাস ফেরনেট-ব্র্যাংকা খেয়ে এসেছি। রাস্তাকে সমতল মনে হচ্ছে না আর। কাঁধ হয়ে পড়েছে লোহার মত ভারী। চোখের পাতায় অনুভব করছি কুঠারের নরম আঘাত। শেষ হয়ে গেছি আমি।

সিঁড়ি বেয়ে কোনমতে ওপরে উঠে চাবি হাতড়াতে লাগলাম পকেটে। সেই আধো-অন্ধকারে শুনতে পেলাম নিঃশ্বাসের শব্দ। অস্পষ্ট, ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল কয়েক ধাপ ওপরে সিঁড়িতে উবু হয়ে বসে আছে কে যেন। ওপরে উঠলাম তিন ধাপ।

'প্যাট—' বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। 'প্যাট, তুমি এখানে কী করছ?'

নড়ে উঠল ও। 'মনে হচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'তুমি এখানে এলে কী করে?'

www.BanglaBook.org

'তোমাদের বোর্ডিং-হাউসের চাবি তো আছে আমার কাছে—'

'আমি সেটা মীন করছি না—' মাতাল-ভাব কেটে গেল আমার। আমি দেখলাম, জীর্ণ সিঁড়ি আর ছিঁড়ে যাওয়া ওয়াল-পেপার, তার পাশে উজ্জ্বল রূপালি পোশাক, চকচকে সরু জুতো। 'আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি—তুমি এখানে এসেছ, নাকি অন্য কেউ?'

'অনেকক্ষণ ধরে সেই প্রশ্নটাই করছি আমি নিজেকে।'

আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল প্যাট। যেন এই সাত-সকালে সিঁড়ির ওপরে বসে থাকাটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা। নাক কুঁচকে বাতাস থেকে গন্ধ টের পেল প্যাট। বলল, 'লেনৎস থাকলে বলত—কনিয়াক, রাম, চেরি, অ্যাবসিন্থ—'

'এমনকি ফেরনেট-ব্র্যাংকা।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। যাক, সবকিছু সোজা পথেই চলছে। 'প্যাট, তুমি অসাধারণ মেয়ে, আর আমি হলাম একটা অভদ্র, ইডিয়ট।'

দরজা খুলে পাঁজাকোলা করে তুললাম ওকে। ক্লান্ত রূপালি সারসের মত আমার বাহুলগ্না হয়ে রইল ও। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি একপাশে, যাতে মদের গন্ধ ও না পায় আমার নিঃশ্বাস থেকে। প্যাট হাসছে, যদিও আমি টের পাচ্ছি, কাঁপছে ওর শরীর।

ওকে আর্মচেয়ারে বসিয়ে আলো জেলে চাদর জড়িয়ে দিলাম ওর শরীরে। 'আমার যদি সামান্যতম ধারণা থাকত—তুমি এখানে—' আমি বললাম।

'তুমি আমার ওখানে ফিরে এলে না কেন?'

'ব্যাপারটা ভাবার দরকার ছিল আমার—'

'এর পরে তোমার রুমের চাবিটাও দেবে আমাকে,' বলল সে; 'তাহলে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে না।' হাসছে, কিন্তু ঠোঁট কাঁপছে ওর। এই ফিরে আসা, প্রতীক্ষা এই হাসিখুশি কথাবার্তা কতটা অর্থবহ, কতটা গুরুত্বপূর্ণ ওর জন্যে—অনুভব করলাম আমি।

'প্যাট,' ইতস্ততভাবে বললাম, 'ঠাণ্ডায় জমে গেছ নিশ্চয়ই। এখন গরম কিছু খাওয়া দরকার তোমার। বাইরে থেকে ওরলভের ঘরে আলো দেখছি। আমি বরং ওর রুম থেকে ঘুরে আসি। রাশানদের কাছে চা থাকে সবসময়। এক মিনিটের মধ্যে আসছি আমি—' যে-কোন কাজ করতে পারি আমি এখন।

জেগে আছে ওরলভ। বসে আছে তার আইকনের সামনে। দু'চোখ রক্তবর্ণ। বাষ্প বেরুচ্ছে টেবিলে-রাখা স্যামোভার থেকে।

'আমার বোকামির জন্যেই একটা বাজে ব্যাপার হয়ে গেছে,' আমি বললাম তাকে। 'তোমার এখানে গরম চা পাওয়া যাবে একটু?'

এসব দৈব-দুর্ঘটনায় রাশানরা অভ্যস্ত। সে দু'গ্লাস ভর্তি চা, কিছু চিনি আর একটা প্লেটে ছোট ছোট কেক সাজিয়ে দিল আমাকে।

'তোমার একটু কাজে আসতে পেরে প্রীত বোধ করছি,' বলল সে। 'সবসময় যেন এ-রকম থাকতে পারি···কিছু কফি বীন নেবে নাকি? চিবুবে বসে বসে—'

'ধন্যবাদ,' বীনগুলো নিয়ে বললাম আমি।

'আর কোনকিছুর দরকার হলে অবশ্যই আসবে আমার,' অত্যন্ত নরম সুরে বলল ওরলভ। 'আমি জেগে থাকব আরও বেশ কিছুক্ষণ। তোমাদের জন্যে যে-কোনকিছু সানন্দে করব—'

করিডরে বের হয়ে খানিকটা কফি বীন চিবিয়ে নিলাম কড়মড় করে। মদের গন্ধ

www.BanglaBook.org

চলে গেল মুখ থেকে। ল্যাম্পের পাশে বসে মনোযোগ দিয়ে পাউডার মাখছে প্যাট। দরজায় এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম আমি। ছোট্ট আয়নায় চোখ রেখে পাউডার পাফ ঘষছে ও গালে—দৃশ্যটি খুব স্পর্শ করল আমাকে।

'একটু চা খেয়ে নাও আগে,' বললাম আমি। 'এখনও যথেষ্ট গরম আছে।'

গ্লাসটি হাতে নিল ও।

বিছানায় ঠেস দিয়ে বসলাম আমি। চা খেয়ে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল প্যাট। কঠিন এবং দুর্গম এক অভিযাত্রা শেষ করে ঘরে ফিরে এসেছি—এমন একটা অনুভূতি হলো আমার।

পাখি ডাকতে শুরু করেছে বাইরে। প্যাসেজের একটি দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। ফ্রাউ বেওার। অনাথ বালকের প্রতিপালিকা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখে নিলাম। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে রান্নাঘরে এসে হাজির হবে ফ্রিডা। তখন তার চোখ এড়িয়ে প্যাটকে নিয়ে বেরুনো দুঃসাধ্য এবং প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্যাট ঘুমুচ্ছে এখনও। গভীর এবং নিয়মিত নিঃশ্বাসে ওঠানামা করছে ওর শরীর। এখন ওকে ডেকে তোলাটা রীতিমত একটা লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু উপায় নেই, ডাকতেই হবে।

'প্যাট—'

অস্পষ্টভাবে ও কী যেন বলল ঘুমের ভেতরেই। গোটা বিশ্বসংসারকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করছে আমার। 'প্যাট, সময় হয়ে গেছে, ওঠো। আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে এক্ষুণি।'

চোখ মেলে তাকিয়ে হাসল প্যাট। ঘুমের উষ্ণতা লেগে আছে সেই হাসিতে। ঘুম ভাঙার সাথে সাথে কেউ প্রাণবন্ত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে—দেখে আমার বিস্ময়ের শেষ থাকে না কখনোই। প্যাটকেও এখন এত জীবন্ত দেখে অসম্ভব ভাল লাগল। অথচ ঘুম থেকে ওঠার পর আমার এত নির্জীব এবং নিরানন্দ লাগে!

'প্যাট—ফ্রাউ জালেভস্কি উঠে দাঁত মাজতে শুরু করেছেন ইতোমধ্যে।'

'করুক। আমি আজ তোমার সাথেই থাকছি।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ।'

উঠে বসলাম আমি। 'দারুণ আইডিয়া—কিন্তু তোমার জিনিসপত্র—এই জুতোজোড়া আর কাপড়-চোপড় তো সন্ধের জন্যে।'

'তাহলে সন্ধে পর্যন্ত থাকব এখানে।'

'বাসায় খবর দিতে হবে না?'

'ফোন করে দিলেই হবে যে, আমি কোন এক জায়গায় রাত কাটিয়েছি।'

'ঠিক আছে, এখনই ফোন করে দেব। খিদে পেয়েছে তোমার?'

'এখনও পায়নি।'

'তবু একটু বাইরে যাচ্ছি আমি। টাটকা কিছু রোলস্ কিনেই ফিরব।'

ঘরে ফিরে দেখি, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্যাট। পরনে শুধু রূপালি জুতোজোড়া। ভোরের কোমলতা আর লাবণ্য ওর কাঁধে জড়িয়ে রেখেছে শালের মত।

'গতকালের কথা আমরা কি ভুলে যেতে পারি না, প্যাট?' প্রশ্ন করলাম আমি।

www.BanglaBook.org

মাথা নাড়ল ও আমার দিকে না ঘুরেই।

'অন্য লোকের সাথে আর কোথাও যাব না আমরা। প্রকৃত ভালবাসা অন্য লোকদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। আমাদের মধ্যে তাহলে আর মনোমালিন্য হবে না কখনও, ঈর্ষাকাতরও হব না কেউ। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জাহান্নামে যাক ব্রুয়ার! কী বলো?'

'হ্যাঁ,' বলল প্যাট, 'মারকোভিত্‌সও যাক জাহান্নামে।'

'মারকোভিত্‌স? মারকোভিত্‌স কে?'

'যার পাশে তুমি বসেছিলে "দ্য কাসকেড"-এর বারে।'

'আচ্ছা,' বললাম আমি। একটু খুশিই লাগছে যেন। 'সেই মেয়েটা?'

পকেট থেকে একগাদা টাকা বের করে দেখালাম ওকে। 'তবে মেয়েটি আমার উপকারে এসেছে, এটা সত্যি। এই দেখো, পোকার খেলে জিতেছি এত টাকা। চলো আজ রাতে আমরা আবার ঘুরতে বেরুব। তবে অন্য কারুর সাথে নয়। ওদের আমরা ভুলে গেছি, ঠিক?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ও।

ট্রেড্‌স হলের ছাদের ওপর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে জানালার ওপরে। আলোকিত হয়ে উঠেছে প্যাটের চুল, কাঁধ হয়েছে সোনালি।

'আচ্ছা, ব্রুয়ার কী করে,' আমি প্রশ্ন করলাম। 'মানে ওর পেশা কী?'

'আর্কিটেক্ট।'

'আর্কিটেক্ট,' বললাম আমি। 'নাথিং স্পেশাল, তাই না?'

'হ্যাঁ,' হাসতে হাসতে বলল প্যাট।

'আচ্ছা, এই যে আমার ছোট্ট ঘরখানা—খুবই কি খারাপ? অন্য লোকের অবশ্য এরচে' অনেক ভাল ঘর থাকে।'

'কেন, খুব চমৎকার তো ঘরটি,' প্যাট বলল। 'আমার জন্যে এরচে' ভাল ঘর অন্য কোথাও নেই।'

'আর আমি তো লোক হিসেবে খুবই নগণ্য—একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার, এই তো আমার পরিচয়।'

'তুমি হলে গিয়ে পার্ফেক্ট প্রেমিক।' দুই বাহু দিয়ে ও গলা জড়িয়ে ধরল আমার। 'আহ্! বেঁচে থাকাটা কত সুখের, কত আনন্দের!'

'হ্যাঁ, কেবল তোমার সাথে, প্যাট।'

ফুটে উঠল রৌদ্রকরোজ্জ্বল ঝকঝকে সকাল। কুয়াশার পাতলা একটি আবরণ তখনও ভাসছে গোরস্থানের ওপরে। গাছের ডগাগুলো আলোকিত হয়ে উঠেছে রোদ পড়ে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে কোন কোন বাড়ির চিমনি থেকে। হকাররা সকালের প্রথম পত্রিকা ফেরি করে বেড়াচ্ছে রাস্তায়। আমরা দু'জন প্রাতঃনিদ্রা সেরে নিচ্ছি সেই সময়। ঘুম ঠিক নয়, প্রায় জেগে-থাকা-অবস্থায় ঘুমনো; ঘুম এবং জাগরণের সীমারেখায় থেকে স্বপ্ন দেখা। দু'জন শুয়ে আছি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে; নিঃশ্বাসে মিলে যাচ্ছে নিঃশ্বাস—কী চমৎকার অনুভূতি! সকাল ন'টায় উঠে আমি গেলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এগবার্ট ভন হেক্‌কে ফোন করতে। তারপর ফোন করলাম লেন্‌ত্‌সকে। বললাম আমার আজ সকালের ডিউটিটা করে দিতে।

www.BanglaBook.org

লেন্‌ত্‌স বলল, 'কোন চিন্তা কোরো না। ব্যাপারটা আমি ভেবে রেখেছি আগে থেকেই। হাজার হলেও, গোটফ্রীড তো মানবহৃদয়ের ইচ্ছে, প্রকৃতি এবং খেয়ালের ব্যাপারে বড়সড় একজন পণ্ডিত এবং বিশারদ। সেটা তো স্বীকার করো?'

'শাট্ আপ,' বলে ফোন রেখে দিলাম আমি। খুব ফুর্তি লাগছে এখন।

রান্নাঘরে এসে বিশ্লেষণ করতে হলো—আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না আজ, তাই দুপুর পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটাব।

বলেও বিপদ হলো। তিন-তিনবার ঠেকাতে হলো ফ্রাউ জালেভ্‌স্কির আকস্মিক আক্রমণ। একবার এলেন ক্যামোমাইল টী নিয়ে, আরেকবার এলেন অ্যাস্‌পিরিন নিয়ে। তৃতীয়বার এসে সাধলেন কোল্ড প্যাক। প্রত্যেকবারই প্যাটকে লুকিয়ে রাখতে হলো বাথরুমে। আর বাকি সময়টা আমাদের কাটল শান্তিতে, নির্বিঘ্নে।

চোদ্দ

সপ্তাহখানেক পরে ওয়ার্কশপে হঠাৎ একদিন উদয় হলো ডোরাকাটা।

'বব, বাইরে গিয়ে দেখো তো,' জানালার ভেতর দিয়ে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে বলল লেন্‌ত্‌স, 'বাছাধন চায় কী?'

খুব বিধ্বস্ত আর বিপর্যস্ত মনে হলো ডোরাকাটাকে। 'গাড়ির কোন ত্রুটি দেখা দিয়েছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

ডোরাকাটা মাথা নাড়ল সবেগে। 'না, না। দারুণ চলছে। একেবারে নতুন গাড়ির মত।'

'তা তো চলবেই,' আমি বললাম।

'আমি এসেছি অন্য একটা ব্যাপারে,' বলল সে। 'আমার আরও একটি গাড়ি চাই—একটু বড় সাইজের—'

চারপাশে একবার অনুসন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিল সে। 'আচ্ছা, একটা ক্যাডিল্যাক দেখেছিলাম না এখানে?'

'সেই ক্যাডিল্যাকটি তো?' আমি বললাম। 'আপনার আসলে সেদিনই ওটা কিনে ফেলা উচিত ছিল। মাত্র সাত হাজার মার্কে ওটাকে ছেড়ে দিয়েছি আমরা। একেবারে প্রায় উপহার দেয়ার মত, বলতে পারেন—'

'না, উপহার ঠিক নয়।'

'উপহারই,' জোরের সাথে আবার বললাম কথাটা। এখন আমি জানি, আমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। 'তবে আপনি চাইলে, আমি খোঁজ-খবর করে দেখতে পারি,' বললাম আমি। 'গাড়িটা যে কিনেছে, তার হয়তো এখন টাকার দরকার হতে পারে, কে জানে! এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।'

ভেতরে গিয়ে সব খুলে বললাম গোটফ্রীডকে। শুনে লাফিয়ে উঠল সে। 'এখন একটা পুরানো ক্যাডিল্যাক পাকড়াও করা যায় কোত্থেকে, বলো তো?'

'সেটার ভার ছেড়ে দাও আমার ওপরে,' বললাম আমি। 'আর এখন তুমি লক্ষ রেখো, ডোরাকাটা যেন পালিয়ে না যায়।'

'সেটা আমি দেখছি।' বেরিয়ে গেল গোটফ্রীড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্লুমেন্টহলকে ফোন করলাম আমি। আশা খুব একটা নেই, জানি। তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? অফিসেই পাওয়া গেল তাঁকে। 'ক্যাডিল্যাকটি কি বিক্রি করবেন আপনি?' প্রশ্ন করলাম সরাসরি।

হাসলেন ব্লুমেন্টহল।

'আমার হাতে একজন খদ্দের আছে,' আমি বললাম, 'এখনই পে করে নিয়ে যেতে রাজি।'

'সাথে সাথে পেমেন্ট?' অবাক হয়ে বললেন ব্লুমেন্টহল। 'আজকালকার দিনে এটা তো প্রায় স্বপ্নের ব্যাপার—'

'আমারও তো সেটাই মনে হয়,' আমি বলতে থাকলাম সোৎসাহে। 'তা আমরা কি ক্যাডিল্যাকটির ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি?'

'তা তো করা যায়ই,' বললেন ব্লুমেন্টহল।

'গুড। কখন দেখা করব আপনার সাথে?'

'আজ লাঞ্চের পরে ফ্রী আছি আমি। এই ধরো, দুটোর দিকে আসতে পারো আমার অফিসে।'

'ঠিক আছে। আসব আমি।'

ফোন রেখে দিলাম। 'ওটো,' উত্তেজিতস্বরে বললাম কস্টারকে, 'আমি কখনও ভাবিনি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে পুরানো ক্যাডিল্যাকটি আবার ফেরত আসছে আমাদের কাছে।'

কস্টার একপাশে সরিয়ে রাখল তার সব কাগজপত্র। 'সত্যি? বিক্রি করতে রাজি হয়েছে সে?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমি জানালা দিয়ে তাকালাম লেন্‌ত্‌সের দিকে। ডোরাকাটার সাথে সে কথা চালিয়ে যাচ্ছে একাই। 'বেশি কথা বলছে লেন্‌ত্‌স,' বললাম আমি। ব্যাপারটা ভাল লাগল না আমার। 'সব গুলিয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই। আর লোকটা যা খুঁতখুঁতে! কিছু না বলেই কেবল তাকে ভজানো সম্ভব। আমি বরং গোটফ্রীডকে উদ্ধার করি গিয়ে।'

হাসল কস্টার।

কিন্তু বাইরে গিয়ে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি। ক্যাডিল্যাক বিষয়ে অপরিপক্ক বক্তৃতা দেয়া দূরে থাক, দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ভুট্টার রুটি তৈরির পদ্ধতি মহা উৎসাহে বর্ণনা করছে লেন্‌ত্‌স। ডোরাকাটা ব্যক্তিগত জীবনে এক বেকারির মালিক।

আমি ডোরাকাটার উদ্দেশে বললাম, 'ভাগ্য খারাপ! লোকটি বিক্রি করতে চাইছে না—'

'কী বলেছিলাম আমি?' সাথে সাথে বলে উঠল লেন্‌ত্‌স। 'যখন আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি এই ব্যাপারে।

শ্রাগ করলাম আমি। 'দুঃখের কথা—কিন্তু আমি বুঝতে পারি—'

দ্বিধান্বিত মনে হলো তাকে। লেন্‌ত্‌সের দিকে তাকালাম আমি।

'আর একবার চেষ্টা করে দেখো না,' দ্রুত বলে উঠল সে।

'তা তো করছিই,' আমি বললাম। 'আজ দুপুরে তার সাথে দেখা করার ব্যবস্থাও

www.BanglaBook.org

করেছি।' ডোরাকাটার দিকে ঘুরলাম আমি। 'আপনাকে পরে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'বিকেলের দিকে, আমি এমনিতেই আসব এদিকে। তখন, ধরুন চারটার দিকে, একবার ঢুঁ দিয়ে যেতে পারি।'

'ঠিক আছে—ততক্ষণে আমি নিশ্চিত সব জেনে যাব। আশা করছি, পটিয়ে ফেলতে পারব তাকে।'

ডোরাকাটা চলে যেতেই আমার ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল লেন্‌ত্‌স। 'তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই একেবারেই?' বলল সে। 'লোকটাকে কেবল বাগে আনতে শুরু করেছি, আর তুমি তাকে অমনি চলে যেতে দিলে?'

'লজিক আর সাইকোলজি বুঝলে, গোটফ্রীড?' আমি ওর কাঁধ চাপড়ে বললাম। 'তুমি এখনও এসব বোঝো না।'

ঝাঁকি দিয়ে সে পিঠ থেকে হাত নামিয়ে দিল আমার। 'সাইকোলজি—' অবজ্ঞার সুরে বলল লেন্‌ত্‌স। 'সুযোগ হলো সবচে' ভাল সাইকোলজি। এবং সুযোগ এসেছিল এইমাত্র। আর ফিরে আসবে না লোকটা।'

'আসবে, ঠিক চারটার সময়।'

'বাজি ধরবে?' অবজ্ঞার সাথে লেন্‌ত্‌স বলল।

'অবশ্যই,' উত্তর দিলাম আমি, 'কিন্তু তুমি হেরে যাবে। এই লোকটিকে আমি চিনি তোমার চেয়ে বেশি। তার কাছে আমি এমন জিনিস বিক্রি করব, যেটা নেই আমাদের কাছে।'

'তোমার বুদ্ধির দৌড় যদি এতদূর হয়,' গোটফ্রীড বলল, 'তো তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। তারচে' মডার্ন বিজনেস মেথডের ওপরে একটা ফ্রী কোর্স করে নিয়ো আমার কাছে।'

লেন্‌ত্‌সের পরে রওনা দিলাম ব্লুমেন্টহলের অফিসে। যেতে যেতে মনে হলো, আমি যেন কঠি এক তরতাজা পাঁঠা, ধাড়ি এক নেকড়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে চলেছি। সবচে' ভাল হয়, কাজটা দ্রুত সারতে পারলে।

'হের ব্লুমেন্টহল,' তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে কোন সুযোগ না দিয়েই বলতে শুরু করলাম আমি, 'শুরুতেই আসল প্রসঙ্গে কথা হয়ে যাক। গাড়িটা আপনি কিনেছিলেন সাড়ে পাঁচ হাজার মার্কে—আমি অফার দিচ্ছি ছ'হাজার মার্ক। আজ সন্ধেবেলাই বিক্রি হয়ে যাবে ওটা।'

ডেস্কের পেছনে সিংহাসনে বসার ভঙ্গিতে বসে আপেল খাচ্ছিলেন ব্লুমেন্টহল। খাওয়া থামিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে তাকালেন আমার দিকে।

'হুঁ,' বলে আপেল খেতে লাগলেন আবার।

বাঁচি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি।

'তার মানে, আপনি রাজি?' প্রশ্ন করলাম তাঁকে।

'মোমেন্ট।' ডেস্কের ড্রয়ার খুলে তিনি বের করলেন মিষ্টিকা একটা আপেল। 'তুমিও খাবে নাকি একটা?'

'ধন্যবাদ, এখন নয়।'

তিনি কামড় বসালেন আপেলে। 'বেশি করে আপেল খাও, হের লোকাম্প। আপেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আয়ু বাড়ায়। প্রতিদিন কয়েকটা করে আপেল তাহলে সারা জীবনে ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না তোমার।'

'এমনকি হাত ভেঙে গেলেও?'

'তখন তোমার হাতও ভাঙবে না।'

'রীতিমত পলিটিক্যাল বক্তব্য মনে হচ্ছে,' বলে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম—এর পরে কী হতে যাচ্ছে। এই আপেল বিষয়ক কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আমার কাছে।

কাবার্ড থেকে সিগার-বক্স বের করে আমাকে একটা অফার করলেন তিনি।

'এটাও কি আয়ু বাড়ায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, কমিয়ে দেয়। তবে আপেল দিয়ে সেটা আমি ব্যালান্স করে নিই।' হুশ্ করে মেঘের মত একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'ব্যালান্স, হের লোকাম্প, সবসময় ব্যালান্স—জীবনের সমস্ত রহস্য এখানেই নিহিত।'

'কিন্তু ব্যালান্স করতে না পারলে—'

চোখ টিপলেন তিনি। 'কোনকিছু করতে পারা, এটাও একটা বড় রহস্য। আমরা আসলে জানি খুব বেশি, সেই অনুপাতে কাজ করি অনেক কম। কারণ ওই একটাই—খুব বেশি জানি আমরা।' তিনি হাসলেন। 'কিছু মনে কোরো না, লাঞ্চের পর আমার কাঁধে একটু দার্শনিকতার ভূত চাপে।'

'সেটাই তো উপযুক্ত সময়,' বললাম আমি। 'এবারে ক্যাডিল্যাকের প্রসঙ্গে আসা যাক। নাকি, আমরা ইতোমধ্যে এখানেও ব্যালান্স করে ফেলেছি?'

হাত তুললেন তিনি। 'এক সেকেণ্ড।'

হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করলাম আমি। ব্লুমেন্টহলের দৃষ্টি এড়াল না সেটা। তিনি হাসলেন। 'না, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। আমি বরং তোমাকে একটা কমপ্লিমেন্ট দিতে চাই। হাতের সমস্ত তাস মেলে ধরেও শুরু থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী করে গেছ তুমি। বুড়ো ব্লুমেন্টহলের জন্যে দারুণভাবে ক্যালকুলেট করা সবকিছু আমি কী আশা করছিলাম, জানো?'

'সাড়ে চার হাজার দিয়ে দর-দাম শুরু করব আমি, তাই তো?'

'ঠিক তাই। তবে দামটা কিন্তু তুমি খুব একটা ভাল বলোনি। কারণ, এটা তো তোমরা সাত হাজারে বিক্রি করবে।'

দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমি প্রমাণ করতে চাইলাম—কথাটা সত্যি নয়। 'ঠিক সাত হাজার কেন মনে হলো আপনার?'

'আমার কাছে তুমি প্রথমে চেয়েছিলে সাত হাজার।'

'আপনার স্মৃতিশক্তি, দেখছি, অসম্ভব প্রখর,' বললাম আমি।

'সংখ্যাগুলোই কেবল একটু ভাল মনে থাকে। শুধু সংখ্যা নয়, আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি—ছয় হাজার দিয়েই তুমি নিয়ে যাও গাড়িখানা।'

'ধন্যবাদ। বহুদিন ধরে আমাদের ব্যবসাপাতি ভাল যাচ্ছে না। অনেকদিন পরে মনে হয় ছোটখাট একটা দাঁও মারা যাবে। ক্যাডিল্যাক বোধহয় ভাগ্য ফিরিয়ে আনবে আমাদের।'

'আমারও,' বললেন ব্লুমেন্টহল। 'আমারও পাঁচশো মার্ক কামাই হয়ে গেল, সেটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার ভুলে যেয়ো না।'

'আচ্ছা, আমাকে বলুন তো,' বললাম আমি, 'কারটি এত তাড়াতাড়ি বেচে দিচ্ছেন কেন আপনি? পছন্দ হয়নি খুব একটা?'

'সংস্কারবশত,' বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন তিনি। 'আমার জন্যে লাভবান কোনকিছুর প্রশ্নে আমি দ্বিধা করি না কখনও।'

'ভাল সংস্কার,' উত্তর দিলাম আমি।

বিকেল সাড়ে চারটায় চোখে-মুখে অর্থবহ একটা অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে গোটফ্রীড লেনত্স শূন্য একটা জিনের বোতল রাখল আমার সামনে টেবিলের ওপরে। 'এখন এটা ভরে দেবার দায়িত্ব তোমার। আমাদের বাজির কথা মনে আছে তো?'

'আছে,' বললাম আমি। 'কিন্তু সময় তো আছে এখনও।'

কোন কথা না বলে গোটফ্রীড তার ঘড়ি তুলে ধরল আমার নাকের সামনে।

'সাড়ে চার,' বললাম আমি। 'জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সময়, সন্দেহ নেই। তবে, সবারই তো লেট হতে পারে একটু-আধটু। তবে সে এলে একটা নয়—দুটো বোতল পাব আমি তোমার কাছ থেকে—'

'মেনে নিলাম,' খুশি হয়ে বলল গোটফ্রীড। 'তার মানে আমি জিতলে চার বোতল পাচ্ছি। একেই বলে—পরাজয়ে ডরে না বীর। সম্মানযোগ্য ব্যাপার অবশ্যই। কিন্তু, ভুল করলে হে!'

'দেখা যাক।'

ওপরে ওপরে দৃঢ় বিশ্বাসের ভান করলেও আমি স্পষ্ট অনুভব করছি—ওই ব্যাটা ও আর ফিরে আসবে না। সকালেই সবকিছু পাকাপোক্ত করে ফেলা দরকার ছিল। তার ওপরে অতটা আস্থা রাখা উচিত হয়নি।

পাঁচটার ঘণ্টা বাজল পাশের স্প্রিং-ম্যাট্রেস তৈরির কারখানায়। আরও তিনটি খালি জিনের বোতল নিঃশব্দে আমার সামনে এনে রাখল গোটফ্রীড। তারপর জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। 'আমার তেষ্টা পেয়েছে,' বলল সে জোর দিয়ে।

ঠিক সেই সময় ফোর্ডের শব্দ শুনলাম আমি নির্ভুলভাবে। একটু পরে ডোরাকাটা তার গাড়ি চালিয়ে ঢুকল আমাদের ওয়ার্কশপ এলাকায়।

'গোটফ্রীড, তোমার যদি তেষ্টা পেয়ে থাকে,' সগর্বে বললাম আমি, 'তো দৌড়ে গিয়ে আমার বাজি-জেতা দু'বোতল জিন কিনে নিয়ে এসো। ওদিকে তাকিয়ে দেখো, এসে পড়েছে বেকারির মালিক। সাইকোলজি, বুঝলে হে অবোধ বালক! এখন শূন্য এইসব বোতল হটাও আমার সামনে থেকে। আর খানিক পরে বেরিয়ো ট্যাক্সি নিয়ে। এসব ভদ্রগোছের কাজ করার বয়স তোমার হয়নি এখনও।'

ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ডোরাকাটাকে জানালাম যে, ক্যাডিল্যাকটি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে। খদ্দেরটি হেঁকেছিল সাড়ে সাত হাজার, তবে পেমেন্ট সাথে সাথে হলে সাতে নেমে আসবে।

এত অমনোযোগ দিয়ে কথা শুনছিল সে যে, থামতে হলো আমাকে। 'ছ'টার দিকে আবার ফোন করব তাকে,' আমি জানালাম।

www.BanglaBook.org

'ছ'টায়?' অন্যমনস্ক ভাব দূর হয়ে গেল তার। 'ছ'টায় তো আমার—' হঠাৎ ঘুরে তাকাল সে আমার দিকে। 'আপনি আসবেন আমার সাথে?'

'কোথায়?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'আপনার সেই আর্টিস্ট বন্ধুর কাছে। ছবি আঁকা হয়ে গেছে।'

'তা-ই বলুন, ফার্দিনান্দ গ্রাউর কাছে?'

মাথা নাড়ল সে। 'যাবেন আমার সাথে? তারপরেই আমরা বরং কার নিয়ে কথাবার্তা বলব।'

মনে হচ্ছে, আমাকে ছাড়া সেখানে সে একা যেতে রাজি নয়। আমিও তো সেটাই চাই। তোমাকে, বাছাধন, একা যেতে দিচ্ছি না আর কোথাও। 'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'এখনই তাহলে রওনা দেয়া যাক। বেশ দূরে ওর বাড়ি।'

অসুস্থ মনে হলো ফার্দিনান্দ গ্রাউকে। কেমন অনুজ্জ্বল হয়ে পড়েছে তার মুখ। স্টুডিওর দরজায় দাঁড়িয়ে সে সম্ভাষণ জানাল আমাদের। ডোরাকাটা তার দিকে প্রায় তাকাচ্ছেই না। সম্ভবত আস্থা রাখতে পারছে না নিজের ওপরে। ভীষণ উত্তেজিত সে। 'কোথায় সেটা,' জিজ্ঞেস করল ঘরে ঢুকেই।

জানালার দিকে আঙুল তুলে দেখাল ফার্দিনান্দ। একটা ইজেলে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ছবিটি। তড়িঘড়ি সেদিকে হেঁটে গিয়ে ছবিটির সামনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডোরাকাটা। খানিকক্ষণ পর হ্যাট নামাল মাথা থেকে। তাড়াহুড়োয় সে ভুলেই গিয়েছিল কথাটা।

ফার্দিনান্দ আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার পাশে। 'কেমন কাটছে দিনকাল?' আমি প্রশ্ন করলাম ফার্দিনান্দকে।

দুর্বোধ্য এক অঙ্গভঙ্গি করল সে।

'কোনকিছু হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছু হবার কথা নাকি?'

'না তোমাকে কেমন বিমর্ষ লাগছে—'

'আর কিছু?'

'না,' বললাম আমি, 'আর কিছু না।'

ছবিটির দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। চমৎকৃত হলাম আমি ছবি দেখে। বিয়ের জীর্ণ ফটোগ্রাফী থেকে খুব কমনীয় চেহারা এনেছে ফার্দিনান্দ। এক রূপসী যুবতী সামনের দিকে তাকিয়ে আছে—গম্ভীর অথচ বিভ্রান্ত দৃষ্টি তার।

'হ্যাঁ,' আমাদের দিকে না ঘুরেই বলল বেকারির মালিক, 'এটাই হাসি।'

কথাগুলো যেন নিজেকেই বলল সে। আমার তো মনে হলো কী বলল, সেটা সে নিজেই জানে না।

ফার্দিনান্দ ইশারা করে আমাকে স্টুডিও সংলগ্ন ছোট্ট ঘরে যেতে বলল তার সাথে।

'আমি ভাবতেও পারিনি,' বলল সে, 'দেখো, কাঁদছে কেমন হু-হু করে।'

'সবারই হয় এ-রকম,' আমি বললাম। 'এর হলো একটু দেরিতে।'

'খুব বেশি দেরিতে,' বলল ফার্দিনান্দ। 'জীবনে সবকিছুতেই বড় বেশি দেরি হয়ে যায়, বব।'

www.BanglaBook.org

এলোমেলো পায়চারি করতে লাগল ফার্দিনান্দ। 'ছবির সামনে সে একটু দাঁড়িয়ে থাক একা একা,' বলল সে। 'এই সুযোগে আমরা এক গেম দাবা খেলে নিতে পারি, কী বলো?'

'এত জীবনীশক্তি তুমি পাও কোত্থেকে, ফার্দিনান্দ?' বললাম আমি।

গুটি সাজিয়ে খেলতে বসে গেলাম আমরা। ফার্দিনান্দ জিতল অনায়াসে।

'তুমি পারোও বটে!' বললাম আমি। 'তোমাকে দেখে তো মনে হয়, গত তিন রাত ঘুমোওনি। অথচ খেলছ একেবারে জলদস্যুর মত।'

'মন খারাপ থাকলে আমি বরাবরই ভাল খেলি,' উত্তর দিল ফার্দিনান্দ।

'তোমার মন খারাপ? কেন?'

'জানি না, কেন! সন্ধে নেমে আসছে বলেই বোধহয়। সব মানুষের মনেই সন্ধে বিষণ্ণতা বয়ে নিয়ে আসে। এ ছাড়া বিশেষ কোন কারণ নেই।'

'তার মানে, তুমি যখন একা থাকো—'

'হ্যাঁ, একা থাকার সময়। ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গভীর হয়ে আসার সময়। নিঃসঙ্গতার সময়। এই সময় সবচে' ভাল লাগে কনিয়াক খেতে।'

একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করল সে। 'চলো, ওর কাছে যাওয়া যাক,' প্রস্তাব দিলাম আমি।

'দাঁড়াও, এক মিনিট।' গ্লাস ভর্তি করে কনিয়াক ঢালল সে। 'চীয়ার্স, বব। কারণ, আমরা সবাই একদিন মরে যাব।'

'চীয়ার্স, ফার্দিনান্দ। কারণ, আমরা বেঁচে আছি এখনও।'

স্টুডিওতে ফিরে গেলাম আমরা। অন্ধকার আরও গভীর হয়ে এসেছে, বেকারির মূর্তিটা দাঁড়িয়েই আছে সেখানে মূর্তির মত। এই প্রকাণ্ড ঘরের বিশাল শূন্যতার মধ্যে যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

'ছবিটা নেবেন আজকে?' জিজ্ঞেস করল ফার্দিনান্দ।

চমকে উঠল সে। 'না।'

'তাহলে কি কাল পাঠিয়ে দেব?'

'ছবিটাকে আরও কিছুদিন এখানে রাখা যায় না?' ইতস্তত করে বলল সে।

'কিন্তু কেন?' বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ফার্দিনান্দ। আরও এগিয়ে এল তার কাছে। 'আপনার পছন্দ হয়নি?'

'হয়েছে—কিন্তু এখানে ছবিটা রাখতে হবে কিছুদিন।'

'কিছুই বুঝলাম না।'

সাহায্য-প্রার্থনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ডোরাকাটা। ব্যাপারটা আমি বুঝেছি। তার রূপসী কৃষ্ণনয়না বউয়ের সামনে ছবিটি নিতে ভয় পাচ্ছে সে।

'ফার্দিনান্দ,' আমি বললাম, 'ছবিটা থাক না এখানে কিছুদিন। উনি তো পে করেই দিচ্ছেন আজকে।'

'সে-ক্ষেত্রে রাখা যায়।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডোরাকাটা। পকেট থেকে চেক-বই বের করে রাখল টেবিলে।

'চারশো মার্ক বাকি আছে, তাই তো?' বলল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চারশো বিশ মার্ক,' জানাল ফার্দিনান্দ। 'ডিসকাউন্টসহ।'

চেক লিখে দিল ডোরাকাটা। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকে তাকালাম আমি। টেবিলে ঝুঁকে বসে আছে দু'জন, তাদের ছায়া আর অসংখ্য নীরব পোর্ট্রেট চারদিকে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক আবহাওয়া ঘরের ভেতরে।

জানালার দিকে এগিয়ে এল বেকারির মালিক। গ্লার্স মার্বেলের মত রক্তবর্ণ হয়ে আছে তার চোখ, মুখটা আধা-খোলা, নিচের ঠোঁট ঝুলে আছে বেশ খানিকটা—নোংরা দাঁত দেখা যাচ্ছে সেদিক দিয়ে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি একই সাথে হাস্যকর এবং বিষণ্ন। স্টুডিওর ওপরতলায় পিয়ানো বাজাতে শুরু করল কে যেন। বাজানো তো ঠিক নয়—যেন আঙুলের এক্সারসাইজ কিংবা ওই ধরনের একটা কিছু। ফার্দিনান্দ গ্রাউ দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের পাশেই। একটা সিগার বের করে ধরাল সে। দেশলাইয়ের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ।

'ছবিতে একটা জিনিস বদলে দিতে হবে। আপনি পারবেন কি?' প্রশ্ন করল ডোরাকাটা।

'কী সেটা?'

ফার্দিনান্দ এগিয়ে এল সামনে। ডোরাকাটা আঙুল তুলে দেখাল জুয়েলারির দিকে।

'এটাকে বাদ দেয়া যায় না কোন ভাবে?'

সোনার প্রকাণ্ড ব্রোচের কথা বলছে সে। অথচ ছবি অর্ডার দেবার সময় এটা অতিরিক্ত ভাবে আঁকার অনুরোধ ছিল তার।

'অবশ্যই,' বলল ফার্দিনান্দ, 'আর সত্যি বলতে কি, ওটা বরং ছবিটাকে ডিস্টার্বই করছে। সরিয়ে নিলেই চমৎকার ফুটবে মুখটি।'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' অসংলগ্নভাবে বলল সে। 'এর জন্যে অতিরিক্ত কত দিতে হবে?'

ফার্দিনান্দ আর আমি চোখাচোখি করলাম পরস্পরের সাথে। 'না, এর জন্যে কোন অতিরিক্ত খরচ পড়বে না,' উদারস্বরে বলল ফার্দিনান্দ; 'বরং আপনি কিছু পয়সা ফেরত পাবেন।'

বিস্মিত হয়ে মাথা তুলল বেকারির মালিক। প্রথমে মনে হলো, ব্যাপারটি খোলসা করে জানতে চায় সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই বলল, 'না, সেটার দরকার হবে না। কারণ, আপনাকে তো আঁকতে হয়েছিল।'

'অবশ্য সে-কথাও সত্যি—'

ফেরার সময় ডোরাকাটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হলো আমার। ছবিতে হেরে জুড়ে দেয়ায় তার বিবেক পীড়িত হয়েছে যন্ত্রণায়। ব্যাপারটা আমার অনুকূলে হচ্ছে বলে মনে হলো না। তার এরকম মানসিক অবস্থায় ক্যাডিল্যাক বিষয়ে আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে, সে-নিয়ে আমি সন্দিহান হয়ে উঠতে শুরু করেছি ইতোমধ্যে। ঠিক তখনই মাথায় খেলে গেল আমার—মৃত স্ত্রীর জন্যে এতটা দরদ উথলে ওঠার কারণ হচ্ছে তার ঘরের কৃষ্ণনয়না সুন্দরীটি। আবার চাঙা হয়ে উঠলাম আমি।

'আমার ঘরে চলুন, ওখানে গিয়ে গাড়ি-বিষয়ে আলোচনা করা যাবে,' বলল সে।

মাথা নাড়লাম আমি। সেটাই তো চাচ্ছি এতক্ষণ ধরে। সন্দেহ নেই, ডোরাকাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে করেছে, নিজের বাসায় বেশি মানসিক শক্তি পাবে সে। কিন্তু আমি তো নির্ভর করে আছি কালো-চোখের ওপরে। সে সাহায্য করবে আমাকে।

গেটে সে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের অপেক্ষাতেই।

'কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌,' ডোরাকাটা মুখ খোলার আগেই বললাম আমি।

'কেন?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কালো-চোখ।

'আপনাদের ক্যাডিল্যাকের জন্যে,' আমি উত্তর দিলাম অবিচলিত মুখে।

'সুইটহার্ট!' খুশিতে ডোরাকাটার কাঁধ ধরে ঝুলতে লাগল কালো-চোখ।

'না, এখনও আমরা কিনিনি।' নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল বেকারির মালিক। কিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টাও চালাল বোধহয়। কিন্তু কৃষ্ণনয়না তাকে জড়িয়ে ধরে আছে শক্ত করে।

অবশেষে সফল হলো ডোরাকাটা। কালো-চোখকে ছাড়াতে পেরেছে সে। 'না কিনলেও কেনার দেরিও অবশ্য নেই খুব একটা।' হাঁপাতে লাগল সে।

'হ্যাঁ, দেরি নেই,' বললাম আমি আন্তরিকভাবে। 'আমি আরও পাঁচশো মার্ক দাম কমিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সম্মানে। অর্থাৎ ক্যাডিল্যাকের জন্যে মাত্র সাত হাজার মার্কের একটা কানাকড়িও বেশি দিতে হচ্ছে না। রাজি?'

'নিশ্চয়ই,' দ্রুত বলল কৃষ্ণনয়না। 'এটা তো ভীষণ সস্তা!'

'হুঁ' বলল ডোরাকাটা।

'ব্যাপারটা কী, বলো তো?' আক্রমণ করে বসল কালো-চোখ। 'প্রথমে বললে, গাড়িটা নেবে, আর এখন বলছ নেবে না!'

'না, গাড়ি তিনি নেবেন,' শান্তস্বরে জানালাম আমি। 'আমরা এ-ব্যাপারে কথা বলেছি ইতোমধ্যে।'

'সুইটহার্ট!' বলে আবার ডোরাকাটাকে জড়িয়ে ধরল সে। ডোরাকাটা আবার চেষ্টা চালাল নিজেকে মুক্ত করতে। কিন্তু কৃষ্ণনয়না তার সুডৌল বুক দিয়ে চাপ দিতে লাগল ডোরাকাটার বাহুতে। ক্ষুব্ধ মুখভঙ্গি করল ডোরাকাটা। কিন্তু দুর্বল হয়ে আসছে তার প্রতিরোধ।

'ফোর্ডটা—' বলল সে।

'অবশ্যই আমি নেব পার্ট পেমেন্ট হিসেবে,' বললাম আমি।

'চার হাজার মার্ক?'

'আসলে কি চার হাজার মার্ক দাম ওটার?' নম্রস্বরে জানতে চাইলাম আমি।

'আপনাকে এটা চার হাজার মার্ক দিয়েই কিনতে হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল বেকারির মালিক। প্রতি-আক্রমণের সুযোগ পেয়েছে অবশেষে। 'গাড়িটা তো একদম নতুনের মতই।'

'নতুন?' আমি বললাম। 'এত অসংখ্যবার মেরামতির পরেও—'

'কথাটা আপনি নিজেই বলেছিলেন আজ সকালে।'

'সকালে কী বলেছি, সেটা অন্য ব্যাপার। সোনার কোন পাতটাত থাকলে ফোর্ডটির দাম চার হাজার হতে পারে, তা ছাড়া নয়।'

'হয় চার হাজার মার্ক, নইলে কথা শেষ এখানেই,' গোঁয়ারের মত বলল ডোরাকাটা, পুরানো শক্তি ফিরে পেয়েছে সে যেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে চলি,' ডোরাকাটাকে বললাম আমি। তারপর ঘুরে তাকালাম কালো-চোখের দিকে। 'আমি দুঃখিত, মাদাম—কিন্তু এত চড়া দামে ফোর্ড কেনা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, যখন ক্যাডিল্যাকে কোন প্রোফিটই রাখছি না আমরা।'

কালো-চোখ বাধা দিল আমাকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ডোরাকাটাকে বলল, 'তুমি নিজেই না কতবার বলেছ—ফোর্ডটির অবস্থা যা-তা হয়ে গেছে।' বলতে বলতে অশ্রুসজল হয়ে উঠল তার কালো-চোখ।

'দু'হাজার মার্ক,' সুযোগ বুঝে বললাম আমি, 'দু'হাজার মার্ক—যদিও আত্মহত্যারই সামিল সেটা।'

কোন উত্তর দিল না বেকারির মালিক।

'একটা কিছু বলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল কৃষ্ণনয়না।

'এক্সকিউজ মি,' বললাম আমি, 'আমি শুধু যাব, আর ক্যাডিল্যাক নিয়ে আসব। আশা করছি, এর মধ্যে আপনারা নিজেদের মধ্যে একটা ফয়সালা করে নিতে পারবেন।'

এই সময়ে কেটে পড়াটাই সমীচীন মনে হলো আমার। কালো-চোখই এখন কাজ করবে আমার হয়ে।

ক্যাডিল্যাক নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেলাম এক ঘন্টা পরে। দেখলাম, ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সহজতম উপায়ে। ভীষণ এলোমেলো লাগছে ডোরাকাটাকে। বিছানার একটি পালক ঝুলছে তার কোটে। ওদিকে কৃষ্ণনয়নার চোখ-মুখ ঝকমক করছে, ওঠা-নামা করছে তার বুক। এবং হাসছে সে—বিশ্বাসঘাতকিনীর পরিতৃপ্ত হাসি। কাপড় বদলেছে ইতোমধ্যে। পরে আছে সিল্কের পাতলা ফ্রক। ডোরাকাটার অলক্ষ্যে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সে। জানিয়ে দিল, সব ঠিকঠাক মত চলছে।

একবার ট্রায়াল রানের পরে আমরা তিনজন ফিরে এলাম সেখানেই। খুব মলিন আর বিমর্ষ লাগছে ডোরাকাটাকে। টাকা আনতে অন্য ঘরে গেল সে।

কৃষ্ণনয়না তার পোশাকের ওপর হাত বুলিয়ে নিল একবার। 'আমরা দু'জন মিলে দারুণ কাজ করলাম, ঠিক না?'

'হ্যাঁ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হলো আমাকে।

'আমার কাজের জন্যে একশো মার্ক দিতে হবে আপনাকে,' বলল কালো-চোখ।

'তাই নাকি?' বললাম আমি।

'এই হাড়কিপটে বুড়ো,' আমার কাছ ঘেঁষে বসে ফিসফিস করে নিশ্চিত কণ্ঠে বলল সে, 'ইচ্ছে করলে পুড়িয়ে ফেলতে পারে—এত টাকা আছে তার। কিন্তু তাকে চিপে কিছু বের করা সহজ কথা নয়। উইল করতেও আপত্তি—এমনই মক্কেল। জানি, তার সহায়সম্পত্তি সবই ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। তাহলে আমার থাকবে কী? আর রাতদিন ওর সাথে খ্যাঁচখ্যাঁচ করতে ভাল লাগে?'

আরও কাছে এগিয়ে এল কালো-চোখ। 'আমি তাহলে জানি কে-কোন সময়ে আসি আপনার কাছে আমার প্রাপ্য একশো মার্ক নিতে? আপনি কখন থাকবেন? কিংবা কাল কখনও এদিকে আসবেন কি আপনি?' চাপা হাসি হাসল সে। 'কাল বিকেলে আমি একা থাকব এখানে।'

'টাকাটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব,' বললাম আমি।

www.BanglaBook.org

আবার হাসল সে। 'ভাল হয় আপনি নিজে নিয়ে এলে। নাকি ভয় পাচ্ছেন?'

সবকিছু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে না দিয়ে ছাড়ছে না সে।

'না, ভয়ের কী আছে?' আমি বললাম। 'কিন্তু আমার যে সময় নেই হাতে। কাল ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে একবার। বুঝলেন, জ্বালিয়ে মারল আমাকে সেই পুরানো সিফিলিস।'

চমকে উঠে পিছিয়ে গেল সে। ডোরাকাটা এসে ঢুকল সেই সময়। কৃষ্ণনয়নার দিকে তাকাল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। তারপর ধীরে ধীরে টাকা গুণে দিল আমার হাতে।

বাইরে বেরিয়ে মন প্রসন্ন হয়ে উঠল আমার। চমৎকার মৃদু হাওয়া দিচ্ছে—গ্রীষ্মের আমেজ চারদিকে।

পনেরো

পরিষ্কার, নির্মল সকাল। প্যাট আর আমি ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছি রাস্তার পাশে। দু'সপ্তাহের ছুটি নিয়ে প্যাটের সাথে বেড়াতে যাচ্ছি সমুদ্রে।

রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট, পুরানো সাইট্রেন। গাড়িটি কস্টার ধার দিয়েছে আমাকে। রোগাক্রান্ত খচ্চরের মত চেহারা ওটার।

'রাস্তার মধ্যে হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে না পড়লেই বাঁচোয়া,' বললাম আমি।

'ও-রকম কিছু হবে না,' উত্তর দিল প্যাট।

'তুমি কী করে জানো?'

'রবি, আমরা ছুটি কাটাতে এসেছি, সে-কারণেই হবে না।'

'হয়তো তাই,' আমি বললাম। 'তবে সত্যিই অসুস্থ মনে হচ্ছে ওটাকে—বিশেষ করে লোভের কারণে।'

'কার্লের জ্ঞাতি ভাই সে। সব সহ্য করে নেবে।'

'হ্যাঁ, মহাশক্তিশালী পটকা এক ভাই!'

'ঠাট্টা কোরো না, রবি। এই মুহূর্তে এটাই সবচে' ভাল গাড়ি আমার কাছে।'

ঘাসের ওপরে পাশাপাশি আমরা শুয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। পাশের বন থেকে পাইন আর নাম না-জানা বুনো ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে হালকা হাওয়া।

কোকিল ডেকে উঠল পাশের দেবদারু গাছ থেকে। গুনতে শুরু করল প্যাট।

'গুনছ কেন?'

'কেন, তুমি জানো না? কোকিল যতবার ডাকবে, তত বছর বাঁচবে তুমি।'

'তাই নাকি? ওই যে, আরেকবার ডাকল। কোকিল যখনই ডাকে, নিজের পয়সা-কড়ি ধরে নাড়া দাও—দেখবে দ্বিগুণ, তিনগুণ হতে থাকবে তোমার টাকা।'

পকেট থেকে সমস্ত খুচরো পয়সা বের করে হাতের মুঠোয় ধরে ভীষণভাবে ঝাঁকাতে লাগলাম আমি।

'ঠিক তুমি যা চাও,' হাসতে হাসতে প্যাট বলল। 'আমি চাই জীবন, আর তুমি চাও টাকা।'

'টাকা চাই বেঁচে থাকার জন্যে,' উত্তর দিলাম আমি। 'একজন সত্যিকার আদর্শবাদী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোক টাকার জন্যে সংগ্রাম করে। টাকা হলো মনের স্বাধীনতা। আর স্বাধীনতাই জীবন।'

'চোদ্দ,' গুণল প্যাট। 'এই প্রসঙ্গে তোমার অন্যরকম মতবাদ ছিল। তুমিই একসময় বলেছিলে সে-কথা।'

'সেটা আমার অন্ধকার-যুগের কথা। টাকাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে কথা বলা উচিত নয়। টাকার কারণেই অনেক মেয়ে প্রেমিক খুঁজে পায়। আবার ভালবাসা অনেক পুরুষকে ধনলোলুপ করে তোলে। ভালবাসা আর বস্তুবাদের বিরোধ উসকে দেয় এই টাকা।'

'আজ তোমার শুভদিন,' প্যাট বলল। 'পঁয়ত্রিশ।'

'পুরুষেরা,' আমি বলতেই থাকলাম, 'ধনলোলুপ হয় কেবল মেয়েদের ইচ্ছে এবং চাহিদার ফলশ্রুতিতে। মেয়েরা না থাকলে টাকাও থাকত না পৃথিবীতে। লক্ষ করলে দেখবে, দুনিয়ার সব ডিক্টেটর তাদের সাবঅর্ডিনেট হিসেবে বেশি পছন্দ করে বিবাহিত লোকদের। এ-ভাবে তারা অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করে। ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের স্ত্রী নেই—এর পেছনেও কিন্তু কারণ আছে রীতিমত। ধর্মপ্রচারক হিসেবে এরচে' বেশি দুঃসাহসী ভূমিকা দেখানোর সুযোগ আর নেই।'

'তোমার জন্যে সত্যিই শুভদিন আজ,' প্যাট বলল। 'বাহান্ন।'

খুচরো পয়সাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে রেখে সিগারেট ধরালাম আমি।

'তুমি কি গোণা থামাবে না?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'দেখো, সত্তুর যেন পেরিয়ে না যায়।'

'আমি একশো চাই, রবি। একশো একটি চমৎকার সংখ্যা।'

'হ্যাট্'স্ অফ! একেই বলে সাহস! তা অত বছর দিয়ে করবেটা কী?'

দ্রুত এক নজর দেখে নিল আমাকে প্যাট। 'এই ব্যাপারে তোমার চেয়ে অনেক বেশি আইডিয়া আছে আমার মাথায়।'

'তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু প্রথম সত্তুর বছরই তো সবচে' জঘন্য এবং কঠিন। তার পরে বোধহয় সহজ হয়ে আসে সবকিছু।'

'একশো!' ঘোষণা করল প্যাট।

আবার রওনা দিলাম আমরা।

অতিকায় রূপালি জাহাজের মত সমুদ্র এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ভেসে আসছে লবণাক্ত হাওয়া। দিগন্তকে মনে হচ্ছে আরও দীপ্তিময়, আরও দূরবর্তী। সমুদ্রের সামনে এসে পৌঁছুলাম আমরা। বিপুল জলরাশি—অস্থির, অশান্ত, শক্তিমান এবং অসীম।

সমুদ্রের সামনে এসে রাস্তা বাঁক নিয়ে চলে গেছে তীর বরাবর। কিছুদূর গেলেই হালকা বনভূমি। সেটার পেছনে একটি গ্রাম। যেখানে আমাদের থাকার কথা, সেই বাড়িটির খোঁজ করতে লাগলাম আমরা। বাড়িটি গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে। ঠিকানাটা আমাদের দিয়েছে কস্টার। যুদ্ধের পর বছরখানেক সে ছিল সেখানে।

বাড়ির সাথে লাগোয়া ছোট্ট একটি ভিলা। দুটো ইউ টার্ন নেবার পর সাইট্রেন বাড়িটির পাশে দাঁড় করিয়ে হর্ন বাজালাম বারকয়েক। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল প্রশস্ত একটি মুখ। হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সরে গেল সেখান থেকে।

'ঈশ্বর না করুন, এটা ফ্রাউলিন মুলার,' বললাম আমি।

www.BanglaBook.org

'ফ্রাউলিন মুলার দেখতে কেমন, সেটা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা হওয়া উচিত নয়,' উত্তর দিল প্যাট।

দরজা খুলে গেল। না, ফ্রাউলিন মুলার নয়, হাউসমেইড। বাড়ির মালিক ফ্রাউলিন মুলার বেরিয়ে এলেন মিনিটখানেক পরে। চটপটে, ফিটফাট বয়স্কা মহিলা। মাথায় ধূসর রঙের চুল। পরেছেন কালো রঙের হাই-নেক্‌ড পোশাক, ব্রোচে ঝুলছে সোনার ক্রুশ।

'প্যাট, স্টকিংস পরে নাও, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা,' ব্রোচের দিকে এক নজর তাকিয়ে প্যাটের কানে কানে বললাম। তারপর নেমে এলাম গাড়ি থেকে।

'হের কস্টার আমাদের কথা আপনাকে জানিয়েছে নিশ্চয়ই,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, সে আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল যে, তোমরা আসছ।' আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন তিনি। 'কেমন আছে হের কস্টার?'

'খুব ভাল।'

মাথা নাড়লেন তিনি এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করলেন আবার। 'তাকে তুমি কতদিন হলো জানো?'

আমি জানালাম সে-কথা। শুনে, মনে হয়, খুশি হলেন তিনি। প্যাট নেমে এল গাড়ি থেকে। স্টকিংস পরে নিয়েছে ইতোমধ্যে। কোমল হয়ে এল ফ্রাউলিন মুলারের দৃষ্টি। প্যাট তাঁর সুনজরে পড়েছে, বোধ হচ্ছে।

'আমাদের জন্যে কোন রুম কি আছে আপনার?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'হের কস্টার যখন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে, তখন তোমাদের জন্যে একটা রুম থাকতেই হবে,' জানালেন ফ্রাউলিন মুলার। তারপর প্যাটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবচে' ভাল রুমটাই পাবে তোমরা।'

প্যাট মৃদু হাসল। হাসলেন ফ্রাউলিন মুলারও। 'চলো, ঘরটি দেখাই তোমাকে।'

ছোট্ট একটি বাগানের ভেতরে সরু পথ দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল তারা দু'জন। তাদের পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে অতিরিক্ত, অনাবশ্যক এবং অনাহুত মনে হতে লাগল আমার। ফ্রাউলিন মুলার কথা বলছেন শুধু প্যাটের সাথেই।

রুমটি নিচতলায়। বাগানের সাথে লাগোয়া একটি দরজা আছে সেটায়। খুব পছন্দ হলো আমার ঘরটি। বেশ বড়সড়, উজ্জ্বল এবং কেমন একটা চেনা-চেনা ভাব আছে। ঘরের এক কোণে দুটো খাট রাখা।

'পছন্দ হয়?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্রাউলিন মুলার।

'দারুণ,' বলল প্যাট।

'অতিশয় চমৎকার,' অনুগ্রহপ্রার্থীর মত হেসে বললাম আমি। 'আরেকটি রুম কোথায়?'

ধীরে ধীরে আমার দিকে ঘুরে তাকালেন ফ্রাউলিন মুলার। 'আরেকটি রুম? কেন? তোমাদের দুটো রুম দরকার? এটা তোমাদের পছন্দ হয়নি?'

'পছন্দ হবে না কেন? এটা তো অসাধারণ রুম,' বললাম আমি, 'কিন্তু—'

'কিন্তু?' ফ্রাউলিন মুলার বললেন, 'এরচে' ভাল রুম যে নেই আমার!'

তাঁকে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে, আমাদের আসলে দু'জনের জন্যে দুটো সিঙ্গল রুম দরকার। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই তিনি বললেন আবার, 'কিন্তু তোমার স্ত্রীর তো খুব পছন্দ হয়েছে রুমটি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার স্ত্রী—বলে কী! মনে হলো, দু'পা পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। প্যাটের দিকে তাকালাম চোরা চোখে। জানালার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। আমার অবস্থা দেখে হাসি চেপে রেখেছে অতি কষ্টে।

'আমার স্ত্রী, অবশ্যই—' ফ্রাউলিন মুলারের সোনালি ক্রুশের দিকে চোখ রেখে বললাম আমি। সত্যি কথা বুঝিয়ে বলার দুঃসাহস হলো না। শুনলে চিৎকার করে উঠবেন তিনি নির্ঘাত এবং জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন মাটিতে। 'আমরা আসলে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ঘুমিয়ে অভ্যস্ত,' বললাম আমি। 'দু'জন দুটো আলাদা ঘরে।'

আমার যুক্তি পছন্দ হয়নি তাঁর। মাথা ঝাঁকালেন তিনি দু'পাশে। 'বিয়ে করার পর দু'জন দুটো আলাদা বেডরুমে ঘুমোয়—এটা কি নতুন ফ্যাশন নাকি?'

'মোটেও না,' কোন ব্যাপারে তিনি সন্দিহান হয়ে ওঠার আগেই বলে বসলাম আমি। 'আমার স্ত্রীর ঘুম আসলে খুব পাতলা। আর অভ্যেস খারাপ আমার, রাতে নাক ডাকে। এবং বেশ জোরেসোরেই।'

'আচ্ছা, এই ব্যাপার,' বললেন ফ্রাউলিন মুলার, যেন ব্যাপারটি তিনি আঁচ করতে পেরেছেন অনেক আগেই।

ভয় করতে লাগল আমার, তিনি আবার আমাকে যেন দোতলায় একটি রুম না দিয়ে বসেন। তবে বিয়ে তাঁর কাছে স্পষ্টতই একটি পবিত্র ব্যাপার। প্যাটের রুমের কাছেই আরেকটি ছোট্ট রুম খুললেন তিনি। একটি বিছানা ছাড়া আর কিছুই নেই ঘরটির ভেতরে।

'এক্সিলেন্ট,' বললাম আমি, 'এটাই ঠিক আছে আমার জন্যে। কিন্তু অন্য কারুর ঘুমের ব্যাঘাত হবে না তো আমার নাক-ডাকায়?' এই ফ্লোরটি পুরোপুরি আমাদের দখলে কি না, সেটাই কৌশলে জেনে নিতে চাচ্ছিলাম আমি।

'না, কারুর ডিস্টার্ব হবে না,' জানালেন ফ্রাউলিন মুলার। 'তোমরা ছাড়া আর কোন প্রাণীও নেই এখানে। বাকি সবগুলো রুম ফাঁকা।' তিনি দাঁড়ালেন এক মুহূর্ত, তারপর বললেন, 'খাওয়াদাওয়া তোমরা এখানে করবে, নাকি ডাইনিং রুমে?'

'এখানে,' বললাম আমি।

মাথা নেড়ে চলে গেলেন তিনি।

'হ্যালো, ফ্রাউ লোকাম্প,' প্যাটকে বললাম আমি। 'মহিলাটি আমাকে পছন্দ করেছেন বলে মনে হচ্ছে না। অথচ মজার ব্যাপার, আমি সচরাচর বয়স্কা মহিলাদের ঝট্‌পট্ পটিয়ে ফেলতে পারি।'

'তিনি মোটেও বয়স্কা মহিলা নন,' হেসে বলল প্যাট। 'তাঁকে খুব পছন্দ হয়েছে আমার। চমৎকার মহিলা। ট্রাঙ্কগুলো নিয়ে এসে এখন গোসলের সরঞ্জাম বের করা উচিত আমাদের।'

ঘণ্টাখানেক সাঁতার কেটে সমুদ্রসৈকতে রোদে শুয়ে আছি আমি। প্যাট তখনও জলে। নীল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার শাদা ক্যাপ। সমুদ্রের ওপর দিয়ে ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটি শঙ্খচিল। দূর-দিগন্ত বেয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে একটি স্টীমার।

ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে সূর্যকিরণ। দূর করে দিচ্ছে নিদ্রালু চিন্তাহীনতা। চোখ বন্ধ করে আমি টানটান করে ফেললাম শরীরটাকে। পিঠের নিচে গরম বালি। সমুদ্রতরঙ্গের

www.BanglaBook.org

নিস্তেজ ফেনা তীরে ছড়িয়ে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে মৃদু শব্দে। আমার মনে পড়ল আরেকটি দিনের কথা। সেদিনও আমি শুয়ে ছিলাম এভাবেই···

১৯১৭ সালের গ্রীষ্মের ঘটনা। আমাদের কোম্পানি তখন ছিল ফ্ল্যাণ্ডার্সে। সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ওস্টেণ্ডে কয়েকদিনের ছুটি কাটানোর সুযোগ হলো আমাদের—মেয়ার, হল্টহফ, ব্রায়ার, লুটগেন্‌স, আমার এবং আরও কয়েকজনের। আমাদের প্রায় কেউই সমুদ্র দেখেনি এর আগে। এবং এই কয়েকটি দিন—জীবন এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি প্রায় অবিশ্বাস্য সেই ইন্টারল্যুড—উপভোগ করলাম আমরা প্রাণভরে। আত্মসমর্পণ করলাম সূর্য, সমুদ্র আর বালির কাছে। সারাটাদিন কাটালাম সমুদ্রতীরে; ইউনিফর্মহীন, রাইফেলহীন প্রায়-নগ্ন শরীর আমরা বিছিয়ে দিয়েছি সূর্যের নিচে। কী গভীর প্রশান্তি! বালির ওপরে দৌড়েছি অকারণে, ঝাঁপিয়ে পড়েছি যখন-তখন সমুদ্রের জলে। সবকিছু থেকে বিস্মৃত হয়েছিলাম আমরা তখন—ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম সবকিছু। কিন্তু সন্ধ্যালোকে—সূর্য যখন ডুবে গেছে, দিগন্তব্যাপী বিস্তীর্ণ ধূসর ছায়া যখন ঢেকে ফেলেছে বিবর্ণ জলরাশিকে—ভেসে আসতে থাকে সমুদ্রতরঙ্গের ক্রমবর্ধমান গর্জন। একসময় সেই গর্জনও চাপা পড়ে যায় ভয়াবহ এক শব্দে: ফ্রন্টের বোমাবর্ষণের শব্দ সেটা। হঠাৎ ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে কথার ধারাবাহিকতা। মাথা উঁচিয়ে কান পেতে শুনি আমরা। হাসিখুশি, শ্রান্ত স্কুলবালকদের মুখের আদল পাল্টে গিয়ে মুহূর্তে হয়ে যায় সৈন্যদের মুখ। আকস্মিকতার তাৎক্ষণিক স্পর্শে জেগে ওঠে বিষণ্নতা। সেই বিষণ্নতায় মিশে থাকে—সাহস, হিংস্রতা আর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, থাকে কর্তব্যবোধ, হতাশা, প্রত্যাশা, হিংস্রতার বেদনা। কিছুদিনের মধ্যেই চরমে উঠল যুদ্ধ। তেসরা জুলাইয়ে কোম্পানিতে বেঁচে রইল মাত্র বত্রিশজন। মেয়ার, হল্টহফ আর লুটগেন্‌স মারা গেছে ইতোমধ্যে···

'হি' ভাকল প্যাট।

চোখ খুললাম আমি। আমাকে ভাবতে হলো এক মুহূর্ত—কোথায় আছি আমি।

উঠে বসলাম। জল থেকে উঠে আসছে প্যাট, সূর্যের আলো সমুদ্রের যে-অংশে পড়েছে, প্যাট হাঁটছে ঠিক সেটাকে আড়াল করে। তীব্র আলোর বিপরীতে ছায়াময়ীর মত লাগছে ওকে।

একেবারে অপার্থিব দৃশ্য! যেন অন্য কোন জগতের ছবি ভাসছে আমার চোখের সামনে—এই প্রসারিত নীল আকাশ, ফেনার ধবল রেখা, তার সামনে ক্ষীণদেহী এই রমণী—যেন বিশাল এই পৃথিবীতে আমি একা, আর সমুদ্রের জল থেকে উঠে আসছে পৃথিবীর প্রথম মানবী। এক মুহূর্তের জন্যে সৌন্দর্যের স্থির, অপরিমেয় শক্তি উপলব্ধি করলাম আমি, আমার রক্তরঞ্জিত, কলুষিত অতীতের চেয়ে এটা অনেক বেশি শক্তিধর। না হলে পৃথিবী ধসে পড়ত, বিকল হয়ে যেত এতদিনে। অনুভব করলাম, আমি এখানে আছি, প্যাট আছে আমার পাশে—এটাই বোধ এবং উপলব্ধির অতীত অতিলৌকিক একটা ঘটনা।

গোধূলিবেলায় গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়ালাম আমরা। হঠাৎ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল প্যাট। ও ঘরে ফিরে যেতে চায়। এই ব্যাপারটা আমি আগেও লক্ষ করেছি—জীবনীশক্তি আর প্রাণচাঞ্চল্যে ও ভরপুর, কিন্তু নিদারুণ শ্রান্তি আকস্মিকভাবে অবসাদগ্রস্ত করে ফেলে

www.BanglaBook.org

ওকে। স্বল্প প্রাণশক্তির প্রতিটি বিন্দু কাজে লাগাতে চায় ও, তারপর হঠাৎ আসে সেই মুহূর্ত, যখন মলিন হয়ে আসে ওর মুখ, চোখের নিচে গভীর ছায়া পড়ে। ক্লান্ত হবার ধরনটি ওর গতানুগতিক নয়, ক্রমাগত নয়। ক্লান্ত হয় ও মুহূর্তের মধ্যে।

'ঘরে ফিরে চলো, রবি,' বলল প্যাট। গলার স্বর আরও ভারী হয়ে পড়েছে ওর।

'ঘরে? ফ্রাউলিন মুলারের কাছে? না জানি এতক্ষণ কী ভেবে বসে আছেন তিনি।'

'ঘরে চলো, রবি,' বলতে বলতে আমার কাঁধে মাথা রাখল প্যাট।

ফ্রাউলিন মুলার বসে ছিলেন আমাদের অপেক্ষায়। উলের কালো কাপড় বদলে তিনি এখন পরে আছেন সিল্কের কালো পোশাক। গলায় ক্রুশের পরিবর্তে ঝুলছে হৃদয়, নোঙর এবং ক্রুশ সম্বলিত একটি প্রতীকবিশেষ। যাজকদের প্রতীক ওটা—আস্থা, আশা আর ভালবাসার সমন্বয়।

বিকেলবেলার চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক মনে হলো তাঁর আচরণ। রাতের খাবারের জন্যে ডিম, ঠাণ্ডা মাংস আর স্মোকড্ ফিশ রান্না করে কোন ভুল করেছেন কি না, জানতে চাইলেন।

আমি বললাম, 'সব ঠিক আছে।'

খেতে খেতে প্যাটের দিকে তাকালাম। পাণ্ডুর আর ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে ও। হাসি তবু মিলিয়ে যায়নি মুখ থেকে। 'তুমি সুন করেছ অনেক সময় ধরে, আমি তখন কিচ্ছু বলিনি তোমাকে,' বললাম আমি। তারপর ফ্রাউলিন মুলারের দিকে ঘুরে তাকালাম। 'আপনার কাছে কি রাম আছে?'

'কী?'

'রাম। এক ধরনের কড়া পানীয়।'

'রাম?'

'হ্যাঁ।'

'আছে।' ময়দার তালের মত তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

উঠে গেলেন তিনি। 'বিধাতার অসীম করুণা, প্যাট, আমাদের দূরদর্শী কিছু বন্ধু আছে,' বললাম আমি। 'আজ সকালে রওনা দেবার সময় বড়সড় একটা বাক্স লেন্ট্স গুঁজে দিয়েছে লাগেজবক্সে। কী আছে ওর ভেতরে, দেখে নেয়া দরকার।'

কার থেকে বাক্সটি নিয়ে এলাম আমি। খুলে দেখি—দু'বোতল রম, এক বোতল কনিয়াক আর এক বোতল পোর্ট।

বোতল খুলে বেশ খানিকটা ঢেলে দিলাম প্যাটের চায়ের মধ্যে। দেখলাম, হাত কাঁপছে ওর। 'তোমার কি খুব ঠাণ্ডা লেগেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'এটা সাময়িক ব্যাপার, রবি, এখন বেশ লাগছে। রামটি খুব সুস্বাদু, কিন্তু আমি ঘুমুতে যাব একটু পরেই।'

'একটু পরে কেন, প্যাট, এখনই যাও,' বললাম আমি। 'সেক্ষেত্রে টেবিলটি আমরা বিছানার কাছে ঠেলে নিতে পারি।'

কথা শুনল প্যাট। আমার ঘর থেকে অতিরিক্ত একটা কম্বল এনে দিলাম ওকে। তাকিয়ে দেখলাম, ক্লান্তভাব দূর হয়ে গেছে খানিকটা। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর চোখের দ্যুতি, ঠোঁট দুটো লাল, হালকা দীপ্তি ছড়াচ্ছে কোমল ত্বক।

'দেখলে, কত অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কেটে গেল ক্লান্তির ঘোর?' আমি বললাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রামের কত গুণ, দেখেছ?'

'বিছানার গুণের কথাও বলো,' হেসে বলল প্যাট। 'কারণ, বিছানায় এলেই খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠি আমি। বিছানাই আমার আশ্রয়।'

'পারোও তুমি! এত আগে একা বিছানায় যেতে হলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতাম আমি।'

হাসল প্যাট। 'মহিলাদের ক্ষেত্রে এ-কথা খাটে না।'

'মহিলাদের দোহাই দিয়ো না। তুমি মহিলা নও।'

'তাহলে কে আমি?'

'সেটা জানি না, তবে মহিলা তুমি নও। তুমি আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত নিখুঁত ও পরিপূর্ণ হলে তোমাকে ভালবাসতে পারতাম না আমি।'

দরজায় টোকা পড়ল। ঘরে ঢুকলেন ফ্রাউলিন মুলার। তাঁর হাতে ছোট্ট একটা কাচের জগ। তার ভেতরে পানীয়। 'আমি রাম এনেছি তোমাদের জন্যে।'

'ধন্যবাদ,' আমি বললাম। 'আমরা কিন্তু ইতোমধ্যে খেতে শুরু করে দিয়েছি।'

'সব্বোনাশ!' টেবিলের ওপরে রাখা চারটি বোতলের দিকে চোখ যেতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি। 'সবগুলোই খাও তোমরা?'

'খাই, ওষুধ হিসেবে,' ভদ্রস্বরে উত্তর দিলাম আমি, 'ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। আমার লিভার খুব শুকনো। ফ্রাউলিন মুলার, আপনি কি আমাদের সাথে একটু খাবেন?'

পোর্ট তুললাম আমি। 'আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আপনার সব ঘর অতিথি নিয়ে ভরে উঠুক বাড়িটেই।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' মাথা খানিকটা নোয়ালেন তিনি। তারপর গ্লাসে চুমুক দিলেন পাখির মত। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'বেশ কড়া। তবে সুস্বাদু।'

তাঁর এই আকস্মিক রূপান্তরে হতচকিত হয়ে গেলাম আমি। হাত থেকে গ্লাসটি পড়েই যাচ্ছিল প্রায়। ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করল ফ্রাউলিন মুলারের গাল, ঝকমক্ করে উঠল তাঁর চোখ। আমার আর প্যাটের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই—এমন কিছু প্রসঙ্গে একটানা কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। অসাধারণ এবং ঈর্ষণীয় ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে মনোযোগ সহকারে প্যাট শুনছে তাঁর গল্প। সবশেষে তিনি ঘুরলেন আমার দিকে।

'হের কস্টার তাহলে ভালই আছে?'

মাথা নাড়লাম আমি।

'সবসময় মোটামুটি ভালই থাকে সে,' বললেন তিনি। 'কখনও কখনও সারা দিনে একটা কথাও হয়তো বলে না কারও সাথে। এখনও কি ওরকমই আছে নাকি?'

'এখন সে মাঝে-মাঝে কথা বলে।'

'প্রায় এক বছর ও ছিল আমার এখানে। একদম একা—'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'এ-অবস্থায় এতদিন থাকলে যে-কেউ স্বল্পবাক হয়ে যাবে, এতে আর অবাক হবার কী আছে?'

গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে সায় দিলেন তিনি আমার কথায়। প্যাটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?'

'একটু,' বলল প্যাট।

'খুব,' আমি যোগ করলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে তো আমাকে যেতে হয়,' বললেন তিনি। 'গুড নাইট।'

উঠলেন তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

'আমার বিশ্বাস, আরও খানিকক্ষণ তিনি থাকতে চেয়েছিলেন আমাদের সাথে,' আমি বললাম।

'প্রতি রাতে একা বসে থাকেন ঘরে, কষ্টের ব্যাপার বৈকি,' উত্তর দিল প্যাট।

'আমি কিন্তু তাঁর সাথে যথেষ্ট ভাল আচরণ করেছি, ঠিক না?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ,' প্যাট বলল। 'দরজাটা একটু খুলে দেবে, রবি?'

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম আমি। পরিষ্কার চাঁদের আলো এসে পড়ে আছে বাগানে। বাগানটি যেন দরজা খোলার অপেক্ষাতেই ছিল—ফুটে থাকা অসংখ্য ফুলের মিষ্টি সৌরভ খেলা করে বেড়াচ্ছে সেখানে। দরজা খুলে দিতেই ঘর ভরে উঠল সুগন্ধে।

প্যাটের দিকে তাকালাম আমি। শুয়ে পড়েছে ও। শাদা বালিশের ওপরে ছড়িয়ে আছে ওর কালো চুল। এইসব সুগন্ধি ফুল আর মাতাল জোছনার আলোর ভেতরে রহস্যময়ীর মত লাগছে ওকে।

একটু উঠে বসল প্যাট। 'আমি খুব ক্লান্ত, রবি। এটা কি খারাপ?'

বিছানায় ওর পাশে এসে বসলাম আমি। 'মোটেও না। এতে করে তোমার বরং খুব ভাল ঘুম হবে।'

'তুমি ঘুমুবে না এখন?'

'আগে সমুদ্রের পাড়ে ঘুরে আসব একবার।'

ও শুয়ে পড়ল আবার। আরও কিছুক্ষণ আমি বসে রইলাম সেখানে।

'দরজাটা খোলা রেখো,' ঘুমে কাদা-হয়ে যাওয়া গলায় বলল প্যাট। 'তাহলে মনে হবে বাগানে ঘুমিয়ে আছি।'

গভীর হয়ে এল ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। আস্তে বিছানা থেকে উঠে বাগানে এলাম আমি। সিগারেট ধরালাম কাঠের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে। এখান থেকে প্যাটের ঘরের ভেতরটাও দেখা যাচ্ছে। ওর বাথিং গাউনটা ঝুলছে চেয়ারে, ওর পোশাক আর কিছু অন্তর্বাস পড়ে আছে সেটার ওপরে। মেঝেয় চেয়ারের ঠিক সামনে ওর জুতো জোড়া রাখা। এক পাটি উঠে আছে আরেক পাটির ওপরে। অবর্ণনীয় এক অনুভূতি আপ্লুত করে ফেলল আমার মনকে। আমি জেনে গেছি, এখন অন্তত আমার একজন আছে এবং থাকবে, যাকে দেখতে চাইলে দেখতে পাব, সাথে থাকতে চাইলে থাকতে পারব কয়েক পা এগুলেই—আজ, কাল এবং সম্ভবত অনাগত সময় ধরে—

'সম্ভবত,' ভাবলাম আমি—এই সেই অমোঘ শব্দ, যাকে এড়িয়ে যাবার কিংবা পালিয়ে বাঁচার উপায় নেই কারুর। আমাদের ভেতরে নিশ্চয়তার অভাব, নিশ্চয়তার অভাব সবকিছু এবং সবার ভেতরে।

হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দাঁড়ালাম সমুদ্রের সামনে, বায়ুপ্রবাহের সামনে, গুরুগম্ভীর গর্জনের সামনে। দূরাগত বোমাবর্ষণের শব্দের মত অবিরাম প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই গর্জন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষোলো

সমুদ্রতীরে বসে সূর্যাস্ত দেখছি একা একা। প্যাট আসেনি। সারাদিন শরীরটা ভাল যায়নি ওর।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল ক্রমশ। ঘরে ফিরে আসার সময় চোখে পড়ল, হাত নেড়ে চিৎকার করে কী-সব বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে হাউসমেইড। সমুদ্র এবং বাতাসের শব্দে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তার চিৎকার। কোনকিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমি। হাতের ইশারায় তাকে জানালাম, আমার দিকে এগিয়ে আসার প্রয়োজন নেই, আমিই যাচ্ছি। কিন্তু সে দৌড়ে আসতে থাকল আমার দিকে। দু'হাত চোঙার মত করে মুখের সামনে ধরে চিৎকার করেই চলেছে সে।

'আপনার স্ত্রী···' আমি শুনলাম। 'জলদি আসুন···'

আমি দৌড়ুতে শুরু করলাম। 'কী হয়েছে?'

হাঁপাচ্ছে সে। 'জলদি যান···আপনার স্ত্রী··· অ্যাকসিডেন্ট···'

এক দৌড়ে ঘরে এসে পৌঁছুলাম। প্যাট শুয়ে আছে। বুক রক্তে মাখামাখি। দু'হাত মুঠি পাকানো। মুখ থেকে ওর রক্ত বেরুচ্ছে গল্‌গল্ করে। হাতে একটা তোয়ালে আর জলের গামলা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্রাউলিন মুলার।

'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?' তাঁকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম আমি।

কী একটা বললেন তিনি।

'কিছু ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসুন!' আমি বললাম চিৎকার করে। 'ক্ষতটা কোথায়?'

আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ফ্রাউলিন মুলার। ঠোঁট কাঁপছে তাঁর। 'ক্ষত নেই কোথাও···'

সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি। 'ক্ষত নেই মানে?'

'হেমারেজ,' তিনি জানালেন।

যেন হাতুড়ি দিয়ে আমাকে আঘাত করল কেউ। 'হেমারেজ?' জলের গামলাটি আমি নিয়ে নিলাম তাঁর হাত থেকে। 'প্লীজ, তাড়াতাড়ি কিছু বরফ নিয়ে আসুন, কিছু বরফ।'

তোয়ালেটা জলে চুবিয়ে নিয়ে বিছিয়ে দিলাম প্যাটের বুকের ওপরে।

'আমার এখানে তো বরফ নেই,' বললেন ফ্রাউলিন মুলার।

'বরফ চাই এখন!' গর্জন করে উঠলাম আমি। 'সবচে' কাছের পাবে পাঠিয়ে দিন কাউকে। আর এক্ষুণি ডাক্তারকে ফোন করার ব্যবস্থা করুন।'

'কিন্তু আমাদের এখানে তো টেলিফোন নেই···'

'হেল্! কাছাকাছি কোথায় আছে টেলিফোন?'

'ম্যাসম্যানে।'

'জলদি সেখান থেকে আশেপাশের কোন ডাক্তারকে ফোন করুন। কী নাম ডাক্তারের? কোথায় থাকে সে।'

কোন উত্তর দেবার আগেই ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিলাম তাঁকে। 'চটপট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যান—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখান থেকে কতদূর সেটা?'

'তিন মিনিটের পথ,' বলে রওনা দিলেন তিনি।

'সাথে বরফ আনতে ভুলবেন না,' চিৎকার করে বললাম পেছন থেকে।

মাথা নেড়ে দৌড়ুতে লাগলেন তিনি।

আরও জল নিয়ে এসে তোয়ালে ভিজিয়ে নিলাম আবার। প্যাটকে একটু নড়াবারও সাহস হচ্ছে না। ওর শোয়ার ভঙ্গিটি ঠিক আছে কি না, সেটাও জানি না। এই কারণেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ হচ্ছে আমার। এই অবস্থায় ওর মাথার তলায় বালিশ দেয়া উচিত কি না, যদি জানতাম!

একবার কেশে উঠল প্যাট। এক দলা রক্ত বেরিয়ে এল সাথে সাথে। দ্রুত হলো ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি। রক্ত উঠে আসছে প্রত্যেকবার কাশির সাথেই। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে ওর চোখ দুটো। আমি ওকে ধরে আছি শক্ত করে। আমার একটা হাত রেখেছি ওর কাঁধের নিচে। কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শরীর—আমি অনুভব করছি সেটা···

ফ্রাউলিন মুলার ফিরে এসেছেন। ভূতের মত তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

'এখন কী করব আমরা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ডাক্তার এসে পড়বে এক্ষুণি,' ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন তিনি। 'বরফ দাও···ওর বুকের ওপরে, মুখের ভেতরে···'

'তুলে বসাব ওকে, নাকি শুয়েই থাকবে?'

'শুয়েই থাক।'

বরফের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিলাম প্যাটের বুকের ওপরে। অন্তত একটা কিছু করতে পেরে একটু স্বস্তি বোধ করছি আমি।

মোটর-বাইকের শব্দ শোনা গেল বাইরে। লাফিয়ে উঠলাম আমি। ডাক্তার!

'আমি কি সাহায্য করব আপনাকে?' প্রশ্ন করলাম তাঁকে। মাথা নেড়ে নিজেই তাঁর বাক্স খুলতে শুরু করলেন ডাক্তার। আমি দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তাঁর পাশে। চোখ তুলে তাকালেন তিনি আমার দিকে। আমি পিছিয়ে এলাম এক ধাপ। প্যাট যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সেই সময়।

'ডাক্তার, অবস্থা কি খুব খারাপ ওর?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আপনার স্ত্রীর চিকিৎসা কোথায় করিয়েছিলেন এর আগে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কী? চিকিৎসা?' তোতলাচ্ছি আমি রীতিমত।

'কোন ডাক্তারের কাছে?' জানতে চাইলেন তিনি অসহিষ্ণুভাবে।

'জানি না···। আমি বললাম। 'আমি জানি না···'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন,' সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

'সত্যি-সত্যিই জানি না আমি। আমাকে এ-ব্যাপারে কখনও কিছু বলেনি সে।'

প্যাটের ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওকে একই প্রশ্ন করলেন ডাক্তার। উত্তর দেবার চেষ্টা করল প্যাট। কিন্তু আবার রক্ত বেরিয়ে এল গলগল করে। ডাক্তার ওকে ধরে বসালেন। লম্বা করে শ্বাস নিল ও।

'জ্যাফে,' হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল প্যাট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ফেলিক্স জ্যাফে? প্রফেসর ফেলিক্স জ্যাফে?' প্রশ্ন করলেন ডাক্তার। প্যাট সম্মতি জানাল চোখের ইশারায়। আমার দিকে ঘুরে তাকালেন ডাক্তার।

'আপনি তাঁকে টেলিফোন করতে পারবেন না?' বললেন তিনি। 'তাঁকে এখানে আসতে রাজি করাতে পারলে সবচে' ভাল হয়।'

'অবশ্যই পারব,' উত্তর দিলাম আমি। 'এক্ষুণি যাচ্ছি ফোন করতে।'

'ফেলিক্স জ্যাফে,' ডাক্তার বললেন। 'এক্সচেঞ্জকে জিজ্ঞেস করলেই তাঁর নম্বর বলে দেবে।'

'ও ভাল হয়ে উঠবে তো, ডাক্তার?' ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'রক্ত পড়া বন্ধ করতে হবে আগে,' বললেন ডাক্তার।

আঙুল উঁচিয়ে টেলিফোনওয়ালা বাড়িটি আমাকে চিনিয়ে দিল হাউসমেইড। এক দৌড়ে সেখানে পৌঁছে টোকা দিলাম দরজায়। কয়েকজন লোক কফি আর বীয়ার খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছে ভেতরে। প্যাটের যখন রক্তক্ষরণ হচ্ছে অবিরাম, এরা তখন কী করে বীয়ার খেতে পারে—এ-রকম মনে হলো আমার। আর্জেন্ট কল্ বুক করে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

লাইন পাওয়া গেল বেশ কিছুক্ষণ পরে। প্রফেসরকে চাইলাম। 'আমি দুঃখিত,' নার্স বলল। 'প্রফেসর জ্যাফে বাইরে গেছেন।'

আমার হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। তারপর হাতুড়ির আঘাতের মত প্রচণ্ড শব্দ হতে শুরু করল সেখানে। 'তিনি এখন কোথায়? তাঁর সাথে আমার কথা বলা দরকার এই মুহূর্তেই।'

'আমি তো জানি না, তিনি কোথায়। তবে ক্লিনিকে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে।'

'ক্লিনিকে ফোন করুন। আপনাদের আরেকটি টেলিফোন আছে নিশ্চয়ই। আমি লাইনে আছি।'

পেঁচানো ধাতব সরু তাঁরের ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে অতল অন্ধকারের গর্জন। একটু পরে শোনা গেল নার্সের গলা, 'প্রফেসর জ্যাফে ক্লিনিক থেকেও বেরিয়ে গেছেন।'

'কোথায়?'

'সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না, স্যার।'

বিধ্বস্ত, পরাস্ত সৈনিকের মত দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

'হ্যালো,' সিস্টারের গলা। 'লাইনে আছেন এখনও?'

'হাঁ। সিস্টার, শুনুন—তিনি কখন ফিরবেন, সেটা আপনি নিশ্চয় জানেন না।'

'নির্দিষ্ট করে কিছু বলা অসম্ভব।'

'কিন্তু বেরুবার আগে তিনি নিশ্চয় সেটা বলে যান। কোন জরুরী প্রয়োজনে তাঁর সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে রাখেন তিনি।'

'ক্লিনিকে আর একজন ডাক্তার আছেন।'

'আপনি কি দয়া করে···না, কাজ হবে না ওতে। তিনিও হয়তো জানেন না। ···ঠিক আছে সিস্টার,' ক্লান্তস্বরে বললাম আমি, 'প্রফেসর জ্যাফে ফিরে এলে সাথে সাথেই যেন ফোন করেন এখানে। খুব জরুরী দরকার।' নম্বরটা তাকে দিলাম আমি। 'খুব জরুরী, সিস্টার। জীবন-মরণের প্রশ্ন।'

'আমি অবশ্যই তাঁকে বলব সে-কথা। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।' এখানকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেলিফোন নম্বরটি একবার আউড়ে নিয়ে ফোন রেখে দিল সে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, একা। আমার আর কিছুই করার নেই। বড়জোর এখানকার লোকদের বলে রাখা যায়, কেউ ফোন করলে আমাকে ডেকে দিতে। টেলিফোন ছেড়ে যাব কি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলাম কস্টারের নাম্বারে। এই সময় ঘরেই থাকার কথা তার।

ভেসে এল কস্টারের শান্ত কণ্ঠস্বর। আমার উত্তেজনা, উদ্বেগ অনেকটা দূর হয়ে গেল সাথে সাথে। সবকিছু বললাম তাকে। সে আমার কথা নোট করছে, আমি বুঝতে পারলাম।

'চিন্তা কোরো না,' বলল সে। 'আমি এক্ষুণি তাঁকে খুঁজে বের করছি। তারপর তোমাকে ফোন করব আবার। চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি খুঁজে বের করব তাঁকে।'

কস্টারের কথায় শক্তি ফিরে পেলাম মনে, শরীরে। দৌড়ে ফিরে এলাম প্যাটের কাছে।

'আপনি পেয়েছিলেন তাঁকে?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

'না,' বললাম আমি, 'তাঁকে পাইনি, পেয়েছি কস্টারকে।'

'কস্টার? তাঁর নাম তো কখনও শুনিনি! কী বললেন তিনি? তাঁর ট্রিটমেন্ট কী?'

'ট্রিটমেন্ট? সে তো ডাক্তার নয়। সে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছে।'

'কাকে?'

'প্রফেসর জ্যাফেকে।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! তাহলে কস্টারটা কে?'

'আমি দুঃখিত, ডাক্তার। কস্টার আমার বন্ধু। সে প্রফেসর জ্যাফের খোঁজে বেরিয়েছে। কারণ, ফোন করে আমি তাঁকে পাইনি।'

'খুব খারাপ সংবাদ,' বলে প্যাটের দিকে ফিরে তাকালেন ডাক্তার।

'কস্টার তাঁকে খুঁজে বের করবে,' বললাম আমি। 'তিনি যদি এখনও মারা না গিয়ে থাকেন, কস্টার ঠিক খুঁজে বের করবে তাঁকে।'

আমার দিকে তাকালেন ডাক্তার। তাঁর দৃষ্টি দেখে বুঝলাম, আমাকে পাগল ঠাউরেছেন তিনি।

ওদিকে শ্বাসকষ্ট বেড়েই চলেছে প্যাটের। কাশছে মাঝে মাঝে। আর তার সাথে রক্ত উঠে আসছে দলা বেঁধে। দরজার কাছে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

চিৎকার শোনা গেল দূর থেকে। 'টেলিফোন!'

লাফ দিয়ে উঠলাম স্প্রিং-এর মত। 'টেলিফোন? আমি হচ্ছি!'

উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। 'আপনি বসুন, আমি যাই। আমি বরং ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করে নেব। আপনি এখানে থাকুন। কোনকিছু করার প্রয়োজন নেই। আমি ফিরে আসছি এক মিনিটের মধ্যে।'

বিছানায় প্যাটের পাশে বসলাম আমি। 'প্যাট,' নরমস্বরে বললাম, 'এই তো আমরা দু'জন আছি একসাথে। কোনকিছুই ক্ষতি করতে পারবে না তোমার। কোন অমঙ্গল ভিড়তে সাহস পাবে না তোমার কাছে। প্রফেসর এখন কথা বলছেন ডাক্তারের সাথে। তিনি ঠিক-ঠিক বলে দেবেন—আমাদের কী করতে হবে এখন। আর কাল তিনি নিজেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চলে আসবেন এখানে। আমাদের কথা হয়েছে এ-ব্যাপারে। তিনি সাহায্য করবেন তোমাকে। দেখো, তুমি সেরে উঠবে খুব তাড়াতাড়ি। তোমার এই অসুখের কথা আমাকে আগে বলোনি কেন? আর শোনো, প্যাট, এই অল্প রক্তক্ষরণে কিছু যায় আসবে না। প্রয়োজন হলে আমরা রক্ত দেব তোমাকে। কস্টার খুঁজে পেয়েছে প্রফেসরকে। সব ঠিক হয়ে যাবে এখন।'

ডাক্তার ফিরে এলেন। 'ফোন প্রফেসরের না।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'আপনার এক বন্ধু, লেন্‌ত্‌স, ফোন করেছিলেন।'

'কস্টার প্রফেসরকে খুঁজে পায়নি?'

'পেয়েছেন। জ্যাকে তাঁকে যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন, সেগুলোই লেন্‌ত্‌স টেলিফোনে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন একদম নিখুঁত এবং স্পষ্টভাবে। আপনার বন্ধুটি কি ডাক্তার?'

'না। একসময় হতে চেয়েছিল,' আমি বললাম। 'আর কস্টারের খবর কী?'

ডাক্তার তাকালেন আমার দিকে। 'লেন্‌ত্‌স আপনাকে বলতে বলেছেন যে, কস্টার প্রফেসরকে নিয়ে এখানে রওনা দিয়েছেন কয়েক মিনিট আগে। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন, বলেছেন।'

'ওটো,' আপন মনেই বললাম আমি।

'এই একটা পয়েন্টে তিনি ভুল করেছেন,' বললেন ডাক্তার। 'আমি তো রাস্তা চিনি। সবচে' দ্রুত চলেও কমপক্ষে তিন ঘণ্টা লাগবে।'

'সে যদি বলে থাকে দু'ঘণ্টা, তো আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, ডাক্তার, সে দু'ঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছুবে।'

'আমি বলছি তো, এটা অসম্ভব ব্যাপার। রাস্তায় অসংখ্য বাঁক, আর তাছাড়া অন্ধকার।'

'আপনি অপেক্ষা করুন,' বললাম আমি।

'অল দ্য সেম, তিনি যখনই আসুন, আসছেন যে, এটাই সবচে' বড় কথা।'

আর স্থির থাকতে পারছি না আমি। বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারদিক কুয়াশাচ্ছন্ন। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে এখান থেকেও। গাছের পাতা থেকে গড়িয়ে পড়ছে শিশিরবিন্দু। কোন এক ইঞ্জিনের অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে দক্ষিণদিকের দিগন্তের বাইরে থেকে। আমি জানি, আমাদের জন্যে এগিয়ে আসছে সাহায্যের হাত, অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে, এবড়োখেবড়ো পথ ধরে; তীব্র উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে হেড-লাইট থেকে; রাস্তার সাথে ঘষা খেয়ে টায়ার থেকে শব্দ বেরুচ্ছে হুইসেলের মত, স্টিয়ারিং ধরে আছে দৃঢ়, অকিল দু'টি হাত, অন্ধকারে ঠাণ্ডা ও নিশ্চিত দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে আছে দু'টি চোখ—আমার বন্ধুর চোখ, আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর চোখ।...

পরে প্রফেসর জ্যাফের কাছে শুনেছিলাম, ঘটনাটি ঘটেছিল কেমন করে।

আমার ফোন পেয়েই লেন্‌ত্‌সকে ফোন করে রেডি থাকতে বলেছিল কস্টার। তারপর লেন্‌ত্‌সকে কার্লে তুলে নিয়ে তীরবেগে তারা পৌঁছে গেল জ্যাফের ক্লিনিকে। কর্তব্যরতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নার্স জানাল যে, প্রফেসর খেতে গেছেন এবং সে কয়েকটি সম্ভাব্য রেস্টুরেন্টের নাম দিল তাদের—যেখানে প্রফেসরকে পাওয়া যেতে পারে। ট্রাফিক সিগন্যাল আর ট্রাফিক-পুলিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পলায়মান ঘোড়ার মত প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি ছোটাল কস্টার। চতুর্থ রেস্টুরেন্টে পাওয়া গেল প্রফেসরকে। সবকিছু শুনে খাওয়া শেষ না করেই উঠে এলেন তিনি। তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেল কস্টার—প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র সাথে নিতে চান তিনি। এই পথটুকু স্বাভাবিক গতিতেই গাড়ি চালাল কস্টার। সে আগেই ভয় পাইয়ে দিতে চায় না তাঁকে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার সময় লেন্ত্সকে ইনস্ট্রাকশন দিলেন প্রফেসর, যাতে সে ফোন করে আমাকে সব জানিয়ে দেয়। রওনা দেবার পর জ্যাফে জানতে চাইলেন—প্যাট এখন কোথায়? চল্লিশ কিলোমিটার দূরের একটা জায়গার নাম বলল কস্টার।

'অসুখটা কি খুব ডেঞ্জারাস?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ,' ডাক্তার জানালেন।

মুহূর্তে বেড়ে গেল কার্লের গতি। কার্ল তখন একটা উড়ন্ত শাদা ভূত যেন। ক্ষিপ্রগতিতে এগুচ্ছে সে। বাঁক নিচ্ছে দু'চাকার ওপরে।

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আস্তে চালান,' চিৎকার করে বললেন প্রফেসর। 'এখন একটা অ্যাকসিডেন্ট হলে ব্যাপারটা কি ভাল হবে?'

'কোন অ্যাকসিডেন্ট হবে না।'

'এ-রকমভাবে চালালে হবে—দু'মিনিটের মধ্যেই।'

'হবে না,' ডাক্তারের দিকে ঘুরে বলল সে, 'আপনাকে ওখানে নিরাপদে পৌঁছে দিলেই তো হলো? এখন কীভাবে দেব, সেটা ছেড়ে দিন আমার ওপরে।'

'কিন্তু এত জোরে চালিয়ে খুব কি লাভ হবে? কত মিনিটই বা সেভ করতে পারবেন? মাত্র এই চল্লিশ কিলোমিটার পথ…'

'না,' একটা লরিকে ওভারটেক করতে করতে বলল সে; 'এখনও দু'শো চল্লিশ কিলোমিটার যেতে হবে আমাদের।'

'কী?'

'হ্যাঁ…', একটা মেইল ভ্যান আর বাসের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল কার্ল… 'আমি আপনাকে এটা আগে জানাতে চাইনি।'.

'জানালেও ক্ষতি ছিল না;' গজগজ করতে লাগলেন জ্যাফে। 'সার্ভিসের সময় কিলোমিটারের হিসেব করি না আমি। রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে চলুন। ট্রেনে অনেক দ্রুত যাওয়া যাবে।'

'না।' উপশহরে পৌঁছে গেছে কস্টার। প্রচণ্ড বাতাস কথা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওর মুখ থেকে। 'ট্রেন খুব দেরিতে ছাড়ে—আমি খবর নিয়েছি আগেই।'

কস্টারের দিকে তাকিয়ে, মনে হয়, একটা কিছু দেখতে পেলেন প্রফেসর। 'তোমার বান্ধবী নাকি সে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

মাথা নাড়ল কস্টার। আর কোন কথার উত্তর দিল না সে। সর্বোচ্চ গতিতে ছুটছে কার্ল। হর্ন বাজছে অবিরাম। বিচিত্র শব্দ বেরুচ্ছে টায়ার থেকে। সমস্ত মন, চেতনা আর অনুভূতি গাড়ি চালানোয় কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে কস্টার।

ভেজা, পিচ্ছিল রাস্তা পড়ল সামনে। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পিছলে যেতে লাগল, হড়কে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেতে লাগল গাড়ি। স্পীড কমাতে বাধ্য হলো সে। পরে সেটাকে কভার করার জন্যে বাঁক নিল আরও তীক্ষ্ণভাবে, অপরিবর্তিত গতিতে।

প্রফেসর বসে আছেন চুপচাপ। মিনিটখানেকের মধ্যে ঘন কুয়াশার ভেতরে এসে পড়ল গাড়ি।

আলো নিম্নমুখী করে দিল কস্টার। যেন কটন উলের ভেতর দিয়ে সাঁতার কাটছে আলো, ছায়া সরে সরে যাচ্ছে নিঃশব্দে, কোন রাস্তা নেই যেন সামনে। কস্টার গাড়ি চালাচ্ছে পুরোপুরি সহজাত ধারণা ও অনুমানের ওপরে নির্ভর করে।

দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এল তারা কুয়াশা থেকে। জ্যাকের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল কস্টার। তারপর ফুল স্পীডে গাড়ি ছোটাল আবার···

ঘরটাকে লোহার মত ভার করে রেখেছে গুমোট গরম।

'রক্তক্ষরণ থেমেছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না,' বললেন ডাক্তার।

প্যাট তাকাল আমার দিকে। আমি মৃদু হাসলাম। 'আর আধ ঘণ্টা,' বললাম আমি।

ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার। 'আরও দেড় ঘণ্টা তো বটেই, দু'ঘণ্টাও হতে পারে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে।'

হালকাভাবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে বাগানের গাছ, লতাপাতা, গুল্মের ওপরে। আমি আধবোজা চোখে চেয়ে আছি অন্ধকারের দিকে।

উঠে উঠে দরজার কাছে যাচ্ছি হাজারবার। এটা অর্থহীন, আমি জানি তবে এটা প্রতিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত করে, লঘু করে। কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাস। কস্টারের জন্যে এমন আবহাওয়া কতটা প্রতিকূল, আমি জানি সেটা। একটি পাখি ডেকে উঠল অন্ধকারের ভেতর থেকে।

গুবরে পোকা ডাকছে দূরে কোথাও। অবিশ্রাম, একটানা ডাক। একসময় ডাক থেমে গেল—শুরু হলো আবার—সেই একটানা, বিরামহীন। হঠাৎ কেঁপে উঠলাম আমি। গুবরে পোকা নয়, ওটা দূরাগত গাড়ির শব্দ। শ্বাসপ্রশ্বাস থামিয়ে কান পাতলাম। হ্যাঁ এই তো, আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কম্প্রেসরের শব্দ চিনতে ভুল হলো না আমার।···

দৌড়ে ঘরে ফিরে এসে দাঁড়ালাম দরজার চৌকাঠ ধরে। 'ওরা আসছে!' আমি বললাম। 'ডাক্তার, প্যাট, ওরা আসছে! গাড়ির শব্দ শুনতে পেয়েছি আমি।'

সারা সন্ধেই ডাক্তার আমাকে আধ-পাগলা মনে করে এসেছেন। তিনি বেরিয়ে এসে কান পেতে শুনলেন সেই শব্দ। 'এটা অন্য কোন গাড়ি হবে,' বললেন তিনি।

'না, এই ইঞ্জিনের নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। এটাই ওদের গাড়ি।'

আমার কথা পছন্দ হলো না তাঁর। নিজেকে তিনি গাড়ি-বিশেষজ্ঞ মনে করেন বোধহয়। 'অসম্ভব,' সংক্ষেপে বললেন তিনি। তারপর চলে গেলেন ভেতরে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরেই। উত্তেজনায় কাঁপছি রীতিমত। 'কার্ল! কার্ল!' বললাম আমি। নিশ্চয়ই গ্রামে ঢুকে পড়েছে ইতোমধ্যে, ছুটছে সংকীর্ণ পথ ধরে। ক্ষীণ হয়ে এল গাড়ির শব্দ, সম্ভবত বনের ও-পাশ দিয়ে যাচ্ছে এখন—আবার ফিরে এল সেই শব্দ—গভীর কুয়াশার ভেতরেই দেখা গেল তীব্র আলোর রেখা: কার্লের হেডলাইট; বাজ পড়ার মত গুরুগম্ভীর শব্দ···আমার পাশে এসে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সে-দিকে তাকিয়ে আছেন

www.BanglaBook.org

ডাক্তার। হঠাৎ সেই তীক্ষ্ণ আলো চোখ ঝলসে দিল আমাদের এবং উৎকট শব্দে ব্রেক কষে কার্ল থামল বাগানের গেটের কাছে।

দৌড়ে কাছে গেলাম আমি। প্রফেসর বেরিয়ে এসেছেন গাড়ি থামার সাথে সাথেই। আমার দিকে তাকালেনই না তিনি, হেঁটে গেলেন সোজা ডাক্তারের কাছে।

'কেমন আছে সে?' আমাকে জিজ্ঞেস করল কস্টার।

'রক্তক্ষরণ হচ্ছে এখনও।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল সে। 'দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই আর।'

কোন কথা না বলে শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি···

'সিগারেট আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

একটা বের করে দিলাম তাকে। 'তুমি যে এসেছ, ওটো, আমি ভীষণ খুশি হয়েছি এতে।'

'আমিও জানতাম, তুমি খুশি হবে।'

'নিশ্চয়ই খুব জোরে চালিয়ে এসেছ!'

'কুয়াশা না থাকলে আরও আগে পৌঁছুতে পারতাম।'

বাগানের একটি সীটে পাশাপাশি বসলাম আমরা।

'কী মনে হয় তোমার, প্যাট ভাল হয়ে উঠবে?'

'অবশ্যই! হেমারেজ মোটেও বিপজ্জনক কিছু নয়।'

'এ-ব্যাপারে আমাকে কখনও একটি কথাও বলেনি সে।'

মাথা নাড়ল কস্টার।

'ও নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে, ওটো,' বললাম আমি।

'আরেকটা সিগারেট দাও,' বলল সে। 'তাড়াহুড়োয় নিজের প্যাকেটটা আনতে ভুলে গেছি।'

'ওকে ভাল হয়ে উঠতেই হবে,' বললাম আমি, 'নইলে অর্থহীন এবং অন্ধকার হয়ে পড়বে সব।'

প্রফেসর বেরিয়ে এলেন। 'আপনার সাথে যদি আর কখনও গাড়িতে চড়েছি!' বললেন তিনি কস্টারকে।

'আমি দুঃখিত,' বলল সে, 'কিন্তু রোগী যে আমার বন্ধুর স্ত্রী।'

আমার দিকে তাকালেন জ্যাফে।

'ওর অবস্থা নিরাপদ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি

ঠাণ্ডা চোখে তিনি তাকালেন আমার দিকে। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম।

'নিরাপদ না হলে আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম, ভেবেছেন?'

ঠোঁট কামড়ে ধরলাম আমি। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল আপনা থেকেই। জল জমা হলো চোখের কোণে।

'দুশ্চিন্তা না করে পারছি না আমি, ওটো,' আমি বললাম।

আমার কাঁধ ধরে উল্টো দিকে আমাকে ঘুরিয়ে দিল সে। তারপর দরজার দিকে মৃদু ঠেলে দিয়ে বলল, 'প্রফেসর অনুমতি দিলে গিয়ে দেখে এসো একবার।'

'আমি কি যেতে পারি?' বললাম আমি। 'যাব আর আসব।'

'যান, তবে কথা বলবেন না কোন,' বললেন জ্যাফে, 'এবং বেশি সময়ের জন্যে নয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশ্যই। সে যাতে উত্তেজিত হয়ে না পড়ে।'

ঘরে ঢুকে প্যাটকে ছোট্ট একটা হাসি উপহার দিয়েই বেরিয়ে এলাম আমি। আমার সজল চোখ মুছবার সাহস হয়নি, পাছে প্যাট ভেবে বসতে পারে—ওর অবস্থা খুব সংকটময়।

'আপনাকে এখানে নিয়ে এসে ভাল হয়নি?' কস্টার জিজ্ঞেস করল প্রফেসরকে।

'অবশ্যই,' জানালেন জ্যাফে।

'কাল সকালে সবার আগে আপনাকে আমি পৌঁছে দেব।'

'কিন্তু খুব সম্ভব, আমি যাব না।'

'এবারে অত ফাস্ট ড্রাইভ করব না অবশ্যই।'

'রোগীর অবস্থা কালকেও আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। ঘুমনোর একটা জায়গা পাওয়া যাবে এখানে?' তিনি প্রশ্ন করলেন আমাকে।

'যাবে,' আমি জানালাম। 'আপনার জন্যে কি একখানা পায়জামা আর টুথব্রাশ আনিয়ে নেব?'

'তার প্রয়োজন হবে না। আমার কাছে ও-সব আছে। এমার্জেন্সির জন্যে সবসময় আমি তৈরিই থাকি—তবে রেসিং-এর জন্যে নয় অবশ্যই।'

'সেজন্যে ক্ষমা চাচ্ছি আমি,' বলল কস্টার, 'আর শুরুতেই আপনাকে সত্যি কথাটা জানিয়ে নেয়া উচিত ছিল আমার।'

হাসলেন জ্যাফে। 'ডাক্তারের সম্পর্কে আপনার ধারণা খুব নিচু। ঠিক আছে, আশ্বস্ত হন, আমি আছি এখানে।'

কস্টার আর আমার জন্যে কিছু জিনিস গুছিয়ে নিয়ে গ্রামের ভেতরে হেঁটে গেলাম আমরা।

'তুমি খুব ক্লান্ত, তাই না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না,' বলল সে। 'এসো, কোথাও বসি একটু।'

ঘন্টাখানেক পরে খুব অস্থির লাগতে শুরু করল আমার। 'ডাক্তার যখন থেকে গেলেন, তার মানে, অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল না। তাই না, ওটো?' বললাম আমি।

'আমার মনে হয়, শুধু সাবধানতার কারণে তিনি থাকলেন আজ,' উত্তর দিল কস্টার। 'প্যাটকে খুব পছন্দ করেন তিনি। আসার সময় তিনি বলছিলেন সে-কথা। প্যাটের মা'র চিকিৎসাও তিনিই করেছিলেন।'

'প্যাটের মা'রও কি...'

'জানি না,' দ্রুত বলল কস্টার। 'ঘুম পাচ্ছে না তোমার?'

'তুমি ঘুমুতে যাও, ওটো। আমি আর একবার ওকে একটু...দূর থেকে...'

'ঠিক আছে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'শোনো, ওটো, খামোকা ঝামেলা পাকিয়ো না। বাইরেই কোথাও ঘুমিয়ে নেব আমি। আবহাওয়াও ভাল আছে বেশ। তাছাড়া বেশ ঘুমিয়েছি গতকাল।'

'এই ভেজা-ভেজা আবহাওয়ায় বাইরে থাকবে?'

'ও কিছু না। কার্লের হুড তুলে দিয়ে ওখানে বসে থাকব।'

'আমিও তাহলে বাইরে ঘুমুব তোমার সাথে।'

'জোঁকের মত লেগে আছে ওটো। ওর কাছ থেকে রেহাই নেই, বুঝতে পারছি।

www.BanglaBook.org

কয়েকটা কম্বল নিয়ে কার্লের কাছে ফিরে গেলাম আমরা। হুড তুলে দিয়ে সীটগুলো ঠেলে দিলাম পেছনে। এখন মোটামুটি আরামে শোয়া যেতে পারে।

'ফ্রন্টের চেয়ে অনেক ভাল ব্যবস্থা, কী বলো?' মন্তব্য করল কস্টার।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্যাটের ঘরের আলোকিত জানালা। প্রফেসর জ্যাফের ছায়া ভেসে উঠছে সেখানে মাঝে-মাঝে। এখানে বসে সিগারেট ধ্বংস করছি আমরা একের পর এক। প্যাটের ঘরের আলো নিবে গেল একসময়। জ্বলে রইল শুধু ডিম-লাইট।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বললাম আমি।

ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে হুডের ওপরে। মৃদু হাওয়া বইতে শুরু করল। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল আবহাওয়া।

'ওটো, আমার কম্বলটা নাও,' বললাম আমি।

'না। আমার ঠাণ্ডা লাগছে না মোটেও।'

ঘুম হলো না ঠিকমত। জেগে উঠলাম তন্দ্রা থেকে। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস। কস্টার ইতোমধ্যে উঠে বসে আছে।

'তুমি ঘুমোওনি, ওটো?'

'ঘুমিয়েছি।'

গাড়ি থেকে নেমে এসে চোরের মত নীরবে বাগানের ভেতর দিয়ে আমরা এগুতে লাগলাম জানালার দিকে। ডিম-লাইটটি জ্বলছে তখনও। আমি দেখলাম, চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে প্যাট। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো আমার—প্যাট মরে গেছে। ঠিক তখনই চোখে পড়ল, ডান হাত নড়ছে ওর। মলিন, নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে প্যাটকে। তবে রক্তক্ষরণ থেমে গেছে। ওর হাত নড়ে উঠল আবার। এবং ঠিক একই সাথে প্রফেসর জ্যাফে, যিনি আমার বিছানায় ঘুমুচ্ছিলেন, চোখ মেলে তাকালেন। পিছিয়ে এলাম আমি এক-পা। আর যাই হোক, ডাক্তার তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন, এটা দেখে নিশ্চিত হলাম আমি।

'আমাদের সরে পড়া উচিত এখান থেকে,' আমি বললাম কস্টারকে; 'না-হলে তিনি ভাববেন, আমরা নজর রাখছি তাঁর ওপরে।'

'সব ঠিক আছে?' জানতে চাইল ওটো।

'তা-ই তো মনে হয়। ঠিক যেমনটি দরকার, সেরকমই ঘুমুচ্ছেন প্রফেসর। যেন বোমাবাজি আর গোলাগুলির মধ্যে নিশ্চিন্তে নাক ডাকছেন, কিন্তু তাঁর হ্যাভারস্যাকে ইঁদুর কুটুস করে কামড় বসাতেই উঠে বসেছেন লাফ দিয়ে।'

'চলো সাঁতার কেটে আসি,' প্রস্তাব করল কস্টার। 'এত চমৎকার আবহাওয়া!' গা মোচড়াল সে।

'তুমি যাও,' আমি বললাম।

'আরে, চলো না,' জোরাজুরি করতে লাগল সে।

কমলা-লাল রঙের আলোয় ভরে উঠেছে আকাশ। শান্তজোড়া মেঘের পর্দা উঠে গেছে। স্লেটা ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছে আপেল-সবুজ আলো।

ধূসর, লাল সমুদ্র। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে ফিরে এলাম আমরা। ফ্রাউলিন মুলার ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন ইতোমধ্যে। গতকাল তাঁর সাথে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়তো দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি আমি—ভেবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে গেলাম অপ্রতিভভাবে।

কাঁদতে শুরু করলেন তিনি। 'এত সুন্দর মেয়ে! এত কম বয়স! কী কষ্টই না হচ্ছে ওর এখন!'

'একশো বছর বাঁচবে ও,' বললাম আমি। তিনি হয়তো ভেবেছেন, মারা যাচ্ছে প্যাট। কিন্তু ও তো মরবে না এত তাড়াতাড়ি। এই শীতল সকাল, সমুদ্রের উচ্ছ্বাসভরা আমার প্রাণ তা-ই বলছে আমাকে; প্যাট মরতে পারে না। আমার হৃদয় এবং সত্তা হারিয়ে গেলেই কেবল সম্ভব হতে পারে সেটা। কস্টার এখানে আছে—আমি আছি: প্যাটের বন্ধু আমরা···আমরা মরব আগে। যতদিন আমরা বেঁচে আছি, ততদিন বেঁচে থাকবে ও। আগেও হয়েছে এ-রকম। কস্টার বেঁচে ছিল বলেই মরিনি আমি। এখন আমরা দু'জন যখন বেঁচে আছি, প্যাট মরতে পারে না কিছুতেই।

'ভাগ্যের কাছে নিজেকে একদিন সঁপে দিতেই হবে,' বললেন তিনি। কথাটা আমাকে উদ্দেশ করেই বলা, বুঝতে অসুবিধে হলো না আমার।

'সঁপে দিতে হবে?' বললাম আমি। 'কেন? জীবনে সবকিছুর জন্যে মাসুল দিতে হয়—একগুণ, দু'গুণ, তিনগুণ। কিন্তু সঁপে দেয়ার প্রশ্ন আসছে কেন?'

'আসে, আসে—আর সেটা করাই সবচে' ভাল।'

সঁপে দেয়া—ভাবলাম আমি। লড়াই, লড়াইই হচ্ছে আমাদের জীবন সংগ্রামের প্রধান অংশ। একাত্তর বছর বয়সে সঁপে দেয়া-না দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে।

তাঁর সাথে কথা বলতে শুরু করল কস্টার। অচিরেই হাসি ফুটল তাঁর মুখে। লাঞ্চে কস্টার কী খেতে চায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'বয়সের ধর্মই এটা,' বলল ওটো। 'এই হাসি, এই কান্না— কী দ্রুত পরিবর্তন! সবার জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়।'

বাড়ির চারপাশ দিয়ে ঘুরলাম আমরা। 'যত ঘুমোবে, তত ভাল ওর জন্যে,' বললাম আমি।

বাগানের ভেতর টেবিলে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন ফ্রাউলিন মুলার। গরম কালো কফি খেলাম আমরা। সূর্য উঠে পড়েছে ইতোমধ্যে। আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠছে ক্রমশ। গাছের ভেজা পাতায় সূর্যের আলো পড়ে চক্ চকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে শঙ্খচিলের ডাক।

দরজা খুলে জ্যাফে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তাঁর পরনে পায়জামা, সব স্বাভাবিক। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন,' হাত নেড়ে আমাকে বললেন তিনি। আমি তো ব্রেকফাস্ট টেবিল উল্টে ফেলছিলাম আরেকটু হলেই। 'সব ঠিক আছে।'

'একটু ভেতরে যেতে পারি আমি?'

'এখনও না। হাউসমেইডটা আছে সেখানে। পরিষ্কার করছে সবকিছু।'

আমি কফি ঢাললাম তাঁর জন্যে। সূর্যের আলোয় মিটমিট করে তাকালেন তিনি, তারপর কস্টারকে বললেন, 'আপনার প্রতি সত্যি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার। অন্তত একটা দিন গ্রামে থাকা হলো আপনার জন্যে।'

'কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করলে আসতে পারেন যে-কোন সময়ে,' বলল কস্টার।

www.BanglaBook.org

'এক সন্ধেয় এসে ফিরে যাবেন পরদিন সন্ধেয়।'

'পারি, পারি,' বললেন জ্যাফে। 'কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, কেমন আত্মনির্যাতনের যুগে বাস করি আমরা। কত কিছু করার আছে আমাদের জীবনে, কিন্তু আমরা করি না। কেন করি না—ঈশ্বর জানেন সেটা। কাজ, চাকরি অস্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ইদানীং।' আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি। 'এখন যেতে পারেন—তবে ছোঁবেন না তাকে এবং কথা বলতে দেবেন না।'

একগাদা বালিশের ভেতরে শুয়ে আছে প্যাট, আহত লোকের মত অসহায়। মুখের রঙ বদলে গেছে; নীল গভীর দাগ পড়েছে চোখের নিচে, ঠোঁট দুটো মলিন। কিন্তু চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াচ্ছে।

হাত ধরলাম ওর। ঠাণ্ডা, নিস্তেজ।

'প্যাট,' বলে আমি প্রায় বসেই পড়ে ছিলাম বিছানায়, ওর পাশে। সেই সময় চোখে পড়ল, হাউসমেইড জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'এখন যাও এখান থেকে,' বিরক্তির স্বরে বললাম আমি।

'সব পর্দা টেনে দিতে হবে আমাকে,' উত্তর দিল সে।

'ঠিক আছে, টেনে দিয়ে চলে যাও।'

হলুদ রঙের পর্দা টেনে দিল সে জানালার ওপরে, কিন্তু গেল না তবু। বরং পিন দিয়ে পর্দা আঁটার কাজ শুরু করল ধীর গতিতে।

'শোনো,' বললাম আমি, 'এটা খেলার জায়গা নয়। কাজ শেষ করে কেটে পড়ো ঝট্‌পট্।'

আমার দিকে ঘুরে তাকাল সে উদ্ধতভাবে। 'কাজ শেষ করেই যাব আমি, তার আগে নয়।'

'তুমি তাকে এসব করতে বলেছ?' প্যাটকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মাথা নাড়ল ও।

'আলো থাকলে কষ্ট হচ্ছে তোমার?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'পরিষ্কার আলোয় তুমি না হয় আজ না-ই দেখলে আমাকে···'

'প্যাট,' আতঙ্কিতভাবে বললাম আমি, 'কথা বলা নিষেধ তোমার! কিন্তু এটাই যদি···'

শেষমেষ দরজা খুলে বেরিয়ে গেল হাউসমেইড। আমি এসে বসলাম প্যাটের পাশে, বিছানায়। 'প্যাট, খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি।'

ঠোঁট নাড়ল ও। 'কাল? কী মনে হয় তোমার?'

'কাল হয়তো নয়, তবে কয়েকদিনের মধ্যেই। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, তারপর বাড়ি ফিরে যাব আমরা। আসলে এখানে আসাটা উচিত হয়নি আমাদের। এখানকার আবহাওয়া তোমার জন্যে একটু বেশি চড়া।'

'হ্যাঁ,' ফিস্‌ফিস্ করে বলল ও। 'আমি অসুস্থ, রবি। এটা শুধু একটা অ্যাকসিডেন্ট—'

প্যাটের দিকে তাকালাম আমি। ও কি সত্যিই জানে না যে, ও অসুস্থ? নাকি জানতে চায় না? 'ভয় পাবার কোন কারণ নেই তোমার'—প্যাট বলল নিচুস্বরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রথমে ওর কথার মানে বুঝতে পারলাম না আমি। আমার ভয় না পাবার ব্যাপারটিকে ও এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? আমি দেখলাম, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ও, ইতস্তত দৃষ্টি ফেলছে এদিকে সেদিকে। সেই মুহূর্তে একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল আমার—আমি জানি, ও কী ভাবছে: ও ধরে নিয়েছে, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি, ভয় পাচ্ছি ওর অসুস্থতার কারণে।

'প্যাট,' বললাম আমি, 'সম্ভবত এই জন্যেই তুমি আমাকে কখনও কিছু বলোনি, তাই না?'

কোন উত্তর দিল না প্যাট, কিন্তু আমি জেনে গেলাম, কথাটি সত্যি।

'এখন চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো, নড়াচড়া কোরো না একদম।' আমি চুমু খেলাম ওকে। ওর ঠোঁট দুটো শুকনো এবং উষ্ণ।

সোজা হয়ে বসে দেখি, কাঁদছে ও। কাঁদছে নিঃশব্দে, চোখ দুটো খোলা, মুখ নড়ছে না একটুও, শুধু জল গড়িয়ে পড়ছে চোখ থেকে।

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, প্যাট—'

'আমি এত সুখী!' বলল ও।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি তাকালাম ওর দিকে। খুব সাধারণ ছোট্ট একটা বাক্য। কিন্তু কাউকে কখনও এভাবে সেটা বলতে শুনিনি। অনেক মেয়ের সাথে ঘুরেছি আমি—ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক সে-সব। শুধু কিছু অ্যাডভেঞ্চার, সময় কাটানো, কোন নিঃসঙ্গ সন্ধেয় নিজের থেকে পালিয়ে বেড়ানো, পালিয়ে বেড়ানো হতাশা থেকে, শূন্যতা থেকে। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি চাইনি কখনও। কারণ, আমি তখন জেনেছিলাম, নিজেকে এবং সম্ভবত নিজের দু'একজন বন্ধু-বান্ধবকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু, এখন আমি জানি, আমিও কারুর জন্যে একটা কিছু হতে পারি। আমি একজনের পাশে আছি বলে সে সুখী। শুনলে খুব সাধারণ আর মামুলি মনে হয় কথাটি। কিন্তু ভাবলে বোঝা যায়, কথাটি কত গভীর অর্থবহ, কত ব্যাপক, কত অসীম। এটাই প্রেম এবং, সম্ভবত, তার চেয়েও বেশি একটা কিছু, যার জন্যে বেঁচে থাকাটা হতে পারে অর্থপূর্ণ। একজন মানুষ ভালবাসার জন্যে বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকে, সম্ভবত, অন্য একজনের জন্যে....

কিছু বলতে চাইলাম আমি প্যাটকে, বলতে পারলাম না। যখন সত্যি সত্যি কোনকিছু বলার থাকে, তখন উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন। এমনকি উপযুক্ত শব্দ পেলেও সেটা বলতে লজ্জা হয়, সংকোচ হয়। কারণ, শব্দটি মান্ধাতার আমলের, গত শতাব্দীর। এই অনুভূতি প্রকাশের শব্দটি আমাদের যুগে এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

'প্যাট,' বললাম আমি।

সেই সময় প্রফেসর জ্যাকে এসে ঢুকলেন সেখানে। পরিবেশ বুঝতে সময় লাগল না তাঁর। 'বাহ্! চমৎকার!' গর্জন করে উঠলেন তিনি। 'এ-রকমই কিছু আঁচ করেছিলাম আমি।'

একটা অজুহাত দেখাতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু সে-সুযোগ না দিয়ে আমাকে সোজা বের করে দিলেন তিনি সেখান থেকে।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থ্রী কমরেডস ২

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮

এক

দু'সপ্তাহ পরের কথা। প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে প্যাট। এখন আমরা ফিরে যেতে পারি। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছি গোটফ্রীড লেন্‌ত্‌সের জন্যে। গাড়িটি নিয়ে যাবে সে। প্যাট্ আর আমি যাব ট্রেনে।

মেঘাচ্ছন্ন, উষ্ণ আবহাওয়া আজ। নিশ্চল, পেঁজা তুলোর মত মেঘ আকাশে। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে হালকা হাওয়া। সামনে উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, অস্পষ্ট সমুদ্র।

গোটফ্রীড এসে পৌঁছুল লাঞ্চের পরে। ওর সাথে এসেছে জাপ। পরনে রেসিং মোটরিস্টের পোশাক, চেক-চেক টুপি মাথায়। চোখে গগল্‌স এবং শাদা ওভারঅল।

'এ-রকম বেশভূষা কেন ওর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম লেন্‌ত্‌সকে। 'কী ব্যাপার?'

'রেসার হিসেবে কোচ নিচ্ছে সে,' লেন্‌ত্‌স বলল গর্বের সাথে। 'আটদিন হলো তাকে ড্রাইভিং লেস্‌ন্ দিচ্ছি আমি। খুব কাকুতি-মিনতি করেছে সে আজকে এখানে আসার জন্যে। ভাবলাম, মন্দ কী। প্রথম ক্রস-কান্ট্রি ট্যুরের সুবর্ণ সুযোগ।'

'রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছি আমি, হের লোকাম্প,' জাপ জানাল।

'শুধু কি ভাঙা?' কৃত্রিম হাসি হাসল গোটফ্রীড। 'ভাবতে পারো, প্রথম দিনেই সে আমাদের এই লড়ঝড়ে ট্যাক্সি দিয়ে ওভারটেক করতে চেয়েছিল মার্সিডিজ-কম্প্রেসরকে?'

মুগ্ধ চোখে লেন্‌ত্‌সের দিকে তাকিয়ে আছে জাপ। 'আমার তো মনে হচ্ছিল, হের কস্টারের মত, বাঁক নেবার সময়, ওভারটেক করে ফেলব।'

না হেসে পারলাম না আমি। 'তোমার শুরুটা কিন্তু দারুণ, জাপ।'

গর্বিত পিতার মত লেন্‌ত্‌স তাকাল তার শিষ্যের দিকে। 'মালপত্রগুলো গাড়িতে চাপিয়ে এখন স্টেশনে নিয়ে যাও।'

'আমি নিজে যাব?' উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে জাপ।

মাথা নাড়ল গোটফ্রীড। জাপ এক দৌড়ে ঢুকে গেল ঘরের ভেতরে।

লাগেজগুলো প্রথমে স্টেশনে রেখে এসে আমরা দ্বিতীয়বারে নিয়ে গেলাম প্যাটকে। প্রায় পনেরো মিনিট আগে এসে পড়েছি। প্ল্যাটফরম প্রায় নির্জন। কিছু দুধের ক্যান শুধু পড়ে আছে সেখানে।

'তোমরা বরং রওনা দিয়ে দাও,' লেন্‌ত্‌সকে বললাম আমি। 'নইলে আজ হয়তো পৌঁছুতেই পারবে না।'

স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে আছে জাপ। মনে হলো, আমার কথা শুনে মর্মাহত হয়েছে সে।

'এমন কথায় অপমানিত বোধ করছ না তুমি, জাপ?' লেন্‌ত্‌স জিজ্ঞেস করল তাকে।

www.BanglaBook.org

'হের লোকাম্প,' জাপ বলল, 'আটটার মধ্যে অনায়াসে ওয়ার্কশপে পৌছে যাব আমরা।'

'শাবাশ!' জাপের পিঠ চাপড়ে বলল লেন্‌ত্‌স। 'হের লোকাম্পকে বাজি ধরতে বলো।'

'এক প্যাকেট সিগারেট বাজি ধরতে পারি আমি যে-কোন মুহূর্তে,' বলল জাপ। তারপর চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

'রাস্তা ভীষণ খারাপ, সেটা জানো তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সব হিসেব করা আছে, হের লোকাম্প।'

'বিপজ্জনক বাঁকগুলোর কথা ভেবে দেখেছ?'

'ওগুলো কোন ব্যাপারই নয় আমার জন্যে।'

'ঠিক আছে, সে-ক্ষেত্রে বাজি ধরতে রাজি আছি,' বললাম আমি, 'তবে একটা শর্ত আছে, রাস্তায় লেন্‌ত্‌স গাড়ি চালাতে পারবে না।'

'তথাস্তু,' বুকে হাত দিয়ে জাপ বলল।

'তোমার হাতে ওটা কী, জাপ?'

'স্টপওয়াচ। কতটা সময় লাগে আমার, দেখতে চাই।'

গোটফ্রীড উঠে বসল গাড়িতে। 'জাপ, মহিলাটিকে এখন বীরপুরুষের মত দেখিয়ে দাও, ভবিষ্যতের পৃথিবী-শাসক কী করে গাড়ি স্টার্ট দেয়।'

গগলস চোখের ওপরে ঠিকঠাকমত ফিট করে নিল জাপ, হাত নাড়ল অভিজ্ঞ লোকের মত, তারপর ফার্স্ট গীয়ারে বাঁক নিয়ে রাস্তার ওপরে গিয়ে উঠল দক্ষভাবে।

ছটার কিছু আগে শহরে পৌছুলাম আমরা। ট্যাক্সি ডেকে তাতে মালপত্র ভরে নিয়ে রওনা দিলাম প্যাটের ঘরের দিকে।

'ওপরে আসবে না তুমি?' গাড়ি থেকে নেমে ও জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'অবশ্যই আসব।'

ওকে ওপরে উঠতে দেখে মালপত্র নিয়ে আমিও উঠলাম পিছু পিছু। উঠে এসে দেখি, প্যাট সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হেক আর তাঁর স্ত্রীর সাথে।

ওর ঘরে ঢুকলাম আমরা। টেবিলের ওপরে ফুলদানিতে রাখা মলিন লাল গোলাপ। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল প্যাট। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। 'রবি, কতদিন আমরা বাইরে ছিলাম?'

'ঠিক আঠারো দিন।'

'আঠারো দিন! অথচ মনে হচ্ছে আরও বেশি।'

ব্যালকনির দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল ও। একটা ডেকচেয়ার সেখানে পড়ে আছে ভাঁজ-করা অবস্থায়। সেটা খুলে নিয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ।

ভেতরে আসতেই বললাম ওকে, 'গোলাপগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, কস্টার পাঠিয়েছে। কার্ডও রাখা আছে পাশে একটা।'

কার্ডটি হাতে তুলে নিয়ে প্রায় সাথে সাথেই নামিয়ে রাখল প্যাট। তাকিয়ে রইল গোলাপ ফুলের দিকে। কিন্তু আমি জানি, গোলাপ ফুল দেখছে না ও। ভাবছে অন্য একটা কিছু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেবিলের পাশে প্যাট দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মাথা নোয়াল নিচের দিকে, হাত দুটো রাখা টেবিলের ওপরে। তারপর মাথা তুলে তাকাল ও আমার দিকে। কোন কথা বললাম না আমি। টেবিলটা ঘুরে এসে ও হাত রাখল আমার কাঁধের ওপরে।

আমার শরীরে শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে ও। শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরলাম আমি।

টোকা পড়ল দরজায়। চায়ের ট্রলি নিয়ে এসেছে মেইড।

'দ্যাট'স গুড,' বলল প্যাট।

'তুমি চা খাবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না, কফি। কড়া কফি।'

আধ ঘণ্টা থাকলাম আমি ওর সাথে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও ইতোমধ্যে: ওর চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সেটা।

'তোমার একটু ঘুমোনো দরকার,' বললাম আমি।

'আর তুমি?'

'আমিও ঘুমোব ঘরে গিয়ে। ডিনারের জন্যে তোমাকে নিতে আসব দু'ঘণ্টা পরে।'

'তুমি কি ক্লান্ত?' সন্দেহসূচক সুর প্যাটের কথায়।

'হ্যাঁ, একটু। ট্রেনে খুব ভ্যাপসা গরম ছিল।'

আর কিছু বলল না ও। ভীষণ ক্লান্ত। বিছানায় শুইয়ে দিলাম ওকে। ঘুমিয়ে পড়ল ও মুহূর্তের মধ্যেই। গোলাপ ফুলগুলো আর কস্টারের লেখা কার্ডটি রাখলাম ওর পাশে। তারপর বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

রাস্তায় থামলাম টেলিফোন বক্সের সামনে। প্রফেসর জ্যাফেকে ফোন করা দরকার। ঘরে ফিরে করলে খুব ঝামেলা পোহাতে হবে। পুরো বোর্ডিং-হাউস কান পেতে শুনবে আমি কী বলছি।

ডায়াল করলাম ক্লিনিকের নাম্বারে।

'লোকাম্প বলছি,' গলা ঝেড়ে নিয়ে বললাম আমি। 'আমরা আজই ফিরেছি—এই ঘণ্টাখানেক আগে।'

'গাড়িতে করে এসেছেন?'

'না, ট্রেনে।'

'অবস্থা কেমন এখন?'

'ভাল,' বললাম আমি।

এক মুহূর্ত কাটল নীরবে। 'ফ্রাউলিন হলম্যানকে পরীক্ষা করে দেখতে চাচ্ছি কাল—সাতটার দিকে। আপনি ওকে জানিয়ে দেবেন সেটা?'

'না,' বললাম আমি। 'আপনাকে আমি ফোন করেছিলাম, সেটাও ওকে জানাতে চাই না। সে নিজেই কাল আপনাকে ফোন করবে। তখন আপনি বলনেই বোধহয় ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। আমিই বলব তাকে।'

'তাহলে কাল বিকেলে একবার আসি আপনার কাছে?' আমি জানতে চাইলাম।

কোন উত্তর দিলেন না জ্যাফে।

www.BanglaBook.org

'ওর আসল অবস্থাটা আমি জানতে চাচ্ছি,' বললাম আমি।

'সে-ব্যাপারে কালই আপনাকে কোনকিছু বলা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে,' জ্যাফে জানালেন। 'তাকে পরীক্ষা করব অন্তত এক সপ্তাহ। তার পরে আপনাকে জানাতে পারব একটা কিছু।'

'ধন্যবাদ।' টেলিফোন বক্সের ভেতরে দেয়ালে অসংখ্য টেলিফোন নাম্বার লেখা, সেদিকে তাকালাম আমি। পাশেই আঁকা হ্যাট-পরা এক মোটা মেয়ের ছবি। সেটার নিচে লেখা—এলা একটা ছাগল। 'ওকে স্পেশাল কিছু করতে হবে কি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'কালকে দেখে তারপর বলব। তবে একটা ব্যাপার ভেবে আমার ভাল লাগছে যে, এখন বাসায় ওর ভাল সেবা-যত্ন হবে।'

'কী করে হবে? আমি তো শুনলাম, ওর প্রতিবেশীরা সপ্তাহখানেকের মধ্যে চলে যাচ্ছে। তারপরই সে পড়ে থাকবে একা, সাথে থাকবে কেবল মেইড।'

'তাহলে?' উদ্বিগ্ন মনে হলো তাঁকেও। 'আচ্ছা, আমি বরং কাল তার সাথে এ-ব্যাপারেও আলাপ করব।'

'আপনার কি মনে হয়, এই ধরনের অ্যাটাক আবার হতে পারে তার?'

প্রফেসর জ্যাফে ইতস্তত করলেন এক মুহূর্ত। 'হওয়া সম্ভব অবশ্যই,' তিনি বললেন তারপর, 'কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে সবকিছু চেক-আপ করে নিয়ে ফোন করব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিলাম যথাস্থানে। তারপর রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ ধুলো আর ভিড়ে একাকার হয়ে আছে রাস্তাটা। ঘরে ফিরে গেলাম আমি।

কামানের গোলার মত ফ্রাউ বেণ্ডারের রুম থেকে বেরিয়ে এলেন ফ্রাউ জালেভস্কি। থমকে দাঁড়ালেন আমাকে দেখে।

'ফিরে এসেছ ইতোমধ্যে?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন। কোন খবরাখবর আছে?'

'না। কোন চিঠিও নেই তোমার। দেবার মত খবর একটাই—ফ্রাউ বেণ্ডার চলে গেছেন।'

'সত্যি? কেন?'

দু'হাত নিতম্বে স্থাপন করে পরিচিত ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন ফ্রাউ জালেভস্কি। 'কারণ, গেস্টা দুনিয়া বদমাশে ভর্তি, বুঝলে? তিনি ক্রিশ্চিয়ান হোমে চলে গেছেন। সাথে নিয়ে গেছেন তাঁর বেড়াল আর ছাব্বিশটি মার্ক।'

জানলাম, যে-অনাথাশ্রমে কাজ করতেন ফ্রাউ বেণ্ডার, খুব দুর্দশা হয়েছিল সেটার। তাই ডিরেক্টর ছাঁটাই তো করে দিয়েছেনই ফ্রাউ বেণ্ডারকে, এমন কি বেতনও দেননি দু'মাসের।

'অন্য কোন চাকরি তিনি খুঁজে পাননি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে ভাল করে তাকালেনই না ফ্রাউ জালেভস্কি।

'আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, চাইলে তিনি এখানে থাকতে পারেন। টাকা-পয়সার ব্যাপারে তাড়া নেই আমার। কিন্তু তিনি থাকলেন না।'

www.BanglaBook.org

'গরীব লোকেরা সাধারণত সৎ হয়,' বললাম আমি। 'তো কে আসছে এখন তাঁর রুমে?'

'হ্যাসের পরিবার। এটা তাদের এখনকার রুমের চেয়ে সস্তা কি না!'

'আর তাঁদের রুমটি?'

দু'কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'অপেক্ষা করতে হবে। নতুন কেউ আসবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

'কবে খালি হচ্ছে ঘরটি?'

'কাল। আজকেই সব জিনিসপত্র সরিয়ে নিচ্ছে তারা।'

'রুমের আসল ভাড়া কত?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেছে আমার মাথায়।

'সত্তর মার্ক।'

'এটা কি খুব বেশি মনে হচ্ছে না?' সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বললাম আমি।

'কেন, ব্রেকফাস্টে কফি, দুটো রোল এবং প্রচুর মাখন ফ্রী—সেটা দেখছ না?'

'শুক্রবার সকালের কফি বাদ—ঠিক পঞ্চাশ মার্ক পাবেন।'

'তুমি ঘরটা নেয়ার কথা ভাবছ নাকি?' প্রশ্ন করলেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি।

'খুব সম্ভব।'

ঘরে ঢুকে ভাবতে শুরু করলাম গভীরভাবে। জালেভ্স্কির বোর্ডিং-হাউসে প্যাট! না, খুব সুখকর চিন্তা নয় এটা।

তবু ঘরটি দেখতে গেলাম আমি।

ফ্রাউ হ্যাসে ঘরেই ছিলেন। প্রায়-শূন্য ঘরটিতে তিনি বসে আছেন একটি আয়নার সামনে। মাথায় হ্যাট পরা, মুখে পাউডার লাগাচ্ছেন।

তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে ঘরের ভেতরে চোখ বুলিয়ে নিলাম একবার। যা ভেবেছিলাম, তারচে' অনেক বড় ঘরটি। কিছু কিছু আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে ইতোমধ্যে। কার্পেটটি উজ্জ্বল এবং প্রায় নতুন, দরজা-জানালা প্রায় সদ্য রঙ-করা। ব্যালকনিটি বেশ বড় এবং চমৎকার।

'তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ যে, সে কী করতে যাচ্ছে আমাকে নিয়ে,' বললেন ফ্রাউ হ্যাসে। 'ভাবতে পারো আমাকে ওই জঘন্য ঘরটিতে যেতে হবে? কারণ একটাই—ওটা বেশি সস্তা। আর থাকতে হবে ওই ছুঁড়িটা—কী যেন নাম, এরনা বনিগ—ওর পাশের ঘরে। এছাড়া বেড়ালের গন্ধ!'

আমি হতবুদ্ধি হয়ে তাকালাম তাঁর দিকে। 'কিন্তু বেড়াল তো খুব পরিষ্কার প্রাণী,' বললাম আমি। 'তাছাড়া, আমি একটু আগে গিয়েছিলাম সে-ঘরে। বেড়ালের কোন গন্ধই টের পাওয়া গেল না।'

'বললেই হলো!' মাথার হ্যাট ঠিক করতে করতে তিক্ত স্বরে বললেন তিনি। 'গন্ধ পাবে কি পাবে না, সেটা নির্ভর করে নাকের ওপরে। যাই হোক, এ-ব্যাপারে আমার আর কোন মাথাব্যথা নেই। ফার্নিচারগুলো টানা-হ্যাঁচড়া করুক সে নিজেই। আমি বাইরে চললাম। এই কুকুরের জীবন থেকে অন্তত এইটুকু অব্যাহতি আমি নেব।'

একগাদা পারফিউমের উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ঘরটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি দেখে নিলাম ভাল করে। প্যাটের ফার্নিচারগুলো কোথায় রাখা যেতে পারে, ভাবতে লাগলাম সেটা নিয়ে। একটু পরেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম ভাবনাটা। প্যাট এখানে, সবসময় ঠিক আমার পাশে—এটা ভাবতে পারি না আমি। ও সুস্থ থাকলে এই চিন্তাটা আমার মাথায় আসত না কখনও। যাই হোক···দরজা খুলে ব্যালকনিতে পা দিয়েও মাথা নেড়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

প্যাটের ঘরে যখন ঢুকলাম, ও তখনও ঘুমিয়ে। বিছানার পাশে রাখা আর্মচেয়ারে বসে পড়লাম নিঃশব্দে, কিন্তু ও জেগে উঠল প্রায় সাথে সাথেই।

'তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম, বোধহয়,' বললাম আমি।

'তুমি কি সারাক্ষণ বসে ছিলে এখানে?' প্রশ্ন করল প্যাট।

'না, এইমাত্র ফিরে এলাম।'

শরীর লম্বা করে আড়মোড়া ভাঙল ও। তারপর গাল রাখল আমার হাতের ওপরে। 'খুব ভাল। আমি যখন ঘুমুচ্ছি, কেউ আমার দিকে তাকিয়ে দেখুক তখন, সেটা আমার পছন্দ নয় মোটেও।'

'আমি বুঝি, সেটা আমারও অপছন্দ। আমি কিন্তু তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম না। আমি আসলে চাচ্ছিলাম না তোমার ঘুম ভাঙাতে। আরেকটু ঘুমুবে তুমি?'

'না, অনেক ঘুমিয়েছি। উঠে পড়ব এখনই।'

প্যাটকে কাপড় বদলাবার সুযোগ করে দিয়ে পাশের ঘরে গেলাম। বাইরে আঁধার ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। উল্টোদিকের খোলা জানালা থেকে গ্রামোফোনে বাজছে হোহেনফ্রীডবর্গ মার্চ। ভারী বিষণ্ন বোধ হচ্ছে আমার।

এ-ঘরে এসে ঢুকল প্যাট। অপূর্ব লাগছে ওকে। সম্পূর্ণ সজীব। ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই।

'খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে,' অবাক হয়ে বললাম আমি।

'আমি খুব সুস্থ বোধ করছি, রবি। রাতে গভীর ঘুম ঘুমিয়ে সকালে উঠলে যেমন লাগে। আমার পরিবর্তন হয় খুব তাড়াতাড়ি।'

'হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি যে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন।'

আমার কাঁধে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে তাকাল আমার দিকে। 'খুব তাড়াতাড়ি, তাই না, রবি?'

'না, আমিই আসলে স্লো। আমি সবসময়ই ধীর গতির, প্যাট।'

মৃদু হাসল ও। 'ধীর মানেই নিশ্চিত, আর নিশ্চিত তো ভাল বটেই।'

'জলে-ভাসা কর্কের মত নিশ্চিত?'

মাথা নাড়ল প্যাট। 'তোমার যা ধারণা, তারচে' অনেক বেশি নিশ্চিত তুমি। আসলে নিজের সম্পর্কে তোমার যা ধারণা, তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তুমি। নিজের সম্বন্ধে এত ভুল ধারণা পোষণ করতে খুব কম লোককেই আমি দেখেছি।'

আমি আমার হাত সরিয়ে নিলাম ওর কাঁধ থেকে।

'হ্যাঁ, এটা সত্যি,' বলল প্যাট। 'এখন চলো, কিছু খেতে যাই কোথাও।'

'কোথায়?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'অ্যাল্‌ফন্‌সের বারে। আমি সবকিছু দেখতে চাই আবার। মনে হচ্ছে, যেন এসব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে আমি দূরে ছিলাম অনন্তকাল।'

'কিন্তু তোমার সত্যি সত্যি খিদে পেয়েছে তো?' বললাম আমি। 'খিদে না নিয়ে অ্যাল্‌ফন্‌সের দোকানে গেলে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে সে বাইরে।'

হাসল প্যাট। 'আমি ভয়ানক ক্ষুধার্ত।'

'তাহলে চলো যাই।' হঠাৎ ভীষণ খুশি খুশি লাগছে আমার।

ঢোকার মুখে অসাধারণভাবে সম্ভাষণ জানিয়ে উধাও হয়ে গেল অ্যাল্‌ফন্‌স। একটু পরে ফিরে এল গলা-চেপে-বসা শক্ত কলারের শার্ট আর সবুজ বুটিদার টাই পরে। জার্মানীর সম্রাটের জন্যেও সে এতটা করত কি না, সন্দেহ।

'অ্যাল্‌ফন্‌স, আজ ভাল কী কী আছে আপনার এখানে?' টেবিলের ওপরে কনুই রেখে জিজ্ঞেস করল প্যাট।

কৃত্রিম হাসি হাসল অ্যাল্‌ফন্‌স। ঠোঁট ঝুলে এল সামনে, চোখ হয়ে এল ছোট। 'আপনাদের ভাগ্য ভাল। আজ ক্র্যাব আছে।'

প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে এক ধাপ পিছিয়ে গেল সে।

'সাথে এক গ্লাস নতুন মোসেল ওয়াইন,' আরও এক-পা পিছিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল সে।

এই সময় দরজার সামনে উদয় হলো এলোমেলো, হলদেটে চুল আর রোদ-পোড়া-নাকওয়ালা লেন্‌ত্‌সের।

'গোটফ্রীড!' বিস্ময়ে বলে উঠল অ্যাল্‌ফন্‌স। 'তুমি? সত্যি তুমি? কী সৌভাগ্য আমার! এসো, কোলাকুলি করি আমরা।'

'এখন মজা দেখো,' প্যাটকে বললাম আমি।

ছুটে গিয়ে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরল। অ্যাল্‌ফন্‌স এমন ভাবে লেন্‌ত্‌সের পিঠ চাপড়াতে শুরু করল যে, শব্দ শুনে মনে হলো পাশেই বোধহয় কামারশালা। 'হ্যান্স,' ওয়েটারকে ডাকল সে, 'নেপোলিয়ন নিয়ে এসো।'

লেন্‌ত্‌সকে টানতে টানতে সে নিয়ে গেল বারের কাছে। বড়সড় একটা বোতল বের করে আনল ওয়েটার। দু'গ্লাস ঢালল অ্যাল্‌ফন্‌স।

'চীয়ার্স, গোটফ্রীড।'

'চীয়ার্স, অ্যাল্‌ফন্‌স।'

এক ঢোকে দু'জন শূন্য করে ফেলল গ্লাস দুটো।

'আজকে খুশির দিনে ধীরে ধীরে খেলে চলবে না। এসো, হয়ে যাক আরেক রাউণ্ড।'

দ্বিতীয় রাউণ্ড হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। চোখ ভেজা ভেজা হয়ে এল অ্যাল্‌ফন্‌সের। 'গোটফ্রীড, হবে নাকি আরেকবার?' বলল সে।

লেন্‌ত্‌স তার গ্লাস বের করে ধরল সামনে। 'মাটি থেকে মাথা তুলতে পারছি না, এমন অবস্থা হলেই কেবল কনিয়াক খেতে আপত্তি জানাই আমি।'

'এই তো কথার মত কথা বলেছ একখানা,' তৃতীয় গ্লাস ঢালল অ্যাল্‌ফন্‌স।

একটু টাল-মাতাল অবস্থায় লেন্‌ত্‌স আমাদের টেবিলে এসে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'সাইট্রেন নিয়ে ওয়ার্কশপে পৌঁছেছি আমরা আটটা বাজার দশ মিনিট

www.BanglaBook.org

আগে। কী বলার আছে তোমার, বলো?'

'রেকর্ড,' উত্তর দিল প্যাট। 'জাপ দীর্ঘজীবী হোক। আমি তাকে এক বাক্স সিগারেট উপহার দেব।'

'এবং আপনি ক্র্যাব পাবেন এক ভাগ বেশি,' ঘোষণা করল অ্যাল্‌ফন্‌স। গোটফ্রীডের পিছু পিছু এসে দাঁড়িয়েছে সে। তারপর সে আমাদের সবার হাতে ধরিয়ে দিল টেবিলক্লথজাতীয় একটা জিনিস। 'কোট খুলে ফেলে এটা পরে নাও। আর মহিলাটি কি পরবেন একটা কিছু?'

'এটা পরা দরকার বলেই মনে হচ্ছে আমার,' বলল প্যাট।

তৃপ্তির ছায়া খেলে গেল অ্যাল্‌ফন্‌সের মুখে। 'আপনি বিচক্ষণ মহিলা। আমি মনে করি, ক্র্যাব খাওয়া উচিত আরাম করে। কাপড়ে দাগ লেগে যাবে—এই ভয় মনে পুষে রেখে খাবারের স্বাদ উপভোগ করা যায় না।' স্মিত হাসল সে। 'আপনার জন্যে অবশ্যই স্মার্ট একটা কিছুর ব্যবস্থা করছি আমি।'

ওয়েটার হ্যান্স নিয়ে এল কুকের তুষার-শাদা অ্যাপ্রন। ভাঁজ খুলে প্যাটকে সেটা পরতে সাহায্য করল অ্যাল্‌ফন্‌স। 'আপনাকে কিন্তু মানাচ্ছে খুব,' মন্তব্য করল সে।

'হ্যাঁ, চমৎকার,' হাসতে হাসতে উত্তর দিল প্যাট।

'অ্যাল্‌ফন্‌স!' ঘাড়ের ওপর দিয়ে টেবিলক্লথটি বেঁধে নিয়ে বলল গোটফ্রীড। 'এই মুহূর্তে তোমার বারটাকে নাপিতের দোকান ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না।'

'পরিবেশ এখনই বদলে দেব আমরা। প্রথমেই একটু সঙ্গীতের ছোঁয়া।' গ্রামোফোনে গান বাজাতে শুরু করল অ্যাল্‌ফন্‌স। পিলগ্রিম্‌স' কোরাস। আমরা বসে শুনতে লাগলাম নিঃশব্দে।

গানটি শেষ হবার আগেই কিচেনের দরজায় দেখা গেল হ্যান্সকে। বাচ্চাদের বাথটাবের সাইজের একটা বাটি হাতে নিয়ে আসছে সে। ক্র্যাব-ভর্তি সেই বাটি। ধোঁয়া উঠছে রীতিমত। বাটিটা আমাদের টেবিলে রাখল হ্যান্স।

'কিছু টেবিল-ন্যাপকিন নিয়ে এসো,' অ্যাল্‌ফন্‌স বলল।

'তুমিও খাবে আমাদের সাথে,' দাবির সুরে অ্যাল্‌ফন্‌সকে বলল লেন্‌ত্‌স।

'মহিলাটি কিছু মনে করবেন না তো?'

'বরং উল্টোটা।'

প্যাট নিজের চেয়ার টেনে নিল একপাশে। অ্যাল্‌ফন্‌স এসে বসল ওর পাশে।

'আমি সার্ভ করাতেই বেশি দক্ষ,' বলল সে। 'একজন মেয়ের পক্ষে কাজটি একটু দুরূহ এবং ক্লান্তিকরও বটে।'

বাটির গভীর থেকে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় একটি ক্র্যাব বের করে আনল অ্যাল্‌ফন্‌স। কাজটি সে এত কুশলী হাতে করল যে, গোগ্রাসে খাওয়া ছাড়া আর কোনকিছু করার রইল না প্যাটের।

'ভাল লাগছে খেতে?' জানতে চাইল সে।

'দারুণ,' গ্লাস তুলে ধরল প্যাট। 'অ্যাল্‌ফন্‌স, তোমার স্বাস্থ্য কামনা করে।'

হৃষ্টচিত্তে নিজের গ্লাস দিয়ে প্যাটের গ্লাস স্পর্শ করল অ্যাল্‌ফন্‌স। আমি প্যাটের দিকে তাকালাম। অ্যালকোহলবিহীন একটা কিছু খাওয়াই বোধহয় উচিত হবে ওর।

আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল প্যাট। 'স্যালুট, বব,' ও বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে প্যাটের মুখ।

'স্যালুট, প্যাট,' বলেই গ্লাসের পানীয় নিঃশেষ করে দিলাম আমি।

'চমৎকার লাগছে না এখানে?' প্রশ্ন করল প্যাট আমার দিকে তাকিয়ে।

'দারুণ!' গ্লাসটি ভরে নিলাম আবার। 'চীয়ার্স, প্যাট!'

হঠাৎ-খুশি খেলে গেল প্যাটের চোখেমুখে। 'চীয়ার্স বব; চীয়ার্স গোটফ্রীড।'

বাটি থেকে আরেকটি ক্র্যাব তুলে প্যাটকে অফার করল অ্যালফন্‌স।

নিতে অস্বীকার করল প্যাট। 'আপনি নিজে তো খাচ্ছেন না, অ্যাল্‌ফন্‌স। পরে আর অবশিষ্ট থাকবে না কিছুই।'

'পরে খাব। অন্য সবার চেয়ে দ্রুত খেতে পারি আমি।'

প্যাট ক্র্যাবটি নিতে রাজি হলো তখন। পরিতৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হলো অ্যালফন্‌স। প্যাটকে আরও ক্র্যাব তুলে দিতে লাগল সে। মনে হচ্ছে, অতিকায় বৃদ্ধ প্যাঁচা খাবার তুলে খাওয়াচ্ছে সদ্যপ্রসূত শাবককে।

আর এক রাউণ্ড নেপোলিয়ন সাবড়ে দিয়ে অ্যাল্‌ফন্‌সের ওখান থেকে বেরুলাম আমরা। প্যাট খুব খুশি।

'চমৎকার সময় কাটল,' বলল ও। 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, অ্যাল্‌ফন্‌স।' হাত বাড়িয়ে দিল ও অ্যাল্‌ফন্‌সের দিকে।

কী-একটা বিড়বিড় করতে করতে প্যাটের হাতে চুমু খেল সে। দেখে বিস্ময়ে লেন্‌ত্‌সের চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল প্রায়। 'আবার আসবেন—খুব তাড়াতাড়ি,' বলল অ্যাল্‌ফন্‌স। 'তুমিও এসো, গোটফ্রীড।'

বাইরে ল্যাম্প-পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট সাইট্রেন।

দেখে প্যাট কেঁপে উঠল একটু।

'আজকের সুপার পারফরমেন্সের পর ওর নতুন নামকরণ করেছি— হারকিউলিস,' দরজা খুলতে খুলতে বলল গোটফ্রীড। 'তোমাকে ঘরে পৌঁছে দেব কি?'

'না,' বলল প্যাট।

'আমিও তা-ই ভাবছিলাম। এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে কী হবে? তাহলে বলো, কোথায় যাব এখন আমরা?'

'রবি, "দ্য বারে" গেলে কেমন হয়?' প্যাট ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে।

'অবশ্যই ভাল হয়,' বললাম আমি। 'এখন আমরা "দ্য বারে" যাব।'

রাস্তা ধরে ধীর গতিতে এগুতে লাগল আমাদের গাড়ি। পরিষ্কার এবং উষ্ণ আবহাওয়া। বিভিন্ন ক্যাফের সামনে লোকজনের ভিড়। বাতাসে ভেসে আসছে সঙ্গীতের সুর। প্যাট বসে আছে আমার পাশে। আমার হঠাৎ বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো যে, ও সত্যিই অসুস্থ! অনেক চেষ্টা করেও ওই মুহূর্তে নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না কথাটা।

'দ্য বারে' দেখা হলো ফার্দিনান্দ আর ভ্যালেন্টিনের সাথে। খুব মুডে ছিল ফার্দিনান্দ। সোজা উঠে এল প্যাটের কাছে।

'ডায়না,' বলল সে, 'ফিরে এসেছ তুমি অরণ্য থেকে—' প্যাট হাসল। প্যাটের কাঁধের ওপরে রাখল সে তার বাহু। 'রূপালি ধনুকওয়ালা পিঙ্গল, দুঃসাহসী তীরন্দাজ রমণী—কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাবে, বলো।'

ফার্দিনান্দের হাত সরিয়ে দিল গোটফ্রীড। 'রীতিনীতি কিছু জানো না, দেখছি,' বলল সে। 'দেখছ না, দু'-দু'জন বডিগার্ড পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে মহিলাকে? চোখে ঠুলি এঁটে বসে আছ, বুড়ো ষাঁড় কোথাকার!'

প্যাটের দিকে ঘুরে দাঁড়াল লেন্‌ত্‌স। 'এখন তোমার জন্যে অসাধারণ একটি জিনিস বানিয়ে আনব—কোলিব্রি ককটেল। ব্রাজিলিয়ান স্পেশালিটি।'

কাউন্টারের সামনে গিয়ে কী কী সব একসাথে মিশিয়ে ককটেল বানিয়ে নিয়ে এল সে।

'কেমন লাগছে স্বাদ?' সে জানতে চাইল।

'একটু হালকা, তবে ব্রাজিলিয়ান,' উত্তর দিল প্যাট।

হাসল গোটফ্রীড। 'হালকা মনে হলে কী হবে, কড়া এবং শক্তিশালী। রাম আর ভোদকা মিশিয়ে বানানো।'

এক নজর দেখে নিয়েই বুঝলাম আমি, ওটাতে না আছে রাম, না আছে ভোদকা। ফলের রস, লেবু, টম্যাটো, আর সম্ভবত অ্যাংগসটুরা নামের দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের গাছের ছাল থেকে তৈরি তিক্ত স্বাদের তরল পদার্থ মেশানো আছে ওতে। সম্পূর্ণ অ্যালকোহলবিহীন ককটেল। কিন্তু প্যাট, ঈশ্বরের অসীম করুণা, লক্ষ করেনি সেটা।

তিন গ্লাস কোলিব্রি খেলো ও। আর আমি দেখলাম, অসুস্থ বলে ওকে আলাদা করে ট্রিট না করায় কতটা খুশি হলো ও। এক ঘণ্টা পর বেরিয়ে এলাম আমরা সেখান থেকে। শুধু বসে রইল ভ্যালেন্টিন।

আমার হাত ধরল প্যাট। মনোহরভাবে পা ফেলে আমার পাশাপাশি হাঁটছে ও। আমি অনুভব করছি ওর হাতের উষ্ণতা। রাস্তার উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছে ওর প্রাণবন্ত মুখের ওপরে। না, ও অসুস্থ—আমি বিশ্বাস করি না সেটা। দিনের বেলায় বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু রাতে নয়—যখন জীবন আরও ভদ্র, আরও মার্জিত, আরও উষ্ণ, প্রাণচঞ্চল এবং প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ।

'চলো না, আমার ঘরে যাবে একটু?' বললাম আমি।

সম্মতি জানাল ও মাথা নেড়ে।

আলো জ্বলছে আমাদের বোর্ডিং-হাউসের প্যাসেজে। 'হয়েছেসব,' বললাম আমি। 'এত রাতে কী হচ্ছে ওখানে? এক মিনিট দাঁড়াও, আমি দেখে আসি।'

দরজা খুলে ভেতরে তাকালাম। উপশহরের সংকীর্ণ রাস্তার মত প্যাসেজটি আলোকিত হয়ে আছে। ফ্রাউ বেণ্ডারের ঘরের দরজাটি সম্পূর্ণ খোলা। আলো জ্বলছে সেই ঘরের ভেতরেও। গোলাপী রঙের সিল্কের শেডওয়ালা স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্প হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে ছোট্ট, কালো পিঁপড়ের মত হেঁটে যাচ্ছেন হ্যাসে। আস্তে করে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

'গুড ইভ্নিং,' বললাম আমি। 'এত রাতে?'

'অফিস থেকে ফিরেছি মাত্র কিছুক্ষণ আগে,' তিনি বললেন। 'এইসব জিনিসপত্র আনা-নেয়ার জন্যে সময় পাচ্ছি কোথায়, বলো?'

'আপনার স্ত্রী ঘরে নেই এখন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা নাড়লেন তিনি। 'কোন বান্ধবীর সাথে আছে সে। ঈশ্বরের কৃপায় শেষমেষ একজন বন্ধু খুঁজে পেয়েছে—তার সাথে অনেক সময় কাটায় ও।' সরলভাবে পরিতৃপ্তির হাসি হেসে চলে গেলেন তিনি। আমি ভেতরে নিয়ে এলাম প্যাটকে।

'আলো জ্বালবার কোন দরকার নেই, কী বলো?' ঘরে ঢুকে আমি বললাম।

'হ্যাঁ,' বলল প্যাট।

ঘরের জানালাগুলো সব খোলা। উল্টোদিকের গাছপালা থেকে ভেসে আসছে বাতাস—বনের বাতাসের মতই নির্মল।

'চমৎকার,' জানালার পাশে রাখা একটা চেয়ারে গুটিসুটি করে বসে বলল প্যাট।

'এখানে এলে কি খুব ভাল লাগে তোমার?'

'হ্যাঁ, রবি। মনে হয়, গ্রীষ্মকালে বসে আছি বিশাল এক পার্কে। এক কথায়—অসাধারণ!'

'আমার এই পাশের ঘরটা তুমি লক্ষ করেছ আসার সময়?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না, কেন?'

'এরচে' বড় ব্যালকনি ও-ঘরের। আরও সুবিধে আছে—ব্যালকনির উল্টোদিকে কিছু নেই। তুমি যদি ওখানে থাকতে, তোমার সান বাথিং-এর জন্যে স্পেশাল স্যুট দরকার হত না।'

'হ্যাঁ, যদি আমি ওখানে থাকতাম—'

'তুমি থাকতে পারো,' খুব স্বাভাবিক স্বরে বললাম আমি। 'ঘরটা ফাঁকা হচ্ছে আগামী দু'একদিনের ভেতরেই।'

মৃদু হাসল ও আমার দিকে তাকিয়ে। 'দু'জন আমরা সারাক্ষণ কাছাকাছি থাকব, একসাথে থাকব—আমরা কি মানিয়ে নিতে পারব সেটার সাথে?'

'কিন্তু আমরা সবসময় তো একসাথে থাকব না,' উত্তর দিলাম আমি। 'যেমন ধরো, দিনের বেলায় আমি তো থাকবই না প্রায়। এবং মাঝে-মাঝে রাতেও। আর আমরা যদি একত্রে এখানে থাকি, তাহলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে থাকার প্রয়োজন হবে না আমাদের।'

নড়েচড়ে বসল প্যাট। 'মনে হচ্ছে, এই ব্যাপার নিয়ে তুমি চিন্তা-ভাবনা করে ফেলেছ ইতোমধ্যে।'

'সত্যিই তাই,' বললাম আমি। 'আসলে সারা সন্ধেই আমি এটা ভেবেছি।'

'তুমি সিরিয়াসলি বলছ, রবি?'

'স্বর্গের নামে শপথ করে বলছি—হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'কেন, আমার কথা শুনে কি সিরিয়াস মনে হচ্ছে না?'

চুপ করে রইল প্যাট এক মুহূর্ত। 'রবি, সত্যি করে বলো,' বলল ও। গভীর হয়ে এসেছে ওর গলার স্বর, 'এতক্ষণ পরে তুমি আমাকে জানাচ্ছ কেন এ-কথা?'

'এতক্ষণে তোমাকে জানাচ্ছি,' যতটা চেয়েছিলাম, তারচে' বেশি বলিষ্ঠ ও তেজস্বী স্বরে উত্তর দিলাম আমি, কারণ হঠাৎ উপলব্ধি করলাম, যে-সিদ্ধান্তের কথা আমি ওকে বলতে যাচ্ছি, সেটা ঘর বিষয়ক এই মামুলি কথাবার্তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ববহ, 'এতক্ষণে তোমাকে কথাটা জানাচ্ছি, কারণ গত কয়েক সপ্তাহে আমি অনুভব করেছি, তোমার সাথে একত্রে থাকার মধ্যে কী তীব্র আনন্দ আর সুখ। তোমার ক্ষণকালের

www.BanglaBook.org

অদর্শনও আমার কাছে অসহনীয় মনে হয় এখন, মনে হয় দুঃসহ। তোমাকে আরও চাই আমি, চাই তুমি সবসময় থাকো আমার সাথে; ভালবাসা নিয়ে কৃত্রিম লুকোচুরি খেলার ইচ্ছে আমার নেই মোটেও, বীভৎস ঠেকে আমার কাছে ব্যাপারটা; আমি চাই তোমাকে, আবার তোমাকে, বারবার তোমাকে, তোমাকে পাওয়া শেষ হবে না আমার, তোমাকে ছেড়ে থাকতে চাই না এক মুহূর্তের জন্যেও।'

ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। জানালার পাশে বসে আছে ও। হাত দুটো জড়িয়ে রেখেছে হাঁটুজোড়া। কথা বলছে না কোন। 'ইচ্ছে করলে আমার কথা শুনে হাসতে পারো তুমি,' বললাম আমি।

'হাসব কেন?'

'কারণ, আমি যে বারবার বললাম—"আমি চাই"। আফটার অল, তোমারও তো কিছু চাওয়ার আছে।'

মুখ তুলে তাকাল প্যাট। 'রবি, তুমি কি জানো যে, তুমি বদলে গেছ?'

'না।'

'তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, বদলে গেছ তুমি। তুমি শুধু চাও। তুমি আর প্রশ্ন করো না, শুধু সরাসরি চাও।

'এটা এমন কিছু বড় পরিবর্তন নয়। ইচ্ছে করলে তুমি "না" বলতে পারো এখনও, আমি কতটা চাই, সেটা কোন ব্যাপার নয় তখন।'

হঠাৎ ও ঝুঁকে এল সামনের দিকে। 'কিন্তু আমি "না" কেন বলব, রবি?' বলল ও। কোমল, নরম ওর গলার স্বর। 'আমি নিজেও তো সে-রকমই চাই।'

অভিভূত হয়ে আলিঙ্গনে জড়ালাম ওকে। ওর চুল ছুঁয়ে আছে আমার মুখমণ্ডল। 'সত্যি বলছ, প্যাট?'

'সত্যি।'

বাহু দিয়ে ও গলা জড়িয়ে ধরল আমার।

আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম জানালার পাশে। 'তোমার সব জিনিসপত্র আমরাই নিয়ে আসব,' বললাম আমি। 'কোনকিছুর চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। চাই কি, চায়ের ট্রলিও জোগাড় করে ফেলব কোথাও না কোথাও থেকে।'

'কিন্তু চায়ের ট্রলি তো আছে আমার একটা।'

'তাহলে তো কথাই নেই।'

প্যাট ওর মাথা ঠেস দিয়ে রেখেছে আমার কাঁধে। আমি আঁচ করলাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও।

'চলো, তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি,' বললাম আমি।

'এক্ষুণি যাব। তার আগে এক মিনিট শুয়ে নিই এখানে।'

নীরবে বিছানায় শুয়ে রইল ও। যেন ঘুমুচ্ছে। কিন্তু চোখদুটো খোলা ওর। বাইরেও সব নিশ্চুপ। পাশের ঘর থেকে ভ্রমরের গুঞ্জনের মত শব্দ ভেসে আসছে মাঝে-মাঝে। নিজের আশা-প্রত্যাশা, বিয়ে এবং সম্ভবত নিজের জীবনকে অভিশাপ দিচ্ছেন হ্যাসে।

'আজ আমার এখানে থেকে যাও,' বললাম আমি।

উঠে বসল প্যাট। 'আজ নয়, ডার্লিং।'

www.BanglaBook.org

'থাকলেই বোধহয় ভাল করতে।'

'কালকে থাকব।'

ঘরের ভেতরে হালকা-পায়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল ও। আমার মনে পড়ল সেদিনের কথা, যেদিন প্রথমবারের মত ও ছিল আমার সাথে এবং সকালবেলার নরম আলোয় ঘরের ভেতরে হেঁটেছিল ঠিক এমনিভাবে। ব্যাপারটাতে কী ছিল, আমি জানি না, তবে এমন একটা কিছু ছিল, যা ছুঁয়ে যায় মনকে; বহুদূরবর্তী, সমাহিত সময় থেকে ভেসে আসা কোন সঙ্কেতের মত; কোন আদেশের প্রতি নিঃশব্দ আনুগত্যের মত, যেটার কারণ এখন আর মনে নেই কারুর।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ও দু'হাতে ধরল আমার মুখ। 'তোমার সাথে থাকাটা খুব আনন্দের ব্যাপার, রবি। তুমি যখন পাশে থাকো, আমার ভাল লাগে। ভীষণ ভাল লাগে।'

উত্তর দিলাম না আমি। দিতে পারলাম না।

প্যাটকে পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে গেলাম 'দ্য বারে।' কস্টার তখনও সেখানে বসে।

'বসো,' বলল সে। 'খবর-টবর কী?'

'তেমন বিশেষ কিছু নয়, ওটো।'

'ড্রিঙ্ক করবে একটু?'

'একবার শুরু করলে অনেকগুলো খেতে হবে। সে-ইচ্ছে এখন হচ্ছে না আমার। তবে অন্য কোনকিছু করতে আমি রাজি। গোটফ্রীড কি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়েছে?'

'না।'

'গুড। তাহলে ঘণ্টা দু'য়েকের জন্যে ট্যাক্সিটা নিই।'

কস্টার বেরিয়ে এল আমার সাথে সাথেই। সে চলে গেলে ট্যাক্সি নিয়ে রওনা দিলাম আমি। স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেখি, আমার সামনে দুটো কার পার্ক করা। আমার পরে এল গুস্তাভ আর টমি—অভিনেতা। আমার সামনের গাড়িদুটো চলে গেল ট্রিপ নিয়ে। আমাকেও দাঁড়াতে হলো না বেশিক্ষণ। এক কমবয়েসী মেয়ে, যেতে চায় ভিনেটোয়।

খুব জনপ্রিয় ডান্স হল—ভিনেটো। অন্য সব জায়গা থেকে একটু দূরে প্রায় অন্ধকার রাস্তার পাশে অবস্থিত সেটা।

গাড়ি থামাবার পর মেয়েটি ব্যাগ থেকে পঞ্চাশ মার্কের একটি নোট বের করে দিল আমাকে। 'দুঃখিত, আমার কাছে খুচরো হবে না।'

পোর্টার এগিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে। 'কত উঠেছে বিল?' আমাকে প্রশ্ন করল মেয়েটি।

'এক সত্তর।'

পোর্টারের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আপনি একটু সাহায্য করবেন আমাকে? আমি ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে নোট ভাঙিয়ে নিচ্ছি, আপনি টাকাটা একে পৌঁছে দেবেন।'

দরজা খুলে দিল পোর্টার। তারপর মেয়েটির পিছু পিছু গেল ক্যাশিয়ারের কাছে। ফিরে এসে বলল, 'এই নাও—'

গুনে দেখলাম আমি। 'এক পঞ্চাশ, এটা তো—'

'ফালতু বোকো না। তুমি কি এই লাইনে নতুন? এটা হলো পোর্টারের ট্যাক্স। না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানা থাকলে জেনে নাও।'

পোর্টারকে কোথাও কোথাও টিপ্‌স দিতে হয়, জানি, যদি তারা ট্রিপের ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু কাউকে নিয়ে এলে টিপ্‌স দিতে হয় পোর্টারকে, এটা শুনিনি কস্মিনকালেও।

'অতটা নতুন নই,' বললাম আমি। 'আমার পাওনা হলো এক সত্তর।'

'তোমার ওই শুয়োরের মত নাকে কিন্তু ঘুষি পড়বে একখানা, বলে দিচ্ছি,' গর্জন করে উঠল সে। 'ছোকরা, বড্ড বাড়াবাড়ি করছ তুমি। এটা আমার স্ট্যাণ্ড।'

ওই ক'টা পয়সার জন্যে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু ওর এই হম্বিতম্বি সহ্য হচ্ছে না আমার। 'মুরগির মত কক্‌ককানি থামিয়ে বাকি পয়সা দিয়ে দাও দেখি ভদ্দরলোকের মত।'

কোনকিছু বুঝে ওঠার আগেই অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় আমাকে আঘাত করল পোর্টার। আগে থেকে আঁচ করতে পারলে এড়িয়ে যেতে পারতাম। মাথা গিয়ে প্রচণ্ড জোরে পড়েছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপরে। হতবুদ্ধি হয়ে টেনে তুললাম মাথাটা। পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে সামনে। 'চাই নাকি আর একখানা, গোঁয়ার মহাশয়?'

এক সেকেণ্ডের মধ্যে আমি হিসেব করে নিলাম আমার সুযোগ এবং সম্ভাবনা। পোর্টার আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আকস্মিকভাবে যদি কিছু করতে পারি সেটাই একমাত্র ভরসা। গাড়ির ভেতরে বসে থেকে পাঞ্চ হাঁকানো প্রায় অসম্ভব। আর হাঁকালেও জোরাল হবে না সেটা। আবার গাড়ি থেকে নামতে গেলে ওই সময়ের মধ্যে সে আমাকে বার ছয়েক মেরে তক্তা বানিয়ে দিতে পারবে অনায়াসে। আমি তাকালাম তার দিকে। বীয়ারখাওয়া নিঃশ্বাস ছাড়ছে সে আমার ওপরে: 'আর একটা কথা বললে তোমার বউ বিধবা হয়ে যাবে।'

আমি নড়লাম না। ওর বিশালাকার মাংসল মুখমণ্ডলের দিকে তাকালাম। দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চাইলাম ওকে। আমি দেখছিলাম, ঠিক কোথায় আমি আঘাতটা হানব। উন্মত্ত ক্রোধে বরফশীতল হয়ে আছি আমি। ওর মুখমণ্ডল দেখছি, খুব কাছ থেকে, খুব স্পষ্ট, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে যেমন; ছোট ছোট প্রতিটি লোম, লালচে রঙের রুক্ষ চামড়া···

আলো পড়ে চকমক করে উঠল পুলিশের হেলমেট। 'কী ব্যাপার এখানে?'

সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসসুলভ মুখ হয়ে গেল পোর্টারের। 'কিছুই না হের কনস্টেবল।'

আমার দিকে তাকাল পুলিশ। 'কিছু না?' বললাম আমি।

হঠাৎ সে বলে উঠল। 'আপনার রক্ত পড়ছে?'

'নিজে নিজেই আঘাত পেয়েছি।'

পোর্টার পেছনে সরে গেল এক-পা। বিকৃত হাসি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে, সে ভেবেছে, ওকে অভিযুক্ত করতে ভয় পাচ্ছি আমি।

'ঠিক আছে, যান তাহলে,' বলল পুলিশ।

গাড়ি চালিয়ে ফিরে এলাম স্ট্যাণ্ডে।

'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?' বলল গুস্তাভ।

'নাকে মেরেছে শালা!' সম্পূর্ণ ঘটনাটি খুলে বললাম ওকে।

'পাবে চলো এখন,' গুস্তাভ বলল। 'বসে থাকা মানুষকে আঘাত করা—জঘন্য ট্রিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটা।'

পাবের কিচেন থেকে কিছু বরফ নিয়ে আমার শুশ্রূষা করল সে আধঘণ্টা ধরে।

টমি এল। 'এটা কি ভিনেটোর বিশালদেহী সেই পোর্টারের কীর্তি? শালা তার পাঞ্চের জন্যে বিখ্যাত। তবে দুঃখের বিষয়, আসল বান্দার পাল্লায় পড়েনি সে এখনও।'

'পড়েনি, কিন্তু আজই পড়তে যাচ্ছে,' বলল গুস্তাভ।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি নিজেই ওকে শায়েস্তা করব,' উত্তর দিলাম আমি।

গুস্তাভের দৃষ্টি দেখে বুঝলাম, প্রস্তাবটা পছন্দ হয়নি ওর। 'তুমি গাড়ি থেকে বেরুবার আগেই তো—'

'ইতোমধ্যে আমি একটা বিকল্প চিন্তা করে রেখেছি। আমার গাড়িটা সাথে নেব না। আর সে-ক্ষেত্রে তুমিও যেতে পারবে আমার সাথে।'

'গুড।'

গুস্তাভের ক্যাপ পরে নিলাম মাথায়। সাথে নিলাম গুস্তাভের গাড়ি, যাতে ইঁদুরের গন্ধ না পায় ব্যাটা হুলো পোর্টার। তাছাড়া এমনিতেই বেশ অন্ধকার ওদিকটায়। অত সহজে দেখতে পাবে না সে।

আমরা পৌঁছে গেলাম ডান্স-ক্লাবের সামনে। জন-মনিষ্যির কোন চিহ্ন নেই রাস্তায়। গুস্তাভ লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। হাতে বিশ মার্কের একটা নোট ধরা।

'বিশ মার্কেরও চেঞ্জ নেই,' বলল গুস্তাভ। 'পোর্টার, ভাঙতি হবে তোমার কাছে? এক সত্তর, তাই না?'

টাকাটা নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে গেল পোর্টার। তারপর ফিরে এসে আমার হাতে তুলে দিল এক মার্ক পঞ্চাশ। আমি হাত আরও বের করে ধরলাম তার সামনে। 'ভাগো এখান থেকে—' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'আর বাকি পয়সা কে দেবে, নোংরা শুয়োর কোথাকার?' আমিও চিৎকার করে বললাম।

এক সেকেণ্ডের জন্যে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'শোনো,' তারপর ঠোঁট চাটতে চাটতে নরম স্বরে বলল, 'এর জন্যে কিন্তু মাসখানেক অনুশোচনা করতে হবে তোমাকে।'

ঝাঁপিয়ে পড়ল সে আমার দিকে। ঘুষিটা জায়গামত পড়লে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকতে হত। কিন্তু তৈরি ছিলাম আমি; সরে গিয়ে মাথা নিচু করেছিলাম এবং ওর একমণি ঘুষি গিয়ে পড়ল স্টার্টিং হ্যাণ্ডেলের তীক্ষ্ণ লোহার ওপরে। আমি বাঁ-হাতে ধরে লুকিয়ে রেখেছিলাম সেটা। প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে হাত ঝাড়া দিতে দিতে পেছনে সরে গেল সে। ব্যথার চোটে স্টীম ইঞ্জিনের মত প্রস্রাব করতে শুরু করেছে।

ছিটকে বেরিয়ে এলাম আমি গাড়ি থেকে। 'আমাকে চিনতে পারছ?' জোরাল একটা ঘুষি হাঁকালাম ওর পাকস্থলী বরাবর। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল সে।

'এক!' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গুণতে শুরু করল গুস্তাভ।

'পাঁচ' পর্যন্ত যাবার পর পোর্টার উঠে দাঁড়াল আবার। কাচের মত ভঙ্গুর মনে হচ্ছে ওকে এখন। আগের বারের মতই তার মুখ দেখলাম আমি খুব কাছ থেকে। হঠাৎ চোখের সামনে আর মগজের ভেতরে অনুভব করলাম লাল ফিল্মের উপস্থিতি। গত কয়েক সপ্তাহের আমার নিদারুণ জ্বালা-যন্ত্রণার সমস্ত ক্রোধ এবং ক্ষোভ হাতে কেন্দ্রীভূত

www.BanglaBook.org

করে পাঞ্চ করলাম মাংসল সেই মুখমণ্ডলে।

'সর্বনাশ! তুমি তো দেখছি মেরে ফেলবে ওকে,' বলল গুস্তাভ।

চারদিকে তাকিয়ে নিলাম আমি। পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে, স্রোতের মত রক্ত বেরুচ্ছে ওর শরীর থেকে। একসময় ঝপাৎ করে পড়ে গেল সে মাটিতে। তারপর প্রকাণ্ড কোন কীটের মত চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল ক্লাবের প্রবেশ-পথের দিকে।

'হাতটা নিয়ে শালাকে ভুগতে হবে বহুদিন,' বলল গুস্তাভ। 'আর কেউ এসে পড়ার আগেই চলো কেটে পড়ি।'

গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম আমরা সেখান থেকে।

'আমারও কি রক্ত পড়ছে?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'নাকি পোর্টারের রক্ত লেগেছে আমার গায়ে?'

'আবার নাকে লেগেছে তোমার,' বিশ্লেষণ করল গুস্তাভ। 'বাম হাতের একটা জুতসই স্কয়ার সে হাঁকিয়েছে তোমাকে।'

'আমি লক্ষই করিনি সেটা।'

গুস্তাভ হাসল।

'জানো,' বললাম আমি, 'খুব ভাল লাগছে আমার এখন।'

দুই

আমাদের ট্যাক্সিটি দাঁড় করানো 'দ্য বারের' বাইরে। গোটফ্রীডকে অব্যাহতি দিতে এবং চাবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিতে ভেতরে ঢুকলাম আমি। গোটফ্রীড বেরিয়ে এল আমার সঙ্গেই।

'রোজগার-পাতি হলো কিছু?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'এই কোনমতন আর কি,' উত্তর দিল সে। 'যেখানেই যাই, সেখানে হয় ট্যাক্সির পরিমাণ অত্যধিক বেশি, নয়তো যাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক কম। খুব বাজে সময় যাচ্ছে। আচ্ছা, তোমার কি খুব তাড়াহুড়ো আছে আজ?'

'না, কেন?'

'তাহলে আমাকে নিয়ে চলো এক চক্কর।'

'ঠিক আছে, নিয়ে যাব।' গাড়িতে উঠে বসলাম আমরা। 'কোথায় যেতে চাও তুমি?' জানতে চাইলাম।

'ক্যাথেড্রালে।'

'কী?' বললাম আমি। 'ক্যাথেড্রাল? ভুল শুনছি না তো আমি?'

'ঠিকই শুনেছ, বাছাধন। ক্যাথেড্রালের কথাই বলেছি।'

স্তম্ভিত হয়ে তাকালাম আমি ওর দিকে।

'ওভাবে তাকিয়ো না, চালাও,' বলল গোটফ্রীড।

গাড়ি স্টার্ট দিলাম আমি।

ক্যাথেড্রালটি অবস্থিত শহরের পুরানো অংশে। চারদিকে বিস্তর ফাঁকা জায়গা। শুধু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাথেড্রালটি ঘিরে আছে ধর্মযাজকদের বাড়ি। আমি গাড়ি থামালাম প্রধান ফটকের সামনে।

'আরও সামনে যাও,' বলল গোটফ্রীড। 'ঠিক পেছন দিকে যেতে হবে।'

পেছনে এসে থামল আমাদের গাড়ি।

'দারুণ মজা তো!' বললাম আমি। 'পাপ-স্বীকার করতে যাচ্ছি নাকি আমরা?'

'এসোই না আমার সাথে,' উত্তর দিল সে।

আমি হাসলাম। 'আজ নয়। সকালবেলা ইতোমধ্যে একবার প্রার্থনা করেছি। ওটাতেই পার হয়ে যাবে সারাদিন।'

'বাজে বকো না। এসো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

কৌতূহলী হয়ে আমি অনুসরণ করতে লাগলাম ওকে। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চতুষ্কোণ একটা বাগানে। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আবহাওয়া-পীড়িত যীশুর মূর্তিসহ একটা ক্রুশ। আর অগণ্য ফুলে ছেয়ে আছে বাগানটি।

প্রকাণ্ড দু'টি গোলাপ-ঝাড়ের দিকে আঙুল তুলে দেখাল গোটফ্রীড। 'আমি এটা দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাকে। চিনতে পারছ?'

বিমূঢ় হয়ে থেমে গেলাম আমি। 'অবশ্যই পারছি,' বললাম আমি। 'তার মানে এখান থেকে তুমি কুড়োও ওসব, বুড়ো চোর কোথাকার!'

সপ্তাহখানেক আগে প্যাট যেদিন বাসা বদল করে ফ্রাউ জালেভস্কির বোর্ডিং-হাউসে চলে আসে, সেদিন জাপকে দিয়ে লেন্‌ত্‌স উপহার পাঠিয়েছিল অসংখ্য গোলাপ,—এত বেশি যে, সবগুলো ফুল আনতে জাপকে নিচে নামতে হয়েছিল দু'বার এবং প্রত্যেকবারই আনতে হয়েছিল দু'হাত ভর্তি করে। আমি তখন ভেবে পাইনি, কোত্থেকে এত গোলাপ জোগাড় করল গোটফ্রীড। আমি তো তাকে চিনি। ফুল কেনার বান্দা সে নয়। আর এ-রকম গোলাপ সিটি পার্কেও আমি দেখিনি কখনও।

'অপূর্ব!' বিস্ময়ের ছায়া খেলে গেল আমার মুখে।

স্মিত হাসল গোটফ্রীড। 'এটা তো বাগান নয়, একেবারে সোনার খনি।' হালকাভাবে সে তার হাত রাখল আমার কাঁধে। 'তুমি এখনই এটা উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারবে বলে আমার মনে হয়।'

'এখনই কেন?'

'কারণ পার্কটা একেবারে জনশূন্য থাকে। তাছাড়া, তোমার সামনে সেই সময় এসে হাজির হয়েছে, যখন বুর্জোয়া এবং যথার্থ প্রেমিকের ভেতরকার বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে থাকে। সময় পার হবার সাথে সাথে একজন মেয়ের প্রতি অমনোযোগী হতে শুরু করে বুর্জোয়া। আর একজন প্রেমিক ঠিক তার উল্টোটা।' নির্দিষ্ট একটি ইশারা করল সে। 'এই সম্পদ নিয়ে তুমি বনে যেতে পারো দুর্দান্ত প্রেমিক।'

আমি হাসলাম। 'শুনতে তো ভালই লাগছে, গোটফ্রীড,' বললাম আমি। 'কিন্তু ধরা পড়লে কী হবে? পালাবার কোন রাস্তাও তো দেখি না। আর এখানকার ধর্মপ্রাণ লোকেরা কাজটাকে এই পবিত্র স্থানটির জন্যে অবমাননাকর ও অপবিত্র মনে করবে নিশ্চয়ই।'

'শোনো,' উত্তর দিল লেন্‌ত্‌স, 'তুমি কাউকে দেখতে পাচ্ছ আশেপাশে? যুদ্ধের পর থেকে লোকজন পলিটিক্যাল মীটিং-এ যায়, চার্চে নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাটা সত্যি, 'কিন্তু পাদ্রীরা?' আমি বললাম।

'এই ফুলগুলো পাদ্রীদের জন্যে কোন অর্থই বহন করে না, করলে বাগানটির এতটা অযত্ন হত না। আর এই ফুল দিয়ে তুমি যদি কাউকে আনন্দ দিতে পারো, সর্বশক্তিমান খুশি হবেন অবশ্যই।'

'তুমি ঠিক বলেছ।' অতিকায় গোলাপ-ঝাড়গুলো দেখতে লাগলাম আমি মনোযোগ দিয়ে। 'গোটফ্রীড, এ দিয়ে অনায়াসে দু'সপ্তাহ পার করা যাবে।'

'তারচে'ও বেশি। তোমার কপাল ভাল। এই প্রজাতির গোলাপ বহুদিন ধরে ফোটে। সেপ্টেম্বরে তো তোমার পোয়াবারো। গোলাপ ছাড়াও এখানে আছে তারাফুল, ক্রিসেনথিমাস। চলো, দেখাই তোমাকে।'

আমরা হাঁটতে লাগলাম বাগানের ভেতর দিয়ে। বাতাসে গোলাপের পাগল করা গন্ধ। সগুঞ্জন মেঘের মত মৌমাছির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে ফুল থেকে ফুলে। ক্যাথেড্রালের চূড়ার দিকে তাকালাম। নীল আকাশে দাঁড়িয়ে আছে রেশমী সবুজ রঙের প্রাচীন চূড়া। সেটার চারপাশ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে গোটাকয়েক সোয়ালো পাখি।

'কী শান্ত, নীরব পরিবেশ এখানে!' বললাম আমি।

মাথা নাড়ল লেনত্স। 'হ্যাঁ, এখানে এলে উপলব্ধি করা যায়, কতজন ভাল মানুষ হতে পারল না কেবল সময়ের অভাবে। ঠিক বলিনি?'

'শুধু সময় নয়,' উত্তর দিলাম আমি, 'শান্তি এবং বিশ্রামের অভাবেও।'

সে হাসল। 'মর্মভেদী কান্না কাঁদতে কাঁদতে বলল বুড়ো ক্যাপ্টেন "বড্ড দেরি হয়ে গেছে।" এখন এমন অবস্থা হয়েছে আমাদের যে, নীরবতা আমরা আর সহ্য করতে পারি না।...অতএব এসো, ফিরে যাই আবার আমরা শোরগোলের মাঝে, কলরবের মাঝে।'

গোটফ্রীডকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি চালিয়ে গেলাম স্ট্যাণ্ডে। যাবার পথে পেরিয়ে গেলাম আমাদের বোর্ডিং-হাউসের পাশের গোরস্থান। আমি জানি, প্যাট এখন ব্যালকনিতে ওর লাউঞ্জ চেয়ার বিছিয়ে শুয়ে আছে। আমি হর্ন বাজালাম বেশ কয়েকবার। দেখা গেল না ওকে। কিন্তু একটু দূরে দেখলাম অন্য দৃশ্য। ফ্রাউ হ্যাসে হাঁটতে হাঁটতে আড়াল হয়ে গেলেন সামনের মোড়ে বাঁক নিয়ে। আমি গাড়ি চালিয়ে গেলাম তাঁর পেছন পেছন। যদি কোথাও যেতে চান তিনি, আমি নিয়ে যাব। কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছুবার আগেই চোখে পড়ল, মোড়ের আড়ালে অপেক্ষমাণ একটি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন তিনি। ১৯২৩ সালের মডেল লড়ঝড়ে মার্সিডিজ লিমুজিন চলতে শুরু করল তিনি উঠে পড়তেই। রঙচঙে চেকওয়ালা স্যুট পরে এক যুবক বসে আছে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে। হাঁসের ঠোঁটের মত নাক তার। অপসৃয়মাণ গাড়িটির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। সারাক্ষণ ঘরে-বসে-থাকা মহিলাদের দশা এ-রকমই হয়। চিন্তামগ্নভাবে গাড়ি চালিয়ে স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম অপেক্ষমাণ ট্যাক্সির লাইনের পেছনে।

লাইন এগুচ্ছে খুব ধীর গতিতে। নিস্তেজভাবে বসে আছি গাড়ির ভেতরে। একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ফ্রাউ হ্যাসের ঘটনার ছবিটি আমার মাথা ছেড়ে যাচ্ছে না কিছুতেই। এটা যদিও সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যাপার, তবু প্যাট তো একা থাকে সারাটা দিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম গুস্তাভের কাছে। 'এসো, কফি খেয়ে যাও,' থার্মোফ্ল্যাস্ক এগিয়ে দিতে দিতে বলল গুস্তাভ। 'একেবারে ঠাণ্ডা। আমার নিজস্ব আবিষ্কার—হিমায়িত কফি। গরমের ভেতরেও ঠাণ্ডা থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেখেছ, গুস্তাভ কেমন প্র্যাকটিক্যাল লোক?'

এক কাপ কফি ঢেলে নিলাম আমি। 'তুমি যদি এতই প্র্যাকটিক্যাল,' বললাম আমি, 'তাহলে বাতলে দাও দেখি, যে-মেয়ে অনেকটা সময় কাটায় একা একা, তার মনোরঞ্জনের জন্যে পুরুষ তাকে কী এনে দিতে পারে?'

'এই সমস্যা?' অহঙ্কারের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। 'এর উত্তর তো খুব সহজ—হয় সন্তান, নয় একটা কুকুর।'

'কুকুর!' অবাক হয়ে বললাম আমি। 'অবশ্যই, তুমি ঠিক বলেছ একেবারে—কুকুর। কুকুর সাথে থাকলে একাকীত্ব ভুলতে পারে যে-কেউ।'

একটা সিগারেট অফার করলাম ওকে। 'শোনো, কুকুর বিষয়ে তুমি কি জানো কিছু? মান্দ্রল নিশ্চয়ই বেশ সস্তা দামে পাওয়া যাবে।'

অসম্মতি প্রকাশ করে মাথা ঝোঁকাল সে। 'রবার্ট, আমার ভেতরে যে কী সম্পদ আছে, সে-ব্যাপারে তোমার ধারণা খুবই কম। ডোবারম্যান টেরিয়ার ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আমার হবু শ্বশুর। চাইলে একটা কুকুরছানা তুমি নিতে পারো—উচ্চ বংশজাত।'

গুস্তাভ খুব সৌভাগ্যবান। তার প্রেমিকার বাবা কেবল ডোবারম্যান ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিই নন, একটি পাবেরও মালিক তিনি। ওর হবু স্ত্রীর আবার একটি লণ্ড্রি আছে। গুস্তাভ খুবই গর্বিত এ-ব্যাপারে। ওর নাশতাহারের সুবন্দোবস্ত হয়েই আছে, পোশাক-আশাক ধোয়া এবং ইস্ত্রির কাজও করে দেয় প্রেমিকা। বিয়ের ব্যাপারে কোন তাড়াই নেই ওর। বিয়ে করলেই তো দুশ্চিন্তার পালা শুরু হবে ওর।

আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম যে, ডোবারম্যান-আইডিয়াটি ঠিক আমার জন্যে নয়। অত বড় কুকুরের প্রয়োজন নেই আমার।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল গুস্তাভ। পুরানো, অভিজ্ঞ সৈনিকের মত তাৎক্ষণিক উৎসাহ ও প্রেরণা যোগানোর ব্যাপারটি তার মজ্জাগত।

'আমার সাথে চলো,' বলল সে। 'একটু খোঁজ-খবর করে আসি। আমি কিছু জানি এই লাইনে। তুমি আবার তোমার উটকো নাক গলিয়ো না যেখানে-সেখানে।'

'ঠিক আছে।'

এক দোকানে নিয়ে গেল সে আমাকে। সমুদ্র-শৈবালে ভর্তি অসংখ্য অ্যাকুয়ারিয়াম সেখানে। কোণের দিকে রাখা একটি বাক্সে বসে আছে হতভাগ্য গিনিপিগ। চারদিকে ঝুলছে প্রচুর খাঁচা। সে সবের ভেতরে বুলফিঞ্চ, গোল্ডফিঞ্চ ও ক্যানারিসহ নানা জাতের পাখি কিচিরমিচির করছে অনবরত।

বাঁকা পা-ওয়ালা বেঁটেখাট একজন ছেলে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। এমব্রয়ডারি করা বাদামী রঙের ওয়েস্টকোট তার পরনে। সজল চোখ, পাণ্ডুবর্ণ চামড়া, ফায়ার বলের মত নাক—দেখেই বোঝা যায়, নির্ঘাত বীয়ার এবং মদখোর। তার নাম আনতোন। গুস্তাভের পরিচিত সে।

দোকানের পেছনের অংশ থেকে অবিরাম ভেসে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ।

www.BanglaBook.org

সেদিকে গেল গুস্তাভ। ফিরে এল দুটো ছোট্ট টেরিয়ার হাতে নিয়ে। বাঁ হাতে যেটা ধরেছে, সেটার রঙ শাদা-কালো, ডান হাতেরটা লালচে বাদামী। ডান হাতেরটা পছন্দ হলো আমার। চোখের ইশারায় গুস্তাভকে জানালাম আমি: হ্যাঁ।

খেলনার মত ছোট্ট, চমৎকার প্রাণী। ঋজু পা, চৌকো শরীর, আয়তাকার মাথা, বুদ্ধিমান ও উদ্ধত চেহারা। গুস্তাভ ছেড়ে দিল দুটোকেই।

'হাস্যকর চিড়িয়া একখানা,' লালচে বাদামীটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল সে। 'কোত্থেকে যোগাড় করেছ এটা?'

আনতোন জানাল, সে কিনেছে এক মহিলার কাছ থেকে, যিনি দক্ষিণ আমেরিকায় চলে গেছেন। উৎকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল গুস্তাভ। আহত হলো আনতোন। তারপর বর্ণনা করতে শুরু করল সেটার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস। গুস্তাভ গা লাগাল না তার কথায়। বরং উৎসাহ দেখাতে শুরু করল শাদা-কালো কুকুরটার ব্যাপারে। আনতোন জানাল, লালচে বাদামীটার প্রপিতামহ হলো নোয়াহ্'স আর্ক। তাই একশো মার্ক দাম হাঁকল সে। পাঁচ মার্ক দেবার প্রস্তাব করল গুস্তাভ। লালচে বাদামীর প্রপিতামহকে তার পছন্দ নয়। তাছাড়া সেটার লেজে কী একটা খুঁত আছে, কানগুলোও কেমন যেন। তবে শাদা-কালোটা ঠিক আছে—একেবারে টিপ টপ।

এক কোণে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিলাম আমি। হঠাৎ কে যেন হ্যাট চেপে ধরল আমার। চমকে উঠে ঘুরে তাকালাম। এক বানর তার পার্চের এক প্রান্তে এসে বসেছে। হলদেটে চামড়া, বিষণ্ণ মুখ, গোলাকার কালো চোখ, বৃদ্ধার ঠোঁটের মত ঠোঁট। পেটের ওপর দিয়ে বাঁধা চামড়ার কোমরবন্ধ, সেটার সাথে শেকল। ছোট ছোট হাত, কালো, একেবারে মানুষের হাতের মত, দেখলে চমকে যেতে হয়।

আমি আমার জায়গা ছেড়ে নড়লাম না এক বিন্দুও। পার্চ ধরে সে আরও এগিয়ে এল আমাকে লক্ষ করে। তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে; সন্দিগ্ধ নয়, কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি। সাবধানে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমি সামনে বাড়িয়ে দিলাম একটা আঙুল। হাত একটু পেছনে টেনে নিল সে, তারপর ধরল সেটা। ঠাণ্ডা সেই হাতের স্পর্শে বিচিত্র এক অনুভূতি হলো আমার—কেমন করে ধরেছে সে আমার আঙুল! যেন দুঃখী বোবা মানুষ চাচ্ছে নিজেকে মুক্ত করতে, রক্ষা করতে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না অতটা নিষ্প্রভ, পাংশু চোখের দিকে।

ওদিকে গুস্তাভ চুক্তি করে ফেলেছে আনতোনের সাথে। 'তাহলে সেই কথাই রইল, আনতোন; বদলে তুমি ডোবারম্যান থেকে একটা কুকুরছানা পাবে।' সে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। 'ওটা কি এখনই নিতে চাও সাথে?'

'দাম কত পড়ল ওটার?'

'এক পয়সাও না। ডোবারম্যান থেকে তোমাকে একটা দেব বলেছিলাম, সেটার পরিবর্তে! হ্যাঁ, এই জাতীয় কিছু কাজ করতে দাও গুস্তাভকে। গুস্তাভ সে-ধরনেরই ছেলে।'

আমি জানালাম যে, ট্যাক্সি নিয়ে ফেরার সময় এখান থেকে নিয়ে নেব কুকুরছানাটা।

'তুমি কি জানো, তোমার জন্যে কোনটা ঠিক করেছি?' দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসে বলল সে। 'একেবারে বিরল প্রজাতির একখানা: আইরিশ টেরিয়ার। প্রিমিসিমা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একদম নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক।'

'গুস্তাভ,' বললাম আমি, 'আমার জন্যে অনেককিছু করলে তুমি। চলো, কনিয়াক খাব একসাথে—যত পুরানো পাওয়া যায় খুঁজেপেতে।'

'আজ নয়,' জানাল গুস্তাভ। 'হাত দুটোকে আজ স্থির আর অবিচলিত রাখতে হবে। আজ রাতে আমার ক্লাবে স্কিট্‌ল্‌স খেলব আমি। কথা দাও, একদিন তুমি আসবে ওখানে।'

'আসব,' বললাম আমি।

ছ'টা বাজার কিছুক্ষণ আগে ফিরে গেলাম ওয়ার্কশপে। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল কস্টার। 'বিকেলে জ্যাফে ফোন করেছিলেন। বলেছেন তোমাকে ফোন করতে।'

এক মুহূর্তের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আমার।

'কোনকিছু বলেননি তিনি, ওটো?'

'না, বিশেষ কোন কিছু না। শুধু বলেছেন, পাঁচটা পর্যন্ত তিনি তাঁর কনসালটিং রুমে থাকবেন। তারপরে থাকবেন ডরোথি হাসপাতালে। অতএব, তোমাকে ফোন করতে হবে সেখানেই।'

'ঠিক আছে।'

অফিসের ভেতরে গেলাম। কেমন ভ্যাপসা, গুমোট আবহাওয়া সেখানে। কিন্তু আমি জমে যাচ্ছি, কেঁপে উঠল আমার হাতে ধরা রিসিভার। 'নন্‌সেন্স', বলে টেবিলের ওপরে দৃঢ়ভাবে রাখলাম আমার হাত।

প্রফেসর জ্যাফেকে লাইনে পেতে সময় লাগল বেশ খানিকটা।

'আপনি ফ্রী এখন?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এক্ষুণি চলে আসুন। আরও ঘণ্টাখানেক থাকব আমি এখানে।'

প্যাটের কিছু হয়েছে কি না, জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম সেটা। কিন্তু পারলাম না। 'দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ব আমি।'

লাইন কেটে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম বোর্ডিং-হাউসে। ফ্রিডা ধরল ফোন। প্যাটকে চাইলাম। 'তিনি এখন ঘরে কিনা, জানি না,' অভদ্রভাবে বলল ফ্রিডা। 'আমি গিয়ে দেখে আসছি।'

অপেক্ষা করছি আমি। গরম আর ভারী হয়ে আছে আমার মস্তিষ্ক। অশেষ যেন এই প্রতীক্ষা। প্যাটের গলা শোনা গেল, 'রবি?'

চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি এক মুহূর্তের জন্যে। 'কেমন আছ, প্যাট?'

'ভাল। ব্যালকনিতে বসে বসে বই পড়ছিলাম একটা। খুব রোমাঞ্চকর বই।'

'রোমাঞ্চকর বই?' বললাম আমি। 'খুব ভাল। আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম যে, ফিরতে আমার একটু দেরি হবে আজ। বইটা কি পড়ে শেষ করেছ?'

'না, কেবল মাঝামাঝি পর্যন্ত এসেছি। আরও ঘণ্টা দুয়েক লাগবে শেষ করতে।'

'তার আগেই পৌঁছে যাব আমি। অতএব, পড়ে ফেলো ঝটপট।'

বসে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। 'ওটো,' বললাম আমি, 'কিছু সময়ের জন্যে কার্লকে নিতে পারি সাথে?'

www.BanglaBook.org

'নিশ্চয়ই। তুমি চাইলে তোমাকে পৌঁছেও দিতে পারি আমি। এখানে কিছুই করার নেই এখন আমার।'

'তার প্রয়োজন হবে না। আর তাছাড়া তেমন কিছুই ঘটেনি।'

'কী চমৎকার আলো,' কার্লকে নিয়ে রাস্তায় নেমেই ভাবলাম আমি, 'ছাদগুলোর ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কত শোভাময়, মনোহর সন্ধ্যালোক! কত সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ!'

জ্যাফের জন্যে অপেক্ষা করতে হলো কয়েক মিনিট। নার্স আমাকে নিয়ে এসে বসাল ছোট্ট একটি ঘরে। বিভিন্ন পত্রিকার পুরানো সংখ্যা গড়াগড়ি খাচ্ছে সেখানে। জানালার কাছে একটি ফুলের টবে বেড়ে উঠেছে এক ধরনের লতা। মনে হয়, এই একই পত্রিকা এবং বিষণ্ন চেহারার একই লতা খুঁজে পাওয়া যাবে সব ডাক্তার এবং হাসপাতালের ওয়েটিং রুমগুলোয়।

জ্যাফে এলেন। তুষার-ধবল ফিট্‌ফাট ওভারঅল পরে আছেন তিনি। ইস্ত্রির ভাঁজ ভাঙেনি এখনও। আমার মুখোমুখি বসলেন তিনি। চোখে পড়ল, তাঁর শার্টের ডান হাতায় ছিটকে আসা রক্তের দাগ—উজ্জ্বল লাল। রক্ত আমি কম দেখিনি আমার জীবনে—কিন্তু যে-কোন রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজের চেয়েও আমার অনুভূতিকে বেশি নাড়া দিল এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রক্তের ছিটে। মিলিয়ে গেল আমার আশান্বিত মনোভাব।

'স্ট্রাউলিন হলম্যানের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনাকে জানাব, কথা দিয়েছিলাম,' বললেন জ্যাফে।

মাথা নেড়ে তাকালাম আমি টেবিলক্লথের দিকে। ভেলভেটজাতীয় কাপড়ের ওপরে চমকদার রঙের ষড়ভুজাকৃতি প্যাটার্ন। সেদিকে তাকিয়ে উদ্ভট এক চিন্তা এল আমার মাথায়—জ্যাফে আবার কথা শুরু করার আগ পর্যন্ত যদি চোখের পলক না ফেলে থাকতে পারি আমি, তাহলে সুসংবাদ শুনতে পাব তাঁর কাছ থেকে।

'দু'বছর আগে সে স্যানাটোরিয়ামে ছিল ছয় মাস, সেটা জানতেন আপনি?'

'না,' বললাম আমি। টেবিলক্লথের দিকে তাকিয়ে আছি সেভাবেই।

'এর পরে ওর অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। ওকে পুরোপুরি চেকআপ করেছি আমি। সামনের শীতে তাকে আবার যেতে হবে স্যানাটোরিয়ামে। এই শহরে থাকা চলবে না তার।'

তখনও ষড়ভুজগুলোর দিকে নিবদ্ধ আমার দৃষ্টি। একটি ষড়ভুজের ভেতরে ঢুকে পড়ছে আরেকটি। হঠাৎ নাচতে শুরু করল তারা আমার চোখের সামনে।

'কবে যেতে হবে তাকে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শরৎকালে। খুব বেশি দেরি হলে অক্টোবরের শেষে।'

'তার মানে এটা পাসিং হেমারেজ নয়?'

'না।'

চোখ তুললাম আমি।

'সম্ভবত এ-কথা আপনাকে বলার প্রয়োজন নেই যে,' বলতে শুরু করলেন জ্যাফে, 'ওটা একটা আনপ্রেডিক্ট্যাবল রোগ। বছরখানেক আগে মনে হয়েছিল, আর ভয়ের কিছু নেই—রোগ সেরে গেছে। হবার কথাও ছিল। কিন্তু এই যেমন আকস্মিকভাবে আবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুরু হয়েছে, তেমনি থেমেও যেতে পারে হঠাৎ করে। তার মানে অবশ্য এই না যে, এটাই অবধারিত। তবে অত্যধিক রোগাক্রান্ত বহু লোককে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখেছি আমি নিজে।'

'উল্টোটাও দেখেছেন নিশ্চয়ই?'

আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'হ্যাঁ।'

সবকিছু জানালেন তিনি বিশদভাবে। আক্রান্ত হয়েছে দুটো ফুসফুসই, তবে ডানদিকেরটা কম, বাম দিকেরটা বেশি। বেল টিপে নার্সকে ডেকে পাঠালেন তিনি। 'আমার পোর্টফোলিও নিয়ে এসো।'

নার্স নিয়ে এল সেটা। দুটো বড় সাইজের ছবি বের করলেন জ্যাফে। তারপর মেলে ধরলেন জানালার দিকে। 'এভাবে ভাল দেখতে পাবেন। দুটো এক্স-রে'র ছবি।'

ধূসর রঙের স্বচ্ছ প্লেটে দেখা গেল মেরুদণ্ড, কাঁধের হাড়, অক্ষকাস্থি, বাহুর কোটর, পাঁজরের হাড়। কিন্তু আমি দেখলাম তারচে' বেশি—আমি দেখলাম কঙ্কাল। নিস্প্রভ ও বিভ্রান্তিকর ছায়াময় ছবি থেকে ভৌতিকভাবে বেরিয়ে এল সেটা। আমি দেখলাম প্যাটের কঙ্কাল। প্যাটের কঙ্কাল!

ছবির বিভিন্ন অংশ এবং রঙের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন জ্যাফে। তিনি লক্ষ করলেন না যে, আমি আর দেখছি না সেদিকে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক বর্ণনায় মত্ত তিনি। অবশেষে তাকালেন আমার দিকে। 'বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

'তাহলে ব্যাপারটা কী?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কিছু না,' আমি জবাব দিলাম। 'আমি ঠিক জেনে নিতে পারছি না সব।'

'এই ব্যাপার!' চশমা পরলেন তিনি। ছবি দুটো লুকিয়ে ফেললেন কভারে। তারপর তাকালেন আমার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। 'অসহযোগিতামূলক কোন চিন্তা কি আছে আপনার মাথায়?'

'না,' বললাম আমি। 'কিন্তু কেন এমন হবে? পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান। তাহলে সে নয় কেন?'

নীরব রইলেন জ্যাফে কিছুক্ষণ।

'এটার উত্তর জানা নেই কারও,' তিনি বললেন তারপর।

'হ্যাঁ।' হঠাৎ ক্ষোভে, ক্রোধে হতবুদ্ধি আর অসাড় মনে হলো নিজেকে। 'সেটার উত্তর দিতে পারে না কেউ। অবশ্যই পারে না। দুঃখ-দুর্দশা এবং মৃত্যুর ব্যাপারে কোন সদুত্তর কেউ জানে না। এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে একটা কিছু করবে, সে ক্ষমতাও নেই কারও।'

জ্যাফে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে।

'আমাকে ক্ষমা করবেন,' বললাম আমি। 'কিন্তু আমি আর কী করতে পারি?'

চোখ সরালেন না তিনি আমার দিক থেকে। 'আপনার হাতে সময় আছে এখন?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'আছে,' বললাম আমি। 'প্রচুর।'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'সব রোগীকে এখন একবার দেখতে যাব আমি। আমি চাই, আপনিও যাবেন আমার সাথে। আপনাকে একটা ওভারঅল দেবে নার্স। সেটা পরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আপনি যাবেন আমার সাথে রোগী দেখতে।'

আমি বুঝতে পারলাম না, তাঁর অভিপ্রায় কী। চুপচাপ পরে নিলাম নার্সের দেয়া ওভারঅল।

লম্বা করিডর দিয়ে হাঁটছি আমরা। প্রশস্ত জানালা দিয়ে এসে পড়েছে সন্ধেবেলার গোলাপী ঔজ্জ্বল্য—কোমল, নরম, সম্পূর্ণ অপার্থিব। জানালাগুলো সব খোলা। ভেসে আসছে লেবু ফুলের গন্ধ!

জ্যাফে একটা দরজা খুলতেই জঘন্য আঠাল গন্ধ এসে লাগল নাকে। পুরানো সোনার মত চুলওয়ালা একজন মহিলা নিস্তেজভাবে তুলে ধরলেন তাঁর হাত। চোখ দুটোর নিচ থেকে ঠিক মুখ পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ তাঁর। জ্যাফে খুব সাবধানে খুলে ফেললেন ব্যাণ্ডেজটি। আমি দেখলাম, নাক নেই মহিলাটির—সেই জায়গায় দুটো ফুটোওয়ালা লাল রঙের ক্ষত। আবার ব্যাণ্ডেজ পরিয়ে দিলেন জ্যাফে।

'ভাল,' বন্ধুসুলভ কণ্ঠে তিনি বললেন মহিলাটিকে।

বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি পেছন থেকে। সন্ধেবেলার মৃদু আলোর দিকে তাকালাম আমি।

'আসুন,' পরের রুমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন জ্যাফে।

প্রচণ্ড কাশি সম্ভাষণ জানাল আমাদের। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে একটা লোক। মুখ খোলা, বেডকভারের ওপরে বিক্ষিপ্তভাবে অবিরাম নড়ছে তার হাত দুটো। টেম্পারেচার চার্ট দেখে বোঝা গেল—একশো চার ডিগ্রী চলেছে অপরিবর্তিতভাবে। বিছানার পাশে বসে একটা বই পড়ছিল নার্স। জ্যাফে ভেতরে ঢুকতেই বই একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। চার্টের দিকে চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি। 'ডাবল নিউমোনিয়া এবং প্লুরিসি। দু'সপ্তাহ হলো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কাজে যেতে শুরু করেছিল খুব বেশি তাড়াতাড়ি। স্ত্রী আর চার সন্তান আছে। হোপলেস!' পালস দেখলেন তিনি। নার্স সাহায্য করল তাঁকে। হঠাৎ তার বইটি পড়ে গেল মেঝেয়। তুলে নিয়ে দেখলাম—রান্নার বই। লোকটি তার মাকড়সার মত হাত দুটো দিয়ে অবিরাম আঁচড় কাটছে বিছানার চাদরে। আর কোন শব্দ নেই ঘরে। 'নার্স, আজ রাতে তুমি এখানে থাকবে,' বললেন জ্যাফে।

পাশের ঘরে সংজ্ঞাহীন এক মহিলা শুয়ে আছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন ভারী শব্দে। আজ বিকেলে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁকে। প্রচুর ঘুমের বড়ি খেয়েছেন তিনি। গতকাল তাঁর স্বামীর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। পিঠের হাড় ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। তবু জ্ঞান হারাননি তিনি। সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল বাড়িতে, স্ত্রীর কাছে। রাতে মারা গেছেন তিনি।

'এই মহিলা কি ভুলতে পারবেন সেই দুঃখ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'সম্ভবত পারবেন।'

'কীভাবে জানেন সেটা?'

'গত কয়েক বছরে এই জাতীয় পাঁচটা কেস দেখেছি আমি,' বললেন জ্যাফে। 'তাদের ভেতরে একজনই চেষ্টা করেছিল দ্বিতীয়বার। গ্যাস দিয়ে। মারা গেছে সে। আর বাকিগুলোর মধ্যে দু'জনের বিয়ে হয়েছে আবার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরের ঘরে একজন লোক। বারো বছর ধরে অক্ষম, পঙ্গু। মোমের মত চামড়া তার; কালো, পাতলা দাড়ি; স্থির, বড় চোখ।

'কেমন আছেন?' প্রশ্ন করলেন জ্যাফে।

অস্পষ্ট একটি ইঙ্গিত করল লোকটি, তারপর আঙুল তুলে দেখাল জানালার দিকে, 'আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বৃষ্টি হবে, আমি অনুভব করতে পারছি।' হাসল সে। 'বৃষ্টি হলে ঘুমটা খুব ভাল হয়।' তার সামনে বেডকভারে একটি দাবার বোর্ড রাখা। এক গাদা পত্রিকা আর কিছু বই পড়ে আছে সেটার পাশে।

এগিয়ে যেতে থাকলাম আমরা। আমি দেখলাম, কষ্টকর প্রসবের বেদনা ও আতঙ্কে নীল হয়ে থাকা একজন তরুণী—দুর্বল পা-ওয়ালা এক খোঁড়া শিশু—পাকস্থলী-বিহীন পুরুষ—অন্ধ লোক, যে বিশ্বাস করে, একদিন না একদিন চোখে দেখতে পাবে সে—সিফিলিস আক্রান্ত বালক, বাবা বসে আছে তার পাশে—একজন মহিলা, যার একটি স্তন কেটে ফেলা হয়েছে সকালবেলা—বাতগ্রস্ত মহিলা—বিকল কিডনিওয়ালা একজন শ্রমিক—ডিম্বাশয় কেটে বাদ দিতে হয়েছে, এমন এক মহিলা—ঘরের-পর ঘর পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা, সেই একই দৃশ্য:. গভীর আর্তনাদ, চিৎকার, যন্ত্রণা-পীড়িত শরীর, ম্লান, নিস্তেজ চেহারা; দুঃখ-দুর্দশা, ভীতি, হাল-ছেড়ে দেয়া ভাব, ব্যথা, হতাশা, প্রত্যাশা এবং প্রত্যেকবারই দরজা বন্ধ করে করিডরে বেরিয়ে আসা, এবং হঠাৎ সেই অপার্থিব অলৌকিক সান্ধ্য আলো; বারবার আতঙ্কের ঘর থেকে বেরিয়ে এই নরম, ধূসর সোনালি জ্যোতির সংস্পর্শে আসা—এটা ভয়ঙ্কর পরিহাস নাকি স্বর্গীয় সহানুভূতি, সান্ত্বনা, বলা কঠিন।

অপারেশন থিয়েটারের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন জ্যাফে। দু'জন নার্স ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল একটা ট্রলি। এক মহিলা শুয়ে আছেন স্ট্রেচার ওপরে। তাঁর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ বহুদূরে কোথাও। সেই দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হয়ে পড়লাম আমি; এত সাহস, এত মনোবল আর এত স্থৈর্য মিশে আছে তাতে!

হঠাৎ ক্লান্ত মনে হলো জ্যাফেকে। 'অধিকাংশ রোগীর অবস্থাই প্যাট হলম্যানের চেয়ে সঙ্কটজনক, সেটা তো আপনি দেখলেন নিজের চোখেই। অনেকের আশা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবু, আমি ঠিক জানি, এদের প্রায় সবাই সুস্থ হয়ে উঠবে। আপনাকে এটাই দেখাতে চেয়েছিলাম আমি।'

আমি মাথা নাড়লাম।

'নয় বছর আগে মারা গেছে আমার স্ত্রী। তার বয়স ছিল তখন ত্রিশ। কখনও অসুস্থ ছিল না। ফ্লু।' নীরব থাকলেন তিনি এক মুহূর্ত। 'আপনাকে কথাগুলো কেন বলছি, বুঝতে পারছেন তো?'

আবার মাথা নাড়লাম আমি।

'কোনকিছুই আগাম জানা সম্ভব নয়। ভয়ানক রোগাক্রান্ত লোকও সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকতে পারে বহুদিন। জীবনটা বড় অদ্ভুত।' একজন নার্স এসে কী একটা বলল তাঁর কানে কানে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন অপারেশন থিয়েটারের দিকে। 'আমাকে যেতে হচ্ছে এক্ষুণি। প্যাট যেন আপনার উদ্বিগ্নতা আঁচ করতে না-পারে। এটাই আসল কথা। আপনি করতে পারবেন সেটা?'

'পারব,' বললাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যাণ্ডশেক করে তিনি চলে গেলেন নার্সের সাথে। তারপর কাচের দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন চক-শাদা আলোয় উজ্জ্বল ঘরে।

রাস্তায় নেমে এলাম আমি। গোলাপী আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে। হঠাৎ ম্লান হয়ে এল সেই আলো, ধারণ করল ধূসর রঙ।

গাড়িতে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম খানিকটা সময়। তারপর রওনা দিলাম ওয়ার্কশপের দিকে। গেটে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল কস্টার।

'তুমি জানতে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'কিন্তু জ্যাফে চেয়েছিলেন নিজে তোমাকে সবকিছু বলতে।'

মাথা নাড়লাম আমি।

আমার দিকে তাকাল কস্টার।

'ওটো,' বললাম আমি, 'আমি তো শিশুটি নই, এবং আমি জানি, এখনও হারিয়ে যায়নি সবকিছু। কিন্তু আজ রাতে যদি প্যাটের সাথে আমাকে একা থাকতে হয়, তাহলে নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না-করাটা খুব কঠিন হবে আমার পক্ষে। কালকে আর কোন অসুবিধে হবে না। নিজেকে আমি সামলে নিতে পারব ততক্ষণে। আচ্ছা, আজ সন্ধেবেলা কোথাও যেতে পারি না আমরা?'

'কেন নয়? অবশ্যই, বব। এ-ব্যাপারে আমি ভেবে রেখেছি আগেই এবং গোটস্ট্রীভকেও জানানো হয়েছে।'

'তাহলে কার্ল আরও কিছুক্ষণ থাক আমার সাথে। আমি ঘরে গিয়ে আগে নিয়ে আসি প্যাটকে এবং তারপর এক ঘণ্টার মধ্যে তোমাদেরকে তুলে নেব।'

'ঠিক আছে।'

নিকোলাইস্ট্র্যাসেতে এসে মনে পড়ল আমার, কুকুরছানাটাকে নিতে ভুলে গেছি। গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ছুটলাম সেই দোকানের দিকে।

দোকানের ভেতরটা অন্ধকার, কিন্তু দরজা খোলা। ভেতরে একটা ক্যাম্পখাটে বসে ছিল আনতোন। সে বের করে আনল টেরিয়ারটিকে। লাফিয়ে এল কুকুরছানাটি আমার কাছে, শুঁকতে লাগল আমার গা, চাটতে লাগল হাত। রাস্তা থেকে আসা-আলো পড়ে সবুজ হয়ে উঠেছে ওর চোখ। কুকুরছানাটি তার গরম শরীর ঘষছে আমার শরীরে। আমি বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। খুব সহজ এবং শোভন ভঙ্গিতে আমার পাশে পাশে দৌড়ে গাড়ির দিকে এগুতে লাগল সে।

কুকুরটাকে সামনে দিয়ে সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম আমি। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিলাম একবার। মুখের চেহারা স্বাভাবিক। প্যাটের দরজায় টোকা দিয়ে একটু ফাঁক করে ধরলাম দরজাটা। ভেতরে ঢুকে পড়ল কুকুরটা।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম বাইরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু প্যাটের গলার বদলে অপ্রত্যাশিতভাবে শুনলাম ফ্রাউ জালেভ্স্কির গুরু-গম্ভীর গলা: 'কী দারুণ!'

ভেতরে তাকালাম আমি। প্যাটকে একা দেখার প্রথম মুহূর্তটুকুর জন্যে ভয়ে ভয়ে ছিলাম। এখন সহজ হয়ে গেল সব।

টেবিলের পাশে বসেছে ও। এক কাপ কফি ওর পাশে এবং রহস্যময়ভাবে টেবিলে

www.BanglaBook.org

ছড়ানো এক প্যাকেট তাস। উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে শুনছে ও নিজের ভবিষ্যৎ-কাহিনী।

'গুড ইভ্‌নিং,' বললাম আমি। হঠাৎ খুব খুশি খুশি লাগছে আমার।

ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু করল কুকুরটা।

'ও মা!' চিৎকার করে উঠল প্যাট। 'এটা তো আইরিশ টেরিয়ার!'

'এক ঘণ্টা আগেও জানতাম না সেটা,' বললাম আমি।

প্যাট ঝুঁকে পড়ল সামনে, কুকুরটি লাফিয়ে উঠল ওর কোলে। 'এটার নাম কী, রবি?'

'কোন ধারণা নেই। হয়তো কনিয়াক অথবা হুইস্কি কিংবা ওই জাতীয় একটা কিছু, অথবা তার শেষ মালিকের নামে নাম।'

'এটা কি আমাদের?'

'প্রাণীর মালিকানা বদলের নিয়ম যখন আছে, সেক্ষেত্রে—হ্যাঁ।'

খুশিতে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এল প্যাটের। 'আমরা ওটাকে বিলি নামে ডাকব। আমার মা যখন ছোট ছিল, তখন একটা কুকুর ছিল তার। সেটার নামও ছিল বিলি।'

'কুকুরটি কি হাউস ট্রেইন্‌ড?' প্রশ্ন করলেন ফ্রাউ জালেভ্‌স্কি।

'একজন ডিউকের মত বংশপরিচয় আছে ওর,' উত্তর দিলাম আমি। 'এবং ডিউকেরা সবসময় হাউস-ট্রেইন্‌ড।'

'বাচ্চা-অবস্থায় নিশ্চয়ই নয়! বয়স কত এটার?'

'আট মাস। মানুষের ষোলো বছরের সমান।'

'দেখে তো হাউস-ট্রেইন্‌ড বলে মনে হয় না,' ঘোষণা করলেন ফ্রাউ জালেভ্‌স্কি।

'একটু ওয়াশিং দরকার, তাহলেই দেখলে ঠিক মনে হবে।'

প্যাট উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ফ্রাউ জালেভ্‌স্কির কাঁধ। অবাক হয়ে তাকালাম আমি ওর দিকে। 'আমার সবসময়ের শখ একটা কুকুর পোষা,' ও বলল। 'আপনি নিশ্চয়ই ওটাকে রাখতে দেবেন আমার কাছে, দেবেন না? ওটার বিরুদ্ধে কোন কথা আপনার নেই নিশ্চয়ই?'

আমি যতদিন জানি ফ্রাউ জালেভ্‌স্কিকে, এই প্রথম দেখছি তাঁর দিশেহারা অবস্থা। কথার খেই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। 'ঠিক আছে—রাখতে পারো সেক্ষেত্রে,' তিনি উত্তর দিলেন। 'আর তাসেও সেটারই উল্লেখ আছে। এই বোর্ডিং-হাউসের একজন ভদ্রলোকের সারপ্রাইজ।'

'আর তাসে এটারও উল্লেখ নিশ্চয়ই আছে যে, আজ সন্ধেয় বেড়াতে যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

হাসল প্যাট। 'অতদূর আমরা এখনও যাইনি, রবি। তোমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল সবেমাত্র।'

ফ্রাউ জালেভ্‌স্কি উঠে দাঁড়িয়ে তাসগুলো গোছাতে শুরু করলেন। 'চাইলে তোমরা এটাতে বিশ্বাস করতে পারো, না-ও করতে পারো, আবার ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারো, যেমন করেছিলেন জালেভ্‌স্কি। স্পেডের নয় তাঁর জন্যে বরাবর জলসংক্রান্ত উপাদানের অশুভ পূর্বলক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তিনি হেঁটা বিশ্বাস করেছিলেন সংকীর্ণ অর্থে। তিনি জল থেকে সাবধান থাকতেন। কিন্তু হেঁটা আসলে ছিল জল নয়, মদ।'

'প্যাট,' ফ্রাউ জালেভ্‌স্কি চলে যাবার পর ওকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বললাম আমি।

www.BanglaBook.org

'ঘরে ফিরে এসে তোমাকে দেখার ভেতরে যে কী আনন্দ! তুমি হলে আমার জন্যে অনন্ত চমকের অপরিবর্তনীয় উৎস।'

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ও। আমি যখন এই ধরনের কথা বলি, ও উত্তর দেয় না কখনও। আমি কল্পনাও করতে পারি না, এ-রকম একটা কিছু বলছে ও—আমার মনে হয়, একজন মেয়ে, যে একজন পুরুষকে ভালবাসে, এ-কথা বলার দরকার নেই তার কখনও। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে প্যাটের। সুখের ছায়া সেখানে। এভাবেই ও অনেক কথা বলে আমাকে।

প্যাটের ত্বকের উষ্ণতা অনুভব করছি আমি, পাচ্ছি ওর চুলের ক্ষীণ সুবাস—আরও শক্ত করে ধরলাম ওকে এবং আর কেউ নেই কোথাও, আছে শুধু প্যাট; অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, ও বেঁচে আছে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, হারিয়ে যায়নি কিছুই।

'রবি, আমরা সত্যি বেড়াতে যাচ্ছি আজ?' জিজ্ঞেস করল প্যাট।

'আমরা সবাই,' উত্তর দিলাম আমি। 'কস্টার আর লেন্‌ৎসও। কার্ল তো এখন দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে।'

'আর বিলি?'

'বিলিও অবশ্যই যাবে। তুমি রাতের খাবার খেয়েছ?'

'না, এখনও খাইনি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'তুমি আর অপেক্ষা করবে না আমার জন্যে। কক্ষনো না। কোনকিছুর জন্যে অপেক্ষা করা একটা ভয়াবহ ব্যাপার।'

মাথা নাড়ল প্যাট। 'তুমি জানো না, রবি। কোনকিছুর জন্যে অপেক্ষা না-করাটাই ভয়াবহ।'

ও জ্বেলে দিল আয়নার সামনের আলোটি। 'কাপড় পরতে শুরু করি,' বলল ও। 'না হলে দেরি হয়ে যাবে ভীষণ। তুমি কাপড় বদলাবে না?'

'পরে,' বললাম আমি। 'আমি খুব তাড়াতাড়ি পরে নিতে পারব। আমাকে কিছুক্ষণ থাকতে দাও এখানে।'

জানালার পাশে আর্মচেয়ারে বসে ডাকলাম কুকুরটাকে। এখানে চুপচাপ বসে বেশ লাগছে প্যাটের কাপড় পরা দেখতে। নারীর শরীরের চিরন্তন, শাশ্বত রহস্য সম্বন্ধে সজাগ ছিলাম না কখনও। কাপড় বদলাবার সময় কোন মেয়ে কথা বলছে, সেটা ভাবতেও পারি না আমি। কথা বললে আমার মনে হয়, রহস্য এবং বর্ণনাতীত আকর্ষণের ঘাটতি আছে তার শরীরে। আয়নার সামনে প্যাটের কোমল, শোভন গতি ছুঁয়ে গেল আমার মন; কী ভাবে চুল আঁচড়াচ্ছে সে, কিংবা কী দক্ষতার সাথে সতর্কভাবে ব্যবহার করছে আইব্রো পেন্সিল—মুগ্ধতার সীমা রইল না আমার। ওর তুলনা চলে এখন হরিণ কিংবা ছিপছিপে গড়নের চিতাবাঘের সঙ্গে। চারপাশের সবকিছু থেকে বিস্মৃত হয়েছে ও, মুখে মনোযোগের চিহ্ন স্পষ্ট।

সন্ধের নির্মল বাতাস ভেসে আসছে খোলা জানালা দিয়ে। নীরবে বসে আছি আমি। বিকেলের কথাগুলো ভুলিনি একটাও। সব আমি জানি ভালভাবে—কিন্তু প্যাটের দিকে তাকাতেই বিষণ্ন দুঃখ যা গ্রাস করেছিল আমাকে, ভারী পাথরের মত ডুবে ছিল আমার ভেতরে, তা হালকা হতে শুরু করল অসংযত, প্রচণ্ড এক প্রত্যাশায়। এই বিষণ্নতা, এই প্রত্যাশা, এই বাতাস, সন্ধে, দীপ্তিমান আয়না এবং আলোর মধ্যেকার এই সুন্দরী

www.BanglaBook.org

রমণী; হ্যাঁ, এক মুহূর্তের জন্যে ধারণা হলো আমার, অন্তর্নিহিত গভীর অর্থের বিচারে এবং বাস্তবজ্ঞানে—এটাই জীবন; এবং সম্ভবত বিষণ্ণতা, শ্রদ্ধাবোধ এবং নীরব জ্ঞানের মিশ্রণ নিয়ে যে ভালবাসা—সেটাই সুখ।

তিন

অপেক্ষা করছি স্ট্যাণ্ডে গাড়ি দাঁড় করিয়ে। গুস্তাভ তার গাড়ি এনে তেড়াল আমারটার পেছনে।'

'কুকুরছানাটি কেমন আছে, রবার্ট,' প্রশ্ন করল সে।

'ভাল,' বললাম আমি।

'আর তুমি?' বিমর্ষভাবে হাত নাড়লাম আমি, 'আর একটু বেশি উপার্জন করতে পারলে আমিও ভাল থাকতাম। আজ এখনও পর্যন্ত কোন রোজগার নেই, ভাবতে পারো?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'দিন দিন খারাপ হচ্ছে অবস্থা। সামনে আরও দুঃসময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

'কিন্তু আমার কিছু টাকার দরকার,' বললাম আমি। 'এই মুহূর্তে। প্রচুর টাকা।'

চিবুকে হাত বোলাল গুস্তাভ।

'প্রচুর টাকা?' সে তাকাল আমার দিকে 'ফটকাবাজি না করলে আজকালকার দিনে কোথায় পাবে অত টাকা? আচ্ছা, বাজি ধরলে কেমন হয়? ঘোড়দৌড় আছে আজ। এক মার্ক বাজি ধরে আটাশ মার্ক পেয়েছি কয়েকদিন আগেই। যাবে নাকি?'

'সে-যাই হোক। চান্স আছে তো? সেটাই আসল কথা।'

'ঘোড়ার ওপরে বাজি ধরেছ কখনও?'

'না।'

'তাহলে তো তোমার নবিশ-ভাগ্য আছে। চলো, কপাল লাগবে সেটা।' ঘড়ি দেখল সে। 'গেলে এখনই যেতে হবে।'

'চলো।' কুকুর বিষয়ক ঘটনার পর থেকে গুস্তাভের ওপরে শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে আমার।

রেসকোর্স ময়দানে ঢুকতেই একজন লোক এগিয়ে এসে হেঁচে পড়ে পরিচয় দিল নিজের, 'ভন বীলিং।' ধূসর রঙের নোংরা বর্ষাতি পরনে, মাথায় ধূসর রঙের হ্যাট। কথাবার্তায় বুঝলাম, দালালি করে বেড়ায় সে। কিন্তু তার কথায় কান দিলাম না আমরা।

গুস্তাভকে অভিজ্ঞ মনে হলো এই লাইনে। সে সবকিছু যাচাই করল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। আমরা বাজি ধরলাম ত্রিস্তান নামের ঘোড়ার ওপরে। গুস্তাভ আশ্বাস দিল আমাকে, 'ঘাবড়িয়ো না। জিতব আমরা, এটা নিশ্চিত।'

'এই ঘোড়া সম্বন্ধে তুমি ভাল করে কিছু জানো তো?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'জানি না মানে?' উত্তর দিল গুস্তাভ। 'প্রতিটি ঘোড়ার খুরের খবর পর্যন্ত রাখি আমি।'

'এত কিছু জেনেও ত্রিস্তানকে বেছে নিলেন?' কে যেন মন্তব্য করল পাশ থেকে। 'যদি চান্স কারও থেকে থাকে, সে হলো স্লিপারি লিজ।'

কিন্তু স্লিপারি লিজ জিতল না। জিতল না আমাদের ত্রিস্তানও। দান মেরে দিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সলোমন।

ভন বীলিং উদয় হলো সেখানে। আপনারা যদি তখন আমার কথা শুনতেন—সলোমনের কথাই আপনাদের বলতাম আমি। আপনারা যদি চান, পরের রেসের জন্যে আমি—'

গুস্তাভ শুনছিল না তার কথা। সে স্লিপারি লিজের ব্যাপারে খুঁটিনাটি আলোচনা শুরু করে দিয়েছে সেই লোকের সাথে।

'ঘোড়ার ব্যাপারে কোন আইডিয়া রাখেন আপনি?' বীলিং প্রশ্ন করল আমাকে।

'একেবারেই না,' বললাম আমি।

'তাহলে আজকেই সুযোগ, শুধু আজকে,' ফিস্‌ফিস করে বলল সে, 'আর কখনও আসবে না এই সুযোগ। আমার কথা শুনুন। কিং লিয়ার, সিলভার মথ কিংবা লা হিউ ব্লু—বাজি ধরতে পারেন যে-কোন একটার ওপরে। কোন টাকা চাই না আমি। আপনি জিতলে কিছু দেবেন আমাকে, তাহলেই হবে।' পাকা জুয়াড়ীর মত প্রচণ্ড উত্তেজনায় কেঁপে উঠল তার চিবুক। 'পোকার খেলতে গিয়ে আমি জেনেছি পুরানো একটা নিয়ম: নতুন, আনাড়ি যারা, সবসময় তারা জেতে।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'কোনটার ওপরে ধরব?'

'আপনার খুশি—'

'লা হিউ ব্লু নামটা তো বেশ লাগছে,' বললাম আমি। 'দশ মার্ক ধরলাম লা হিউ ব্লু'র ওপরে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' গুস্তাভ বলল।

'না,' বললাম আমি।

'এই বুড়ো অকেজো ঘোড়ার ওপরে দশ মার্ক? ওটার মাংস দিয়ে সসেজ বানানোর সময় হয়ে গেছে অনেক আগেই।'

স্লিপারি লিজের ভক্তটি আরও এক কাঠি সরেস। 'কী? লা হিউ ব্লু? ওটা তো ঘোড়া নয়, গরু। মে ড্রীমের মত ঘোড়াও ইচ্ছে করলে ওকে হারিয়ে দিতে পারে দু'পায়ে দৌড়ে।'

'তবু আমি লা হিউ ব্লু'র ওপরেই বাজি ধরছি,' ঘোষণা করলাম আমি। জুয়ার যাবতীয় অস্পষ্ট নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে আমার এই সিদ্ধান্ত, বুঝতে পারছি।

কিন্তু সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে জিতল আমার লা হিউ ব্লু। গুস্তাভ চিৎকার করে জানাল, 'তোমার ওই বিটকেলে-নামওয়ালা উটের ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ল। একশো আশি মার্ক জিতেছ তুমি।'

টাকা নিয়ে পকেটে ঢোকালাম। 'এখন থামুন, আর খেলবেন না,' বীলিং বলল কানে কানে। 'আর নয়।' আমি দশটি মার্ক গুঁজে দিলাম তার হাতে।

দেঁতো-হাসি হেসে আমার পাঁজরে আলতো করে ঘুষি হাঁকাল গুস্তাভ। 'দেখলে তো? কী বলেছিলাম তোমাকে? টাকা কামাতে চাইলে গুস্তাভের কথায় কান দিতে হয়।'

ওয়ার্কশপে ফিরে এলাম সন্ধে সাতটার দিকে। স্টার্ট দেয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে গর্জন করছে কার্ল।

'ঠিক সময়ে এসে পড়েছ,' বলল কস্টার। 'আমরা একটা ট্রায়াল দিতে বেরুচ্ছি।

www.BanglaBook.org

এসো।'

কার্লের বেশ কিছু কলকব্জা আর যন্ত্রপাতি বদলে ফেলেছে কস্টার। গাড়ি চড়ে পর্বতারোহণ প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে চায় সে। দিন পনেরো পরে প্রতিযোগিতা। সেটার জন্যে প্রথম ট্রায়াল রান শুরু হবে এক্ষুণি।

গাড়িতে উঠে বসলাম সবাই। জাপ বসল কস্টারের পাশে। ঢাউস গগ্‌লসটা পরে নিয়েছে চোখে। ওকে সাথে না নিলে বুক ফেটে মারা যেত সে নির্ঘাত। লেন্‌ত্‌স আর আমি বসেছি পেছনে।

ক্ষিপ্র গতিতে ছুটল কার্ল। সামনে দীর্ঘ ফাঁকা রাস্তা পেয়ে কস্টার স্পীড বাড়িয়ে দিল একশো চল্লিশ কিলোমিটারে। সামনের সীটের পেছনে আমি আর লেন্‌ত্‌স জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি মাথা নিচু করে, নইলে আমাদের মাথা উড়ে যেতে পারে বাতাসের তোড়ে। দু'পাশের পপ্‌লার গাছগুলো পেছনে পড়ে যাচ্ছে নিমেষের ভেতরে। ইঞ্জিনের একটানা চমৎকার শব্দ স্বাধীনতার উন্মত্ত ডাকের মত আমাদের উত্তেজিত করে তুলছে, শিহরিত করে তুলছে।

মিনিট পনেরো পরে ছোট্ট একটি কালো বিন্দু দেখা গেল সামনে। ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে সেটি। ওটা আসলে মস্ত একটা কার—আশি থেকে একশো কিলোমিটার বেগে ছুটে আসছে। তবে রাস্তার নির্ধারিত পাশ ঘেঁষে তো চলছেই না, উপরন্তু টলোমলো করছে এদিক-ওদিক। রাস্তাটি যথেষ্ট সংকীর্ণ। স্বাভাবিক কারণেই গাড়ির গতি কমিয়ে দিল কস্টার। দু'গাড়ির দূরত্ব তখনও প্রায় একশো মিটার।

সেই সময় একটা মোটরসাইকেল বেরিয়ে এল রাস্তায়, গাড়িটির কুড়ি মিটার সামনে। বোঝা গেল, গাড়ির স্পীডকে পাত্তা দিচ্ছে না মোটরসাইকেল-চালক। গাড়িটিকে ওভারটেক করতে না দিয়ে পুরো রাস্তা দখল করে সামনে সামনে যাবার ইচ্ছে তার। কিন্তু পেছনের গাড়িটি বাম দিকে চেপে এল ওভারটেক করার জন্যে। মোটর-সাইকেলটিও তৎক্ষণাৎ চেপে এল বামে। গাড়িটি ডান দিকে সরে গেল ঝাঁকুনি দিয়ে। কিন্তু সেটার মাডগার্ড প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল মোটর সাইকেলকে। ছিটকে গিয়ে পড়ল সেটি রাস্তার পাশে। ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে গেল সেটার চালক। আর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইনপোস্ট এবং ল্যাম্পপোস্ট ভেঙে রাস্তার পাশের গাছে ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

ঘটনাটা ঘটল দু'সেকেণ্ডের মধ্যে। পরের মুহূর্তেই আমরা পৌঁছে গেলাম ঘটনাস্থলে। রাস্তার ওপরে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটি।

দৌড়ে গিয়ে আমরা খুলে দিলাম গাড়ির দরজাগুলো। ইঞ্জিন চলছে তখনও। সুইচবোর্ড থেকে চাবিটি খুলে নিল কস্টার। গাড়ির গর্জন থেমে যেতেই গোঙানির শব্দ এল আমাদের কানে।

প্রকাণ্ড লিমুজিনটির প্রতিটি জানালা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। আবছা অন্ধকারে গাড়ির ভেতরে দেখা গেল একজন মহিলাকে। রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর থেকে। তাঁর পাশে বসা পুরুষটি চাপা পড়েছে সীট এবং স্টিয়ারিং হুইলের মাঝখানে। প্রথমে মহিলাটিকে টেনে বের করে শুইয়ে দিলাম রাস্তার ওপরে। মুখে তাঁর অসংখ্য কাটার দাগ, কাচের টুকরো ঢুকে ঢুকে আছে সে-সব জায়গায়। রক্ত বেরুচ্ছে অবিরাম গতিতে। আরও শোচনীয় তাঁর ডান হাতের অবস্থা। শাদা ব্লাউজের টাইট হাতা লাল

www.BanglaBook.org

হয়ে আছে রক্তে। দ্রুতগতিতে রক্ত পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। লেন্‌ত্‌স চিরে দিল ব্লাউজের হাতা। বেশ খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এল একবারে। একটি শিরা তাঁর কেটে গেছে সম্পূর্ণ। শিরা চেপে বাঁধার জন্যে রুমাল হাতে নিল লেন্‌ত্‌স। 'লোকটিকে বের করে ফেলো, আমি এক মিনিটের মধ্যে এই কাজটা সেরে ফেলছি,' বলল সে। 'আমাদেরকে সবচে' কাছের হাসপাতালে যেতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।'

লোকটিকে ওখান থেকে বের করতে গিয়ে পেছনের সীটটি খুলে ফেলতে হলো আমাদের। সৌভাগ্যক্রমে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি ছিল আমাদের কাছে। ফলে বেশ তাড়াতাড়ি করা গেল কাজটি। লোকটির শরীর থেকেও রক্ত পড়ছে একইভাবে। মনে হচ্ছে, পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে তাঁর। তাঁকে যখন বের করে আনা হলো, প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি। হাঁটুতেও তাঁর একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের আর কিছুই করার নেই।

কার্লের সামনের সীটের হেলান দেবার অংশটুকু পেছনে শুইয়ে ফেলে লোকটিকে শোয়ানো হলো সেটার ওপরে। মহিলাটিকে বসানো হলো পেছনের সীটে। আমি পাশে বসে ধরে রইলাম তাঁকে। লোকটিকে ধরল লেন্‌ত্‌স।

'জাপ, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখো গাড়ির দিকে,' বলল লেন্‌ত্‌স।

'ভাল কথা, মোটরসাইকেলওয়ালা গেল কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমরা যখন ব্যস্ত ছিলাম, তখনই সটকে পড়েছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে,' জানাল জাপ।

ধীর গতিতে চলতে লাগল আমাদের গাড়ি। একটি স্যানাটোরিয়াম আছে খুব বেশি দূরে নয়,—পরবর্তী গ্রামটির কাছেই। এদিক দিয়ে যাতায়াত করার সময় দেখেছি আমরা। তবে আমি যতদূর জানি, স্যানাটোরিয়ামটি সচ্ছল এবং বড়লোক রোগীদের জন্যে—তবু অন্তত একজন ডাক্তারকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ওখানে।

স্যানাটোরিয়ামে পৌঁছে বেল টিপলাম আমরা। বেরিয়ে এল অতিশয় সুন্দরী এক নার্স। রক্ত দেখে আঁতকে উঠে বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ। এক দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে। একটু পরে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় একজন, অপেক্ষাকৃত বয়স্কা, নার্স।

'আমরা দুঃখিত,' শুরুতেই বলল সে, 'অ্যাকসিডেন্টে আহতদের চিকিৎসা করার মত যন্ত্রপাতি এবং ওষুধপত্র নেই আমাদের। আপনারা বরং ভিরচোভ হাসপাতালে যান। খুব বেশি দূর নয় এখান থেকে।'

'কিন্তু সেতে তো প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যাবে,' বলল কন্টার।

নার্সের চোখে অবিচল প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টি। 'আমি আপনাদের আগেই বলেছি, এই জাতীয় চিকিৎসার জন্যে উপযুক্ত জিনিসপত্র আমাদের নেই। তাছাড়া, কোন ডাক্তারও নেই আমাদের—'

'আপনারা কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন করছেন,' বলল লেন্‌ত্‌স। 'এইসব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে একজন ডাক্তার অবশ্যই থাকবে। আপনাদের টেলিফোনটি একটু ব্যবহার করতে দেবেন আমাকে? আমি এ-ব্যাপারে পুলিশ আর স্থানীয় যে-কোন পত্রিকার সাথে কথা বলতে চাই।'

হঠাৎ যেন চুপসে গেল নার্সটি।

'আপনার উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল কন্টার। 'সবকিছু আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাকার বিনিময়ে করাব। আমাদের প্রথমে প্রয়োজন একটি স্ট্রেচার। আর আমার বিশ্বাস, একজন ডাক্তারকেও খুঁজে আনতে পারবেন আপনি।'

তবু ইতস্তত করল নার্স।

'একটি স্ট্রেচার তো অবশ্যই থাকার কথা,' বিশ্লেষণ করতে শুরু করল লেনৎস, 'এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামও—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি বলল নার্সটি। এত তথ্যের ভারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে। 'আমি এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি কাউকে।'

চলে গেল সে।

'পাবলিক হাসপাতালগুলোতেও একই অবস্থা,' বলল লেনৎস। 'আগে পয়সা তোলো, তারপরে কাজ।'

গাড়ি থেকে মহিলাকে বের করে আনলাম আমরা। কোন কথা বললেন না তিনি কেবল তাকিয়ে রইলেন হাতের দিকে। ছোট্ট এক কনসাল্টিং রুমে বসানো হলো তাঁকে। ইতোমধ্যে এসে গেল স্ট্রেচার। লোকটিকে ধরাধরি করে তোলা হলো সেটাতে।

আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। 'এক মিনিট—'

আমরা তাকালাম তাঁর দিকে। তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

'কোন ঝুট-ঝামেলায় জড়াতে চাই না আমি,' অনেক কষ্ট করে তিনি বললেন।

'আপনার তো কোন দোষ ছিল না,' উত্তর দিল কস্টার। 'আমরা নিজের চোখে অ্যাকসিডেন্টটা দেখেছি। আমরা আপনার হয়ে সাক্ষী দেব স্বেচ্ছায়।'

'না, ব্যাপার সেটা নয়,' তিনি বললেন। 'আমি চাই না, ঘটনাটা জানাজানি হোক। অন্য কিছু কারণ আমার আছে। আপনারা বুঝতে পারছেন—' যে-দরজা দিয়ে মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেদিকে তাকালেন তিনি।

'আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই,' লেনৎস বুঝিয়ে বলল তাঁকে। 'এটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান। এখন যেটা সবচে' জরুরী, সেটা হলো—পুলিশের চোখে পড়ার আগেই আপনার গাড়িটাকে লুকিয়ে ফেলতে হবে।'

'আমার জন্যে আপনারা এই কাজটুকু করতে পারবেন?' মিনতি করে বললেন তিনি। 'যে-কোন গ্যারেজে ফোন করে দিন। আর আপনাদের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাবেন—আমি আপনাদের কাছে বড় কৃতজ্ঞ—'

চোখের ইশারায় অসম্মতি জানাল কস্টার।

'সত্যি বলছি কথাটা,' বললেন তিনি।

'আমাদের নিজেরই একটা রিপেয়ার শপ আছে,' উত্তর দিল লেনৎস। 'আপনার এই মডেলের গাড়ির ব্যাপারে আমরা স্পেশালিস্ট। আপনি রাজি থাকলে, গাড়িটিকে নিয়ে আমরা সব মেরামত করে রেখে দেব। এতে আপনার সুবিধে হবে, আমাদেরও।'

'তা-ই হোক,' তিনি জানালেন। 'আমার ঠিকানাটি রাখুন আপনারা। আমি নিজেই হয়তো আসব নিতে, নয়তো পাঠিয়ে দেব অন্য কাউকে।'

তাঁর ভিজিটিং কার্ডটি পকেটে রাখল কস্টার। আমরা চেতরে নিয়ে গেলাম তাঁকে। তরুণ এক ডাক্তার এসে পড়েছে ইতোমধ্যে। রক্ত মুছে দিয়েছে মহিলার মুখ থেকে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অসংখ্য গভীর ক্ষত। একটু উঁচু হয়ে মহিলাটি তাকালেন ড্রেসিং ট্রলির ওপরে রাখা নিকেলের চকচকে বাটির দিকে। 'ওহ্,' বলে আতঙ্কিত চোখে হেলান দিয়ে

www.BanglaBook.org

বসলেন আবার।

গ্রামের ভেতরে গাড়ি নিয়ে বেরুলাম আমরা গ্যারেজের খোঁজে। কামারশালা পাওয়া গেল একটা। একটা আউটফিট আর কিছু তার নিয়ে নিলাম সেখান থেকে। এই সাহায্যের জন্যে কুড়ি মার্কের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো কর্মকারকে। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ সে। গাড়িটি দেখতে চাইল সে নিজের চোখে। তাকে নিয়ে চললাম আমরা গাড়ির কাছে।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে জাপ। সেটা ছাড়াই, একটা বিপদ যে হয়েছে—বুঝতে পারছি আমরা। পুরানো, বিশাল এক মার্সিডিজ রাস্তার পাশে দাঁড় করানো এবং চারজন লোক স্টুত্স গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যাবার তাল করছে।

'ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছি আমরা,' বলল কস্টার।

'এরা হলো ফগ্ত পরিবারের চার ভাই,' আমাদের জানাল কর্মকারটি। 'খুব ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। কাছেই থাকে,। একটা কিছু শুরু করলে একেবারে শেষ করেই ছাড়ে।'

'সেটা আমরা দেখব,' বলল কস্টার।

'হের কস্টার, আমি ওদেরকে ইতোমধ্যে বুঝিয়ে বলেছি সবকিছু,' কানে কানে বলল জাপ। 'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজেদের দোকানের জন্যে নিতে চায় গাড়িটা।'

'ভেরি গুড, জাপ। তুমি এখানে দাঁড়াও কিছুক্ষণ।'

চারজনের মধ্যে যার চেহারা সবচে' দশাসই, তার কাছে গেল কস্টার। তাকে বুঝিয়ে বলল যে, কারটি আমাদের সম্পত্তি।

'শক্ত কোনকিছু আছে তোমার কাছে?' জিজ্ঞেস করলাম লেন্ত্সকে।

'একগোছা চাবি আছে শুধু, ওটা আমারই দরকার হবে। তুমি একটা সাঁড়াশি বের করে নাও।'

সাঁড়াশি না-নেয়াই ভাল হবে,' বললাম আমি। 'বড়সড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ভাগ্য খারাপ যে, আজ হালকা জুতো পরে এসেছি। নইলে লাথি দিয়েই কাজ সারা যেত।'

'আপনি আসবেন আমাদের সাথে?' কর্মকারকে জিজ্ঞেস করল লেন্ত্স। 'তাহলে হবে চারজন বনাম চারজন।'

'না, ওসবের ভেতরে নেই আমি। আমি নিরপেক্ষ থাকতে চাই।'

'ঠিক,' বলল লেন্ত্স।

'আমি আছি আপনাদের সাথে,' জাপ ঘোষণা করল।

'অত সাহস দেখাতে হবে না,' বললাম আমি, 'তারচে' বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো, কেউ যাতে না আসে, তাহলেই চলবে।'

নিরপেক্ষতা আরও জোরদার করার জন্যে আমাদের ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল কর্মকার।

'ঝামেলা ঝামেলা কোরো না।' হঠাৎ আমি শুনলাম ফগ্ত ভাতৃচতুষ্টয়ের বড়জনের উঁচু গলা। কস্টারকে বলছে সে, 'আগে এসে আগে রিজার্ভ করেছি, ব্যস, কথা শেষ। এখন কেটে পড়ো চুপচাপ।'

কস্টার আবার তাদের বোঝাতে চাইল যে, কারটি আসলে আমাদের। এমনকি সে তাকে স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে গিয়ে নিজে সবকিছু যাচাই করার প্রস্তাব দিল পর্যন্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উদ্ধতভাবে দাঁত বের করে হাসল ফগত। লেনত্স আর আমি এগিয়ে এলাম কাছাকাছি। 'তোমাদের, সম্ভবত হাসপাতালে যাবার শখ হয়েছে, তাই না?' প্রশ্ন করল ফগত।

তার কথার উত্তর না দিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটা ধরল কস্টার। বাকি তিন ভাই দাঁড়িয়ে পড়ল টানটান হয়ে।

'শোনো—' হুঙ্কার দিয়ে উঠল বড় ভাই। লম্বায় কস্টারের চেয়ে এক-মাথা উঁচু সে।

'দুঃখিত,' বলল কস্টার, 'কিন্তু গাড়িটি আমরা নিচ্ছি।'

ধীর গতিতে আমি আর লেনত্স এগিয়ে গেলাম আরেকটু কাছে। হাত পকেটে ঢোকানো। ঠিক সেই সময় কস্টারকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে লাথি হাঁকাল ফগত। কস্টার প্রস্তুত ছিল, নিমেষে ফগতের পা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তাকে। তারপর হেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে গেল দ্বিতীয় ভাইয়ের দিকে, যে সবেমাত্র তার হাতে ধরা স্টার্টিং হ্যাণ্ডল দিয়ে কস্টারকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। পেটে দুর্দান্ত এক ঘুষি খেয়ে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেল বড় ভাইয়ের মতই। লেনত্স আর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম বাকি দু'জনের ওপরে। একজনের মুখ বরাবর জোরাল একটা ঘুষি লাগালাম। খুব একটা খারাপ হলো না মারটা, কিন্তু রক্ত পড়তে লাগল আমার নাক থেকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো আমার পরের পাঞ্চ। সেই সময় একটা ঘুষি হজম করতে হলো আমাকে। আমার প্রতিরক্ষাও এত দুর্বল ছিল যে, আমার পেটে আরেকটি ঘুষি হাঁকিয়েই আমাকে ধরাশায়ী করে ফেলল ফগত-চতুষ্টয়ের একজন। পিচের রাস্তার ওপরে ঠেসে ধরে সে আমার গলা চেপে ধরল। প্রাণপণে গলার পেশী টানটান করে রইলাম, যাতে আমার শ্বাসরোধ করতে না পারে সে। শরীর বাঁকিয়ে একটু ওঠার চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করলাম ওর তলপেটে একটা জুতসই লাথি মারতে। লেনত্স তার ফগতের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক আমার পায়ের ওপরেই। গলার পেশী শক্ত করে রাখলেও শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল আমার। নাক দিয়ে অনবরত রক্ত পড়ছে বলে নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালানো দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল আমার চোখের সামনে, মগজের ভেতরে টের পাচ্ছি কালো ছায়ার আনাগোনা। হঠাৎ দেখলাম, জাপ এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে—এতক্ষণ ধরে রাস্তার পাশে বসে আমার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া দেখছিল মনোযোগ দিয়ে। এখন এসেই যে হাতুড়ি দিয়ে অসম্ভব শক্তিতে আঘাত করল ফগতের বাহুতে। দ্বিতীয় আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল ফগত। সেখান থেকেই হিংস্র থাবা এগিয়ে ধরল জাপের দিকে। জাপ পেছনে সরে গেল এক ফুট, তারপর খুব শান্তভাবে আঘাত করল তার আঙুলে এবং সবশেষে মাথায়। আমি লাফ দিয়ে উঠে চেপে বসলাম ফগতের ওপরে এবং টুঁটি চেপে ধরলাম। এবারে আমার পালা।

সেই সময় বন্য জন্তুর গোঙানি শোনা গেল যেন: 'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও!'

তাকিয়ে দেখলাম, ওটা ফগত ভাতৃচতুষ্টয়ের বড়জন। কস্টার তার হাত মোচড় দিয়ে ধরে পিঠের কাছে নিয়ে এসেছে। ফগত শুয়ে পড়েছে উপুড় হয়ে, আর কস্টার হাঁটু গেড়ে বসেছে তার ওপরে এবং আরও পাক দিচ্ছে হাতে। আর্তনাদ করছে ফগত, কিন্তু কস্টার জানে, এখন আমরা শান্তিতে ঘরে ফিরতে চাইলে কাজটা শেষ করেই উঠতে হবে। আকস্মিক এক ঝাঁকুনি দিয়ে প্রচণ্ড মোচড় মেরে ফগতের হাত ছেড়ে দিল কস্টার। সেখানেই খানিকক্ষণ পড়ে রইল সে। তাকিয়ে দেখি, আরও এক ভাই তখনও দাঁড়িয়ে। ভাইয়ের চিৎকার শুনে মারামারি করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। 'ভাগো এখান

www.BanglaBook.org

থেকে, নইলে আবার শুরু করব, বলে দিচ্ছি,' কস্টার বলল তাকে।

আমার ফগতের মাথাটাকে রাস্তার ওপরে একটা বিদায়ী ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিলাম। লেন্‌ত্‌স ইতোমধ্যে কস্টারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কোট ছিঁড়ে গেছে তার জায়গায় জায়গায়, মুখের কোণা দিয়ে রক্ত পড়ছে। তাদের মারামারি ড্র হয়েছে, বলা যায়। কারণ তার ফগত দাঁড়িয়ে আছে তখনও, যদিও রক্ত পড়েছে তারও শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে। তবে বড় ভাইয়ের সারেণ্ডারেই কেল্লা ফতে হয়ে গেছে। ওদের কেউ আর কোন কথা বলার ঝুঁকি নিল না। বড় ভাইকে ধরাধরি করে তাদের গাড়িতে নিয়ে তুলল। অক্ষত ভাইটি ফিরে এসে তুলে নিল পড়ে থাকা স্টার্টিং হ্যাণ্ডলটি। ঘর্ঘর শব্দ তুলে চলে গেল মার্সিডিজ।

আমাদের দিকে এগিয়ে এল কর্মকার। 'যথেষ্ট হয়েছে তাদের জন্যে,' বলল সে। 'বহুদিন এ-রকম ধোলাই খায়নি তারা। বড়জন তো খুনের দায়ে জেল খেটেছে ক'দিন আগে।'

আমাদের কেউ কোন উত্তর দিল না সে-কথার। হঠাৎ ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল কস্টার। 'যত্তোসব নোংরা কাজ,' বলল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। 'চলো, যাওয়া যাক।'

'এক মিনিট।' জাপকে ডাকলাম আমি। 'আজ থেকে তোমাকে ল্যান্স কর্পোরালের মর্যাদা দেয়া হলো এবং এখন থেকেই তুমি সিগারেট খাওয়া শুরু করতে পারো।'

কার্লের পেছনে তার দিয়ে বেঁধে নেয়া হলো গাড়িটিকে।

'কিন্তু এভাবে কি কার্লের ক্ষতি হবে না, ভাবছ?' কস্টারকে বললাম আমি। 'হাজার হলেও কার্ল হলো রেসের ঘোড়া, ধোপার গাধা তো নয়।'

মাথা নাড়ল সে। 'খুব বেশি দূরে তো যাচ্ছি না আমরা। আর পথ সমতল আছে।'

লেন্‌ত্‌স গিয়ে বসেছে স্টুত্‌স-এ। আস্তে আস্তে চলছে আমাদের গাড়ি। নাকের ওপরে রুমাল চেপে ধরে আছি আমি।

ওয়ার্কশপ প্রাঙ্গণে পৌঁছে গাড়ি থামাতেই লেন্‌ত্‌স নেমে এল স্টুত্‌স থেকে। তারপর মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে গাড়ির উদ্দেশে বলল, 'স্বাগতম, স্বাগতম। তুমি আমাদের এখানে এসেছ দুর্ভাগ্যক্রমে, কিন্তু আমাদের জন্যে নিয়ে এসেছ সৌভাগ্য, যেটার মূল্য আনুমানিক তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার মার্ক।' এক মুহূর্ত থেমে সে বলল আবার, 'এই মুহূর্তে আমি চাই এক বোতল চেরি ব্র্যাণ্ডি এবং একটা সাবান। ফগত পরিবারের গন্ধ মুছে ফেলতে চাই শরীর আর মন থেকে।'

এক গ্লাস করে ব্র্যাণ্ডি খেয়ে কাজে লেগে পড়লাম সবাই। স্টুত্‌সের পার্টস যতটা সম্ভব খুলে খুলে আলাদা করে রাখতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেরামতির কাজ করার জন্যে নিজের পছন্দসই ওয়ার্কশপে গাড়ি দিতে পারে না গাড়ির মালিক। প্রায়ই এই কাজে নাক গলায় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো। তারা এসে গাড়িটাকে নিয়ে দেয় তাদের সাবসিডিয়ারী ওয়ার্কশপগুলোয়। অতএব, এখন যতটা খুলে রাখতে পারা যায়, তত ভাল আমাদের জন্যে। পরে আবার সংযোজনের খরচ এত বেশি পড়বে যে, গাড়িটি আমাদের কাছে দিয়ে দেয়াই অনেক শস্তা হবে মালিকের পক্ষে।

আমরা কাজ করলাম অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত।

'আজ ট্যাক্সি নিয়ে বেরুবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম লেন্‌ত্‌সকে।

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই না,' উত্তর দিল গোটফ্রীড। 'টাকা-বানানোর ব্যবসা বেশি না করাই উচিত। এই স্যুটস আমার জন্যে যথেষ্ট আজকে।'

'আমার জন্যে নয়,' বললাম আমি। 'তুমি ট্যাক্সিটা না নিলে আমি এগারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত নাইট ক্লাবগুলোয় ডিউটি দিয়ে বেড়াব।'

হাসল গোটফ্রীড। 'তার আগে আয়নায় নিজের বদনখানা দেখে নাও। কিছুদিন হলো নাকটা বেশ ভোগাচ্ছে তোমাকে। তোমার ওই রক্তাক্ত চেহারা দেখে কেউ উঠবে না তোমার ট্যাক্সিতে। তারচে' ঘরে যাও, জলপট্টি লাগিয়ে বসে থাকোগে।'

ঠিকই বলেছে সে। এই নাক নিয়ে ট্যাক্সি চালানো আসলেই অসম্ভব। অতএব ঘরের দিকে রওনা দিলাম। পথে হ্যাসের সাথে দেখা। খুব দুঃখী আর বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে তাঁকে।

'আপনি শুকিয়ে গেছেন,' বললাম আমি।

মাথা নাড়লেন তিনি। এবং জানালেন যে, ইদানীং রাতে তাঁর ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া বলতে গেলে হয়ই না। কারণ, তাঁর স্ত্রী নতুন-খুঁজে-পাওয়া বান্ধবীর সাথে থাকেন অনেকটা সময়। গভীর রাতের আগে ঘরে ফেরেন না। তাঁর স্ত্রী বান্ধবী খুঁজে নিতে পেরেছেন বলে তিনি ভীষণ খুশি। কিন্তু নিজের জন্যে রান্না করার কোন ইচ্ছে বা আগ্রহ তাঁর নেই। তবে তিনি খুব ক্ষুধার্ত নন এখন: প্রচণ্ড ক্লান্তি গ্রাস করে নিয়েছে তাঁর খিদে।

পাশাপাশি হাঁটার সময় তাঁর দিকে তাকালাম আমি। কাঁধ তাঁর ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। এতক্ষণ যা বললেন তিনি, স্বভাবত বিশ্বাসও করেন সেটা। কিন্তু শুনে সমবেদনা জেগে ওঠে। শুধু একটু নিরাপত্তার জন্যে, একটু অর্থের জন্যে এই সংসার, এই নিরীহ, নিরহঙ্কার জীবন হোঁচট খায়, ভেঙে পড়ে। জীবন এখন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে শুধু টিকে থাকার নগ্ন নির্লজ্জ সংগ্রামে। আমাদের অতীতের মারামারির কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, গত কয়েক সপ্তাহে কী দেখেছি, কী করেছি। মনে পড়ল প্যাটের কথা। হঠাৎ অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো আমার—এই দুরতিক্রম্য ব্যবধান ঘুচবে না কোনদিন। ব্যবধানটি অস্বাভাবিক বড়; আর জীবন দিন দিন সুখী হবার অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে, হয়ে উঠছে নোংরা, কদর্য। পৃথিবী এখন আর আশ্রয়স্থল নয় আমাদের, এখন এটা শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার স্থানবিশেষ।

বোর্ডিং হাউসে ঢুকে করিডর দিয়ে হাঁটার সময় হালকা পানের শব্দ পেলাম আমি। দাঁড়িয়ে কান পাতলাম। না, যা ভেবেছিলাম—এরনা বনিগের গ্রামোফোন—তা নয়। গান গাইছে প্যাট। ঘরে একা একা বসে গান গাইছে। দরজার সামনে ঝুঁকে পড়ে শুনতে লাগলাম ওর গান। জাহান্নামে যাক সব চিন্তা—পৃথিবী শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার স্থানবিশেষ কি না, আশ্রয়স্থল কি না, ব্যবধান দুরতিক্রম্য কি না—সব। এসবের ওপর বিশ্বাস স্থায়ী হয় না একটা কারণেই, আর সেটা হলো বিভ্রান্তিকর, চিরনতুন এক আচ্ছন্নতা—যেটার নাম সুখ।

আমার ঢোকার শব্দ পায়নি প্যাট। মেঝেতে বসে সামনে আয়না রেখে ছোট্ট একটা কালো হ্যাট পরে দেখছে। ওর পাশে কার্পেটের ওপরে দাঁড় করিয়ে রাখা ল্যাম্প। সোনালি বাদামী রঙের নরম আলোয় ভরে আছে ঘর। কেবল ওর মুখে ল্যাম্প থেকে আলো পড়ে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াচ্ছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়েছে ওর পাশে। চেয়ার

www.BanglaBook.org

থেকে ঝুলে আছে এক টুকরো সিল্কের কাপড়। আর চেয়ারের ওপরে রাখা একটি কাঁচি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগলাম ওর হ্যাট মেরামতি। মেঝেয় বসা ওর অন্যতম প্রিয় অভ্যেস। বহুদিন ওকে দেখেছি, পড়তে পড়তে মেঝের এক কোণে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশে পড়ে আছে বই এবং কুকুরটি বসে আছে চুপচাপ।

কুকুরটি এখনও তার পাশেই। হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ করে উঠল সে। প্যাট মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেল আয়নার ভেতর দিয়ে। হাসল। আমার মনে হলো, উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোটা পৃথিবী। ওর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম এবং ব্যস্ত সারাটা দিনের পর আমার ঠোঁট রাখলাম ওর গরম, মসৃণ কাঁধের চামড়ার ওপরে।

কালো ক্যাপটি তুলে ধরল প্যাট। 'আমি মেরামত করেছি এটা। তোমার পছন্দ হচ্ছে না?'

'খুব সুন্দর হ্যাট হয়েছে এখন,' বললাম আমি।

'কিন্তু রবি, তুমি তো তাকিয়েই দেখছ না এদিকে। তুমি কি কখনও লক্ষ করে দেখো, আমি কখন কোন কাপড় পরি? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।'

'প্রতিটি অংশ দেখি আমি,' মেঝেয় ওর পাশে বসে পড়ে বললাম।

'তাহলে বলো দেখি, কাল রাতে কী পরেছিলাম আমি?'

'কাল রাতে?' ভাবতে লাগলাম গভীরভাবে। কিন্তু আসলে আমি জানি না।

'ঠিক তাই, যা ভেবেছিলাম আমি। আমার ব্যাপারে সবকিছু জানো না তুমি।'

'সেটা সত্যি,' বললাম আমি; 'এবং সেই কারণেই সবকিছু এত সুন্দর, এত মধুর। আমরা যত বেশি জানব পরস্পরকে, তত বেশি ভুল বোঝাবুঝি হবে। যত বেশি কাছাকাছি হব আমরা পরস্পরের, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব তত বেশি। হ্যাসে পরিবারের কথাই ধরো, তারা সবকিছু জানে পরস্পরের সম্পর্কে, তবু একজন আরেকজনের বিরক্তি উৎপাদন করে।'

ছোট্ট কালো টুপিটি মাথায় দিয়ে আয়নায় দেখে পরীক্ষা করল প্যাট। 'তুমি এতক্ষণ যা বললে, তার অর্ধেকটা সত্যি।'

'দুনিয়ার সব সত্যি কথার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য,' উত্তর দিলাম আমি। 'এই অর্ধ-সত্যের বাইরে আমরা যেতে পারি না বলেই আমরা মানুষ। ঈশ্বর খুব ভাল করেই জানেন, এই অর্ধ-সত্য নিয়েই আমাদের সমস্যা এবং দুর্দশার অন্ত নেই। পুরো সত্য নিয়ে তো বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ত।'

হ্যাটটি খুলে একপাশে সরিয়ে রাখল ও। তারপর আমার দিকে ঘুরে থাকাতেই ওর চোখ গেল আমার নাকের দিকে। 'এটা কী?' প্রশ্ন করল ও।

'তেমন সিরিয়াস কিছু না। গাড়ির নিচে শুয়ে কাজ করার সময় কী একটা খুলে পড়েছিল নাকের ওপরে।'

অবিশ্বাসীর চোখে তাকাল ও আমার দিকে। 'ঈশ্বর জানেন, তুমি কোথায় গিয়েছিলে! তুমি তো সবকিছু বলো না আমাকে, বলেও তুমি আমার সম্পর্কে যতটুকু জানো, তারচে' বেশি আমি জানি না তোমাকে।'

'এবং সেটাই উত্তম,' বললাম আমি।

একটি পাত্রে করে জল আর এক টুকরো কাপড় নিয়ে এল প্যাট। জলপট্টি দিল ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে।

'ঘুষি খেয়েছ, মনে হচ্ছে। কাঁধেও একটা কাটা দাগ। বেশ বড়সড় একটা অ্যাডভেঞ্চার করে এসেছ, তাই না?'

'আমার আজকের দিনের সবচে' বড় অ্যাডভেঞ্চার তো শুরু হয়নি এখনও,' বললাম আমি।

আমার দিকে অকাল ও অবাক হয়ে, 'এত দেরিতে কিসের অ্যাডভেঞ্চার, রবি? আবার কোথাও বেরুবে এখন?'

'না, আজ আমি এখানে থাকছি,' জলপট্টি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম। 'আজ সারা সন্ধে কাটাব আমি তোমার সাথে।'

চার

অগাস্ট মাসে আবহাওয়া ছিল উষ্ণ, নির্মল : গ্রীষ্মের আমেজ গেল না সেপ্টেম্বরেও। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষভাগে শুরু হলো বৃষ্টি। খুব নিচু হয়ে মেঘ উড়ে বেড়ায় শহরের ওপর দিয়ে। এক রোববারের ঘটনা। ঘুম থেকে উঠে পড়েছি সকাল সকাল। গোরস্থানের গাছগুলোর রঙ হয়ে গেছে সালফার-হলুদ।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ খানিকটা সময়। সমুদ্র থেকে ফিরে এসেছি আমরা কয়েক মাস হলো। এই দীর্ঘ সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে কথাটা মনে পড়েছে আমার—প্যাটকে চলে যেতে হবে শরৎকালে। আমার জন্যে বর্তমানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের চিন্তাই দূরে সরিয়ে রাখে অন্যান্য ভাবনাকে, দুর্ভাবনাকে। এবং যতদিন প্যাট এখানে আছে, যতদিন গাছের পাতা থাকবে সবুজ, ততদিন 'শরৎকাল', 'চলে যাওয়া' এবং 'বিচ্ছেদ'—এই শব্দগুলো দিগন্তের ক্ষীণ ছায়ার চেয়ে বেশি কিছু অর্থ বহন করবে না আমার জন্যে। এই কারণেই দু'জনের কাছে থাকা, একত্রে থাকা এত উপভোগ্য, এত আনন্দের।

ভেজা, সেঁতসেঁতে গোরস্থানের দিকে তাকালাম। ভেজা, বাদামী রঙের পাতায় ছেয়ে আছে পুরো জায়গাটুকু।

গাছের পাতার সমস্ত শ্যামলিমা রক্তহীন কোন জন্তুর মত রাতারাতি শুষে নিয়েছে কুয়াশা। দুর্বল ও নিস্তেজভাবে ডাল থেকে তখনও ঝুলে আছে কিছু কিছু পাতা। কিন্তু সামান্যতম বাতাসের ছোঁয়ায় ভেঙে পড়ছে অসহায়ভাবে—আমার বুকের ভেতর টনটন করে উঠল তীক্ষ্ণ ব্যথা। প্রথমবারের মত অনুভব করলাম, ঘনিয়ে এসেছে বিদায়ের পালা।

কান পাতলাম আমি পাশের ঘরে। প্যাট ঘুমিয়ে তখনও। ওর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। নিঃসাড়ভাবে ঘুমুচ্ছে ও। কাশছে না একদম। এক মুহূর্তের জন্যে একটি আশা জ্বলে উঠল আমার মনে: আজ, আগামীকাল কিংবা কয়েকদিনের ভেতরে প্রফেসর জ্যাফে ফোন করে জানাবেন যে, যাবার দরকার নেই প্যাটের। তখন মনে পড়ল সেইসব রাতের কথা, যখন আমি শুনেছি ওর নিঃশ্বাসের ঘড়ঘড় শব্দ, দূরাগত করাত-কলের নিয়মিত, চাপা, অমসৃণ, পীড়াদায়ক শব্দের মত।—জ্বলে ওঠা আশা নিবে গেল দপ করে।

www.BanglaBook.org

ঘরে ঢুকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি পড়া দেখলাম খানিকক্ষণ। তারপর লেখার টেবিলে বসে গুনতে শুরু করলাম জমানো টাকা।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাতটা বাজতে অল্প কিছু সময় বাকি। প্যাট ঘুম থেকে উঠবে আরও ঘণ্টা দু'য়েক পরে। ঝটপট কাপড়চোপড় পরে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম আমি। ঘরে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করার চেয়ে খানিকক্ষণ গাড়ি দাবড়ানো অনেক ভাল।

গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে নিয়ে ধীর গতিতে চালাতে লাগলাম রাস্তা দিয়ে। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। শ্রমিকবসতি এলাকায় অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের দীর্ঘ সারি বয়স্কা বারবনিতার মত বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নিরাভরণ, নির্জন। সামনের অংশ ক্ষয়ে গেছে সেগুলোর, ঝাপসা জানালাগুলো বিরসভাবে তাকিয়ে আছে সকালের আলোর দিকে, দেয়ালের প্লাস্টার জায়গায় জায়গায় উঠে গিয়ে বসন্ত রোগীর মত দাঁড়িয়ে আছে শরীরে হলদেটেধূসর রঙের অসংখ্য গভীর গর্ত নিয়ে।

শহরের পুরানো অংশ ধরে এগুতে লাগলাম ক্যাথেড্রালের দিকে। ছোট্ট দরজার সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম। অর্গানের হালকা, নরম শব্দ ভেসে এল আমার কানে। ক্যাথেড্রালের ভেতরে সকালের প্রার্থনা-পর্ব চলছে। এইমাত্র শুরু হলো নতুন স্তোত্র অর্থাৎ প্রার্থনা শেষ করে লোকজন বেরুতে বেরুতে আরও কুড়ি মিনিট।

ঢুকে পড়লাম বাগানের ভেতরে। গোলাপ-ঝাড় থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ছে টপ্‌টপ্ করে। অধিকাংশ গাছই নুয়ে আছে ফুলের ভারে। আমার রেইনকোটটি যথেষ্ট ঢিলেঢালা; অতএব একগোছা ফুল নিয়ে সেখানে লুকিয়ে ফেলতে কষ্ট হলো না আমার। আজ রোববার হলেও কাউকে দেখা গেল না আশেপাশে। নিরাপদে সেগুলো গাড়িতে রেখে ফিরে এলাম দ্বিতীয় গোছার জন্যে। সবেমাত্র কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে লুকিয়ে ফেলেছি রেইনকোটের তলায়, সেই সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। হাত সামনে জোড় করে ধরে বাহু দিয়ে ফুলগুলো ভেতরে চেপে রেখে একটি ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি, যেন নিমগ্ন হয়ে আছি প্রার্থনায়।

পায়ের শব্দ থেমে গেল আমার কাছে এসে। হঠাৎ গরম লাগতে শুরু করল আমার। গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে পাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে ক্রস আঁকলাম বুকে। তারপর আস্তে এগিয়ে গেলাম বেরিয়ে যাবার দরজার কাছাকাছি পরবর্তী ক্রুশের দিকে। আমাকে অনুসরণ করল সেই পায়ের শব্দ এবং থেমে পড়ল আমার কাছে এসে। বুঝতে পারছি না, এখন আমার কী করা উচিত। ঝট্‌পট সরে পড়ব এখান থেকে তারও উপায় নেই—দরকার হাঁটু মুড়িয়ে পড়া এবং একেবারে বিড়বিড় করে ঈশ্বরের প্রার্থনা করার সময়টুকু অন্তত এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে না তাহলে। বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম সেখানে, যেন আমার আরাধনার মধ্যেই বাধা পড়ছে, এমন দৃষ্টিতে তাকালাম চোখ তুলে।

বন্ধুসুলভ গোলগাল চেহারার একজন পাদ্রী সেখানে দাঁড়িয়ে। আমি জানি, আমার প্রার্থনার মাঝখানে বাধা দেবেন না তিনি। অতএব নিজেকে নিরাপদ ভাবতে শুরু করেছি ইতোমধ্যে। হঠাৎ নজরে এল, প্রার্থনা করতে করতে একেবারে শেষ ক্রুশটির সামনে এসে পড়েছি। যত সময় ধরেই প্রার্থনা করি না কেন, কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না কোন অবস্থাতেই। আর সে জন্যেই তিনি অপেক্ষা করছেন, কোন সন্দেহ নেই তাতে। প্রার্থনা আরও চালিয়ে যাবার কোন উপায়ই আর নেই। অতএব প্রার্থনা

www.BanglaBook.org

শেষ করে অবিচলিত ভঙ্গিতে হাঁটা ধরলাম গেটের দিকে।

'গুড মর্নিং,' বললেন পাদ্রী। 'যিশুর অশেষ করুণা।'

'সর্বদা, আমেন,' উত্তর দিলাম আমি। ক্যাথলিক সম্ভাষণের ধরন এটা।

'এই সময় সচরাচর কাউকে দেখা যায় না এখানে,' নম্রস্বরে বললেন তিনি। তাঁর উজ্জ্বল, নীল চোখের শিশুসুলভ দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার দিকে।

অস্পষ্টভাবে কিছু একটা বললাম আমি।

'এই ক্রুশগুলোর সামনে পুরুষদের প্রার্থনা করতে দেখা যায় না বড় একটা,' বললেন তিনি। 'যে-কারণে তোমাকে দেখে প্রীত হয়েছি আমি। তাই প্রলুব্ধ হয়েছি তোমার সাথে কথা বলতে। তোমার বিশেষ কোন প্রার্থনা আছে, আমি নিশ্চিত জানি সেটা। নইলে এমন আবহাওয়ায় এই ভোর সকালে তুমি আসতে না এখানে।'

মনে মনে বললাম, এখন কেটে পড়ুন দেখি এখান থেকে! ফুলগুলো তিনি দেখতে পাননি বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি নিঃশব্দে। এখন যে-কোন উপায়ে সটকে পড়তে হবে এখান থেকে।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি আবার। 'আমি প্রার্থনা করতে যাচ্ছি সবেমাত্র। প্রার্থনা করব তোমার জন্যেও।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি। কিছুটা বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে পড়েছি।

'কারও বিদেহী আত্মার জন্যে কি তোমার প্রার্থনা?' জানতে চাইলেন তিনি।

আমি তাকালাম তাঁর দিকে। ফুলগুলো একটু আলগা হয়ে পড়ে যেতে শুরু করেছে। 'না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম আমি। তারপর কোটের ওপরে হাত রাখলাম শক্ত করে।

তাঁর পরিষ্কার চোখের নিষ্পাপ দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করছেন তিনি আমাকে। খুব সম্ভব আমার মুখ থেকে প্রার্থনার কারণটি শোনার অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোন কিছু খেলল না আমার মাথায়। তাছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত মিথ্যে কথা তাঁকে বলতে ইচ্ছে করছে না। আমি চুপ করে রইলাম।

'তাহলে দুর্দশাগ্রস্ত অজানা কারুর জন্যে প্রার্থনা করব আমি,' অবশেষে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ,' আমি উত্তর দিলাম, 'আমার হয়ে প্রার্থনাটুকু কষ্ট করেন আপনি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

হাসলেন তিনি। 'আমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই ঈশ্বরের হাতে। প্রয়োজন শুধু বিশ্বাসের। তাহলেই ঈশ্বর সাহায্য করেন। তিনি সবসময় সাহায্য করেন আমাদের।' চলে গেলেন তিনি।

হ্যাঁ, ভাবলাম আমি, বলতে তো খুব সহজ! তিনি সাহায্য করেন, সবসময় সাহায্য করেন—পাকস্থলীতে জখম নিয়ে বার্নার্ড ভিয়েসে যখন বনের ভিতরে শুয়ে কাতরাচ্ছিল, তখন তিনি সাহায্য করেছিলেন তাকে? কাত্‌জিনস্কিকে সাহায্য করেছিলেন তিনি, যখন সে অসুস্থ স্ত্রী আর না-দেখা সন্তান রেখে মারা গিয়েছিল? তিনি কি সাহায্য করেছিলেন মুলার, লিয়ের আর কেমেরিখকে? ফ্রীডম্যান, ইয়ুর্গেনস আর বার্গারকে সাহায্য করেছিলেন তিনি? করেছিলেন আরও লক্ষ লক্ষ লোককে? করেননি। যত্তোসব বড় বড় কথা। আসলে ঈশ্বর-বিশ্বাস এই জাতীয় ব্যাপারের জন্যেই অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে পৃথিবীর

www.BanglaBook.org

বুকে।

ফুলগুলো ঘরে রেখে গাড়িটি ওয়ার্কশপে পৌঁছে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলাম আমি। বোর্ডিং হাউসে ঢোকার সাথে সাথে সদ্য তৈরি কফির গন্ধ এসে লাগল নাকে। রান্নাঘরে ফ্রিডার আনাগোনার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটা কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু কফির গন্ধে খুশি হয়ে উঠল আমার মন। যুদ্ধের সময় থেকেই জানি আমি; বড়সড় জিনিসে তুষ্ট হয় না মন, তুষ্ট হয় গুরুত্বহীন ছোটখাট ব্যাপারে।

প্যাসেজের দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই দেখি হ্যাসে বেরিয়ে এসেছেন তাঁর ঘর থেকে। হলদে এবং ফোলা ফোলা লাগছে তার মুখ, চোখ দুটো লাল টকটকে, এবং দেখে মনে হলো, ঘুমিয়েছেন তিনি এই পোশাকেই। আমাকে দেখেই হতাশার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তাঁর চোখে-মুখে।

'ওহ্, তুমি?' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

অবাক হয়ে তাকালাম আমি তাঁর দিকে। 'কেন, এই সময় অন্য কাউকে আশা করছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ,' শান্তস্বরে তিনি জানালেন, 'আমার স্ত্রীকে। এখনও ঘরে ফেরেনি সে। তুমি দেখেছ তাকে?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'আমি বাইরে ছিলাম মাত্র ঘণ্টাখানেক।'

'ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো তাকে দেখেছ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম আমি, 'হয়তো কিছুক্ষণ পরে এসে পড়বেন। টেলিফোনও করেননি তিনি?'

একটু লজ্জিত ও বিব্রত মনে হলো তাঁকে। 'গত রাতে সে গেছে তার বান্ধবীর বাসায়। ঠিকানাটা আমার জানা নেই।'

'বান্ধবীর নাম জানেন? জানলে টেলিফোন এনকোয়্যারিতে ফোন করে দেখতে পারেন।'

'সেই চেষ্টা কি আর করিনি? ওরা ওই নামের কাউকে জানে না।'

পিটুনি-খাওয়া কুকুরের মত অভিব্যক্তি হলো তাঁর। 'ওর চলাফেরা সবসময়ই রহস্যময়। এ-ব্যাপারে বেশি প্রশ্ন করলে চটে ওঠে সে। তাই ওকে আর ঘাঁটাই না। একজন বান্ধবী সে খুঁজে পেয়েছে জেনে খুশিই হয়েছিলাম আমি।'

'তিনি ফিরে আসবেন,' বললাম আমি। 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন তিনি। আপনি হাসপাতাল আর পুলিশে খবর দিয়েছিলেন? বলা তো যায় না।'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'নিয়েছি, তারাও কিছু জানে না।'

'সে-ক্ষেত্রে,' বললাম, 'অত উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই আপনার। হয়তো শরীরটা তাঁর ভাল যায়নি কাল, তাই রাতে থেকে গেছেন সেখানে। এ-রকম ঘটনা তো হরদমই ঘটছে। সম্ভবত ঘণ্টাখানেক কিংবা দু'য়েকের ভেতরে আসবেন তিনি।'

'তোমার তাই মনে হয়?'

রান্নাঘরের দরজা খুলে ট্রে হাতে বেরিয়ে এল ফ্রিডা।

'ওটা কার জন্যে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

www.BanglaBook.org

'ফ্রাউলিন হলম্যানের জন্যে,' উত্তর দিল সে।

'সে উঠে পড়েছে ঘুম থেকে?'

'নিশ্চয়ই,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল ফ্রিডা, 'না উঠলে ব্রেকফাস্টের জন্যে বেল নিশ্চয়ই বাজাতেন না।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন,' আমি বললাম। 'জানো, ফ্রিডা, কোন কোন সকালে তোমাকে ঠিক দেবীর মত লাগে। তোমার কি মনে হয় না যে, তুমি এখনই কফি বানিয়ে আনতে পারবে আমার জন্যে?'

গজর গজর করে কী-সব বলে উদ্ধত ভঙ্গিতে নিতম্ব দোলাতে দোলাতে হাঁটতে শুরু করল সে প্যাসেজ ধরে। এই কাজটি খুব ভাল পারে সে।

হ্যাসে অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে। তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে হঠাৎ ভীষণ লজ্জিত বোধ করলাম আমি। কেমন অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি স্থির হয়ে।

'ভাববেন না, দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে,' বলে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম তাঁর দিকে।

আমার হাত ধরলেন না তিনি। 'আচ্ছা, আমরা ওকে খুঁজে দেখতে পারি না?' নরম স্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'কিন্তু আপনি তো জানেনও না—তিনি এখন কোথায়।'

'তবু তাকে খুঁজে দেখা যেতে পারে,' একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। 'তোমার গাড়িটা যদি আমরা নিই—না, ভাড়া আমি অবশ্যই দেব।'

'কথা তো সেটা নয়,' বললাম আমি। 'খোঁজটা আসলে অর্থহীন। আর কোথায় খুঁজতে যাব তাঁকে? এই সময় তিনি নিশ্চয়ই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন না!'

'আমি জানি না।' আরও নরম হয়ে এল তাঁর গলার স্বর। 'কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ফ্রিডা ফিরে এল শূন্য ট্রে হাতে নিয়ে। 'আমাকে এখন যেতে হবে,' বললাম আমি, 'আর আমার মনে হয় আপনি অযথা এতটা উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। তবু আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছে আমার আছে। কিন্তু ফ্রাউলিন হলম্যান তো চলে যাবেন খুব শিগগির, তাই আজকে সারাটাদিন আমি তার সাথেই থাকতে চাই। এটা সম্ভবত এখানে ওর সর্বশেষ রোববার। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

মাথা নাড়লেন তিনি।

তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে ভীষণ কষ্ট হলো আমার, কিন্তু প্যাটকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছি ইতোমধ্যে। 'আপনি যদি এখনই রওনা দিতে চান, তাহলে নিচে গেলেই ট্যাক্সি পাবেন,' আমি বললাম। 'ট্যাক্সি নেবার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। তারচে' আপনি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন—আমি আমার স্ত্রী লেনৎসকে ফোন করে দেব। সে এসে নিয়ে যাবে আপনাকে।'

আমার মনে হলো, তিনি শুনছেন না আমার কথা।

'তুমি তাকে দেখোনি আজ সকালে?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন তিনি।

'না,' বললাম আমি। তাঁর কথা দুর্বোধ্য মনে হলো আমার। 'দেখলে আপনাকে অনেক আগেই বলতাম সে-কথা।'

মাথা নেড়ে, কোন কথা না বলে অন্যমনস্কভাবে হেঁটে গেলেন তাঁর রুমে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

*

প্যাট ইতোমধ্যে আমার ঘরে গিয়ে দেখে এসেছে ফুলগুলো। নিজের ঘরে ফিরে এসে হাসতে লাগল ও। 'রবি,' ও বলল, 'আমি কিন্তু কিছুই জানি না এ-ব্যাপারে, তবে ফ্রিডা আমাকে বলল যে, বছরের এই সময়ে রোববার সকালে চুরি না করে গোলাপফুল জোগাড় করা সম্ভব না। আর এ-কথাও জানাল সে, আশেপাশের কোন মালীর কাছে এ-রকম ফুল নেই।'

'তোমার যা খুশি ভাবতে পারো,' আমি উত্তর দিলাম। 'এই ফুলগুলো যে তোমাকে আনন্দ দিয়েছে, সেটাই বড় কথা।'

'ফুলগুলো জোগাড় করতে নিশ্চয়ই বেশ রিস্ক নিতে হয়েছে তোমাকে?'

'সে-কি যা-তা রিস্ক?' পাদ্রীটির কথা মনে পড়ল আমার। 'কিন্তু তুমি এত সকালে উঠেছ কী করতে?'

'আর কত ঘুমুব? তাছাড়া কী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। তেমন ভাল কিছু নয়।'

ওর দিকে তাকালাম আমি। ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে। কালচে দাগ পড়েছে চোখের নিচে।

'দেখেছ, বাইরে শরৎকাল এসে গেছে?' বলল প্যাট।

'আমরা ওটাকে শেষ গ্রীষ্ম বলব,' উত্তর দিলাম আমি। 'দেখছ না, গোলাপ ফুল ফুটছে এখনও, বৃষ্টি পড়ছে? আমি তো এসবই দেখছি।'

'হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে,' বলল ও, 'অনেকক্ষণ ধরে। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে যাবার পর মনে হয়েছিল, বৃষ্টির পানিতে বুঝি ডুবে যাব।'

'রাতে চলে আসবে তুমি আমার কাছে,' বললাম আমি। তাহলে এরকম উদ্ভট চিন্তা আর আসবে না মাথায়। বরং যখন অন্ধকার, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে, তখন কারও সাথে থাকার মধ্যে যে কী ভীষণ শান্তি!'

'সম্ভবত তা-ই,' আমার শরীরে হেলান দিয়ে ও বলল।

'রোববারে বৃষ্টি হলে খুব ভাল লাগে আমার,' বললাম আমি। 'যতটা না, তারচে' বেশি সৌভাগ্যবান মনে হয় নিজেকে। এই দেখো না, আমরা দু'জন একসাথে বসে আছি এই উষ্ণ ঘরের ভেতরে, সামনে কাজ-কর্মহীন লম্বা একটি দিন—আমার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্যাটের মুখ। 'হ্যাঁ, আমরা খুব সৌভাগ্যবান, তাই না?'

'অবশ্যই তাই। বিশেষ করে আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়লে—মাই গড! আমার ভাগ্য এতটা প্রসন্ন হতে পারে, কখনও ভাবতে পারিনি সেটা।'

ব্রেকফাস্টের পর ও আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়। প্রফেসর জ্যাফের নির্দেশ। 'তুমি বসে থাকবে এখানে?' ও জিজ্ঞেস করল শুয়ে শুয়ে।

'যদি তুমি চাও,' বললাম আমি।

'অবশ্যই চাই, তবে তুমি যদি—'

আমি বিছানায় এসে বসলাম ওর পাশে। 'না, আমি সে-রকম মীন করে কিছু বলিনি। তবে তুমি একবার বলেছিলে না, যখন তুমি ঘুমোও, তখন কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকুক—সেটা তোমার পছন্দ নয়?'

'একসময় পছন্দ করতাম না, সত্যি। কিন্তু এখন মাঝে-মধ্যে ভয় করে ভীষণ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমারও ও-রকম হয়েছিল একসময়। একটা অপারেশনের পর পড়ে ছিলাম হাসপাতালে। রাতে ঘুমোতে ভয় পেতাম আমি। সে-জন্যে কোনকিছু পড়ে বা চিন্তা করে কাটিয়ে দিতাম সারারাত। ঘুমোতে যেতাম দিনের আলো ফুটলে।'

ও গাল রাখল আমার হাতের ওপরে। 'তোমার ভয় হত যে, ঘুমিয়ে পড়লে আর বোধহয় ফিরে আসবে না, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'কিন্তু তুমি তো ফিরে এসেছ। এবং সবকিছুই চলছে স্বাভাবিকভাবে।'

'তা ঠিক,' উত্তর দিল প্যাট। ঘুম-ঘুম গলা ওর। চোখ আধা-বোজা হয়ে আছে। 'কিন্তু তবু আমার ভয় করে। কিন্তু তুমি তো এখানে আছ। তুমি নিশ্চয়ই নজর রাখবে, রাখবে না?'

'রাখব,' ওর চুল আর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম আমি। 'আমি তো এক বুড়ো জাগ্রত সৈনিক।'

গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে একপাশে ফিরে শুলো ও। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে।

জানালা দিয়ে তাকালাম বাইরের বৃষ্টির দিকে। সকালবেলা প্যাট সচরাচর এতটা বিষণ্ন আর নিস্তেজ থাকে না—ভেবে উদ্বেগ হলো আমার। তবু মনে হলো, এবার ঘুম ভাঙলে আবার আগের মত হাসিখুশি আর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ও। জানি, নিজের অসুস্থতা নিয়ে ও খুব চিন্তা-ভাবনা করে। প্রফেসর জ্যাফেও জানিয়েছেন—অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। কিন্তু জীবনে আমি এত মৃত্যু দেখেছি যে, যে-কোন ধরনের অসুস্থতার ভেতরেও আমি আশা এবং জীবনের আলো খুঁজে পাই। ছোট্ট ক্ষত থেকে মানুষের মৃত্যু হয়—এরকম অজস্র উদাহরণ জানা আছে আমার। এবং সেই কারণেই, সম্ভবত, যে-অসুখ হলে মানুষের শরীর অক্ষত থাকে বাহ্যিকভাবে, সেই অসুখও যে ভয়ঙ্কররকম বিপজ্জনক হতে পারে, সেটা আমার মনে হয় না কিছুতেই। তাই আমার এই হতাশাবোধ, উদ্বেগ কেটে গেল খুব দ্রুত।

হালকা টোকা পড়ল দরজায়। খুলে দেখি, হ্যাসে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম প্যাসেজে।

'এক্সকিউজ মী,' তোতলাচ্ছেন হ্যাসে।

'আমার ঘরে আসুন,' দরজা খুলে ধরে বললাম আমি।

চৌকাঠের কাছে এসে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনেক শুকিয়ে গেছে তাঁর মুখ। চকের মত শাদা এখন। 'আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম যে, আমাদের বাইরে যাবার দরকার হবে না,' তিনি বললেন ঠোঁট প্রায় স্থির রেখে।

'ঠিক আছে, আপনি ভেতরে আসুন,' বললাম আমি। 'ফ্রাউলিন হলম্যান ঘুমুচ্ছে এখন। আমার সময় আছে।'

তাঁর হাতে একটি চিঠি ধরা। গুলি খেয়ে আহত লোক যখন ভাবে, গুলি নয়—ঘুষি খেয়েছে সে,—হ্যাসেকে দেখে ঠিক সে-কথা মনে হলো আমার। 'তুমি চিঠিটা একটু পড়বে?' চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন তিনি।

'আজ আপনি কফি খেয়েছেন?' প্রশ্ন করলাম তাঁকে।

www.BanglaBook.org

মাথা নাড়লেন তিনি। 'চিঠিটা পড়ুন—'

বেরিয়ে গিয়ে কফির অর্ডার দিয়ে এলাম ফ্রিডাকে। তারপর পড়লাম চিঠিখানা। লিখেছেন ফ্রাউ হ্যাসে। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি। তিনি জানিয়েছেন যে, জীবন থেকে এখনও অনেক কিছু আহরণ করবার আশা রাখেন তিনি। অতএব, তিনি আর ফিরে আসছেন না। এমন একজনকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন, যে তাঁকে বুঝতে পারে হ্যাসের চেয়ে বেশি। এই ব্যাপার নিয়ে হ্যাসে যেন খুব বেশি কিছু করার চেষ্টা না করেন; কারণ, কোন অবস্থাতেই ফিরে আসবেন না তিনি। হ্যাসের জন্যেও সম্ভবত এটা খুব ভাল হলো। তাঁর বেতন যথেষ্ট নয় বলে দুর্ভাবনা করতে হবে না আর। কিছু কিছু জিনিসপত্র ফ্রাউ হ্যাসে নিয়ে গেছেন সাথে করেই—বাকিগুলো নিয়ে যাবেন সুবিধেমত সময়ে।

চিঠিটি ভাঁজ করে ফেরত দিলাম হ্যাসেকে। তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন সবকিছু নির্ভর করছে আমার ওপরে।

'এখন কী করব আমি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আগে এই কফিটুকু খেয়ে নিন, ব্রেকফাস্ট করুন,' বললাম আমি। 'তারপর আমরা ভেবে দেখব সবকিছু। এতটা ব্যস্তসমস্ত হবার কোন কারণ নেই। আপনি আগে শান্ত হোন, স্থির হোন। কেবল তখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।'

ভূতের মত কফি পান করলেন তিনি। হাত কাঁপছে তাঁর, খেতে পারলেন না কিছুই। 'কী করব আমি?' প্রশ্ন করলেন আবার।

'কিছু না,' বললাম আমি। 'অপেক্ষা করুন।'

কেমন নড়েচড়ে উঠলেন তিনি।

'কী করতে চাচ্ছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না। কিছু বুঝতে পারছি না।'

তাঁকে এই সময় কোনকিছু বলাও কঠিন। আমি চুপ করে রইলাম। বড়জোর আশ্বাস দেয়া যেতে পারে; বাকিটুকু স্থির করতে হবে তাঁকে নিজেই। মহিলাটিকে তিনি আর ভালবাসেন না—সেটা একেবারে নিশ্চিত—কিন্তু তিনি তো তাঁর সাথে থেকে অভ্যস্ত। অভ্যেস অনেকসময় ভালবাসার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হতে পারে।

একটু পরে শুরু হলো তাঁর এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা। বোঝা গেল কতটা আঘাত তিনি পেয়েছেন এই ঘটনায়। দোষারোপ করতে শুরু করলেন নিজেকে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তাঁর। সমস্ত দোষ তাঁর—এই কথাটিই তিনি বোঝাতে চাইছেন বারবার।

'আপনি কিন্তু অর্থহীন সব কথা বলছেন,' বললাম আমি। 'স্ত্রী-ই আপনাকে ছেড়ে গেছে, আপনি স্ত্রীকে নন। অতএব নিজেকে দোষী মনে করার কোন প্রয়োজন নেই।'

'হ্যাঁ,' হাতের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন তিনি। 'আসলে আমি কোন চেষ্টাও করিনি কখনও।'

'কী?'

'আমি কোন চেষ্টাও করিনি কখনও। আর সে-কারণেই দোষারোপ করছি নিজেকে।'

'এটা একটা কারণ হতে পারে বড়জোর, কিন্তু নিজেকে দোষ দেবার মত কোন ব্যাপার নয়,' বললাম আমি। 'আর তাছাড়া, সত্যি বলতে কি, চেষ্টার কোন ত্রুটি আপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেননি। আমি তো জানি সেটা।'

ভীষণভাবে মাথা দোলালেন তিনি। 'না, না, আমার চাকরি খোয়াবার সার্বক্ষণিক ভীতি অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তাকে। আর তুমিও তো দেখেছ, তাকে কী দিতে পেরেছি আমি? কিছুই না—'

একটা কনিয়াকের বোতল বের করে আনলাম আমি।

'আসুন, একটু খাওয়া যাক,' আমি বললাম। 'এখনও কিছুই হারিয়ে যায়নি।'

মাথা তুললেন তিনি।

'এখনও কিছুই হারিয়ে যায়নি,' আমি পুনরাবৃত্তি করলাম কথার। 'মারা গেলেই কেবল একজন মানুষ হারিয়ে যায়।'

গ্লাসটি হাতে তুলে নিয়ে চুমুক না দিয়েই তিনি আবার রেখে দিলেন টেবিলে।

'কাল থেকে অফিসের হেড ক্লার্কের পোস্টটি পেয়েছি আমি,' নরমস্বরে জানালেন তিনি। 'চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং হেড ক্লার্ক। গতকাল রাতে ম্যানেজার খবরটি দিয়েছে আমাকে। গত কয়েকমাস টানা ওভারটাইম করার জন্যেই এই প্রমোশন হয়েছে আমার। আগের হেডক্লার্ককে ছাঁটাই করে দিয়েছে। আর আমার বেতন বেড়েছে পঞ্চাশ মার্ক।' হঠাৎ মরিয়া দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি আমার দিকে। 'এই খবরটি পেলে সে কি থাকত না আমার সাথে? তোমার কী মনে হয়?'

'থাকত না,' বললাম আমি।

'প্রতি মাসে আরও পঞ্চাশ মার্ক আমি তাকে দিতে পারতাম এখন থেকে। সেই পয়সা দিয়ে নিজের পছন্দের জিনিসপত্র কিনতে পারত সে। তাছাড়া, ব্যাংকে আমার জমা আছে বারোশো মার্ক। কী লাভ হলো সেটা জমিয়ে? ওর কথা ভেবেই তো টাকাগুলো রেখেছিলাম—যদি কখনও দরকার হয়। অথচ ওর জন্যে টাকা জমিয়েছিলাম বলেই আমাকে ছেড়ে চলে গেল।'

'শুনুন,' আমি বললাম, 'এই মুহূর্তে এটা নিয়ে আর কিছুই করার নেই। এই ব্যাপারটিকে আরও জিইয়ে রাখা অর্থহীন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আপনাকে ভুলে যেতে হবে এটা। কেবল তখনই আপনি জানতে পারবেন, আপনি ঠিক কী করতে চান। আবার এমনও হতে পারে, আজ কিংবা আগামীকাল সন্ধেবেলা এসে পড়বেন আপনার স্ত্রী। ব্যাপারটা নিয়ে আপনি যেমন ভাবছেন, তিনিও তেমনি।'

'সে আর ফিরে আসবে না,' বললেন হ্যাসে।

'সেটা আপনি জানতে পারেন না আগে থেকে।'

'তাকে যদি বলতে পারতাম যে, আমার বেতন বেড়েছে, ছুটিও পাব কিছুদিনের ভেতরে। তারপর জমানো টাকা দিয়ে বেড়াতে যাব কোথাও—'

'আপনি সব বলতে পারবেন তাঁকে।'

ভেবে অবাক লাগল আমার, এই ঘটনাটির পেছনে যে আরেকজন পুরুষের হাত আছে, সেটা স্বীকারই করলেন না হ্যাসে। স্ত্রী চলে গেছে বলে দু'এক সপ্তাহ পরে বেশ ভালই লাগবে তাঁর—কথাটি তাঁকে বলতে গিয়েও বললাম না। এ-রকম মানসিক অবস্থায় তাঁকে এমন কথা না বলাই ভাল। আহত অনুভূতি সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না, সহ্য করতে পারে না।

অনেক সময় ধরে তাঁর সাথে কথা হলো আমার। কথা বললেন তিনিই বেশি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার মনে হলো, অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছেন তিনি। সেই সময় প্যাটের গলা শোনা গেল পাশের ঘর থেকে। ডাকছে আমাকে।

'এক মিনিট,' বলে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'ঠিক আছে,' বাধ্য ছেলের মত বললেন তিনি এবং উঠে দাঁড়ালেন সাথে সাথে।

'আপনি বসুন, আমি ফিরে আসছি এক মিনিটের মধ্যেই,' বলে প্যাটের কাছে গেলাম।

উঠে বসেছে ও খাটের ওপরে। ফ্রেশ লাগছে ওকে। 'রবি, খুব ভাল ঘুম হয়েছে আমার। এদিকে দুপুর হয়ে গেছে নাকি?'

'তুমি ঘুমিয়েছ ঠিক এক ঘণ্টা,' ঘড়ি দেখিয়ে বললাম ওকে।

'ভালই হয়েছে; এখন আমাদের হাতে প্রচুর সময়। এক্ষুণি উঠে পড়ব আমি।'

'ঠিক আছে, আমি আসছি দশ মিনিটের মধ্যে।'

'তোমার ঘরে কোন গেস্ট এসেছে মনে হয়?'

'হ্যাসে,' বললাম আমি। 'তবে বেশি সময় লাগবে না আমার।'

ফিরে গিয়ে দেখি, হ্যাসে নেই সেখানে। দরজা খুলে করিডরে দেখলাম, সেটাও ফাঁকা। প্যাসেজ ধরে তার ঘরে গিয়ে টোকা দিলাম দরজায়। উত্তর দিলেন না তিনি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখি, কয়েকটা ড্রয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি সেগুলোর সামনে।

'হ্যাসে,' বললাম আমি, 'একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে নিন খানিকক্ষণ। খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন আপনি।'

আস্তে আস্তে তিনি ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। 'রাত কাটাতে হবে একা একা! প্রতিটি রাত! গত রাতের মতই বসে থাকতে হবে সবসময়; ভাবতে পারো তুমি?'

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাবে সবকিছু। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক আছে, যারা রাত কাটায় একা একা। কোন সাড়া পেলাম না তাঁর পক্ষ থেকে। তাঁকে আবার বললাম যে, তাঁর একটু ঘুমোনো প্রয়োজন, সবকিছু সম্ভবত আগের মত হয়ে আসবে, এমনও হতে পারে, তাঁর স্ত্রী ফিরে আসবেন আজই সন্ধেয়। মাথা নেড়ে তিনি হাত এগিয়ে দিলেন আমাকে।

'আজ সন্ধেবেলা আবার আসব আমি,' বলে ফিরে এলাম প্যাটের ঘরে। বেশ খুশি হলাম তাঁকে এড়াতে পেরে।

ঘরে বসে খবরের কাগজ মেলে ধরে বসে ছিল প্যাট। 'রবি, এখন আমরা মিউজিয়ামে যেতে পারি,' প্রস্তাব দিল ও।

'মিউজিয়ামে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। পার্সিয়ান কার্পেটের একটা প্রদর্শনী। মিউজিয়ামে নিশ্চয়ই যাও-টাও না খুব একটা?'

'একদম না,' উত্তর দিলাম আমি। 'ওখানে গিয়ে কী করার আছে আমার, বলো?'

'তা ঠিক,' হাসতে হাসতে বলল ও।

'তবে,' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এ-রকম ভেজা ভেজা আবহাওয়ায় একটা শিক্ষা-সফরের ব্যবস্থা করতে পারলে মন্দ হয় না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইরে চমৎকার বাতাস। ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালের পাশ দিয়ে যাবার সময় খোলা-দরজা দিয়ে দেখলাম, রবিবাসরীয় এক কাপ চকোলেট নিয়ে বসে আছে রোজা। টেবিলের ওপরে ছোট্ট একটি প্যাকেট। প্রত্যেক রোববারের মত আজও একটু পরে সে যাবে তার মেয়েকে দেখতে। ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালে যাইনি আমি বহুদিন হলো। আজ রোজাকে আগের মতই ওখানে বসে থাকতে দেখে খটকা লাগল কেমন। ইতোমধ্যে কতকিছু বদলে গেছে আমার। হয়তো ভেবেছিলাম, আমার সাথে সাথেই সবার এবং সবকিছুর বদলে যাবার কথা।

আমার ধারণা ছিল, হয়তো বেশ ফাঁকা ফাঁকা, নির্জন হবে মিউজিয়াম। গিয়ে দেখি, একগাদা লোকের ভিড়। ওয়ার্ড-রক্ষকের সাথে আলাপ করে জানলাম, এ-রকম ভিড় এখানে হামেশাই হয়। বেকার লোকেরাই আসে বেশি। কার্পেটে তাদের উৎসাহ নেই, থাকলেও কিনবার ক্ষমতা নেই। মলিন পোশাক-পরা ম্লান চেহারার অসংখ্য লোককে দেখা গেল সেখানে। দু'হাত পেছনে রেখে উদাসীনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে তারা এঘর-ওঘর। অনেকে আবার চারপাশে রাখা চেয়ারগুলোয় বসে আছে স্রেফ।

বিকেলে আমরা গেলাম ছবি দেখতে। ছবিঘর থেকে যখন বেরুলাম, আকাশ তখন স্বচ্ছ, পরিষ্কার; আপেল-সবুজ রঙ এবং ভীষণ উজ্জ্বল। রাস্তা এবং দোকানের লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে ইতোমধ্যে। দোকানের জানালাগুলো দিয়ে ভেতরে দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে রওনা দিলাম আমরা।

এক দোকানের জানালায় সাজানো আছে প্রচুর গরম কোট। প্যাটের দিকে তাকালাম আমি। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে আজ সন্ধেবেলা। প্যাট পরে আছে ফারের তৈরি খাটো একটি জ্যাকেট।

'আমি ওই ছবির নায়ক হলে,' বললাম আমি, 'এক্ষুণি দোকানের ভেতরে ঢুকে তোমার জন্যে কোট বেছে নিয়ে আসতাম একটা।'

হাসল ও। 'কোনটা আনতে?'

'ওই যে ওটা।' আঙুল তুলে দেখালাম সবচেয়ে সুন্দর কোটটির দিকে।

'রবি, দারুণ পছন্দ তোমার। কোটটি তৈরি কানাডিয়ান মিঙ্ক দিয়ে।'

'তুমি নিতে চাও ওটা?'

প্যাট তাকাল আমার দিকে। 'এ-রকম একেকটা কোটের দাম কত, তোমার জানা আছে?'

'না,' বললাম আমি, 'জানতে চাইও না তোমাকে যদি ইচ্ছেমত যা খুশি কিনে দিতে পারতাম! শুধু অন্য লোকেরাই কেন এটা করতে পারে?'

'কিন্তু, রবি, এ-রকম কোট তো আমার চাইনে।'

'কিন্তু তুমি পাবে এটা,' উত্তর দিলাম আমি। 'আমি কিনে দেব তোমাকে। এ নিয়ে আর কোন কথা নয়। কালই তুমি পেয়ে যাবে কোটটি।'

হাসল ও। 'ধন্যবাদ,' বলে রাস্তার মাঝখানেই আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। 'এবার তোমার পালা।'

অন্য একটি দোকান থেকে ও আমার জন্যে পছন্দ করল টেইলস্ আর বেল-টপার।

প্যাটের সরু হাত এক মুহূর্তের জন্যে চেপে ধরলাম আমার গালে, 'মিঙ্কের সাথে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার আরও কিছু নেয়া দরকার,' বললাম আমি; 'কারণ শুধু মিঙ্ক তো ইঞ্জিন ছাড়া গাড়ির মত। দু'তিনটে ইভনিং ড্রেস না হলে—'

'ইভনিং ড্রেস,' বলল ও, 'হ্যাঁ, ইভনিং ড্রেস—এটা ছাড়া আমার প্রায় চলেই না, বলতে পারো।'

তিনটি সান্ধ্য পোশাক নির্বাচন করলাম আমরা। দেখলাম, খেলাটিতে মজা পেয়ে গেছে প্যাট। প্রতিটি পোশাক পরে পরে দেখল ও। সান্ধ্য পোশাকে ওর ভীষণ দুর্বলতা। ওসবের সাথে মিলিয়ে আরও কিছু জিনিস বাছাই করলাম। আরও খুশি হয়ে উঠল প্যাট। উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াচ্ছে ওর চোখ জোড়া। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আমি হাসছি আর ভাবছি, কোন মেয়েকে ভালবাসা এবং একইসাথে গরীব থাকা যে কী জঘন্য ব্যাপার!

একটা জুয়েলারীর সামনে থামলাম আমরা। 'ওই যে পান্নার ব্রেসলেটটা দেখছ,' বললাম ওকে, 'ওটা, কানের দুল আর দুটো আংটি তোমাকে খুব ভাল মানাবে। না, কোন কৈফিয়ত চলবে না। পান্না তোমার উপযুক্ত পাথর।'

'ঠিক আছে, তাহলে ওই প্লাটিনামের ঘড়ি আর মুক্তোর স্টাড তোমার জন্যে।'

'সে-ক্ষেত্রে পুরো দোকানটিই তোমার।'

হাসল ও প্রাণখুলে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেলান দিয়ে দাঁড়াল আমার শরীরে। 'হয়েছে, অনেক হয়েছে। এখন আমাদের শুধু কয়েকটা ট্রাঙ্ক কেনা আর ট্র্যাভেল ব্যুরোতে যাওয়া বাকি রইল। তাহলেই আমরা এই শহর, এই শরৎকাল আর এই বৃষ্টি ছেড়ে চলে যেতে পারব অনেক অনেক দূরে।'

হাই গড! হ্যাঁ, তাই, ভাবলাম আমি, তুমি তো যাবেই, তারপর সুস্থ হয়ে উঠবে দ্রুত। 'কোথায় যাব আমরা?' জিজ্ঞেস করলাম। 'মিশরে? নাকি আরও দূরে? ভারতে কিংবা চীনে?'

'দক্ষিণে যে-কোন জায়গায়, যেখানে সূর্য আছে, আছে অফুরন্ত রোদ আর উষ্ণতা। রাস্তার দু'পাশে পাম গাছ, সমুদ্রের সামনে শাদা রঙের বাড়ি···কিন্তু ওখানেও তো বৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই। বৃষ্টি সম্ভবত সব জায়গাতেই হয়।'

'সে-রকম হলে আমরা যেতেই থাকব সামনে,' বললাম আমি, 'যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টিহীন এলাকায় না পৌঁছুব—ট্রপিকের ঠিক মাঝখানটায় কিংবা প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডে।'

হামবুর্গ-আমেরিকা লাইন নামের ট্র্যাভেল ব্যুরোর জানালার সামনে এসে থামলাম আমরা। একটি মডেল জাহাজ ঝোলানো জানালার মাঝখানে। আর গোটা জানালা জুড়ে বিশাল একটা উজ্জ্বল রঙের ম্যাপ। রুটগুলো চিহ্নিত করা লাল রঙ দিয়ে।

'আমেরিকাতেও যাব আমরা,' বলল প্যাট। 'কেন্টাকি, টেক্সাস, নিউ ইয়র্ক, সান ফ্রান্সিস্কো, হাওয়াই—সব জায়গায় যাব। তারপর যাব দক্ষিণ আমেরিকায়। মেক্সিকো এবং পানামা খাল ধরে বুয়েনস্ আয়ার্সে। সেখান থেকে যাব রিও ডি জেনিরোতে।'

'হ্যাঁ—'

আমার দিকে তাকাল প্যাট। খুশির প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ওর মুখ।

'আমি ওখানে কখনও যাইনি,' বললাম ওকে, 'কেবল ভান করেছিলাম তখন।'

'আমি জানি,' উত্তর দিল ও।

'তুমি জানতে?'

'হ্যাঁ, রবি, অবশ্যই জানতাম। তখনই টের পেয়েছিলাম আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একটু পাগলামি তখন মাথায় ঢুকেছিল। নিজের ওপরে আস্থা ছিল না তো, তাই ভান করতে হয়েছিল।'

হেসে ও হাত রাখল আমার বাহুর ওপরে। 'আমরা ধনী না কেন, বলো তো? কত চমৎকার চমৎকার আইডিয়া খেলে যায় আমাদের মাথায়! এমন ধনী লোক প্রচুর আছে, ব্যাংক আর অফিস ছাড়া আর অন্য কোথাও যাদের যাতায়াত নেই।'

'আর সে-কারণেই তারা ধনী,' বললাম আমি। 'আমরা ধনী হলেও বেশিদিনের জন্যে হতে পারব না, এটা নিশ্চিত।'

'সেটা আমিও জানি। কোন না কোনভাবে সব টাকা ওড়ানোর পথ আমরা খুঁজে বের করবই, এতে সন্দেহ নেই কোন।'

'এবং টাকা শেষ হয়ে যাবার উদ্বেগে আমরা কোনকিছু করেই স্বস্তি বা শান্তি পাব না, সম্ভবত। ধনী হওয়া তো আজকাল পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে অত সহজ নয় সেই পেশা।'

'তারচে' এসো, আমরা ভান করি যে, আমরা খুব বড়লোক ছিলাম একসময়, এবং সর্বস্ব খুঁইয়ে এখন আমাদের এই অবস্থা। সপ্তাহখানেক আগে দেউলিয়া হয়ে গেছ তুমি এবং বাধ্য হয়ে আমাদের বাড়ি, আমার অলঙ্কার, তোমার গাড়ি—সব বেচে দিতে হয়েছে। কেমন মনে হয় তোমার?'

'অন্তত এখনকার সময়ের সাথে খাপ খায়,' উত্তর দিলাম আমি।

হাসল ও। 'তাহলে এসো। দু'জন দেউলিয়া লোক এখন তাদের ছোট্ট ঘরে ফিরে গিয়ে সুখময় অতীতের গল্প করবে।'

'এটা একটা দারুণ আইডিয়া,' বললাম আমি।

অন্ধকার রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম ধীরে ধীরে। গোরস্থানের কাছাকাছি যেতেই শুনতে পেলাম এরোপ্লেনের বাতাস-ভাঙা শব্দ। আলোকিত কেবিন নিয়ে সেটা উড়ে চলেছে সবুজ আকাশ দিয়ে, যেন পুরানো কোন রূপকথার অপরূপ এক ইচ্ছে পাখি উড়ে যাচ্ছে উঁচু, নির্জন, শোভাময় স্বর্গের ভেতর দিয়ে। একেবারে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাকিয়ে রইলাম সেটার দিকে।

ঘরে এসে বসার পর আধ ঘণ্টাও কাটেনি, এমন সময় দরজায় টোকা। ভাবলাম, নিশ্চয়ই আবার হ্যাসে। খুলে দেখি—ফ্রাউ জালেভ্স্কি। খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে তাঁকে।

'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো,' ফিসফিস করে বললেন তিনি।

'কী ব্যাপার?'

'হ্যাসে।'

আমি তাকালাম তাঁর দিকে।

শ্রাগ করলেন তিনি। 'দরজা বন্ধ করে ও বসে আছে এবং কোন কথার উত্তর দিচ্ছে না।'

'এক মিনিট।'

প্যাটকে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম কিছুক্ষণ, বললাম যে, হ্যাসের সাথে কিছু কথা বলা দরকার আমার।

'ঠিক আছে, রবি। আমার একটু ক্লান্তিও লাগছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্যাসেজ ধরে যেতে লাগলাম ফ্রাউ জালেভ্স্কির পিছু পিছু। হ্যাসের ঘরের সামনে জড়ো হয়েছে গোটা বোর্ডিং হাউস—এরনা বনিগ দাঁড়িয়ে আছে উজ্জ্বল রঙের ড্রাগন কিমোনো পরে, স্ট্যাম্প কালেক্টিং অ্যাকাউন্ট্যান্ট এসেছেন মিলিটারি কাট্ জ্যাকেট গায়ে দিয়ে, এই মাত্র টী-ডান্সিং থেকে ফিরে ওরলভ পাংশু চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শান্তভাবে, ভীরুভাবে দরজা ধাক্কাচ্ছে জর্জ আর ডাকছে নরমস্বরে এবং ফ্রিডা তার সমস্ত উত্তেজনা, ভীতি আর ঔৎসুক্য নিয়ে তির্যকভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বারবার।

'কতক্ষণ ধরে নক করছ, জর্জ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মিনিট পনেরোরও বেশি হলো,' জানাল ফ্রিডা। 'তিনি ঘরেই আছেন। একবারও বাইরে যাননি তিনি, শুধু পায়চারি করে বেড়িয়েছেন এমাথা-ওমাথা। তারপর সব নীরব এখন।'

'ভেতর থেকে তালার ভেতরে চাবি ঢোকানো,' বলল জর্জ। 'একেবারে লক্ড্।'

আমি তাকালাম ফ্রাউ জালেভ্স্কির দিকে। 'চাবিটাকে বের করে ফেলে তারপর খুলতে হবে দরজা। আপনার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে না?'

'আমি চাবির গোছা নিয়ে আসছি,' বলল ফ্রিডা। সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত একেবারে 'এগুলোর মধ্যে কোন একটা দিয়ে নিশ্চয়ই খোলা যাবে।'

এক টুকরো তার তালার ভেতরে ঢুকিয়ে সোজা করে ধরলাম ভেতরের চাবিটিকে। তারপর ঠেলা দিতেই চাবিটি ভেতরের মেঝের ওপরে পড়ে গেল শব্দ করে। চিৎকার করে উঠে মুখে হাত চাপা দিল ফ্রিডা।

'তুমি যতদূর পারো সরে যাও এখান থেকে,' একটার পর একটা চাবি ঢোকাতে ঢোকাতে বললাম ফ্রিডাকে। কাজে লাগল একটা চাবি। সেটা ঘুরিয়ে তালা খোলা গেল। তারপর দরজা খুললাম আমি।

আধা-অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখা গেল না এক নজরে। ধূসর-শাদা রঙের দুটো খাট এক কোণে, চেয়ারগুলোও শূন্য, কাবার্ডের দরজা লাগানো।

'ওই তো ওখানে তিনি!' হিস্‌হিস্ করে বলল ফ্রিডা। ঠেলেঠুলে আবার প্রায় সামনে এসে উঁকি দিচ্ছে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে। তার পেঁয়াজ-গন্ধী গরম নিঃশ্বাস পড়ছে আমার গালে। 'ওই তো পেছন দিকে, জানালায়।'

'না,' পিছু ফিরে বলল ওরলভ। কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল সে ঘরের ভেতরে। তারপর দরজার হাতল ধরে বন্ধ করে দিল সেটা। সবার দিকে ঘুরে বলল। 'আপনারা সবাই চলে যান এখান থেকে। সম্ভবত, এটা আপনাদের পক্ষে না দেখাটাই ভাল হবে।'

রাশন অ্যাকসেন্টে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে দাঁড়িয়ে রইল সে দরজার সামনে।

'হায় ঈশ্বর,' বলে পিছিয়ে গেলেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। এরনা বনিগও পেছনে সরে গেল খানিকটা। ফ্রিডাই শুধু ঠেলাঠেলি করে দরজার হাতল ধরতে চাইল বারবার। ওরলভ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। 'এখানে তোমার না থাকাই ভাল,' আবার বলল সে।

'দেখেছেন সবাই?' হঠাৎ রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট। 'বিদেশীর জন্যে কি-রকম স্বাধীনতা?'

ওরলভ তাঁর দিকে তাকাল অবিচলভাবে। 'বিদেশী?' বলল সে। 'দেশী কিংবা বিদেশী এখানে কোন ব্যাপার নয়। এই প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না—'

'ফ্রাউ জালেভ্স্কি,' বললাম আমি, 'আমার মতে, সবচে' ভাল হয় এখন আপনি,

www.BanglaBook.org

আমি আর সম্ভবত ওরলভ এখানে থাকলে।'

'ডাক্তার ডাকুন এক্ষুণি,' বলল ওরলভ।

ইতোমধ্যে টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলে নিয়েছে জর্জ। পুরো ঘটনাটি ঘটল পাঁচ সেকেণ্ডে। প্রচণ্ড ক্ষোভে লাল হয়ে জোর গলায় ঘোষণা করলেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট, 'একজন জার্মান নাগরিক হিসেবে আমার অধিকার—'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা খুলল ওরলভ। আলো জ্বালতেই দেখা গেল, নীলচে-কালো মুখমণ্ডল, দু'পাটি দাঁতের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আছে কালো জিভ, হ্যাসে ঝুলছেন জানালার পাশে।

'তাড়াতাড়ি দড়ি কেটে নামাও তাঁকে,' আমি বললাম।

'অর্থহীন,' দুঃখিতস্বরে আস্তে আস্তে বলল ওরলভ। 'এই চেহারা আমি চিনি—মৃত, বেশ কয়েকঘণ্টা হলো—'

'আমরা তবু চেষ্টা করে দেখতে পারি—'

'না করাই ভাল, আগে পুলিশ আসুক।'

বেল বেজে উঠল এই সময়। ডাক্তার এসে গেছেন। এক নজর দেখে নিয়েই তিনি বললেন, 'এখন আর কিছুই করার নেই, তবু কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। পুলিশকে ফোন করুন, আর আমাকে একটি ছবি দিন।'

গোলাপী রঙের সিল্কের পুরু কোমরবন্ধে নিজেকে ঝুলিয়েছেন হ্যাসে। কোমরবন্ধটি তাঁর স্ত্রীর মর্নিং ড্রেস থেকে নেয়া। খুব দক্ষতার সাথে তিনি সেটা বেঁধেছেন জানালার ওপরের হুকের সাথে। খানিকটা সরানও মাথিয়ে নিয়েছেন কোমরবন্ধের ওপরে, তারপর খুব সম্ভব জানালার ওপরে দাঁড়িয়ে ঝুলে পড়েছেন। দু'হাত মুঠি পাকানো। আমার নজরে পড়ল, আজ সকালে যে পোশাকটি তিনি পরেছিলেন, সেটি বদলে পরেছেন তাঁর সবচে' সুন্দর নীল রঙের স্যুট। শেভও করেছেন, দেখা যাচ্ছে। টেবিলের ওপরে রাখা আছে তাঁর পার্স, ব্যাংকবুক, চারটি দশ মার্কের নোট এবং কিছু খুচরো পয়সা। পাশেই রাখা দুটো চিঠি—একটি তাঁর স্ত্রীকে লেখা, অন্যটি পুলিশকে। চিঠির পাশে পড়ে আছে একটি রূপোর সিগারেট-কেস এবং তাঁর বিয়ের আংটি।

নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করেছেন এটা নিয়ে এবং সবকিছু ঠিকঠাক মত রেখে গেছেন। ভাল করে খুঁজতেই ওয়াশস্ট্যাণ্ডের কাছে আরও কিছু টাকা পাওয়া গেল, সাথে একটি চিরকুট: 'এমাসের ভাড়া।'

সাধারণ পোশাকে দু'জন পুলিশ এল। ডাক্তার ইতোমধ্যে নামিয়ে ফেলেছেন মৃতদেহটি। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মৃত। নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা।'

পুলিশ দু'জন কোন কথা না বলে দরজা লাগিয়ে দিয়ে রুম সার্চ করতে শুরু করল। কাবার্ডের ড্রয়ার থেকে কিছু চিঠি বের করে টেবিলে-রাখা চিঠির সাথে মিলিয়ে দেখল তাঁর হাতের লেখা। দু'জনের মধ্যে যে কমবয়সী, মাথা নাড়ল শুধু। 'কেউ কোন কারণ জানেন?'

আমি তাদের জানালাম, যতটুকু জানি। তারা লিখে নিল আমার নাম-ঠিকানা।

'অ্যাম্বুলেন্সের অর্ডার দিয়েছি আমি,' জানাল তরুণ পুলিশ অফিসার, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে, মনে হয়।'

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘরের ভেতরটা চুপচাপ, শান্ত। ডাক্তার হাঁটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেড়ে বসে আছেন হ্যাসের পাশে। হ্যাসের সমস্ত জামা-কাপড় খুলে দিয়ে তিনি তোয়ালে দিয়ে বুকের ওপরটা ঘষে শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তখনও। শুধু শোনা যাচ্ছে হ্যাসের মৃত ফুস্‌ফুসে পাঠানো বাতাসের আসা-যাওয়ার শব্দ।

'এ-সপ্তাহের বারো নম্বর,' জানাল তরুণ অফিসারটি।

'এই একই কারণে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, সবগুলোই প্রায় বেকারত্বের কারণে। দুটো পরিবার। একটিতে আবার তিনজন সন্তানসহ। গ্যাস অবশ্যই। পরিবারগুলো এই কাজে গ্যাসই ব্যবহার করে বেশি।'

স্ট্রেচার এল। সাথে সাথে এসে ঢুকল ফ্রিডা। একটু কামুক চোখে তাকাল সে হ্যাসের শরীরের দিকে। 'কী চাও তুমি এখানে?' জিজ্ঞেস করলেন বয়স্ক অফিসারটি।

একটু পিছিয়ে গেল ফ্রিডা। 'আমি আমার স্টেটমেন্ট দিতে চাই,' তোতলাতে লাগল সে।

'বেরিয়ে যাও,' চেঁচিয়ে উঠলেন বয়স্ক অফিসার।

হ্যাসের মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল দু'জন পুলিশ। 'অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্যে তিনি কিছু পয়সা রেখে গেছেন, আমরা যথাযথ লোকের হাতে পৌঁছে দেব সে-সব,' তরুণ অফিসারটি জানাল। 'আর তাঁর স্ত্রী এলে তাঁকে দয়া করে ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ স্টেশনে দেখা করতে বলবেন। তাঁর জন্যে সমস্ত টাকা-পয়সা রেখে গেছেন তাঁর স্বামী। আর বাকি জিনিসপত্রে কি এখানে আরও রাখা যেতে পারে কিছুদিনের জন্যে?'

সম্মতি জানালেন ফ্রাউ জালেভ্‌স্কি। 'ওই ঘরটি আর কাউকে ভাড়া দেব না।'

'তেরি গুড।'

অফিসার দু'জন বিদায় নিয়ে চলে গেলে ওরলভ ঘরের দরজা লাগিয়ে চাবিটি দিল ফ্রাউ জালেভ্‌স্কির হাতে। 'এই ঘটনা সম্বন্ধে সবাই একটু-আধটু করে বক্তব্য পুলিশকে জানিয়ে রাখলে ভাল হত,' বললাম আমি।

'আমারও তাই মনে হয়,' ফ্রাউ জালেভ্‌স্কি বললেন।

'আমি তোমাকে মীন করে কথাটা বলছি, ফ্রিডা,' আমি বললাম।

অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে জেগে উঠল যেন সে। চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে তার। কোন উত্তর দিল না সে আমার কথার।

'এই ঘটনার ব্যাপারে একটা শব্দও যদি ফ্রাউলিন হলম্যানকে জানিয়েছ,' বললাম আমি, 'তো কপালে দুর্ভোগ আছে তোমার।'

'ভেবেছেন, আমি সেটা জানি না?' বলল সে। 'তিনি তো খুবই অসুস্থ।'

জলে ঝিলিক খেলে গেল তার চোখে। তার কানে প্রচণ্ড একটা ঘুষি হাঁকানোর ইচ্ছে দমন করলাম বহুকষ্টে।

'বেচারা হ্যাসে,' বললেন ফ্রাউ জালেভ্‌স্কি।

'কাউন্ট ওরলভের সাথে আপনি খুব অমার্জিত ব্যবহার করেছেন,' অ্যাকাউন্ট্যান্টের উদ্দেশে বললাম আমি। 'তার কাছে ক্ষমা চাইতে আপত্তি আছে আপনার?'

খর চোখে আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'একজন জার্মান কখনও ক্ষমা চায় না। এশীয়দের কাছে তো নয়ই।' বলে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন দুড়ুম করে।

'আমাদের এই বুড়ো স্ট্যাম্প-কালেক্টরের হয়েছেটা কী?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি। 'তিনি তো বরাবরই বেশ ভদ্র আর অমায়িক ছিলেন।'

www.BanglaBook.org

'কয়েক মাস হলো প্রত্যেক পলিটিক্যাল মীটিং-এ হাজিরা দিচ্ছেন তিনি,' অন্ধকারের ভেতর থেকে উত্তর দিল জর্জ।

'এই ব্যাপার!'

ওরলভ আর এরনা বনিগ চলে গেছে ইতোমধ্যে। হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন ফ্রাউ জার্লেভস্কি।

'এত বেশি ভাববেন না এই ঘটনা নিয়ে,' বললাম আমি। 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

'কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য!' কাঁদতে কাঁদতে বললেন তিনি। 'কোনদিন এই দৃশ্য সরবে না আমার চোখের সামনে থেকে।'

'দেখবেন, একসময় সব ভুলে যাবেন,' বললাম আমি। 'এ-রকম কতশত লোক দেখেছি আমি। গ্যাস দিয়ে মারা অসংখ্য ইংরেজ। আমি তো ঠিকই সব ভুলে গেছি।'

জর্জের সাথে হাত মিলিয়ে ফিরে গেলাম ঘরে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ঘরের আলো জ্বালবার আগে নিজের অজান্তেই আমার চোখ গেল জানালার দিকে। কান পাতলাম প্যাটের ঘরে। ঘুমুচ্ছে ও। কাবার্ড থেকে কনিয়াকের বোতল বের করে ঢাললাম আমার গ্লাসে। কনিয়াকটি এমনিতেই সুস্বাদু। আর এখন আরও ভাল লাগছে খেতে। বোতলটি নামিয়ে রাখলাম টেবিলের ওপরে। এই বোতল থেকে সর্বশেষ এক গ্লাস কনিয়াক খেয়েছিলেন হ্যাসে। মনে হলো, তখন তাঁকে একা একা ছেড়ে না দিলেই বোধহয় ভাল হত, কিন্তু নিজেকে দোষ দিতে পারলাম না সে-জন্যে। জীবনে এতকিছু করেছি যে, হয় প্রত্যেকটি কাজের জন্যে দোষ দিতে হয় নিজেকে, নয়তো আদৌ দোষ দেয়া চলে না। হ্যাসের ভাগ্য খারাপ যে, ঘটনাটি ঘটল রোববারে। অন্যদিন হলে অফিসে যেতেন তিনি নিশ্চয়ই এবং ভুলেও যেতে পারতেন হয়তো।

আরও এক গ্লাস কনিয়াক খেলাম আমি। এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আর কী লাভ! কে জানে, আজ যার জন্যে দুঃখ করছি, একদিন হয়তো তার সম্পর্কেই মনে হবে—সৌভাগ্যবান বলেই মরেছে লোকটা।

প্যাটের নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে গেলাম ওর ঘরে। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল ও। বলল, 'আবার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'সেটা ভাল,' উত্তর দিলাম আমি।

'না।' কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শুলো ও। 'আমি এত বেশি ঘুমোতে চাই না।'

'কেন? আমার তো মাঝে-মধ্যে মনে হয়, এক ঘুমে পার করে দিই পঞ্চাশ বছর।'

'তারপর জেগে উঠে তোমার বুড়ো বুড়ো লাগবে না?'

'কী জানি! লাগবে কি লাগবে না, সেটা বলা সম্ভব শুধু পরে।'

'তোমাকে যেন একটু বিষণ্ন মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল প্যাট।

'না, বরং উল্টোটা,' বললাম আমি। 'এই মুহূর্তে আমি প্ল্যান করলাম—সাজগোজ করে আমরা এখনই বেরুব, ডিনার করব জাঁকজমকের সাথে। তোমার যা যা পছন্দ, সব থাকবে। এবং মদ খেয়ে চাই কি একটু মাতালও হব।'

'চমৎকার,' উত্তর দিল ও। 'কিন্তু এটা কি আমাদের দেউলিয়া হয়ে যাবার সাথে জড়িত নয়?'

'অবশ্যই জড়িত,' বললাম আমি, 'একেবারে সরাসরি পরিণতি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

অক্টোবরের মাঝামাঝি আমাকে ডেকে পাঠালেন প্রফেসর জ্যাফে। সকাল তখন দশটা। কিন্তু আবহাওয়া এত মেঘাচ্ছন্ন যে, এই সময়েও আলো জেলে রাখতে হয়েছে ক্লিনিকে।

প্রকাণ্ড কনসাল্টিং রুমে একা বসে ছিলেন তিনি। আমি ঢুকতেই চকচকে টাক-মাথা তুলে দেখলেন আমাকে। তারপর বিরক্তির সাথে হাত দিয়ে দেখালেন জানালার দিকে। বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে জানালার কাচের ওপরে। 'কী মনে হয় আপনার এই জঘন্য আবহাওয়া দেখে?'

কাঁধ ঝাকালাম আমি। 'এই বৃষ্টিটা থেমে গেলেই বাঁচি।'

'থামবে না।'

আমার দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর জ্যাফে, কিন্তু কথা বলছেন না কোন। ডিস্ক থেকে পেন্সিল তুলে নিয়ে দেখছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। পেন্সিলটি টেবিলে ঠুকলেন বেশ কয়েকবার, তারপর সরিয়ে রাখলেন একপাশে।

'আমি জানি, আপনি কেন ডেকেছেন আমাকে,' বললাম আমি।

বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন জ্যাফে।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর বললাম, 'মনে হয়, প্যাটকে চলে যেতে হবে খুব শিগগির, তাই না—'

'হুঁ।'

সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'আমি হিসেব করে রেখেছিলাম, অক্টোবরের শেষের দিকে গেলেই চলবে। কিন্তু এই আবহাওয়ায়—' আবার তিনি হাতে তুলে নিলেন রুপালি পেন্সিলটি।

দমকা হাওয়া এক ছাঁট বৃষ্টি বয়ে এনে ফেলল জানালার ওপরে। দূরাগত মেশিন-গানের গুলির শব্দের মত শোনাল সেটা। 'কখন তার যাওয়া উচিত?' জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে।

চোখ তুলে তিনি আচমকা সরাসরি তাকালেন আমার দিকে।

'কালকে,' বললেন তিনি।

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। বাতাসকে মনে হলো কটন উলের মত, ফুসফুসে গিয়ে সেঁটে থাকছে যেন। ঢোক গিলে কোনমতে শান্তস্বরে তাঁকে প্রশ্ন করলাম—কিন্তু আমার গলার স্বর ভেসে আসছে যেন অনেক দূর থেকে, যেন কথা বলছে অন্য কেউ: 'ওর অবস্থা কি হঠাৎ করে খুব খারাপ হয়ে গেছে?'

সবেগে মাথা দোলাতে দোলাতে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর জ্যাফে। 'এত দ্রুত তার অবস্থার পরিবর্তন হলে ভ্রমণই করতে পারত না সে,' জানালেন তিনি। 'ওর জন্যে যাওয়াটাই ভাল, দ্যাট'স অল। এই আবহাওয়ায় প্রত্যেকটি দিনই একটি ঝুঁকি। সর্দি এবং ওই জাতীয় অন্যান্য সব—'

ডেস্ক থেকে কয়েকটা চিঠি তিনি হাতে তুলে নিলেন। 'আমি ইতোমধ্যে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রেখেছি। আপনাদেরকে ওখানে শুধু পৌঁছুতে হবে।

www.BanglaBook.org

স্যানাটোরিয়ামের চার্জে যে ডাক্তার আছে, সে আমার স্কুল-জীবনের বন্ধু। প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। তাকে সবকিছু জানানো হয়েছে বিশদভাবে।'

চিঠিগুলো তিনি আমার হাতে দিলেন। নিয়ে পকেটে রাখলাম না সে-সব। আমার সামনে এসে তিনি একটি হাত রাখলেন আমার বাহুর ওপরে। পাখির ডানার মত হালকা সেই হাত। 'কঠিন,' মৃদুস্বরে বললেন তিনি, 'আমি জানি সেটা সেই কারণেই দেরি করেছি, যতটা সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে।'

'না, কঠিন নয় এটা—' উত্তর দিলাম আমি।

'সে-কথা বলবেন না আমাকে যে—'

'না,' বললাম আমি, 'আমি সেটা মীন করিনি। আমি শুধু জানতে চাই, সে কি ফিরে আসবে?'

এক মুহূর্ত নীরব রইলেন জ্যাফে। তাঁর কালো, সরু চোখে হলুদ আলো এসে পড়ছে। 'আপনি এখনই কেন জানতে চান সেটা?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কারণ সে-রকম হলে না-যাওয়াটাই উচিত হবে তার জন্যে,' বললাম আমি।

খুব দ্রুত তাকালেন তিনি আমার দিকে। 'কী বললেন আপনি?'

'সে-রকম হলে সে বরং এখানেই থাকবে।'

স্থির দৃষ্টি ফেলে আমাকে দেখছেন তিনি। 'আপনি কি জানেন এটার প্রায় নিশ্চিত মানে?' জ্যাফে জিজ্ঞেস করলেন তীক্ষ্ণ স্বরে।

'হ্যাঁ, জানি,' বললাম। 'এটার মানে এই যে, একা একা মারা যাবে না সে।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি পড়া দেখতে লাগলেন তিনি। যখন ঘুরে দাঁড়ালেন, মনে হলো, মুখোশ পরে আছেন। 'আপনার বয়স কত?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'তিরিশ,' আমি উত্তর দিলাম। কিন্তু তিনি কী বোঝাতে চাইছেন, আমার ধারণায় এল না সেটা।

'তিরিশ,' এমন জোরের সাথে শব্দটি উচ্চারণ করলেন তিনি যে, মনে হলো, তিনি কথা বলছেন নিজের সাথে এবং আমার কথা কিছু বুঝতে পারেননি। 'কিছুদিনের মধ্যেই ষাট হবে আমার বয়স,' আমার দিকে না তাকিয়েই তিনি কথা বলছেন, 'কিন্তু আমি ও-রকম করতে পারতাম না। যদি আমি জানতামও যে, কোন আশা-ভরসা নেই—একদম হোপলেস, তবু চেষ্টা করতাম, সবদিক দিয়ে চেষ্টা করতাম সাধ্যমত।'

কোন কথা বললাম না আমি। তিনি হাসলেন মৃদু, 'আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি—এই শীতটা ওর খুব ভাল কাটবে।'

'শুধু এই শীতটা?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আশা করি, তার অসুখ অনেকটা কমে আসবে বসন্তকালে।'

'আশা করেন?' বললাম আমি। 'সেটার মানে কী?'

'সবকিছু,' উত্তর দিলেন জ্যাফে। 'সবকিছু। এরচে' বেশি কিছু এখন আপনাকে বলতে পারব না আমি। বাকিটা সম্ভাবনার ওপরে। ওখানে ওর কেমন কাটে, সেটা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে দেখা উচিত আমাদের। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, এই বসন্তে সে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারবে।'

'নিশ্চিত?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'আজ রাতেই রওনা দিচ্ছি আমরা,' বললাম আমি।

'আজ রাতেই?'

'হ্যাঁ। যেতেই যদি হয়, তাহলে আগামীকালের চেয়ে আজ যাওয়াই কি ভাল নয়। আমি নিয়ে যাব তাকে। কিছুদিন বাইরে থাকতে পারব আমি।'

মাথা নাড়লেন তিনি। আমি উঠে পড়লাম তাঁর সাথে হ্যাণ্ডশেক করে। দরজা পর্যন্ত পথটি মনে হলো অনেক দূর।

বিকেলে ফিরে এলাম বাসায়। স্যানাটোরিয়ামে ফোন করে সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলেছি ইতোমধ্যে। 'প্যাট,' দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বললাম আমি, 'আজ সন্ধের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারবে না?'

'আমাকে চলে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, প্যাট,' বললাম আমি। 'হ্যাঁ।'

'আমি একা যাব?'

'না, আমরা একসাথে যাচ্ছি।'

স্বাভাবিক রঙ ফিরে এল ওর মুখে। 'ক'টার মধ্যে তৈরি হতে হবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ট্রেন ছাড়বে রাত দশটায়।'

'তুমি কি এখন আবার বেরুবে কোথাও?'

'না, আমি তোমার সাথেই আছি।'

গভীরভাবে শ্বাস নিল ও। 'তাহলে তো সবকিছু কত সহজ, রবি,' বলল প্যাট। 'গোছগাছ শুরু করে দেব এখনই?'

'এখনও সময় আছে অনেক।'

'তবু এখনই করে রাখা যায়।'

'ঠিক আছে।'

নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে আমার সময় লাগল আধঘন্টা। তারপর ফ্রাউ জালেভ্স্কিকে গিয়ে জানালাম যে, আজ সন্ধেয় চলে যাচ্ছি আমরা। ভাড়া চুকিয়ে দিলাম নভেম্বরের শুরু পর্যন্ত। দীর্ঘ আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু আমি ফিরে এলাম খুব তাড়াতাড়ি।

'রবি, বাকি জিনিসগুলো কী করব আমরা? এই ফার্নিচারগুলো?'

'ফ্রাউ জালেভ্স্কিকে বলেছি এই কথা। এখান থেকে যতটা সম্ভব জিনিসপত্র নিয়ে রাখব আমার ঘরে, বাকিটা জমা রাখব রিমুভাল ফার্মে। তুমি ফিরে এলে ওগুলো আবার ফেরত নেয়া যাবে।'

'কবে ফিরব আমি?'

'বসন্তে,' উত্তর দিলাম আমি। 'তুমি যখন ফিরে আসবে, ততদিনে উজ্জ্বল রোদে বাদামী হয়ে যাবে চারদিক।'

বিকেলের আলো ফিকে হয়ে আসতেই গোছানো শেষ হলো আমাদের। অদ্ভুত এক দৃশ্য—আসবাবপত্র সব দাঁড়িয়ে আছে জায়গামতই, শুধু কাবার্ড আর ড্রয়ারগুলো ফাঁকা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবু হঠাৎ কেমন শূন্য মনে হলো ঘরটিকে।

প্যাট বসে আছে ওর খাটে। ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে। 'আলো জ্বালব?' জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নাড়ল প্যাট। 'না, এ-রকম থাক কিছুক্ষণ।'

ওর পাশে গিয়ে বসলাম আমি। 'সিগারেট খাবে?' প্রশ্ন করলাম।

'না, রবি। আমি শুধু এভাবে একটু বসে থাকতে চাই।'

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। রাস্তার আলোগুলোকে ঝাপসা, অস্পষ্ট মনে হচ্ছে বৃষ্টির ভেতরে। বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে গাছগুলো। নিচে, রোজা হাঁটছে আস্তে আস্তে। বগলের তলায় একটা বাক্স। এগিয়ে আসছে ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালের দিকে। সম্ভবত উল বোনার সরঞ্জাম নিয়ে আসছে সাথে করে। ফ্রিজি আর মারিয়ান আসছে তার পিছু পিছু। দু'জনেরই পরনে শাদা রঙের নতুন টাইট রেইনকোট।

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। প্যাটকে দেখতে পাচ্ছি না এখান থেকে। শুধু কানে আসছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

আটটা বাজে। হর্নের বিকট শব্দ হলো বাইরে। 'গোটফ্রীড এসেছে ট্যাক্সি নিয়ে,' বললাম আমি। 'এখন ডিনার করতে যাব আমরা।'

জানালার কাছে গিয়ে চিৎকার করে লেন্‌ত্‌সকে জানালাম যে, আসছি আমরা এখুনি। ছোট্ট পকেট ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে আমার ঘরে গিয়ে বের করলাম একটি রামের বোতল, এক গ্লাস দ্রুত ঢেলে দিলাম গলায়। তারপর আর্মচেয়ারে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম কার্পেটের দিকে। ওয়াশস্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে চিরুনি বোলালাম চুলে। আমি কী করছি, সেটা বুঝতে পারছি না নিজেই। হঠাৎ আয়নায় চোখে পড়ল আমার চেহারা। নিষ্প্রাণ এবং অস্বাভাবিক। ফিরে গেলাম প্যাটের কাছে।

'চলো, যাওয়া যাক,' বললাম আমি।

'চলো,' উত্তর দিল ও; 'কিন্তু আমি তোমার ঘরে যেতে চাই আরেকবার।'

'কেন?' বললাম আমি।

'তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো,' বলল ও। 'আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি লুকিয়ে দেখতে গেলাম, ও কী করছে সেখানে। দাঁড়িয়ে আছে ঘরের ঠিক মাঝখানটায়। চুপচাপ। ওকে আগে এ-রকম দেখিনি কখনও। মনে হলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। আমার দিকে চোখ পড়ল ওর। হাসল ও পরের মুহূর্তেই।

'চলো, যাই,' প্যাট বলল।

রান্নাঘরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ফ্রাউ জালেভস্কি। পরেছেন সিল্কের কালো পোশাক। 'দেখো,' কানে কানে বললাম প্যাটকে, 'তোমাকে জড়িয়ে ধরবেন তিনি।'

ফ্রাউ জালেভস্কির প্রশস্ত বুকে প্রায় হারিয়ে গেল প্যাট। চালু হয়ে গেল তাঁর সাইফন—জল পড়তে লাগল চোখ থেকে টপটপ করে।

'পার্ডন মী,' বললাম আমি, 'আমাদেরকে এক্ষুণি যেতে হবে।'

'এক্ষুণি?' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন ফ্রাউ জালেভস্কি। 'ট্রেন কি দু'ঘণ্টা ধরে ছাড়ে নাকি? আমার তো মনে হচ্ছে, বাচ্চা মেয়েটিকে কোন গুঁড়িখানায় নিয়ে যাবার প্ল্যান তোমাদের।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেসে উঠল প্যাট। 'না, ফ্রাউ জালেভ্স্কি। আরও অনেকের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে তো।'

'বাছা আমার—' আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়লেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি। 'আবার ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। এই ঘরটি তোমার জন্যে থাকবে সবসময়। এমনকি খোদ জার্মানীর সম্রাট থাকতে এলেও তুমি ফিরে আসার সাথে সাথে চলে যেতে হবে তাকে।'

'ধন্যবাদ, ফ্রাউ জালেভ্স্কি,' বলল প্যাট। 'সবকিছুর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাস দেখে ভাগ্য গণনার জন্যেও। আমি সব মনে রাখব।'

'শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো। কামনা করি, সুস্থ হয়ে ওঠো খুব তাড়াতাড়ি।'

'আচ্ছা,' বলল প্যাট। 'আসি তাহলে। বিদায়, ফ্রাউ জালেভ্স্কি। বিদায়, ফ্রিডা।'

আধা-অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে হালকা পা ফেলে নীরবে নামছে প্যাট। আমি ওর পিছু পিছু। আমার মনে হলো, যেন ছুটি ফুরিয়ে গেছে এবং এক ধূসর সকালে রেলস্টেশনে যাচ্ছি আমরা। আবার ফিরে যেতে হবে ফ্রন্টে।

লেন্ত্স খুলে ধরল ট্যাক্সির দরজা। 'সাবধানে,' বলল সে।

গাড়ি ভর্তি অসংখ্য গোলাপফুল। পেছনের সীটে স্তূপ করে রাখা লাল এবং শাদা গোলাপ। ক্যাম্পেড্রালের বাগান থেকে নিয়ে আসা—দেখে সেটা বুঝতে দেরি হলো না আমার। 'শেষবারের মত নিয়ে এলাম,' জানাল গোটফ্রীড। নিজের কৃতিত্বে খুশি, বোঝা যাচ্ছে। 'খুব ঝামেলা গেছে আজ। পাদ্রী ব্যাটার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জান খারাপ।'

'কোন পাদ্রী সেটা—শিশুসুলভ পরিষ্কার, নীল চোখওয়ালা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, সেটাই তো!' বলল গোটফ্রীড। 'সে-ই তো তোমার কথাও বলছিল। আসল ঘটনা টের পেয়ে খুব হতাশ হয়েছে ব্যাটা। তার ধারণা ছিল, পুরুষজাতির ভেতরে ধার্মিকের সংখ্যা বোধহয় বাড়ছে দিনকে দিন।'

'ধরে ফেলার পরও ফুল নিয়ে সে আসতে দিল তোমাকে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'তা-ই কি দেয়? অনেক পটাতে হয়েছে তাকে। শেষে তো সে নিজেই ফুল তুলে সাহায্য করল আমাকে।' ভাঁজ পড়ল গোটফ্রীডের লম্বা নাকে।

প্যাট হাসল। 'সত্যি?'

দাঁত বের করে হেসে বলল লেন্ত্স, 'অবশ্যই সত্যি। একজন পাদ্রী উঁচু উঁচু ডালের ফুলগুলো ধরার জন্যে লাফাচ্ছে—দৃশ্যটা যদি দেখতে! তবে স্পোর্টিং স্পিরিট আছে ব্যাটার। বলল, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ভাল ফুটবল খেলত।'

'একজন পাদ্রীকে চুরি করতে প্ররোচিত করেছ,' বললাম আমি, 'এর জন্যে কয়েকশো বছর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাকে। কিন্তু ওটো কোথায়?'

'অ্যাল্ফন্সের ওখানে বসে আছে ইতোমধ্যে। আমরা নিশ্চয়ই ওখানেই ডিনার করব?'

'অবশ্যই,' বলল প্যাট।

'চলো, যাওয়া যাক তাহলে।'

ডোরাকাটা প্যান্ট, মর্নিং কোট আর রূপালি-ধূসর রঙের টাই পরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল অ্যাল্ফন্স।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোন বিয়েতে যাচ্ছ, মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল লেনৃত্স।

'না, কিন্তু কখন কোন পোশাক উপযুক্ত, সেটা আমি জানি,' প্যাটের হাতে চুমু খেয়ে বলল অ্যাল্ফন্স।

দু'হাতে চোখ ঘষল লেনৃত্স, যেন ভূত দেখেছে। 'কড়া কিছু থাকলে জলদি লাগাও।'

হ্যান্স নামের ওয়েটারকে ডাক দিল অ্যাল্ফন্স। ট্রেতে করে গ্লাস নিয়ে এল সে। 'বলো, গোটফ্রীড, কী খাবে? অ্যাপেটাইজার হিসেবে কুমেলই বোধহয় সবচে' ভাল।'

'আমার চোখে আসল ভোদ্কা বেস্ট,' জানাল লেনৃত্স।

'ম্যাডাম,' অ্যাল্ফন্স ঘুরে তাকাল প্যাটের দিকে, '১৯১৬ সাল থেকে এই তর্ক চলে আসছে আমাদের। ও কোন যুক্তিও শুনতে রাজি না। যাই হোক: ওয়েলকাম অ্যাণ্ড গুড হেল্থ্।'

এক গ্লাস করে পান করলাম আমরা সবাই।

'কুমেল খেতে ভারী চমৎকার,' বলল প্যাট, 'ঠাণ্ডা পাহাড়ী দুধের মত।'

'আপনি সেটা লক্ষ করেছেন ভেবে ভাল লাগছে আমার। কুমেল এক্সপার্টের সংখ্যা আসলে কম।' কাউন্টার থেকে বোতলটি নিয়ে এল অ্যাল্ফন্স। 'আরও চলবে?'

'হ্যাঁ,' বলল প্যাট, 'আর একবার।'

অ্যাল্ফন্স ভরে দিল ওর গ্লাস।

খেয়ে নিয়ে প্যাট তাকাল আমার দিকে। ওর হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে বাড়িয়ে ধরলাম অ্যাল্ফন্সের দিকে। 'আমাকেও দাও আরেকবার।'

'এখন সবাইকে দেব আরও একবার,' বলল অ্যাল্ফন্স। 'তারপর আমরা লাল কফি আর আপেল সস্ দিয়ে খাব জাগৃড্ খরগোশ।'

'চীয়ার্স, প্যাট,' বললাম আমি। 'চীয়ার্স, ওল্ড কমরেড।'

উঠে দাঁড়াল কস্টার। 'আমার মনে হয়, এখন ওঠা উচিত।' ঘড়ির দিকে তাকাল সে। 'হ্যাঁ, এক্ষুণি রওনা দিতে হবে।'

'আর একটা কনিয়াক,' বলল অ্যাল্ফন্স। 'নেপোলিয়ন। স্পেশালি তোমাদের জন্যে এনেছি।'

কনিয়াকটি শেষ করলাম আমরা।

'বিদায়, অ্যাল্ফন্স,' বলল প্যাট। 'এখানে এসে এত ভাল লাগল!' অ্যাল্ফন্সের দিকে হাত এগিয়ে দিল ও।

সে তার বিশাল দুই থাবার মধ্যে শক্ত করে ধরল ওর হাত। 'যদি কোনকিছু করার থাকে—মুখ খুলে শুধু বলবেন একবার।' চূড়ান্ত অপ্রস্তুতভাবে সে তাকাল প্যাটের দিকে। 'আমাদের সাথে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন আপনি, জানেন, আমি সবসময় ভাবতাম, কোন মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব না।'

'ধন্যবাদ,' বলল প্যাট, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, অ্যাল্ফন্স। এরচে' সুন্দর কথা আর কী হতে পারে? আসি, অ্যাল্ফন্স। অল দ্য বেস্ট।'

'বিদায়। দেখা হবে শিগগিরই।'

কস্টার আর লেনৃত্স চলল আমাদের সাথে স্টেশন অবধি। যাবার পথে আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসার সামনে থামলাম একটু। নিয়ে এলাম কুকুরটিকে। মালপত্র ইতোমধ্যে নিয়ে এসেছে জাপ।

স্টেশনে পৌঁছুলাম ঠিক সময়মত। ট্রেন চলতে শুরু করতেই পকেট থেকে একটা বোতল বের করে আমার দিকে এগিয়ে ধরল লেন্‌ত্‌স। 'এই নাও, বব, জার্নির সময় খেয়ো।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি, 'তুমি নিজেই খেয়ো আজ রাতে। আমার সাথে আছে।'

'নাও না, বাবা,' বলল লেন্‌ত্‌স, 'তোমার কি কখনও বেশি হয়?' ট্রেনের সাথে সাথে দৌড়ুতে শুরু করল সে এবং বোতলটা ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। 'বিদায়, প্যাট!' চিৎকার করে বলল সে। 'টাকা-পয়সা ফুরিয়ে আমরা যখন নিঃস্ব হয়ে যাব, তখন সবাই মিলে হাজির হব তোমার সামনে। ওটো হবে স্কীয়ার, আমি হব ডান্সিং মাস্টার আর বব পিয়ানিস্ট। তোমাকে সাথে নিয়ে একটা ট্রুপ বানাব আমরা, আর হোটেল থেকে হোটেলে ঘুরে বেড়াব।'

দ্রুততর হলো ট্রেনের গতি। পেছনে পড়ে গেল লেন্‌ত্‌স। জানালা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়ে স্টেশন অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত হাত নাড়ল প্যাট। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। বিবর্ণ হয়ে গেছে ওর মুখ, চোখ দুটোয় জল জমে চক্‌চক্ করছে। ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'এসো, এখন একটু ড্রিঙ্ক করে নিই। ভীষণ শক্ত থাকতে পেরেছ তুমি আজ।'

'যদিও আমি নিজে সে-রকম ফীল করছি না।' হাসতে চেষ্টা করল ও।

'তাহিও না,' বললাম আমি। 'সে-কারণেই এখন একটু করে খাওয়া দরকার।'

ছোট্ট একটি কাপে কনিয়াক ঢাললাম ওর জন্যে।

আমার কাঁধে হেলান দিল প্যাট।

'তুমি অবশ্যই কাঁদবে না,' বললাম আমি। 'সারাদিন তুমি কাঁদোনি, দেখে কী যে ভাল লেগেছে আমার!'

'আমি তো কাঁদছি না,' উত্তর দিল ও। জল বেরিয়ে এল ওর চোখ থেকে।

'নাও, একটু খাও,' ওকে শক্ত করে ধরে বললাম। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল ও। 'হ্যাঁ, রবি। তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না এটা নিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না, কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকতে দাও আমাকে—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সারাদিন যথেষ্ট সহ্য করেছ তুমি। খুব শক্ত ছিলে। এখন কাঁদতে পারো যত খুশি।'

'না, রবি, শক্ত আমি ছিলাম না। তুমি তাহলে লক্ষ করোনি।'

'হয়তো বা,' বললাম আমি।

'আমার একদম সাহস নেই, রবি,' বলল প্যাট। 'আছে শুধু ভয়—ভীষণ ভয়।'

'ভয় আছে বলেই তো সাহসও আছে।'

'আহ্, রবি, ভয় জিনিসটা কী, তুমি সেটা জানো না,' বলল ও।

'জানি,' আমি বললাম।

দরজা খুলে গেল। ভেতরে এসে ঢুকল টিকেট কালেক্টর। টিকেট চাইল। আমি দিলাম। 'স্লীপার কি এই মহিলার জন্যে?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা নাড়লাম আমি।

'তাহলে আপনাকে স্লীপিং কারে যেতে হবে,' সে বলল প্যাটকে। 'এই টিকেট নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্য কম্পার্টমেন্টে থাকবার নিয়ম নেই।'

'ঠিক আছে।'

'আর এই কুকুরটিকে পাঠিয়ে দিতে হবে লাগেজ ভ্যানে,' জানাল সে। 'লাগেজ ভ্যানের ভেতরেই ডগ বক্স।'

'তা-ই হবে,' বললাম আমি। 'স্লীপিং কারটা কোথায়?'

'পেছন দিকে, তিন নম্বরটা। আর লাগেজ ভ্যানটা সামনে।'

চলে গেল সে।

'অর্থাৎ আলাদাভাবে থাকতে হচ্ছে আমাদের,' আমি বললাম। 'বিলিকে আমি লুকিয়ে চালান করে দেব তোমার কাছে। লাগেজ ভ্যানে গিয়ে কী করবে সে?'

নিজের জন্যে আমি স্লীপার নিইনি ইচ্ছে করেই। যেমন-তেমন করে একটি রাত কাটিয়ে দেয়া কোন ব্যাপারই নয় আমার কাছে। আর তাছাড়া, এভাবে সস্তা পড়েছে অনেক।

প্যাটের সব মালপত্র জাপ আগেই ঢুকিয়ে দিয়েছে স্লীপিং কারে। মেহগনি দিয়ে প্যানেল করা সুদৃশ্য কম্পার্টমেন্টে নিচের বার্থটি প্যাটের। ওপরের বার্থটি রিজার্ভ কি না, জিজ্ঞেস করলাম অ্যাটেণ্ড্যান্টকে।

'বুক্‌ড্,' জানাল সে, 'ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে।'

'ফ্রাঙ্কফুর্টে ক'টায় দিকে পৌঁছুব আমরা?' প্রশ্ন করলাম তাকে।

'আড়াইটায়।'

ফিরে গেল সে নিজের জায়গায়।

'আধ ঘণ্টার মধ্যেই কুকুরকে নিয়ে আসছি আমি এখানে,' প্যাটকে বললাম আমি।

'কিন্তু কী করে করবে এটা? অ্যাটেণ্ড্যান্ট তো কম্পার্টমেন্টেই থাকবে সব সময়।

'থাকুক, আমি ঠিক চলে আসব। দরজাটা শুধু লক কোরো না।'

অ্যাটেণ্ড্যান্টের পাশ দিয়ে হেঁটে ফিরে গেলাম আমি। চোখ তুলে সে একবার দেখল আমাকে। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই কুকুরটি নিয়ে নেমে এলাম প্ল্যাটফর্মে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম প্যাটের স্লীপিং কারের পাশের ক্যারেজের সামনে। অ্যাটেণ্ড্যান্ট বেরিয়ে এসে গল্প জুড়ে দিয়েছে গার্ডের সাথে। আমি চট করে ঢুকে পড়লাম সেই ক্যারেজে, তারপর করিডোর ধরে চলে এলাম স্লীপিংকারে, প্যাটের কাছে। দেখতেই পেল না কেউ।

শাদা রঙের টিলে একটা কোট পরেছে প্যাট। চোখ দুটো ঝক্‌ঝকে। অপূর্ব লাগছে ওকে।

'তুমি ঘুমুবে না?' বললাম আমি। 'শোবার জায়গাটি অবশ্য খুব সংকীর্ণ। তবু তুমি ঘুমাও। আমি পাশে বসে থাকব তোমার।'

'হ্যাঁ, কিন্তু—' ইতস্তত করছিল ও। আঙুল দিয়ে দেখাল গুপ্তধনের বাক্সের দিকে।

'ফ্রাঙ্কফুর্ট আসতে এখনও অনেক সময় বাকি,' বললাম আমি। 'তুমি ঘুমোও। আমি জেগে থেকে পাহারা দেব।'

ট্রেন ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছুবার কিছু আগে আমি ফিরে গেলাম আমার কম্পার্টমেন্টে। জানালার পাশে বসে চেষ্টা করলাম ঘুমুনোর। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্টে উঠল সিন্থুঘোটক মার্কা গোঁফওয়ালা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক লোক। একটা প্যাকেট খুলে খেতে শুরু করল সাথে সাথে। সে-কী খাওয়া, আর কী তার শব্দ! খাওয়াদাওয়া-পর্ব চলল তার পাক্কা এক ঘন্টা। তারপর গোঁফ মুছে সুবিধে মত একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুরু করল তার কনসার্ট। এমন কনসার্ট আমি জীবনে কখনও শুনিনি। এ-শুধু সাধারণ নাক-ডাকা নয়; রীতিমত গর্জন, আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস, গোঙানি এবং কান্নার জগাখিচুড়ি। এর একটা নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা খুঁজে ব্যর্থ হলাম আমি, এত বৈচিত্র্যময় সেটা! ভাগ্য আমার ভাল। সাড়ে পাঁচটায় নেমে গেল সে।

যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম, বাইরে সব শাদা। ভীষণ বরফ পড়ছে। যেন অপার্থিব এক আলোয় স্নান করছে আমাদের কম্পার্টমেন্ট। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। এখন বাজে প্রায় ন'টা। হাত-মুখ ধুয়ে শেভ করে নিলাম। প্যাটের কম্পার্টমেন্টে গিয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে ও। সজীব লাগছে ওকে।

'ঘুম ভাল হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মাথা নাড়ল ও।

'কোন জাতের পেত্নী পড়েছিল তোমার ওপরের বাঙ্কে?'

'কমবয়সী এবং সুন্দরী এক মেয়ে। নাম হেল্‌গা গুট্‌ম্যান, এবং সে-ও একই স্যানাটোরিয়ামে যাচ্ছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, রবি। কিন্তু তোমার ঘুম ভাল হয়নি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তোমাকে ভাল করে বিশ্রাম করতে হবে।'

'কফি,' বললাম আমি। 'কফি, সাথে চেরি ব্র্যাণ্ডি!'

ডাইনিং কারে গেলাম আমরা। হঠাৎ করে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল আবার। গতরাতে যতটা খারাপ লেগেছিল, তার অনেকটা কেটে গেছে।

হেল্‌গা গুটম্যান ইতোমধ্যে বসে আছে ওখানে। হালকা-পাতলা গড়ন, মনে হলো চটপটে।

'ওইদিকে দেখো,' কোণার একটা টেবিলের দিকে দেখাল প্যাট, 'ওই টেবিলের সবাই যাচ্ছে স্যানাটোরিয়ামে।'

'তুমি কোত্থেকে জানো সেটা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'গতবার যখন ছিলাম ওখানে, তখনই পরিচয় হয়েছিল সবার সাথে।'

কফি নিয়ে এল ওয়েটার। 'আমার জন্যে একটি চেরি ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসো,' বললাম আমি। আমাকে এখন একটু খেতেই হবে। সবকিছু কত সহজ মনে হচ্ছে এখন। অনেকে বসে আছে এখানে, যারা স্যানাটোরিয়ামে যাচ্ছে দ্বিতীয়বারের মত। অথচ কত স্বাভাবিক এবং সাবলীল তাদের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা—যেন বেড়াতে যাচ্ছে কোথাও। ভয় পাবার কোন অর্থই হয় না। প্যাট ঠিক ফিরে আসবে, ফিরে আসে যেমন আর সবাই। এতজন যাচ্ছে একসাথে, তারা জানে যে, আবার তারা ফিরে আসবে। তাদের সামনে থাকবে আরও একটি বছর। এক বছরে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। অতীত আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে স্বল্পকালীন মুনাফার জন্যে কাজ করার।

পড়ন্ত বিকেলে পৌঁছুলাম আমরা। পরিষ্কার আবহাওয়া। মসৃণ বরফের ওপরে ঠিকরে পড়ছে সূর্যের সোনালি আলো। কয়েক সপ্তাহ ধরে যে-রকম আমরা দেখেছি, তারচে' অনেক বেশি নীল এখানে আকাশ। অসংখ্য লোকের ভিড় স্টেশনে। হেল্‌গা গুটম্যানকে

www.BanglaBook.org

রিসিভ করল একজন সোনালি-চুল মহিলা এবং গ্লাস-ফোর চশমাওয়ালা দু'জন ছেলে। খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে, যেন বাড়ি ফিরে এসেছে অনেকদিন পর। 'আসি, দেখা হবে পরে,' আমাদের উদ্দেশে বলল সে।

লোকজন সব চলে গেলে ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। একজন পোর্টার এগিয়ে এল আমাদের দিকে। 'কোন হোটেলে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ভাস্তস্ত্রীডেন স্যানাটোরিয়ামে,' জানালাম আমি।

স্যানাটোরিয়ামটি পাশের গ্রামটির চেয়ে একটু উঁচুতে অবস্থিত। দীর্ঘ এক দালান, লম্বা এক সারি জানালা তাতে। প্রত্যেক জানালার সামনে একটি করে ব্যালকনি। ছাদের ওপরে একটি পতাকা উড়ছে বাতাসে। ভেবেছিলাম, হাসপাতাল-গোছের একটা কিছু হবে হয়তো। কিন্তু নিচ তলা দেখে অন্তত হোটেল হোটেল মনে হলো। হলের ভেতরে বেশ কয়েকটি ছোট টেবিল সাজানো। টেবিলগুলোর ওপরে চায়ের সরঞ্জাম।

অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করলাম আমরা। একজন বয়স্ক মহিলা জানালেন, ৭৯ নম্বর রুম প্যাটের। এক পরিচারক এসে নিয়ে গেল আমাদের মালপত্র। এই স্যানাটোরিয়ামে কয়েকদিনের জন্যে আমি একটি রুম পেতে পারি কি না, জানতে চাইলাম।

এপাশে-ওপাশে মাথা দোলালেন মহিলাটি। 'এই স্যানাটোরিয়ামে নয়। তবে অ্যানেক্সে পেতে পারেন?'

'অ্যানেক্সটি কোথায়?'

'ঠিক এটার সাথে লাগানো।'

'গুড,' বললাম আমি। 'ওখানে একটি রুম দিন আমাকে।'

নিঃশব্দ লিফটে চেপে দোতলায় উঠলাম আমি আর প্যাট। ওপরেই বরং অনেকটা হাসপাতাল হাসপাতাল ভাব। যদিও অনেক আরামদায়ক, সন্দেহ নেই—তবু হাসপাতাল তো! শাদা প্যাসেজ, শাদা দরজা, চারদিক ঝকঝকে-তকতকে। আমাদের দেখে এগিয়ে এল একজন সিস্টার। 'ফ্রাউলিন হলম্যান?'

'হ্যাঁ,' বলল প্যাট। 'উনআশি নম্বর রুম, তাই না?'

মাথা নাড়ল সিস্টার। সামনে এগিয়ে একটি দরজা খুলে ধরল। 'এটা আপনার রুম।' মাঝারি সাইজের উজ্জ্বল একটি ঘর। সন্ধেবেলার আলো প্রশস্ত জানালা দিয়ে গলে পড়েছে ঘরের ভেতরে। কোণায় এক টেবিলের ওপরে নীল ফুলদানীতে লাল রঙের তারাফুল। বাইরে বরফ জমে আছে পুরু হয়ে। মনে হচ্ছে, গ্রামটি যেন আশ্রয় নিয়েছে প্রকাণ্ড এক শাদা কম্বলের তলায়।

'তোমার পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম প্যাটকে।

এক পলক তাকাল ও আমার দিকে। তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

মালপত্র নিয়ে সেখানে হাজির হলো পরিচারকটি। 'আমাকে কখন পরীক্ষা করে দেখবে?' প্যাট প্রশ্ন করল সিস্টারকে।

'কাল সকালে। আপনি বরং সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ুন আজ। তাহলে ভাল বিশ্রাম হবে আপনার।'

প্যাট ওর কোট খুলে রাখল শাদা বিছানার ওপরে। নতুন টেম্পারেচার চার্ট ঝুলছে পাশেই।

'আজই কি কোনকিছু করতে হবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল প্যাট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা দোলাল সিস্টার। 'আজ নয়। কাল চেক-আপের পরেই জানতে পাবেন সব। চেক-আপ হবে সকাল দশটায়। আমি এসে নিয়ে যাব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ, সিস্টার,' বলল প্যাট।

নার্স চলে গেল।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা জমে উঠল ঘরে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে প্যাট। বাইরের ঔজ্জ্বল্যের বিপরীতে সম্পূর্ণ কালো মনে হচ্ছে ওর মাথা।

'তুমি কি ক্লান্ত?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

ঘুরে দাঁড়াল ও। 'না।'

'তোমাকে দেখে কিন্তু ক্লান্ত মনে হচ্ছে,' বললাম আমি।

'রবি, আমি ক্লান্ত অন্যভাবে। কিন্তু সেটার জন্যে যথেষ্ট সময় আছে আমার।'

'কাপড়-চোপড় বদলাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'নাকি, চলো, ঘণ্টাখানেকের জন্যে ঘুরে আসি নিচ থেকে। আমার মনে হয়, আগে ঘুরে আসাই ভাল।'

'হ্যাঁ,' বলল প্যাট, 'সেটাই ভাল।'

আবার শব্দহীন লিফটে করে নিচে নামলাম আমরা। হলে গিয়ে বসে পড়লাম ছোট্ট এক টেবিলে। কিছুক্ষণ পরে হেলগা গুটম্যান এল সেখানে তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে। খুব উৎফুল্ল লাগছে তাকে, একটু বেশি চঞ্চল যেন। তবু সে এখানে থাকবে এবং প্যাটের সাথে অনেকেরই চেনা-জানা আছে আগে থেকেই—ভেবে ভাল লাগল আমার। কারণ, এসব জায়গায় প্রথম দিনগুলোই সবচেয়ে কষ্টের হয়, কঠিন হয়।

ছয়

আমি ফিরে এলাম এক সপ্তাহ পরে। স্টেশন থেকে সরাসরি গেলাম ওয়ার্কশপে। সন্ধেবেলা, বৃষ্টি পড়ছে। মনে হচ্ছে, প্যাটকে ছেড়ে এসেছি এক বছর হলো।

কস্টার আর লেনৎস বসে ছিল অফিসে। 'একেবারে ঠিক সময় এসে পড়েছ,' বলল গোটফ্রীড।

'কেন, কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আগে ওকে ঘরে ঢুকতে দাও,' কস্টার বলল।

আমি ভেতরে এসে বসলাম।

'প্যাট কেমন আছে?' প্রশ্ন করল কস্টার।

'ভাল। যতটা ভাল থাকা সম্ভব। কিন্তু এখন বলো দেখি, কী ব্যাপার হয়েছে এখানে?'

ব্যাপারটা স্টুৎসকে নিয়ে। ওটাকে মেরামত করে সব ঠিকঠাক করে আমরা ডেলিভারি দিয়েছিলাম দিন পনেরো আগে। কস্টার গতকাল গিয়েছিল টাকা আনতে। কিন্তু গাড়িটির মালিক ইতোমধ্যে সর্বস্ব খুইয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে, এবং ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে গাড়িটিও দিয়ে দিতে হয়েছে তাকে।

'এটাতে অসুবিধে তো তেমন থাকার কথা নেয়,' বললাম আমি। 'ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে হবে আমাদের যাবতীয় লেন-দেন।'

'আমরাও তা-ই ভেবেছিলাম,' শুকনোভাবে বলল লেনৎস। 'কিন্তু গাড়িটা ইন্স্যুরড

www.BanglaBook.org

না।'

'শ্-শালা! তাই নাকি, ওটো?'

মাথা নাড়ল কস্টার। 'তথ্যটা জানা গেল মাত্র আজকে।'

'প্রয়োজনের সময় লোককে সাহায্য করে এই প্রতিদান,' গজগজ করে উঠল লেন্‌ত্‌স। 'এখন সামলাও চার হাজার মার্কের ধাক্কা! শালা, একেবারে পুরোটাই গচ্চা!'

'তাহলে এখন কী হবে, ওটো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমি আমাদের পাওনা দাবি করেছি গাড়ির মালিকের কাছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে কী আর করবে, দোকান বন্ধ করে দিতে হবে,' গোটফ্রীড মন্তব্য করল।

'তা-ই করতে হবে সম্ভবত,' স্বীকার করল কস্টার।

লেন্‌ত্‌স উঠে দাঁড়াল। 'ঘোর দুঃসময়ে এবং প্রতিকূল পরিবেশে মন-মেজাজের ধীর-স্থিরতা এবং সাহসী মুখভঙ্গি একজন সৈনিকের অলঙ্কার।' কাবার্ড থেকে এক বোতল কনিয়াক নিয়ে এল সে।

'এই বোতল শেষ করার পর বীরের মত চেহারা হতে হবে সবার,' বললাম আমি। 'মনে হচ্ছে, এটাই আমাদের সুদিনের সর্বশেষ বোতল।'

'বুঝলে, বৎস,' অবজ্ঞার সাথে বলল লেন্‌ত্‌স, 'বীরের মত চেহারা প্রয়োজন কঠিন সময়ে। কিন্তু এটা আমাদের হতাশার সময়। আর এখনকার জন্যে উপযুক্ত হচ্ছে কমিক চেহারা।' গ্লাস খালি করে ফেলল সে। 'আমি বরং গাড়ি দাবড়ে আসি একটু।'

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল সে ট্যাক্সির দিকে। কস্টার আর আমি বসেই রইলাম সেখানে।

'ভাগ্য খারাপ, ওটো,' বললাম আমি। 'বেশ কিছুদিন হলো, ভাগ্যটা ভাল যাচ্ছে না আমাদের।'

'আর্মিতে থাকার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা না কর' কিংবা উদ্বিগ্ন না হওয়া শিখেছি আমি,' উত্তর দিল কস্টার। 'আজ রাতে কী করবে, ঠিক করেছ?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'লটবহরগুলো আগে ঘরে পৌঁছুতে হবে।'

'আমি এখন ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটু বাইরে যাচ্ছি। তারপর চলে এসো "দ্য বারে"। আমি থাকব। আসবে?'

'অবশ্যই,' বললাম আমি। 'এছাড়া কী আর করার আছে?'

স্টেশন থেকে ট্রাঙ্ক নিয়ে ঘরে ফিরলাম আমি। দরজা খুললাম খুব সন্তর্পণে। কারুর সাথে কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই এখন। ফ্রাউ জালেভস্কিকেও এড়িয়ে আসতে পেরেছি। ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে রইলাম খানিকক্ষণ। টেবিলের ওপর পড়ে আছে কয়েকটা চিঠি আর কিছু দৈনিক পত্রিকা। চিঠি তো নয়, আমি নিশ্চিত জানি, সার্কুলার। কেউ চিঠি লেখে না আমাকে। তবে এখন থেকে একজন লিখবে, ভাবলাম আমি।

হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক বদল করলাম। ব্যাগটা খুললাম না। গেলাম না প্যাটের ঘরেও। ও-ঘরে নতুন কেউ আসেনি এখনও, সেটা আমি জানি। প্যাসেজে বেরিয়ে নিঃশব্দে নেমে এলাম নিচে।

ঢুকে পড়লাম ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালে—খিদে পেয়েছে বেশ। দরজার সামনেই আমাকে সম্ভাষণ জানাল ওয়েটার। 'ফিরে এসেছেন আপনি?'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'সবাই তো ফিরে আসে একদিন না একদিন।'

অন্যান্য মেয়েদের সাথে প্রকাণ্ড এক টেবিলে বসে আছে রোজা। তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্যাট্রলের মাঝামাঝি সময় এটা।

'রবার্ট!' বলল রোজা। 'একেবারে অচেনা লোক হয়ে গেছ তুমি।'

'আমাকে কোন প্রশ্ন কোরো না, রোজা,' বললাম আমি। 'সবচে' বড় কথা, আমি আবার এখানে।'

'এখন থেকে তোমার দেখা পাওয়া যাবে ঘন ঘন?'

'সম্ভবত।'

'তুমি ভেঙে পড়ো না, রবার্ট,' বলল সে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'পৃথিবীর একমাত্র নিশ্চিত সত্য সেটা।'

রোজা তাকাল আমার দিকে। 'একটা কিছু বাজিয়ে শোনাও না আমাদের,' বলল সে। 'বদলে যাক পরিবেশটা।'

'সবাই যখন আবার একসাথে হয়েছি, আমি বাজাব।'

বেশ কয়েকটি গান বাজালাম পিয়ানোর সামনে বসে। বাজাতে বাজাতে মনে পড়ল প্যাটের কথা। জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত ওকে থাকতে হবে স্যানাটোরিয়ামে। অতএব আমাকে এখন পয়সা উপার্জন করতে হবে আগের চেয়ে বেশি। আমার আঙুলগুলো যান্ত্রিকভাবে স্পর্শ করছে পিয়ানোর রীড। পাশের সোফায় বসে মহা আনন্দে বাজনা শুনছে রোজা। তার পাশে লিলি লক্ষ্যহীনভাবে তাকিয়ে আছে শূন্যের দিকে। মৃত মানুষের মত নির্জীব তার মুখ।

আধ ঘন্টা পরে চলে গেল সবাই। থাকল শুধু লিলি। মুখ তার এখনও পাথরের মত কঠিন।

ভিজে, অন্ধকার রাস্তায় আমি ঘুরতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। থেমে পড়লাম আচমকা। মনে হলো, প্যাটকে ছাড়া চলবে না আমার। শূন্য গোরস্থানের দিকে তাকালাম। প্যাটের চিঠি কি এসেছে? একেবারে অবাস্তব ব্যাপার—কোন সম্ভাবনাই নেই এখনও। তবু মন তো মানে না। রওনা দিলাম ঘরের দিকে।

দরজার মুখে দেখা ওরলভের সাথে। ওপেন কোটের নিচে পরেছে ড্রেস স্যুট। নাচতে যাচ্ছে হোটেলে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ফ্রাউ হ্যাসের কোন সংবাদ সে জানে কি না।

'না,' বলল সে। 'এখনও এখানে আসেননি তিনি। পুলিশের কাছেও যাননি। তাঁর না ফেরাই উচিত।'

'দ্য বারে' বসে ছিল ভ্যালেন্টিন, কস্টার আর ফার্দিনান্দ গ্রাউ। লেন্‌ৎস এল কিছুক্ষণ পরে। আমি ঢুকেই আধা বোতল রাম অর্ডার দিলাম। ভয়ঙ্কর খারাপ বোধ করছি এখনও।

ফার্দিনান্দ এক কোণায় বসে আছে উবু হয়ে। সব ধরনের পানীয় অবলীলায় গলায় ঢেলে এই অবস্থা তার এখন।

'কী খবর, বব?' আমার কাঁধ চাপড়ে বলল সে। 'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু হয়নি ফার্দিনান্দ,' উত্তর দিলাম আমি, 'আর সেটাই হয়েছে সমস্যা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক পলক তাকিয়ে রইল সে আমার দিকে।

'কিছু হয়নি?' বলল সে। 'একেবারেই কিছু না? যে-আয়নার ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে দেখো তুমি, সেখানেও কিছু নেই?'

'ব্র্যাভো,' দেঁতো হাসি হেসে চিৎকার করে বলল লেন্‌ত্স। 'মোস্ট অরিজিনাল, ফার্দিনান্দ।'

'গোটফ্রীড, তুমি চুপ করে থাকো,' ফার্দিনান্দ ঘুরে তাকাল লেন্‌ত্সের দিকে। 'তোমার মত রোমান্টিক ছেলে জীবনের কিনারে কিনারে অস্থিরভাবে উড়ে বেড়ায় ঘাসফড়িং-এর মত। সবকিছুই তুমি ভুলভাবে বোঝো, সন্তুষ্ট থাকো ভুল মানে নিয়েই এবং উল্লসিত হও সেটা থেকে। তুমি হলে গিয়ে লাইটওয়েট, তুমি "কিছুই না"-র কী জানো?'

'লাইটওয়েট হিসেবে তৃপ্ত থাকার জন্যে যতটা জানা দরকার,' বলল লেন্‌ত্স। 'সভ্য-ভব্য লোকেরা "কিছু না"-র প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়ে থাকে। ছুঁচোর মত সেটার মুলোচ্ছেদ করে না তারা।'

গ্রাউ তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'চীয়ার্স,' বলল গোটফ্রীড।

'চীয়ার্স,' বলল ফার্দিনান্দ। 'চীয়ার্স, ছিপি কোথাকার!' কথাটা আমাকে লক্ষ্য করে বলা।

দুটো গ্লাসই ফাঁকা হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

'ছিপি হতে কোন আপত্তি নেই আমার,' বললাম আমি গ্লাস খালি করে দিয়ে, 'ছিপি হলো সেই জিনিস, যার কাজ-কর্মে কোন ভুলচাল নেই এবং যার জন্যে সবকিছু ঠিকঠাকমত চলে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ফার্দিনান্দ। 'তুমি কি পালিয়ে পালিয়ে থাকতে চাও? বিট্রে করতে চাও আমাদের বন্ধুতুকে?'

'না,' বললাম আমি, 'কোনকিছুই বিট্রে করতে চাই না আমি।'

আবার সামনে ঝুঁকে এল সে। 'শোনো, তুমি হলে কয়েকজন হালকা চরিত্রের অসফল যুবকের একজন; যাদের ইচ্ছে উদ্দেশ্যবিহীন, যাদের লক্ষ্য অকেজো এবং অর্থহীন, ভালবাসা ভবিষ্যৎহীন, হতাশা কারণবিহীন।'

ইশারায় ফ্রেডকে ডাকল ফার্দিনান্দ। 'আরও কিছু ঢালো আমাকে।'

ফ্রেড একটি বোতল এনে রাখল টেবিলে। 'গ্রামোফোনটা চালু করে দেব?'

'না,' বলল লেন্‌ত্স। 'গ্রামোফোনটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে কয়েকটা বড় সাইজের গ্লাস নিয়ে এসো। তারপর ঘরের আলো অর্ধেক নিবিয়ে ফেলো।'

মাথা নাড়ল ফ্রেড। মাথার ওপরের লাইটগুলো অফ করে দিল সে। এখন জ্বলছে শুধু সাইড্‌ল্যাম্পগুলো।

সবার গ্লাস ভর্তি করে ঢালল লেন্‌ত্স। 'চীয়ার্স! কারণ, বেঁচে আছি আমরা, নিঃশ্বাস নিচ্ছি। কারণ, জীবন সম্পর্কে আমরা এতটা সচেতন যে, কোন অংশ থেকে শুরু করব সেটাই জানা নেই আমাদের।'

'ঠিক তাই,' বলল ফার্দিনান্দ। 'শুধু অসুখী লোকেরাই ভাল বোঝে সুখের মর্ম। সুখী লোকেরা হলো ম্যানিকিনের মত। তারা দেখায় যে, তারা সুখী। কিন্তু সুখ আসলে নেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের জীবনে। আলোর ভেতরে আলোকে উজ্জ্বল মনে হয় না, মনে হয় অন্ধকারে। এসো, সবাই একবার পান করি অন্ধকারের সম্মানে। জেনে রেখো, দশ হাজার আলোক-বর্ষ দূরে প্রদীপ্ত আলো ছড়াচ্ছে অসংখ্য তারা। যতক্ষণ সময় আছে, পান করো। দুঃখ দীর্ঘজীবী হোক, দীর্ঘজীবী হোক অন্ধকার।'

টইটুম্বুর করে গ্লাসে কনিয়াক ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে নিল সে।

রাম খেয়ে মাথা ঝিমঝিম করছে আমার। উঠে গেলাম ফ্রেডের অফিসে। ঘুমুচ্ছে সে। ঘুম থেকে টেনে তুলে ওকে লাগিয়ে দিলাম স্যানাটোরিয়ামে ফোন করতে।

'তুমি অপেক্ষা করতে পারতে,' বলল সে। 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে? আর এই সময়ে ফোন করাটা—'

পাঁচ মিনিট পরে বেজে উঠল টেলিফোন। স্যানাটোরিয়ামের লাইন পাওয়া গেছে।

'আমি ফ্রাউলিন হলম্যানের সাথে কথা বলতে চাই।'

'তিনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন ইতোমধ্যে।'

'তার ঘরে টেলিফোন নেই কোন?'

'না। আর তাছাড়া, আজকে বিছানা ছেড়ে ওঠা চলবে না তাঁর।'

'কেন, কিছু হয়েছে?'

'না। আগামী কয়েকদিন তাঁকে শুধু শুয়ে থাকতে হবে বিছানায়।'

'কোনকিছু হয়নি—আপনি সেটা নিশ্চিত জানেন?'

'না, না, কিছুই হয়নি। সবাইকে এভাবেই শুরু করতে হয়। দিন কয়েক বিছানায় শুয়ে থেকে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে তাঁকে।'

টেলিফোন রেখে দিলাম আমি। 'দেরিতে ফোন করেছ, তাই না?' ফ্রেড বলল।

'কেমন করে বুঝলে সেটা?'

সে তার ঘড়ি দেখাল আমাকে। 'বারোটা বাজতে চলল প্রায়।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'এই সময় ফোন করা মোটেও উচিত হয়নি আমার।'

টেবিলে ফিরে এসে চালিয়ে গেলাম মদ খাওয়া।

রাত দুটোয় উঠলাম আমরা। ভ্যালেন্টিন আর ফার্দিনান্দকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল লেন্ট্স। 'এসো,' কার্লের ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে কস্টার ডাকল আমাকে।

'আমি হেঁটেই যেতে পারব, ওটো,' বললাম আমি। 'সামান্যই তো পথ।'

সে তাকাল আমার দিকে। 'আমরা একটু ঘুরে বেড়াব এখন।'

'ওহ।' গাড়িতে উঠে বসলাম আমি।

'তুমি চালাও,' বলল কস্টার।

'নন্সেন্স। আমি চালাতে পারব না, অসম্ভব। আমি তো মাতাল।'

'তুমিই চালাবে। আর আমি তো পাশেই আছি।'

'ঠিক আছে,' স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে বললাম আমি। 'তুমি লক্ষ রেখো কিন্তু।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিতেই কেঁপে উঠল আমার হাতে-ধরা স্টিয়ারিং হুইল। রাস্তা, দু'পাশের ঘর-বাড়ি সব দুলছে আমার সামনে। বৃষ্টির ভেতরে তির্যকভাবে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রীট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ল্যাম্পগুলো।

'ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না, ওটো। গাড়ি নিয়ে আঘাত করে বসব হয়তো কোথাও।'

'ঠিক আছে, করো,' উত্তর দিল সে।

তার দিকে তাকালাম আমি। পরিষ্কার অভিব্যক্তি—উত্তেজিত এবং সতর্ক। রাস্তার দিকে নিবদ্ধ স্থির দৃষ্টি। সীটে ভাল করে হেলান দিয়ে বসে আমি আরও শক্ত করে চেপে ধরলাম স্টিয়ারিং। ভুরু দুটো সঙ্কুচিত করে দাঁতে দাঁত চেপে বসলাম। রাস্তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আমার চোখের সামনে।

'কোথায় যাবে, ওটো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সোজা চালিয়ে যাও।'

অলিগলি পেরিয়ে শহরের বাইরে হাইরোডে চলে এসেছি আমরা।

'বড় হেডলাইট জ্বালিয়ে দাও,' বলল কস্টার।

কংক্রিটের রাস্তার রঙ হয়ে গেল হালকা ধূসর। মিহি বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটা আমার মুখে আঘাত করছে পাথরখণ্ডের মত। বাতাস বেশ প্রবল। মেঘ উড়ে যাচ্ছে খুব নিচু দিয়ে। আমার চোখের পেছন থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল কুয়াশা। গাড়ির গর্জন আমার হাতের ভেতর দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে আমার শরীরে। গাড়ির ইঞ্জিন এবং সেটার ক্ষমতা অনুভব করতে শুরু করলাম। স্টিয়ারের প্রচণ্ড শব্দ দূর করে দিল আমার মগজের বোধশক্তিহীনতা, অসাড়তা। গ্রামের পথ ধরে ছুটে চলল কার।

'আরও জোরে চালাও,' বলল কস্টার।

গাছপালা এবং টেলিগ্রাফের খুঁটি পার হয়ে যেতে লাগল শাঁ শাঁ করে। একটি গ্রাম পেরিয়ে গেলাম প্রায় চোখের নিমেষে। দৃষ্টি এবং বোধ আমার এখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

কস্টার আমাকে পৌঁছে দিল বোর্ডিং হাউসে, ক্লান্ত লাগছে খুব, কিন্তু দূর হয়ে গেছে মনমরা ভাব আর বিষণ্ণতা।

সাত

নভেম্বরের শুরুর দিকে সাইট্রেন বিক্রি করে দিলাম আমরা। ওয়ার্কশপটি কিছুদিনের জন্যে হলেও চালানোর জন্যে টাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দিন দিন খারাপ হতে লাগল আমাদের অবস্থা। পেট্রল এবং ট্যাক্স বাঁচানোর জন্যে লোকজন শীতকালে গাড়ি চালায় কম। সাথে সাথে কমে আসে মেরামতির কাজের পরিমাণ। আমাদের যা উপার্জন, তা ওই ট্যাক্সি দিয়েই। কিন্তু সেটা তিনজনের জন্যে খুবই নগণ্য। সেই সময় ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালের মালিক চাকরির অফার দিল আমাকে—ডিসেম্বর মাস থেকে প্রতিদিন সন্ধেবেলা পিয়ানো বাজাতে হবে ক্যাফেতে। খুশি মনে মেনে নিলাম প্রস্তাবটি। ট্যাক্সির ভার চলে গেল কস্টার আর লেন্ৎসের ওপরে। আর এই নতুন কাজটি পেয়ে বেশ ভাল হয়েছে, সন্ধেবেলা ডুবে থাকতে হয় না বিমর্ষতায়, বিষণ্ণতায়।

প্যাট নিয়মিত লেখে আমাকে। আমি ব্যগ্র হয়ে থাকি ওর চিঠির প্রতীক্ষায়। কিন্তু ও কেমন আছে সেখানে, আমার কল্পনাতেও আসে না সেটা। ডিসেম্বরের নিষ্প্রভ দিনগুলোয়, যখন দুপুরবেলাতেও চারদিকে জাঁকিয়ে বসতে পারে না আলো, তখন এক

www.BanglaBook.org

একসময় মনে হয়, প্যাট হারিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে এবং শেষ হয়ে গেছে সবকিছু। মনে হয়, ও চলে যাবার পর পেরিয়ে গেছে অনন্তকাল। কিন্তু ও আর ফিরে আসবে না—সেটা ভাবতেও পারি না আমি।

ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালের মালিক আসন্ন ক্রিসমাসের আগের দিন সন্ধেয় ক্যাফে খোলা রাখার অনুমতি পেয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, বড়সড় একটা কার্নিভাল হবে। তাই ক্যাফে সাজানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সব মেয়ে। প্রধান ভূমিকা নিয়েছে রোজা। মারিয়ান আর কিকি সাহায্য করছে তাকে।

বিকেলে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার জন্যে শুয়ে ছিলাম বিছানায়। ঘুম যখন ভাঙল, অন্ধকার নেমে এসেছে। এখন সকাল নাকি রাত—ভাবতে হলো আমাকে এক মুহূর্ত। কী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ, মনে পড়ল না কিছুই। কিন্তু আমার মন পড়ে আছে অনেক দূরে, মনে হলো, আমার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল একটি কালো দরজা। কেবল তখনই টের পেলাম, কে যেন নক্ করছে দরজায়।

'কে?' বললাম আমি।

'আমি, হের লোকাম্প।'

ফ্রাউ জালেভ্স্কির গলা।

'আসুন,' বললাম আমি, 'দরজা খোলাই আছে।' ফ্রাউ জালেভ্স্কি দরজা খুলে দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনে প্যাসেজের হলুদ আলো।

'ফ্রাউ হ্যাসে এসেছে,' ফিসফিস্ করে বললেন তিনি। 'তাড়াতাড়ি এসো। আমি তাকে কিছু বলতে পারব না।'

'পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিন তাঁকে,' বললাম আমি।

'হের লোকাম্প!' দু'হাত নেড়ে বললেন তিনি। 'গোটা বোর্ডিংহাউসে কেউ নেই এখন। আমাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে। আফটার অল তুমি একজন খ্রীষ্টান।'

'আপনি যান,' খিটখিটে স্বরে বললাম আমি, 'আমি আসছি।'

কাপড়-চোপড় পরে বেরুলাম ঘর থেকে। ফ্রাউ জালেভ্স্কি অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে।

'তিনি কি এখনও জানেন না কোনকিছু?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

দু'পাশে মাথা দুলিয়ে ঠোঁটের ওপরে রুমাল চেপে ধরলেন ফ্রাউ জালেভ্স্কি।

'তিনি কোথায় এখন?'

'তার আগের ঘরে।'

রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় ঘামছে ফ্রিডা। 'যা একখানা হ্যাট আর ব্রোচ পরেছে না!'

ফ্রাউ জালেভ্স্কিকে আমি বললাম, 'এই রান্নাঘরের মেয়েটি যেন আড়ি পেতে না শোনে সবকিছু, আপনি লক্ষ রাখবেন।'

ফ্রাউ হ্যাসে দাঁড়িয়ে ছিলেন জানালার পাশে। তিনি অন্য কাউকে আশা করেছিলেন, এটা নিশ্চিত। যদিও ইচ্ছে ছিল না, তবু নিজের অজান্তেই আমার চোখ গেল তাঁর হ্যাট এবং ব্রোচের দিকে। ফ্রিডা ঠিকই বলেছে। পাখির পালক লাগানো হ্যাট এবং আকর্ষণীয় ব্রোচ। দেখতে তাঁকে খারাপ লাগছে না—অন্তত যত বছর তিনি এখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিলেন, তারচে' ভাল তো বটেই।

'ক্রিসমাসের আগের দিন সন্ধে পর্যন্ত নিশ্চয়ই ওভারটাইম করছে সে, তাই না?' তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন ফ্রাউ হ্যাসে।

'না,' বললাম আমি।

'তাহলে কোথায় সে? ছুটিতে?'

তিনি এগিয়ে এলেন আমার দিকে। পারফিউমের ঝাঁঝাল গন্ধ এসে লাগল আমার নাকে। 'আপনি কী চান তাঁর কাছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমার জিনিসপত্র নিতে এসেছি। আমার অনেক কিছুই তো পড়ে আছে এখানে।'

'সেটা নিয়ে আর ভাবতে হবে না আপনাকে,' বললাম আমি। 'সব জিনিসই এখন আপনার।'

আমার দিকে তাকালেন ফ্রাউ হ্যাসে।

'তিনি মারা গেছেন,' আমি জানালাম তাঁকে।

অন্যভাবে বললেই বোধহয় ভাল করতাম। কিছু প্রস্তুতি নিয়ে এবং ধীরে ধীরে। কিন্তু কীভাবে শুরু করা উচিত ছিল; আমি জানি না। তাছাড়া বৈকালিক ঘুমের কারণেই জমাট হয়ে আছে মাথাটা।

ফ্রাউ হ্যাসে দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের ঠিক মাঝখানে। আমি ভেবেছিলাম, কথাটি শুনে তিনি পড়ে যেতে পারেন। পড়লেন না তিনি। কেবল তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'তার মানে,' বললেন তিনি, 'তার মানে—' হ্যাটের পালকগুলো কাঁপছে। আচমকা আমি অনুভব করলাম, কী ঘটছে আমার সামনে। প্রসাধনচর্চিত, সুবাসিত মহিলাটি মুহূর্তের মধ্যে বয়স্কা হয়ে গেলেন, প্রতও কতের মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটার মত সময় আক্রান্ত করছে তাঁকে অস্বাভাবিক দ্রুততায়, প্রতিটি পল-অনুপল যেন এক একটি বছর। অনিশ্চিতভাবে হাঁটতে হাঁটতে তিনি চেয়ারের কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর এমন সন্তর্পণে বসলেন চেয়ারে, যেন ভেঙে যাবার ভয় করছেন তিনি। খুব পরিশ্রান্ত, আর বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে তাঁকে।

'কেমন করে ঘটল এটা?' প্রশ্নটা করার সময় ঠোঁটটি প্রায় কাঁপলই না তাঁর।

'ঘটেছে হঠাৎ করেই,' বললাম আমি। 'একেবারেই হঠাৎ।'

তিনি শুনছেন না আমার কথা। তাকিয়ে আছেন তাঁর হাতের দিকে। 'কী করব আমি?' বিড়বিড় করে বললেন। 'কী করব আমি এখন?'

আমি চুপচাপ অপেক্ষা করলাম খানিকক্ষণ। ভীষণ বিরক্ত লাগছে। 'আপনার নিশ্চয়ই এমন কেউ একজন আছে, যার কাছে আপনি যেতে পারেন,' শেষমেশ বলে বসলাম আমি। 'আপনি তো এখানে থাকবেন না। থাকতে চাইবেনও না—'

'সব বদলে গেছে এখন,' উত্তর দিলেন ফ্রাউ হ্যাসে। 'এখন আমি কী করব?'

'কিন্তু আপনার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ অপেক্ষা করছে। তার কাছে গিয়ে আলোচনা করুন এ-ব্যাপারে। আর ক্রিসমাসের পরে যাবেন পুলিশের কাছে। জিনিসপত্র সব তাদের কাছে। ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও। টাকাগুলো তুলতে হলে তাদের কাছে রিপোর্ট করতে হবে আপনাকে।'

'টাকা, টাকা,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'কিসের টাকা?'

'অল্প কিছু টাকা তিনি রেখে গেছেন—বারোশো মার্কের মত।'

www.BanglaBook.org

মাথা তুললেন তিনি। তাকালেন উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে। 'না,' চিৎকার করে উঠলেন; 'এটা সত্যি নয়!'

কোন উত্তর দিলাম না আমি। 'বলো, বলো যে এটা সত্যি নয়,' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

'হয়তো সত্যি নয়,' বললাম আমি। 'আবার হয়তো এমনও হতে পারে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি কিছু পয়সা-কড়ি জমিয়েছিলেন গোপনে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। হঠাৎ বদলে গেল তাঁর চেহারা। নড়াচড়া করছেন যন্ত্রের মত। আমার মুখের কাছে মুখ আনলেন তিনি।

'হ্যাঁ, এটা সত্যি,' ফিসফিস্ করে বললেন তিনি। 'আমি এতক্ষণে বুঝতে পারছি, এটা সত্যি। আমাকে এত দুর্দশার ভেতরে রেখে টাকা জমিয়েছিল সে। হ্যাঁ, আমি নেব, সব টাকা নেব। তারপর উড়িয়ে দেব এক রাতের মধ্যে, ছুঁড়ে ফেলে দেব রাস্তায়। এক পয়সাও রাখব না আমার কাছে। এক পয়সাও না।'

আমি চুপ করে রইলাম। যথেষ্ট করেছি আমি, তিনি জেনে গেছেন, হ্যাসে মারা গেছেন। এখন কী করা দরকার, সেটা তিনি বুঝবেন। হ্যাসে আত্মহত্যা করেছেন জানলে অবস্থা আরও খারাপ হবে তাঁর।

কাঁদতে শুরু করলেন তিনি। দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে অঝোর ধারায়। বিলাপ করতে করতে উঁচু স্বরে কাঁদছেন তিনি শিশুর মত। একটা সিগারেট খেতে পারলে খুব ভাল হত এখন। লোকজনের কান্না আমার সহ্য হয় না।

কান্না থামিয়ে চোখ মুছলেন তিনি। তারপর পাউডার বক্স বের করে আয়নায় না দেখেই পাউডার মাখলেন। বক্সটি রেখে দিয়ে বন্ধ করতে ভুলে গেলেন হাতব্যাগটি। 'আমি এর কিছু জানি না,' বললেন তিনি ভাঙা গলায়। 'আমি কিছু জানি না। স্বামী হিসেবে সম্ভবত খুব ভাল ছিল সে।'

'হুঁ, সেটা সত্যি।'

ক্রিমিন্যাল পুলিশ অফিসের ঠিকানা দিয়ে তাঁকে বললাম যে, আজ ওটা বন্ধ। আমার মনে হলো, আজ আর ওখানে না যাওয়াই উচিত তাঁর। আজকের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে।

ফ্রাউ হ্যাসে চলে যাবার পর বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ফ্রাউ জালেভস্কি। 'আমি ছাড়া আর কেউ কি ছিল না এখানে?' নিজের ওপরে রেগে গিয়ে বললাম আমি।

'আর ছিল শুধু হের জর্জ। কী বলল ফ্রাউ হ্যাসে?'

'কিছু না।'

'কিছু না বলে থাকলেই ভাল।'

'সবসময় বোধহয় ভাল নয়।'

'তার জন্যে বিন্দুমাত্র করুণা আমার হয় না,' তেজী গলায় ঘোষণা করলেন ফ্রাউ জালেভস্কি। 'বিন্দুমাত্রও নয়।'

'পৃথিবীতে সবচে' অপ্রয়োজনীয় জিনিস হলো করুণা,' খিটখিটে গলায় বললাম আমি। 'ক'টা বাজে এখন?'

'পোনে সাতটা।'

'সাতটার সময় ফ্রাউলিন হলম্যানকে ফোন করব আমি। কিন্তু কেউ যেন না শোনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্ভব সেটা?'

'হের জর্জ ছাড়া আর কেউ নেই আশেপাশে। ফ্রিডাকে আমি ইতোমধ্যে কাজে পাঠিয়েছি এক জায়গায়। আর চাইলে তুমি টেলিফোনটা রান্নাঘরে নিয়ে যেতে পারো। তার বেশ লম্বা আছে।'

'গুড।'

সাতটার সময় কল বুক করলাম প্যাটকে। সাতটার পর থেকে টেলিফোন ফী অর্ধেক। অতএব দ্বিগুণ সময় কথা বলা যাবে। রান্নাঘরে টেলিফোন নিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই আমার। হ্যারিকট বীনের গন্ধ যেখানে। সেটার সাথে যুক্ত করতে চাই না প্যাটকে।

লাইন পাওয়া গেল পনেরো মিনিট পরে। প্যাটের উষ্ণ, ভরাট এবং কিছুটা যেন দ্বিধাগ্রস্ত গলার স্বর শুনে এত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে, কথা বলতে পারছিলাম না ঠিকমত। এ যেন এক ধরনের শিহরণ, শরীরে উষ্ণ রক্তের দ্রুত সঞ্চালন—ইচ্ছেশক্তির সব প্রচেষ্টা, উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়ে যায় যার সামনে।

'মাই গড, প্যাট,' বললাম আমি, 'এটা তুমি কথা বলছ?'

'আমি ছাড়া আর কে, রবি? তুমি কোথায় এখন, অফিসে?'

'না, ফ্রাউ জালেভ্স্কির ঘরে। কেমন আছ তুমি?'

'ভাল।'

'বিছানা ছেড়ে উঠেছ?'

'হ্যাঁ, ঘরের জানালার পাশে বসে আছি এখন। পরেছি শাদা রঙের বাথিং ড্রেস। বরফ পড়ছে বাইরে।'

আমি ওকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম চোখের সামনে। দেখলাম ওর কালো চুল, ঋজু কাঁধ—সামনের দিকে একটু ঝুঁকে-পড়া।

'বিশ্বাস করো, প্যাট,' বললাম আমি, 'শুধু টাকার প্রবলেম। নইলে আজই সন্ধেয় চড়ে বসতাম প্লেনে, সকাল হবার আগেই পৌঁছে যেতাম তোমার কাছে।'

ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল প্যাট, তারপর চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

'তুমি এখনও লাইনে আছ তো, প্যাট?'

'হ্যাঁ, রবি। কিন্তু এ-রকম কথা তুমি আর বলবে না কখনও। শুনলে খুব অস্থির লাগে আমার।'

'আমারও কি লাগে না!' বললাম আমি। 'তুমি কী করে এখানে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলো আমাকে।'

বলতে শুরু করল প্যাট। কিন্তু আমি শুনছিলাম না ওর কথা, শুনছিলাম শুধু ওর কণ্ঠস্বর। যেন খুলে গেল একটি দরজা, উষ্ণতা আর আলোর তরঙ্গ ঢুকে পড়ল সেদিক দিয়ে—শান্ত এবং উজ্জ্বল—স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা এবং যৌবনে পরিপূর্ণ।

শেষ হলো ওর কথা। আমি শ্বাস নিলাম গভীরভাবে। 'কী যে ভাল লাগল, প্যাট, তোমার সাথে কথা বলে! আজ সন্ধেয় কী করছ তুমি?'

'ছোটখাট একটা পার্টি আছে আজ। আটটার সময় শুরু হবে।'

'কোন কাপড়টা পরবে? রূপালিটা?'

'হ্যাঁ, রবি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কার সাথে যাচ্ছ?'

'কারও সাথেই না। পার্টিটা স্যানাটোরিয়ামের ভেতরেই। এখানে তো আমরা সবাই চিনি একে অপরকে।'

'ওই রূপালি পোশাক পরে আমার সঙ্গে প্রতারণা না করাটা কঠিন হবে তোমার জন্যে।'

হাসল প্যাট। 'না, রবি। আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই পোশাকে।'

'আমারও আছে। কিন্তু তোমার কাছে আমি বিস্তারিত জানতে চাই না। চাইলে প্রতারণা করতে পারো আমার সাথে। আমি সেটা জানতে চাইব না। পরে, যখন তুমি ফিরে আসবে, সেটা তখন স্বপ্ন হয়ে থাকবে তোমার কাছে—অতীত এবং বিস্মৃত।'

'আহ্, রবি,' আস্তে আস্তে বলল ও, 'তোমার সাথে প্রতারণা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তোমার কথা এত বেশি ভাবি আমি! তুমি তো জানো না—এখানে থাকাটা কী ধরনের ব্যাপার। এটা যেন সুন্দর এক জেলখানায় অবরুদ্ধ থাকা। যখন তোমার ঘরের কথা মনে পড়ে আমার, তখন বুঝতে পারি না, আমি কী করব। স্টেশনে গিয়ে বসে থাকি, দেখি ট্রেনের আসা-যাওয়া। মনে হয়, কোন এক কম্পার্টমেন্টে চড়ে বসতে পারলেই তোমার কিছুটা কাছে যেতে পারব। মাঝে-মাঝে নিজেই নিজের কাছে ভান করি, যেন কাউকে রিসিভ করতে এসেছি স্টেশনে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরলাম আমি। ওকে এ-রকম কথা বলতে শুনিনি আর কখনও। চোখের দৃষ্টি দিয়ে, অভিব্যক্তি দিয়ে ও এসব অনুভূতি প্রকাশ করে সবসময়।

'প্যাট, আমি একসময় তোমাকে দেখতে আসব,' বললাম আমি।

'সত্যি, রবি?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত জানুয়ারির শেষের দিকে।'

কিন্তু কথাটা বললেও আমি জানি, ওই সময় যাওয়া সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। কারণ, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে স্যানাটোরিয়ামের দেনা মেটানোর জন্যে টাকা সংগ্রহ শুরু করতে হবে আমাদের। তবু কথাটি ওকে বললাম, যাতে কোনকিছু কল্পনা করার কিংবা কোন চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকার উপকরণ পায় ও। আর এই পরিকল্পনা বাতিল করার সংবাদ ওকে জানানো কঠিন হবে না আমার জন্যে।

'গুড-বাই, প্যাট,' বললাম আমি। 'শরীরের দিকে নজর রেখো। হাসি-খুশিতে থেকো, তাহলে আমারও ভাল লাগবে।'

'হ্যাঁ, রবি, আমি এখন সুখী।'

জর্জকে সাথে নিয়ে গেলাম ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালে। চেহারাই পাল্টে গেছে ক্যাফেটির। ক্রিসমাস ট্রী জ্বলজ্বল করছে এক কোণে। নকল অলঙ্কার পরে সেজেগুজে এসেছে বারবনিতারা। টেবিলের চারপাশে বসে অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে।

অনুষ্ঠান শুরু হলো। বারের পাশে এসে বসলাম আমি। সিগারের ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে পুরো ক্যাফে। কনিয়াক খাওয়া চলছে মহাসমারোহে। ফিসফিস করে কথা বলছে সব মেয়েরা।

'কী ব্যাপার তোমাদের?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এখন সবাই আমরা উপহার পাব,' উত্তর দিল মারিয়ান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এই ব্যাপার!' আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম, প্যাট কী করছে এই মুহূর্তে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল স্যানাটোরিয়ামের হল, জানালার পাশে এক টেবিলে বসেছে প্যাট, ওর সাথে বসেছে হেলগা শুটম্যান এবং আরও কয়েকজন—যাদের আমি চিনি না। কী অসম্ভব দূরে ও এখন!···মাঝে-মধ্যে মনে হয়, একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখব, যত দুশ্চিন্তা-অশান্তি, অস্থিরতা ছিল—সবকিছু দূর হয়ে গেছে, ভেসে গেছে, ডুবে গেছে। কোনকিছু নিশ্চিত নয় এই পৃথিবীতে—এমনকি স্মৃতিও।

বেল বেজে উঠল। খাবার সময় এক ঝাঁক মুরগি যেমন ছুটে যায়, মেয়েরাও তেমনি বেল শুনে ছুটে গেল রোজার কাছে। হাতের ইশারায় রোজা আমাকেও ডাকল।

বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপরে টিস্যু পেপার দিয়ে ঢাকা অনেকগুলো প্লেট, প্রত্যেকটা প্লেটের ওপরে ছোট্ট কাগজে নাম লেখা, তার নিচে রাখা উপহার—মেয়েরা দেবে একে অপরকে। রোজাই সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেক মেয়ে অন্য সবার জন্যে উপহার কিনে যত্ন করে কাগজে মুড়ে জমা দিয়েছে রোজাকে। আর সে এখন সেগুলো বিলি করছে সবার মধ্যে।

মেয়েরা সব টগবগ করছে উত্তেজনায়। প্যাকেটের ভেতরে কী আছে দেখবার জন্যে ফেটে পড়ছে শিশুসুলভ কৌতূহলে।

'তুমি দেখতে চাও না—কী আছে তোমার প্যাকেটে?' জিজ্ঞেস করল রোজা।

'কিসের প্যাকেট?'

'তোমার প্যাকেট। তোমার জন্যেও তো উপহার আছে এখানে।'

সত্যিই তো! একটা কাগজে লাল এবং কালো কালি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে আমার নাম লেখা। আপেল, বাদাম, কমলা—রোজা দিয়েছে নিজের হাতে বোনা একটি পুলওভার, আর্টিফিসিয়াল সিল্কের একজোড়া মোজা দিয়েছে কিকি, ভ্যালী দিয়েছে চামড়ার বেল্ট, অর্ধেকবোতল রাম পেয়েছি ক্যাফের ওয়েটার অ্যালোইসের কাছ থেকে, মারিয়ান, লিনা আর মিমি দিয়েছে ছুটি কমল

'একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা,' বললাম আমি

'রীতিমত সারপ্রাইজ, তাই না?' রোজা জানতে চাইল

'পুরোপুরি।'

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ব্যাপারটি স্পর্শ করেছে আমাকে গভীরভাবে।

'শোনো সবাই,' বললাম আমি, 'তোমরা কি জানো, সর্বশেষ কবে আমি ক্রিসমাসে উপহার পেয়েছিলাম? আমার মনেও পড়ে না সেটা। তবে যুদ্ধের আগে, এটা নিশ্চিত। এখন তোমাদের দেবার মত কিছুই নেই আমার কাছে।'

কথাগুলো আমার মুগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ।

'কিন্তু তুমি তো আমাদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনাও,' লিনা বলল।

'হ্যাঁ, একটা কিছু বাজাও এখন, সেটাই হবে আমাদের জন্যে তোমার উপহার,' রোজা বলল।

'তোমাদের যা যা পছন্দ,' বললাম আমি, 'সব বাজিয়ে শোনাব।'

'শৈশব নিয়ে বাজাও না একটা কিছু,' অনুরোধ করল মারিয়ান।

'না, আনন্দদায়ক একটা কিছু,' প্রতিবাদ জানিয়ে বলল কিকি।

পিয়ানোর সামনে বসে বাজাতে শুরু করলাম আমি। গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করল সবাই:

'সুদূর শৈশব থেকে আমার কাছে ভেসে আসে একটি সঙ্গীত···
হায়, কত দূরে এখন সেই আবাসভূমি, যা একদা ছিল
আমার···যখন প্রথম বিদায় নিয়েছিলাম—মনে হয়েছিল
কত পূর্ণ এই পৃথিবী, যখন ফিরে এলাম—
হারিয়ে গেছে সবকিছু···'

রাত এগারোটার দিকে এল কস্টার এবং লেনৎস। বেশ খানিকটা সময় আমরা কাটালাম একসাথে।

'ওটো,' বললাম আমি, 'যদি তোমাকে আবার জীবন যাপনের সুযোগ দেয়া হয়, তুমি কি নেবে সেই সুযোগ?'

'ঠিক আগের মত জীবন?'

'হ্যাঁ।'

'না।'

'আমিও না,' বললাম আমি।

আট

জানুয়ারির শীতের রাত। ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালে প্রোপাইটারের সাথে তাস খেলছি বসে বসে। ক্যাফে একেবারে জনশূন্য। বারবনিতারাও আসেনি আজ। শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া খুব অশান্ত। থেকে থেকেই রাস্তায় মিলিটারিদের মার্চ-পাস্টের শব্দ, তারপর নিস্তব্ধতা আবার। রুটি এবং রুজির নিশ্চয়তার দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ডসহ দীর্ঘ মিছিল এগিয়ে যায় রাস্তা ধরে। বিকেলের দিকে পুলিশ এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘর্ষও হয়ে গেছে এক দফা, আহত হয়েছে বারো জন। বুক-কাঁপানো শব্দে অসংখ্য অ্যাম্বুলেন্স যাতায়াত করেছে রাস্তা ধরে।

'কোথাও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই,' বলল প্রোপাইটার। 'যুদ্ধের পর থেকে এই একই অবস্থা দেখে আসছি। অথচ যুদ্ধ করেছিলাম শান্তি চেয়েছিলাম বলেই। উন্মত্ত পৃথিবী!'

'পৃথিবীটা উন্মত্ত নয়,' বললাম আমি। 'উন্মত্ত হলো পৃথিবীর লোকজন।'

হাই তুলল ক্যাফের মালিক, তারপর তাকাল ঘড়ির দিকে। 'প্রায় এগারোটা। ওঠা যাক। ক্যাফেও বন্ধ করে দিই। আজ আর আসবে না কেউ।'

'না, আসছে কে যেন,' জানাল ওয়েটার অ্যালোইস।

দরজা খুলে গেল। কস্টার। 'বাইরের নতুন কোন খবর আছে, ওটো?'

মাথা নাড়ল সে। 'বেকেন্সিয়াতে প্রচণ্ড মারপিট হয়েছে। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে দু'জন, আরও বেশ কয়েকজন সামান্য আহত। প্রায় শ'খানেক লোককে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। দক্ষিণদিকে গোলাগুলি হয়েছে। একজন পুলিশ মরেছে। এ তো কেবল শুরু। জনসভাগুলো ভাঙলে শুরু হবে আসল খেল। তুমি কি এখানেই থাকবে?'

'না,' বললাম আমি। 'আমরা ক্যাফে কেবল বন্ধ করে দেব ভাবছিলাম।'

'তাহলে চলো আমার সাথে।'

মালিকের দিকে তাকালাম। মাথা নাড়ল সে। 'আসি, দেখা হবে,' বললাম আমি।

www.BanglaBook.org

'এসো,' অলসভাবে উত্তর দিল সে। 'সাবধানে থেকো।'

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

'গোটফ্রীডকে পাওয়া যাচ্ছে না,' বলল কস্টার। 'একটা মীটিং-এ গেছে ও। শুনলাম, মীটিংগুলোয় আজ গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। ভাবতে পারো, যে-কোন কিছু হতে পারে। সবচে' ভাল হয় মীটিং ভাঙার আগেই ওকে পাকড়াও করতে পারলে। ওর আবার যা মাথা গরম!'

'ও কোন মীটিং-এ গেছে, তুমি জানো সেটা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ঠিক জানি না অবশ্য। তবে আজকের তিনটে মীটিং-এর যে কোন একটায় পাওয়া যাবেই ওকে। খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে না, ওর হলদেটে চুল দেখে চেনা যাবে দূর থেকেই।'

'গুড।' প্রথম মীটিং-এর পাশে কার্লকে দাঁড় করালাম আমরা।

রাস্তার ওপরে লরিভর্তি পুলিশ। বন্দুকের ব্যারেল চক্‌চক্ করছে স্ট্রীটল্যাম্পের আলোয়। জানালায় জানালায় ঝুলছে রঙিন ব্যানার। ঢোকার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেশকিছু ইউনিফর্মধারী লোক। বয়সে সবাই তরুণ।

দুটো টিকেট কিনে মেম্বারশিপ কার্ড সংগ্রহ করে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। লোকে লোকারণ্য। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা চারদিকে, প্রয়োজনে যাতে হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীকে সহজে শনাক্ত করা যায়। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। কস্টার সবার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে ধীরে ধীরে।

গাট্টাগোট্টা একজন লোক কথা বলছে স্টেজে দাঁড়িয়ে। গম্ভীর, স্পষ্ট গলা তার, হলের শেষ প্রান্ত থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায়। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কথা বলছে সে। মনোযোগ দিয়ে না শুনলেও কথার সারমর্ম বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ, কথাগুলো সহজবোধ্য। হঠাৎ উঁচুতে উঠে গেল তার গলা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে জনতার উদ্দেশ্যে বলছে দারিদ্র্যের কথা, দুর্দশার কথা, বেকারত্বের কথা। কথাগুলো সবারই জানা। তবু বক্তা আবেগে আপ্লুত করে তুলল সবাইকে, ক্রোধ সঞ্চারিত করল তাদের ভেতরে, তারপর এক অঙ্গীকার করল উত্তেজিত গলায়: 'এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। এসব পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

কানফাটা হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল দর্শকরা, চিৎকার করছে সবাই, যেন তারা সবকিছু বদলে ফেলেছে ইতোমধ্যে। বক্তা সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মুখ। তারপর শুরু হলো একের পর এক প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতির বৃষ্টি নামল যেন, শ্রোতারা দিব্যচোখে দেখল তাদের গড়ে নেয়া স্বর্গ,—এ যেন এক ধরনের লটারি, যেটাতে হেরে যাওয়া বলে কিছু নেই, সবাই বিজয়ী, শ্রোতারা সবাই খুঁজে পেল তাদের সুখ, আনন্দ, ব্যক্তিগত অধিকার এবং ব্যক্তিগত প্রতিশোধ।

দর্শকদের দিকে তাকালাম আমি। সব ধরনের লোক আছে—কেরানী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, সরকারী চাকুরে, শ্রমিক এবং অসংখ্য মহিলা। সবাই হেলান দিয়ে বসে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে বক্তার দিকে। মজার ব্যাপার এই যে, এত বিভিন্ন ক্যাটাগরির লোক বসে আছে এখানে, অথচ সবার অভিব্যক্তি হুবহু একরকম। শূন্য তাদের দৃষ্টি, তবু এক ধরনের ব্যাকুল প্রত্যাশা ধুয়ে-মুছে দিচ্ছে সবকিছু—সমালোচনা, সন্দেহ, বৈসাদৃশ্য,

www.BanglaBook.org

প্রশ্নাবলী, বর্তমান এবং বাস্তবতা। বক্তা সবজান্তা, সব প্রশ্নের উত্তর আছে তার কাছে, যে-কোন প্রয়োজনে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আস্থা পোষণ করার মত কাউকে পেয়ে সবাই খুশি। তাদের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, এমন একজনকে সহজে বিশ্বাস করেও আনন্দ।

কস্টার খোঁচা দিল আমাকে। লেন্‌ত্‌স নেই সেখানে। চোখ দিয়ে ইশারা করল সে বাইরে যেতে। আমরা বেরিয়ে এলাম। দরজার সামনে দাঁড়ানো তরুণেরা সন্দেহজনক চোখে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

গাড়ি চালিয়ে বেশ কয়েকটি রাস্তা পার হতেই দ্বিতীয় মীটিং পড়ল সামনে। একদম অন্য ব্যানার, অন্য ইউনিফর্ম; তবে অন্যান্য ব্যাপারগুলো একই রকম—সেই একই ধরনের দর্শক, একই অভিব্যক্তি, একই ধরনের সতর্কতা।

'চলো,' চারদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে কস্টার বলল। 'এখানেও নেই সে। তাকে অবশ্য এখানে খুব একটা আশাও করিনি আমি।'

গাড়িতে ফিরে এলাম আমরা। নির্মল, ঠাণ্ডা বাতাস। রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলল কার্ল।

'আমার মনে হয়,' বলল কস্টার, 'কার্লকে সামনে কোথাও দাঁড় করিয়ে রেখে বাকি পথটা হেঁটে যাওয়া উচিত। লোকজনের কম চোখে পড়ব তাহলে।'

একটি পাবের বাইরে গাড়িটি পার্ক করলাম আমরা। নামলাম গাড়ি থেকে। নোংরা চেহারার বিশাল এক দালান আমাদের সামনে। দালানটির নিচতলায় গোটাকয়েক দোকান, একটা বেকারি, ধোপার গুদাম। বাড়িটির সামনে রাস্তায় দুটো লরি ভর্তি পুলিশ। পেছনদিকের কোর্টইয়ার্ডে কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো একটি স্ট্যাণ্ড, তার সামনে একটি টেবিলে রাখা প্রচুর কাগজপত্র, পাগড়ি মাথায় এক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। তার মাথার ওপরে সাইনবোর্ড ঝুলছে: 'জ্যোতিষবিদ্যা। হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনা করা হয়। নিজের ভবিষ্যতের কথা জানুন। আপনার রাশিফল জানুন।' একগাদা লোক ভিড় করে আছে তার চারপাশে। ছেলেটি বক্তব্য রাখছে সমবেত লোকদের উদ্দেশে, আর সবাই নীরবে তাকিয়ে আছে তার দিকে—সেই একই অন্যমনস্ক, আনমনা, অলৌকিক-ঘটনা-প্রত্যাশী দৃষ্টি সবার, যেমনটি আমরা একটু আগে দেখলাম জনসভাগুলোয়।

'ওটো,' কস্টারকে বললাম আমি, 'লোকগুলো আসলে রাজনীতি চায় না। তারা চায় একটি বিকল্প ধর্ম।'

চারদিকে তাকাল সে। 'অবশ্যই। তারা আবার একটা কিছুতে বিশ্বাস করতে চায়। কী সেটা—তা আসলে কোন ব্যাপারই নয়। আর এই কারণেই সবাই এত গোঁড়া যে-কোন ব্যাপারে।'

একটু দূরেই চলছে মীটিং। হলের সবগুলো জানালাই আলোকিত। হঠাৎ ভেতর থেকে কোলাহল শোনা গেল। ঠিক সেই সময়, যেন ঠিক সিগন্যালমাফিক, জ্যাকেট-পরা কয়েকজন তরুণ বেরিয়ে এল অন্ধকারের ভেতর থেকে। হলের জানালার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল তারা গেটের দিকে। সবচেয়ে আগের জন প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'এরা হলো ঝটিকা-বাহিনী,' বলল কস্টার। 'এসো, দেয়ালের সামনে রাখা বীয়ারের ব্যারেলগুলোর পেছনে লুকোই গিয়ে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রচণ্ড চিৎকার এবং হট্টগোল শুরু হলো হলের ভেতরে। ঠিক পরের মুহূর্তে কাচ ভেঙে গেল একটি জানালার, সেদিক দিয়ে উড়ে এসে পড়ল একজন। দরজা খুলে হুড়মুড় করে বেরুতে লাগল সবাই। যারা সামনে, তারা ভয়ে কাঁপছে রীতিমত। আর পেছনের সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তাদের ওপরে। চেয়ারের পায়া এবং বীয়ারের গ্লাস দিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল ভেতরে।

তুমুল মারামারির ভেতরে আমরা দেখলাম, আমাদের ঠিক তিন গজ সামনে লেন্‌ত্‌সের হলদেটে চুল মুঠি করে ধরে রেখেছে এক বয়স্ক সৈনিক।

এক লাফ দিয়ে কস্টার ছুটে গেল সেদিকে। সৈনিকটি ছেড়ে দিল গোটফ্রীডকে তাকে কলার ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতে লাগল কস্টার।

লেন্‌ত্‌স বাধা দিতে লাগল। 'ওটো, আমাকে ছেড়ে দাও, শুধু এক মিনিটের জন্যে,' বলল সে।

'ননসেন্স,' কস্টার বলল, 'আর এক মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে হাজির হবে এখানে।'

কোর্টইয়ার্ড পেরিয়ে আমরা দৌড় লাগালাম অন্ধকারের দিকে। সেই সময় হুইসেলের তীক্ষ্ণ শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। পুলিশদের কালো হেলমেটে আলো পড়ে চকচক করছে। চারপাশ ঘিরে ফেলল তারা। পাশের একটি বাড়ির সিঁড়ির জানালা থেকে আমরা দেখতে লাগলাম নিচের দৃশ্য। নিরুণ কাজ দেখাচ্ছে পুলিশ। লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল নিমেষে। পাইকারীভাবে পুলিশ সবাইকে গ্রেফতার করে লরিতে ভরছে একের পর এক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে গেল পরিবেশ। পুলিশ ফিরে গেল। চারদিক ফাঁকা। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, তারপর নেমে এলাম নিচে। পেছন থেকে শোনা গেল শিশুর কান্না। তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদছে সে। 'ঠিকই করছে,' বলল গোটফ্রীড, 'আগাম কেঁদে নিচ্ছে।'

পাশের কোর্টইয়ার্ডে জ্যোতিষী দাঁড়িয়ে আছে একা। 'রাশিফল জানতে চান?' আমাদের ডাকল সে। 'কিংবা হাত দেখে ভবিষ্যৎ গণনা?'

'বলুন দেখি জলদি,' গোটফ্রীড বলল হাত বাড়িয়ে দিয়ে।

জ্যোতিষী মন দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল সেটা। 'আপনার হার্ট খুব দুর্বল,' বলল সে। 'আপনার আবেগ-অনুভূতি যথেষ্ট পরিণত, আপনার শিরদেখাটি খুব ছোট; আর সেটা পুষিয়ে দেবার জন্যে আছে আপনার সহজাত সঙ্গীতবোধ। আপনি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন, কিন্তু স্বামী হিসেবে আপনি খুব একটা সুবিধের নন। তিনটি সন্তান হবে আপনার। কূটনীতিবিদের স্বভাব আছে আপনার চরিত্রে, আর আছে কথা কম বলার প্রবণতা। বাঁচবেন আশি বছর।'

'একেবারে ঠিক বলেছেন,' বলল গোটফ্রীড। 'আমার মাও তাঁর বিয়ের আগে ঠিক এই কথাগুলোই বলতেন আমাকে। বুড়ো হবার জন্যে বেঁচে থাকাটা খুব খারাপ। মরণশীলতা আসলে মানুষেরই আবিষ্কার—জীবনের লজিক সেটা বলে না।'

জ্যোতিষীকে পয়সা দিয়ে সামনের দিকে এগুতে লাগলাম আমরা। পথ-ঘাট জনশূন্য। উল্টোদিক থেকে আমাদের দিকে হেঁটে আসছিল চারজন যুবক। তাদের মধ্যে একজন পরেছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের নতুন লেদার লেগিংস। অন্যেরা মিলিটারি বুট ধরনের কী-

www.BanglaBook.org

একটা পরে আছে। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল তারা। তাকাল আমাদের দিকে। 'ওই তো ওখানে ওই শালা!' আচমকা চিৎকার করে বলে উঠল একজন, তারপর দৌড়ুতে শুরু করল আমাদের লক্ষ্য করে। হঠাৎ দু'বার গুলির শব্দ। যুবক চারজন গা-ঢাকা দিল মুহূর্তের মধ্যে। আমি দেখলাম, কস্টার তাদের ধাওয়া করার প্রস্তুতি নিল, কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই ফিরে এল পেছনে, দু'হাত বাড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড চিৎকার করে ধরতে গেল লেন্‌ৎসকে। কিন্তু লেন্‌ৎস ইতোমধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে ফুটপাথের ওপরে।

আমি ভাবলাম, এমনিই বোধহয় পড়ে গেছে সে। কিন্তু ঠিক তখনই রক্ত চোখে পড়ল আমার। কস্টার এক টানে ছিঁড়ে ফেলল লেন্‌ৎসের কোট, শার্ট—গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরুতে লাগল সেদিক দিয়ে। আমি রুমাল চেপে ধরলাম সেখানে।

'তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি গাড়িটা নিয়ে আসি,' আমাকে কথাটা বলেই দৌড় লাগাল কস্টার।

'গোটফ্রীড,' বললাম আমি, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি?'

ধূসর হয়ে গেছে ওর মুখের রঙ। চোখদুটো আধা-খোলা। মণি দুটো নড়ছে না একটুও। আমি এক হাতে ধরে রেখেছি ওর মাথা, আরেক হাতে রুমাল চেপে ধরে আছি রক্তক্ষরণের জায়গায়। হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম কান পেতে। কিন্তু কোথাও কোন শব্দ নেই—এই সীমাহীন রাস্তা, অগণ্য ঘর-বাড়ি, অন্তহীন রাত— কানে আসছে কেবল ফুটপাথের ওপরে রক্ত পড়ার শব্দ। আমি জানি, এটা বর্তমান নয়, অন্য কোন সময় এবং এসব সত্যি নয়।

ফিরে এল কস্টার। গাড়ির বামদিকের সীট নামিয়ে দিল লম্বা করে। তারপর দু'জনে ধরাধরি করে গোটফ্রীডকে শুয়ে দিলাম ওই সীটের ওপরে। গাড়ি স্টার্ট দিল কস্টার। নিকটতম হাসপাতালের সামনে গিয়ে ব্রেক কষল সাবধানে।

'দেখে এসো, কোন ডাক্তার আছে নাকি এখানে।'

আমি দৌড়ে ঢুকলাম ভেতরে। হাসপাতালের পরিচারক এগিয়ে এল আমার দিকে। 'আপনাদের এখানে ডাক্তার আছে এখন?'

'আছে। আপনি কি রোগী নিয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। একটা স্ট্রেচার নিয়ে চলুন আমার সাথে।'

গোটফ্রীডকে স্ট্রেচারে তুলে ভেতরে নিয়ে এলাম আমরা। ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন সেখানে।

আঙুল দিয়ে একটি টেবিলের দিকে ইশারা করলেন তিনি। স্ট্রেচার থেকে টেবিলের ওপরে নামালাম গোটফ্রীডকে। ডাক্তার একটা লাইট টেনে নিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। 'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'রিভলভার শট।'

একমুঠো তুলো দিয়ে রক্ত মুছলেন ডাক্তার, পালস্ পরীক্ষা করে দেখলেন গোটফ্রীডের, নাকের কাছে কান নিয়ে শব্দ শুনতে চাইলেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'আর কিছুই করার নেই?'

কস্টার তাকাল তাঁর দিকে। 'কিন্তু গুলি তো লেগেছে একপাশে। এতে এতটা খারাপ কিছু হবার কথা নয়।'

'গুলি লেগেছে দুটো,' জানালেন ডাক্তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি রক্ত মুছে দিলেন আবার। সামনে ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখলাম, যে-জায়গা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে প্রচণ্ড বেগে, সেটার ঠিক পাশে ফুসফুস-অঞ্চলে ছোট্ট একটি কালো ফুটো।

'আমার ধারণা, গুলি খাবার সাথে সাথেই মারা গেছে সে,' বললেন ডাক্তার।

সোজা হয়ে দাঁড়াল কস্টার। তারপর তাকাল গোটফ্রীডের দিকে।

হলুদ হয়ে গেছে গোটফ্রীডের মুখ। চোখ দুটো আধা-বোজা। সে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তাকিয়েই আছে।

'কীভাবে হলো এটা?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

উত্তর দিলাম না কেউ কোন। গোটফ্রীড তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সে স্থিরভাবে দেখছে আমাদের।

'তাকে আপনারা রেখে যেতে পারেন এখানে,' বললেন ডাক্তার।

নড়েচড়ে উঠল কস্টার। 'না,' বলল সে। 'ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের সাথে।'

'না, সেটা সম্ভব নয়,' ডাক্তার জানালেন। 'এখন আমরা পুলিশকে টেলিফোন করব। সবকিছু করতে হবে এখন, যাতে দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা যায়।'

'দোষী ব্যক্তি?' কস্টার এমনভাবে তাকাল ডাক্তারের দিকে যেন, তাঁর কথা একটুও বুঝতে পারেনি সে। 'শুভ,' সে তারপর বলল, 'আমি গিয়ে ডেকে নিয়ে আসছি পুলিশকে।'

'আপনি টেলিফোনও করতে পারেন। খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়বে তারা।'

কস্টার মাথা নাড়ল আস্তে আস্তে। 'না, আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।'

বেরিয়ে গেল সে। কার্লের আওয়াজ শুনলাম আমি এখান থেকেই। ডাক্তার একটা চেয়ার ঠেলে দিলেন আমার দিকে। 'আপনি বসুন।'

'ধন্যবাদ,' বলে দাঁড়িয়েই রইলাম আমি। উজ্জ্বল আলো তখনও গোটফ্রীডের রক্তাক্ত বুকে নিবদ্ধ।

আলোটি দূরে সরিয়ে দিলেন ডাক্তার। 'কীভাবে ঘটল ঘটনাটি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন আবার।

'জানি না। অন্য কেউ ভেবে ভুল করে মেরে থাকবে কেউ।'

'যুদ্ধে ছিল নাকি সে?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

মাথা নাড়লাম আমি।

'শরীরের অসংখ্য দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেটা,' বললেন তিনি। 'বাহুটিও কেমন শুকনো, নির্জীব। নিশ্চয়ই বেশ কয়েকবার আহত হয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। চারবার।'

গোটফ্রীড আমার দিকে তাকিয়ে আছে স্থিরভাবে।

কস্টার ফিরল বেশ দেরিতে। একা। ডাক্তার সেই সময় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সেটা সরিয়ে রেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কস্টারকে, 'অফিসাররা এসেছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল কস্টার। 'পুলিশ। ওদের এখান থেকে বিদায় করতে হবে।'

ডাক্তার তাকালেন ওর দিকে এবং কিছু না বলে চলে গেলেন টেলিফোন করতে।

কয়েক মিনিট পর এল দু'জন পুলিশ অফিসার। গোটফ্রীড সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য নিতে শুরু করল তারা। কেন জানি না, ব্যাপারটিকে খুব অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো আমার। কী নাম ওর, কবে জন্ম, কোথায় থাকত—ওর মৃত্যুর পর কী লাভ এসব জেনে? কালো পেন্সিলের গোড়াটা ঠোঁট দিয়ে বারবার ভিজিয়ে দিচ্ছে অফিসারটি। আমি চেয়ে আছি সেদিকে, আর উত্তর দিচ্ছি যান্ত্রিকভাবে।

অন্য অফিসারটি একটি স্টেটমেন্ট তৈরি করতে শুরু করল। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো দিল কস্টার। 'যে লোকটি গুলি করেছিল, তার চেহারার শাদামাঠা একটা বর্ণনা দিতে পারবেন?' অফিসারটি জিজ্ঞেস করল তাকে।

'না,' উত্তর দিল কস্টার। 'আমি লক্ষ করিনি।'

আমি ওর দিকে তাকালাম। মনে পড়ল হলুদ লেগিংস আর ইউনিফর্মের কথা।

'সে কোন রাজনৈতিক দলের, জানেন সেটা? কোন ব্যাজ বা ইউনিফর্ম চোখে পড়েনি আপনার?'

'না,' বলল কস্টার। 'গুলির আগে পর্যন্ত কিছুই দেখিনি আমি। তারপর আমি শুধু ভাবছিলাম—' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে—'আমার কমরেডের কথা।'

'আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত?'

'না।'

'আমি প্রশ্নটা করলাম, কারণ আপনি বললেন যে, সে আপনার কমরেড ছিল।'

'হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় থেকে আমার কমরেড ছিল সে।'

অফিসারটি এবারে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে: 'খুনী লোকটির বর্ণনা আপনি দিতে পারবেন?'

'না,' বললাম আমি। 'আমিও কিছু দেখিনি।'

'খুব ভাল!' মন্তব্য করল অফিসারটি।

'আমরা তখন কথা বলছিলাম পরস্পরের সাথে। অন্য কোনকিছুর দিকে নজর ছিল না। সেই সময় হঠাৎ করে ঘটল ঘটনাটা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অফিসারটি। 'সে-ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরতে পারার সম্ভাবনা খুব কম।' স্টেটমেন্ট লেখা শেষ করল সে।

'আমরা ওকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারি?' জিজ্ঞেস করল কস্টার।

'আসলে—' অফিসারটি তাকাল ডাক্তারের দিকে। 'মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে কি?'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'আমি ইতোমধ্যে সার্টিফিকেট লিখে নিয়েছি।'

'বুলেটটা কোথায়? ওটা আমাকে নিতে হবে।'

'বুলেট দুটো তো এখনও শরীরের ভেতরে রয়ে গেছে,' ইতস্তত করে বললেন ডাক্তার।

'দুটো বুলেটই নেব আমি,' বলল অফিসারটি। 'আমাকে দেখতে হবে, দুটো একই রিভল্‌ভারের কিনা।'

হাসপাতালের পরিচারক আলোটিকে কাছে নিয়ে এল আবার। যন্ত্রপাতি সব বের করে ক্ষতস্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন ডাক্তার। প্রথম বুলেটটি বেরিয়ে পড়ল খুব তাড়াতাড়ি; খুব গভীরে পৌঁছয়নি ওটা। দ্বিতীয়টির জন্যে কাটাকুটি করতে হলো। রাবারের দস্তানা পরে নিয়ে ফরসেপ্‌ আর ছুরি হাতে নিলেন ডাক্তার। দ্রুত টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল কস্টার, বন্ধ করে দিল লেনত্‌সের আধা-খোলা চোখ দুটো। ছুরি

www.BanglaBook.org

চালানোর হালকা আওয়াজ পেয়ে অন্যদিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। এক মুহূর্তের জন্যে ইচ্ছে হলো আমার—এক লাফে গিয়ে ডাক্তারকে ধরে সরিয়ে দিই একপাশে। মনে হলো, গোটফ্রীড আসলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর ডাক্তার এখন ওকে সত্যি সত্যিই মেরে ফেলছেন।

'এই তো, বেরিয়েছে,' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ডাক্তার। তারপর বুলেটটি মুছে তুলে দিলেন অফিসারের হাতে।

'একেবারে একই রকম। একই অস্ত্র থেকে, তাই না?'

অফিসারের হাতের তালুতে গড়াগড়ি খাচ্ছে চকচকে বুলেট দুটো। ঝুঁকে পড়ে দেখল কস্টার। বলল, 'হ্যাঁ।'

কাগজ দিয়ে মুড়ে বুলেট দুটো পকেটে রেখে দিল অফিসারটি।

'আসলে এটা করার অনুমতি দেয়া হয় না,' বলল সে, 'তবে আপনারা যদি তাকে নিয়ে যেতে চান···সব তো জানাই আছে আপনাদের, তাই না, ডাক্তার?' মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'সেক্ষেত্রে—আপনারা চাইলে—আপনাদের শুধু অবশ্যই···ধরুন, কাল হয়তো তদন্ত করতে আসতে পারে কোন কমিশন—'

'আমি বুঝতে পেরেছি,' বলল কস্টার।

অফিসার দু'জন চলে গেল।

গোটফ্রীডের ক্ষতস্থান ঢেকে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন ডাক্তার। 'কেমন করে একে নিয়ে যাবেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'চাইলে স্ট্রেচারটা নিতে পারেন। কাল কোন এক সময় ফেরত দিলেই চলবে।'

'হ্যাঁ, নেব আমরা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল কস্টার। 'চলো, বব।'

'দাঁড়ান, আমি সাহায্য করছি আপনাদের,' পরিচারক বলল।

মাথা নাড়লাম আমি। 'আমরা দু'জনেই ম্যানেজ করতে পারব।'

স্ট্রেচার নিয়ে গাড়িতে রাখলাম আমরা। হাসপাতালের পরিচারক এবং ডাক্তার বেরিয়ে এসে দেখছেন আমাদের। গোটফ্রীডের কোট দিয়ে ঢেকে দিলাম ওকে। গাড়ি স্টার্ট দিল কস্টার। খানিকক্ষণ পর ঘুরে তাকাল আমার দিকে।

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব আমরা এখন। ইতোমধ্যে একবার চক্কর দিয়ে এসেছি। যদিও তখনও বেরোনোর সময় হয়নি তাদের। এখন হয়তো বেরিয়েছে।'

বরফ পড়তে শুরু করেছে হালকাভাবে। প্রায় নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছে কস্টার। ইঞ্জিনের স্টার্ট অফ করে দিচ্ছে সে ঘন ঘন। গাড়ির শব্দ কেউ শুনুক, ও চায় না সেটা। যদিও যে-চারজনকে আমরা খুঁজছি, তারা জানে না যে, আমাদের গাড়ি আছে। টুলবক্স থেকে একটা হাতুড়ি বের করে রাখলাম হাতের কাছে, যাতে প্রয়োজন হলে এক লাফে বেরিয়ে গিয়ে জুতসই আঘাত করতে পারি কাউকে।

যে-জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছিল, সেই রাস্তায় এসে পড়লাম আমরা। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে ওখানে। হেডলাইট নিবিয়ে দিল কস্টার। চারপাশে তাকালাম আমরা। কেউ নেই কোথাও। শুধু আলোকিত একটি খাবার থেকে ভেসে আসছে কথার শব্দ।

ক্রসিং-এর সামনে গাড়ি দাঁড় করাল কস্টার। 'এখানে থাকো,' বলল সে; 'আমি এক নজর দেখে আসি পাবের ভেতরটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি যাব তোমার সাথে,' বললাম আমি।

কস্টার আমার দিকে তাকাল সেই পরিচিত দৃষ্টিতে, যেটা দেখে আমি জেনে গেলাম, একা যেতে চায় সে। 'না, পাবের ভেতরে কিছু করব না আমি,' বলল সে। 'আমি শুধু দেখে আসতে চাই, ওই শালা আছে নাকি এখানে। থাকলে আমি বাইরে এসে অপেক্ষা করব ওর জন্যে। আর তুমি এখন এখানে থাকো গোটফ্রীডের সাথে।'

মাথা নাড়লাম আমি। কস্টার চলে গেল। তুষারকণা ঝুরঝুর করে পড়ছে আমার গায়ের ওপরে, গলে যাচ্ছে সাথে সাথে। গোটফ্রীডের মুখ ঢাকা—এই ব্যাপারটি হঠাৎ অসহনীয় মনে হলো আমার, মনে হলো, সে যেন আর আমাদের সাথে নেই। কোটটি সরিয়ে দিলাম ওর মাথার ওপর থেকে। বরফ পড়ছে এখন ওর মুখের ওপরে, চোখের ওপরে, ঠোঁটের ওপরে। কিন্তু গলছে না। রুমাল দিয়ে পুরো মুখ মুছে দিলাম ওর। তারপর কোট দিয়ে ঢেকে দিলাম আবার।

কস্টার ফিরে এল। 'আছে ওই ব্যাটা?'

'না,' বলল সে।

গাড়িতে এসে বসে সে বলল, 'এখন অন্যান্য রাস্তা দিয়ে ঘুরব। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের দেখা পাব আমরা।'

রাস্তা থেকে রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে ঘুরছি আমরা। এক কোণায় বসে গোটফ্রীডকে শক্ত করে ধরে আছি আমি, যাতে ও পড়ে না যায়। পাব চোখে পড়লেই শ'খানেক গজ দূরে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে কস্টার, তারপর লম্বা পায়ে গিয়ে দেখে আসছে ভেতরটা। শীতল ক্রোধে এবং হিংস্রতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে কস্টার। গোটফ্রীডকে এখনও সে ঘরে নিয়ে যেতে চায় না। বারদু'য়েক গাড়ি ঘরমুখো করেও আবার ঘুরে এসেছে অন্যদিকে। তার মনে হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ওই চারজনকে হয়তো দেখা যাবে রাস্তার কোথাও।

হঠাৎ এক দীর্ঘ ফাঁকা রাস্তায় আবছা অন্ধকারে কয়েকজন লোককে দেখা গেল দূরে। আলো নিবিয়ে ফেলল কস্টার। তারপর ধীর গতিতে নিঃশব্দে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম তাদের দিকে। টের পেল না তারা। সবাই একসাথে কথা বলায় মত্ত। 'ওরা ঠিক চারজন,' ফিসফিস করে কস্টারকে বললাম আমি।

সেই সময় গর্জন করে উঠল কার্ল, বাকি দু'শো মিটার ছুটে গেল বিদ্যুৎগতিতে। থামল গিয়ে লোকগুলোর এক গজ আগে। চিৎকার করে কথা বলছে লোকগুলো। ধনুকের মত শরীর বাঁকা করে কস্টার শরীরের অর্ধেকটা বের করে দিল গাড়ি থেকে। লাফ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। তার মুখের চেহারা মৃত্যুর মত অনমনীয়, রুঢ়।

নিরীহ নির্দোষ চারজন লোক। ওদের মধ্যে একজন মাতাল।

গাড়ি চালিয়ে চলে গেলাম আমরা সেখান থেকে।

'ওটো,' বললাম আমি, 'আজ রাতে ওকে আর পাওয়া যাবে না। আজকেই রাস্তায় বেরুবার দুঃসাহস করবে না সে।'

'হয়তো বা,' উত্তর দিল কস্টার। তারপর গাড়ি ঘোরাল।

কস্টারের ঘরে গেলাম আমরা। ওর ঘরের নিজস্ব প্রবেশপথ আছে। তাই ডাকতে হলো না অন্য কাউকে। গাড়ি থেকে নামার সময় কস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'পুলিশকে তুমি লোকটির চেহারার বর্ণনা দিলে না কেন? বললে ওকে খুঁজে বের করা সহজ হত। লোকটিকে তো আমরা দু'জনেই স্পষ্টভাবে দেখেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কস্টার তাকাল আমার দিকে। 'পুলিশকে আমি কিছু বলিনি। কারণ, আমরা নিজেরাই বোঝাপড়া করতে চাই এ-ব্যাপারে। তুমি কি ভেবেছ—' ওর গলার স্বর নরম, সংযত এবং কঠিন—'তুমি কি ভেবেছ, আমি ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেব? যাতে কয়েক বছর জেল খেটেই পার পেয়ে যায় ব্যাটা? তুমি তো ভাল করেই জানো, এইসব কেসের পরিণতি কী হয়। ওই লোকগুলো ভাল করেই জানে, বিচার হলে লঘুদণ্ড হবে তাদের। আর পুলিশ যদি ধরেও ফেলে তাকে, আমি শপথ করে বলব পুলিশকে—ওই ব্যক্তি অপরাধী নয়। যাতে পরে আমি নিজে প্রতিশোধ নিতে পারি।'

স্ট্রেচার তুলে নিয়ে হেঁটে গেলাম আমরা প্রবল তুষার আর বিক্ষুব্ধ হাওয়ার ভেতর দিয়ে। মনে হলো, আমরা যেন ফিরে গেছি ফ্ল্যাণ্ডারসে, মৃত সহযোদ্ধাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

গোটফ্রীডকে যেদিন সমাহিত করলাম আমরা, সেটা ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল, চমৎকার দিন। ওকে পরিয়ে দিয়েছিলাম ওর পুরানো সামরিক পোশাক—শেলের টুকরো লেগে ছিঁড়ে গেছে হাতার একটি অংশ, রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে চারপাশে। কফিন বন্ধ করলাম আমরা নিজেরাই। সেদিন এসেছিল ফার্দিনান্দ, ভ্যালেন্টিন, অ্যাল্‌ফন্‌স, ফ্রেড, জর্জ, জাপ, ফ্রাউ স্টোস, গুস্তভ আর রোজা। গোটফ্রীড মরে গেছে। নিঃশেষ হয়ে গেছে সে। ওর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ওর শরীর, ওর চুল, ওর চোখ সব এখনও ঠিক জায়গামতই আছে, ইতোমধ্যে বদলে গেছে একটু, তবু আছে সেখানেই, তবু জানি, সে চলে গেছে—ফিরবে না আর কোনদিন। এ-কথা উপলব্ধিতে আনা অসম্ভব। শরীর গরম হয়ে আছে আমাদের, দ্রুত চিন্তা চলছে মাথার ভেতরে, আমাদের ফুসফুস থেকে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে ধমনীতে, আমরা আছি ঠিক আগের মতই, যেমন ছিলাম গতকাল, কোন অস্ত্র হঠাৎ করেই চাই না আমরা, আমরা অন্ধ কিংবা বধির হয়ে যাইনি, সবকিছু স্বাভাবিক, একটু পরেই আমরা চলে যাব এখান থেকে—এবং গোটফ্রীড লেনৎস এখানে, পেছনে পড়ে থাকবে, ফিরে আসবে না আর কোনদিন এ-কথা উপলব্ধিতে আনা অসম্ভব।

অ্যাল্‌ফন্‌স নিয়ে এসেছে কাঠের তৈরি কালো রঙের সাধারণ একটি ক্রুশ, যেমন ক্রুশ শত হাজারটি দাঁড়িয়ে আছে ফ্রান্সের বিশাল সমাধিস্থলে। কবরের এক প্রান্তে খানিকটা পুঁতে দিলাম ক্রুশটি, তারপর সেটার ওপরে ঝুলিয়ে দিলাম গোটফ্রীডের পুরানো, স্টীলের হেলমেট।

'চলো সবাই,' ভাঙা গলায় বলল ভ্যালেন্টিন।

'চলো,' বলল কস্টার। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল সে। দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা সবাই।

'দাঁড়ালে কেন?' ভ্যালেন্টিন প্রশ্ন করল। 'কেন দাঁড়ালে? কিসের জন্যে?'

উত্তর দিল না কেউ।

নয়

ফেব্রুয়ারি মাস। আমাদের ওয়ার্কশপে শেষবারের মত বসে আছি আমি আর কস্টার। ওয়ার্কশপটি বেচে দিতে হচ্ছে আমাদের। আগামী বসন্তে ছোট্ট একটি কার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মে রেসিং মোটরিস্ট হিসেবে কস্টারের চাকরি হবার সম্ভাবনা আছে। আমি ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালেই থাকছি আপাতত। পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু কাজ জোগাড় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ক্লান্ত মনে হচ্ছে কস্টারকে। যারা ওকে ভালমত চেনে না, তারা ওর এই পরিশ্রান্তির ব্যাপারটি টের পাবে না। ওর মুখের চেহারা হয়েছে আরও কঠিন এবং উত্তেজিত। রাতের পর রাত সে কাটিয়েছে বাইরে। যে-লোকটি গুলি করেছিল গোটফ্রীডকে, তার নাম অনেক আগেই জোগাড় করে ফেলেছে সে। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না তাকে। শালা পুলিশের ভয়ে বাসা তো বদল করেইছে, তবু গা ঢেকে থাকে সে। এসব তথ্য উদ্ধার করেছে অ্যাল্‌ফন্‌স। সে-ও কস্টারের মতই লোকটির অপেক্ষায় আছে। খুব সম্ভব, লোকটি এখন এই শহরেই নেই। তবে কস্টার আর অ্যাল্‌ফন্‌স যে তার পিছু লেগেছে, সে জানে না সেটা। ওরা দু'জন অপেক্ষা করছে তার জন্যে। যখন সবকিছু নিরাপদ মনে হবে তার, সে ফিরে আসবে তখন।

বিকেলে এল মাটিল্‌ডা স্টোস। গতমাসের বেতন এখনও দেয়া হয়নি তাকে। সেই টাকা শোধ করে দিয়ে কস্টার তাকে প্রস্তাব দিল ওয়ার্কশপের নতুন মালিকের কাছে চাকরির জন্যে অ্যাপ্লাই করতে। জাপকে আমরা এভাবেই চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মাটিল্‌ডা মাথা নাড়ল। 'না, না, হের কস্টার, আমি শেষ হয়ে গেছি। হাড়গুলো বুড়ো হয়ে গেছে আমার।'

'তাহলে কী করবে চিন্তা-ভাবনা করছ তুমি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'মেয়ের কাছে যাব। ওর বিয়ে হয়েছে বুন্‌জলাউতে। বুন্‌জলাউ কোথায়, জানো তুমি?'

'না, মাটিল্‌ডা,' উত্তর দিলাম আমি।

'তুমি জানো, হের কস্টার?'

'আমিও জানি না, ফ্রাউ স্টোস।'

'অবাক কাণ্ড,' বলল মাটিল্‌ডা, 'বুন্‌জলাউয়ের নাম কেউ শোনেনি! এত লোককে আমি জিজ্ঞেস করেছি! আমার মেয়ে ওখানে আছে বারো বছর হলো। বিয়ে হয়েছে এক ক্লার্কের সাথে।'

'কোন ক্লার্ক যখন সেখানে বাস করে, তাহলে বুন্‌জলাউ নামে জায়গা থাকতেই হবে।'

'আমিও তা-ই বলি। অথচ কেউ চেনে না সেই জায়গা—এমনকি নামও শোনেনি কেউ!'

আমরা সম্মতি জানালাম ওর কথায়। 'এই বারো বছরে তুমি সেখানে যাওনি, সেটা কেমন কথা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

বোকার মত হাসল মাটিল্‌ডা। 'একটা ব্যাপার ছিল আর কি! কিন্তু এখন ওরা চায়, আমি ওদের ছেলেপুলেকে দেখতে যাই। চারটে বাচ্চা তাদের।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, বুন্‌জলাউয়ে মদ-টদ খুব ভাল পাওয়া যায়,' বললাম আমি।

'মোটেও না,' বলল মাটিল্‌ডা। 'আর আমার জামাইও মদ-টদ একেবারেই খায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না।'

ফাঁকা শেল্‌ফ থেকে সর্বশেষ বোতলটি বের করে নিয়ে এল কস্টার। 'সেক্ষেত্রে, ফ্রাউ স্টোস, তোমার সাথে বিদায়ী-মদ্যপান হয়ে যাক।'

'আমি আছি তোমাদের সাথে,' বলল মাটিল্‌ডা।

গ্লাসগুলো টেবিলে রেখে মদ ঢালল কস্টার। মাটিল্‌ডা অনায়াসে চালান করে দিল পেটে।

'আরও চাই?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমি না বলব না।'

আর এক গ্লাস খেয়ে বিদায় নিল মাটিল্‌ডা স্টোস।

'কামনা করি, বুনজলাউয়ে ভাল সময় কাটুক তোমার,' বললাম আমি।

'অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু ভেবে আমার অবাক লাগছে, কেউ চেনে না জায়গাটা।'

হেলতে দুলতে চলে গেল সে। আমরা দু'জন আরও খানিকক্ষণ বসে রইলাম ওয়ার্কশপে। 'চলো, যাওয়া যাক,' বলল কস্টার।

'চলো,' উত্তর দিলাম আমি। 'এখানে আমাদের আর কিছুই করার নেই।'

দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। তারপর চেপে বসলাম কার্লে। ওকেই কেবল বিক্রি করিনি আমরা।

কান্ট্রিসাইডের ছোট্ট এক পাবে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ফিরে আসার সময় ফেঁসে গেল কার্লের সামনের একটি চাকার টায়ার। চাকাটি বদলে ফেললাম আমরা। কার্লকে ধোয়া-মোছা করা হয়নি বহুদিন। তুলে কাজ করতে গিয়ে আমার হাত-পা সব নোংরা হয়ে গেল। 'আমাকে এখন হাত-মুখ ধুতে হবে, ওটো,' বললাম আমি।

কাছেই বড়সড় একটা ক্যাফে। ভেতরে ঢুকে দরজার কাছের এক টেবিলে বসে পড়লাম আমরা। অবাক হয়ে দেখলাম, পুরো ক্যাফেতে গিজগিজ করছে লোকজন। গান বাজাচ্ছে এক মহিলা সঙ্গীতদল। অভিনব পোশাক পরেছে কয়েকজন লোক, পেপার স্ট্রীমার ছোঁড়া-ছুঁড়ি চলছে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে, বেলুন উড়ছে, ট্রে নিয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে ওয়েটারেরা। হাসি, হুল্লোড়, চিৎকার এবং গতিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

'কী হচ্ছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল কস্টার।

মিষ্টি চেহারার এক মেয়ে একগাদা ক্যানফেটি ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে।

'কোত্থেকে এসেছেন আপনারা?' হেসে বলল সে। 'আজ "শ্রোভ টুইসডে"—সেটা জানেন না বুঝি?'

'এই ব্যাপার?' বললাম আমি। 'তাহলে তো আমাকে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়!' বাথরুমে যেতে হবে আমাকে পুরোটা ঘর পার হয়ে। উঠে দাঁড়াতে দিয়েই থেমে পড়তে হলো আমাকে। কয়েকজন পাঁড় মাতাল একজন মহিলাকে ধরে জোর করে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে টেবিলের ওপরে এবং পীড়াপীড়ি করছে গান গাওয়ার জন্যে। বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মহিলাটি, চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। হঠাৎ পড়ে গেল টেবিলটি। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই সেখানে। বাথরুমে যাবার রাস্তা পাবার জন্যে অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। পথ যখন পরিষ্কার হলো, ঠিক তখনই কেঁপে উঠলাম আমি—ইলেকট্রিক শক

www.BanglaBook.org

খেলে যে-রকম হয়। আমি দাঁড়িয়ে আছি দৃঢ় পায়ে শক্ত হয়ে; রেস্টুরেন্টটা দুলছে; হট্টগোল, সঙ্গীত, সবকিছু মিলিয়ে গেল মুহূর্তে, রইল শুধু অস্পষ্ট আবছা চলমান ছায়া; কেবল অবিশ্বাস্যরকম নিখুঁতভাবে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে রইল একটি টেবিল, তির্যকভাবে একটি ক্যাপ পরে সেখানে বসে আছে এক যুবক, এক হাতে প্রায়-মাতাল এক মেয়েকে ধরে রেখেছে, এবং টেবিলের নিচে উজ্জ্বল হলুদ রঙের চকচকে লেদার লেগিংস।

এক ওয়েটার হুড়মুড় করে এসে পড়ল আমার গায়ের ওপরে। মাতালের মত একটু হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠেছে আমার শরীর, কিন্তু কাঁপছি আমি। হাত দুটো ভেজা ভেজা। বাকি তিনজনকেই সেই সময় ওই টেবিলে চোখে পড়ল আমার। উচ্চস্বরে কোরাস গাইছে তারা, বীয়ারের গ্লাস টেবিলে ঠুকে ঠুকে তাল রাখছে। আরেকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার ওপরে। 'এ-রকম পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবেন না,' খেঁকিয়ে উঠে বলল সে।

যান্ত্রিকভাবে হাঁটতে হাঁটতে বাথরুম খুঁজে পেলাম আমি। হাত-দুটো পরিষ্কার করলাম। ফিরে এলাম তারপর।

'কী হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল কস্টার।

উত্তর দিতে পারলাম না আমি। 'তুমি কি অসুস্থ?' জিজ্ঞেস করল সে আবার।

মাথা নাড়লাম আমি। হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল কস্টারের চেহারা। চোখ সরু করে তাকাল। তারপর ঝুঁকে এল সামনে। 'আছে?' খুব শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' উত্তর দিলাম আমি।

'কোথায়?'

সেই টেবিলের দিকে তাকালাম আমি।

কস্টার উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে—সাপ যেমন প্রস্তুতি নেয় আঘাত হানার পূর্বমুহূর্তে।

'সাবধান, ওটো,' ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম আমি। 'এখানে নয়।'

হাত দিয়ে দ্রুত কী একটা ইশারা করে ধীর গতিতে সে এগুতে লাগল সামনের দিকে। তার পিছু পিছু যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলাম আমিও। পুরো ঘরে আস্তে আস্তে চক্কর দিয়ে ফিরে এল সে।

'ওখানে নেই,' কস্টার বলল।

চারদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালাম আমি। কস্টার ঠিকই বলেছে। 'তোমার কি মনে হয় ও চিনতে পেরেছে আমাকে?' প্রশ্ন করলাম কস্টারকে।

কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বললাম আমি। 'খুব বেশি হলে মিনিট-দুয়েক বাথরুমে ছিলাম আমি।'

'প্রায় পনেরো মিনিট ছিলে তুমি সেখানে।'

'কী?' আবার তাকালাম আমি সেই টেবিলের দিকে। অন্যরাও চলে গেছে। মেয়েটিও গেছে সাথে। আমাকে চিনতে পারলে একাই কেটে পড়ত সে!'

ওয়েটারকে ডাকল কস্টার হাতের ইশারায়। 'তোমাদের এখান থেকে বেরুবার দ্বিতীয় একটি দরজা আছে নাকি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ওইখানে।'

পকেট থেকে একটি মুদ্রা বের করে ওয়েটারকে দিল সে। তারপর আমাকে বলল, 'চলো।'

ক্যাফের ভেতরে গুমোট আবহাওয়ার পর বাইরের বাতাসের ঝাপটা মনে হলো বরফের মত ঠাণ্ডা।

গাড়িতে চড়ে ক্যাফের চারপাশের প্রতিটি রাস্তা চক্কর দিলাম আমরা। ব্যাসার্ধ বাড়ালাম ক্রমশ। কিন্তু চোখে পড়ল না কিছুই। শেষে থামল কস্টার।

'হাওয়া হয়ে গেছে,' বলল সে। 'তা যাক। ওকে ধরবোই আমরা আজ হোক, কাল হোক।'

'ওটো,' বললাম আমি, 'তারচে' বাদ দিয়ে দিই এটা।'

আমার দিকে তাকাল সে। 'গোটফ্রীড তো মরেই গেছে,' বললাম আমি। 'এটা করে তো ওকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।'

কস্টার তাকিয়েই রইল আমার দিকে।

'বব,' ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল সে, 'আমি জীবনে কত লোক মেরেছি, তা আমার মনেও নেই। কিন্তু এক ইংরেজকে আমি মেরে ফেলেছিলাম গুলি করে, সেটা স্পষ্ট মনে করতে পারি। আমার কয়েকগজ সামনে দাঁড়িয়েছিল সে। আমি দেখলাম ওর আতঙ্কিত, শিশুসুলভ মুখ—চোখে ভীতির স্পষ্ট ছাপ—সৈনিক হিসেবে সেটা ছিল ওর প্রথম অভিযান, পরে জেনেছিলাম। ওর বয়স ছিল বড়জোর আঠারো। এবং সেই আতঙ্কিত, অসহায় মুখ লক্ষ্য করে মেশিন-গান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করেছিলাম আমি। ওর মাথার খুলি নিমেষে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল মুরগির ডিমের মত। ওই ছেলেটিকে আমি চিনতাম না এবং আমার কোন ক্ষতি সে করেনি। এই ব্যাপারটা ভুলতে অনেকদিন সময় লেগেছিল আমার। "যুদ্ধ যুদ্ধই"—এই জঘন্য এবং ঘৃণ্য নীতি মেনে নিতে পারিনি মন থেকে। এখন, যে-ছেলে হত্যা করেছে গোটফ্রীডকে,—বিনা কারণে গুলি করেছে ওকে কুকুরের মত,—তাকে যদি মেরে না ফেলি, তাহলে বুঝতে হবে ইংরেজ ওই ছেলেটাকে গুলি করে নিদারুণ এক অপরাধ করেছি, অমার্জনীয় এক অপরাধ। তাই না কি?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

'এখন তুমি ঘরে ফিরে যাও। আমি এটার শেষ দেখতে চাই। আমার সামনে যেন একটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকে না সরানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই আমার।'

'আমি ঘরে যাব না, ওটো। কিছু যদি করতেই হয়, আমরা দুজন একসাথে করব।'

'রাবিশ,' বলল সে অসহিষ্ণুভাবে। 'তোমাকে আমি কাজে লাগাতে চাই না।' কী-একটা বলতে চাচ্ছিলাম আমি, দেখে হাত তুলে থামিয়ে দিল আমাকে। 'যখন ওকে একা পাব, তখন আমি ওকে ধরব। অন্য কেউ সাথে থাকবে না ওর, ও থাকবে সম্পূর্ণ একা। তোমার উদ্বিগ্ন হবার কোন দরকার নেই।'

আমাকে প্রায় জোর করে সীট থেকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল সে।

আমি বুঝলাম, কোনকিছু দিয়েই আটকানো সম্ভব ছিল না ওকে। আর এ-ও বুঝলাম, কেন আমাকে সাথে নিল না সে। প্যাটের জন্যে। গোটফ্রীড থাকলে ওকে নিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

*

অ্যাল্‌ফন্‌সের বারে গেলাম। একমাত্র ওর সাথেই এখন কথা বলতে পারি। ওর উপদেশ আমার প্রয়োজন এখন—যদি কিছু করা যায় এখন। অ্যাল্‌ফন্‌স ছিল না সেখানে। নিদ্রালু এক মেয়ে জানাল যে, ঘণ্টাখানেক আগে সে একটা মীটিং-এ গেছে। এক টেবিলে বসে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম ওর জন্যে।

বার সম্পূর্ণ ফাঁকা। মেয়েটি ঘুমুচ্ছে বসে বসেই। ওটো আর গোটফ্রীডের কথা মনে পড়ল আমার। জানালা দিয়ে তাকালাম রাস্তার দিকে। আজ পূর্ণিমা। পরিষ্কার ঝকঝকে আলো বাইরে। ভাবলাম গোটফ্রীডের কবরের কথা; কালো রঙের সেই কাঠের ক্রুশ, তার ওপরে ঝুলন্ত হেলমেট; হঠাৎ লক্ষ করলাম, আমি কাঁদছি। হাত দিয়ে মুছে ফেললাম চোখের জল।

কিছুক্ষণ পর দ্রুত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দরজা খুলে ঢুকল অ্যাল্‌ফন্‌স। ঘামে চকচক করছে ওর মুখ।

'অ্যাল্‌ফন্‌স, আমি এখানে,' বললাম আমি।

'এখানে এসো, জলদি!'

ট্যাপরুমের পেছনের ঘরে ঢুকলাম আমরা। কাবার্ড থেকে দুটো আর্মি ফার্স্ট এইড বক্স বের করে আনল অ্যাল্‌ফন্‌স। 'এখানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও,' প্যান্ট খুলে নিঃশব্দে নিচে নামিয়ে বলল সে।

উরুতে গভীর ক্ষত। 'পালাতে গিয়ে গুলি খেয়েছ, তাই না?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'জলদি ব্যাণ্ডেজ বাঁধো।'

অ্যাল্‌ফন্‌স,' বললাম। 'ওটো কোথায়?'

'ওটো কোথায়, সেটা আমি জানব কোত্থেকে,' বিড়বিড় করে উত্তর দিল সে।

'কেন, তোমরা দু'জন একসাথে ছিলে না?'

'না।'

'তুমি ওকে দেখোনি?'

'না,' বলে নিজের ক্ষত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অ্যাল্‌ফন্‌স।

'অ্যাল্‌ফন্‌স,' বললাম আমি, 'আমরা ওকে দেখেছি—ওই যে গোটফ্রীডকে—আজ সন্ধেবেলা—ওটো ধরতে গেছে ওকে।'

'কী?' মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। 'কোথায় সে এখন? ওর পিছু লাগার আর কোন অর্থ নেই। ওটোকে সরে পড়তে হবে ওখান থেকে।'

'ওটো আসবে না।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে। 'এক্ষুণি ওকে খুঁজতে বেরোও। তুমি কি জানো, সে কোথায় গেছে? তাকে সরে পড়তে হবে। তুমি ওকে বলো, গোটফ্রীডের ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে গেছে। ওই শালাই গুলি করেছিল আমাকে। আমি ওর হাতকে কাবু করে তারপর গুলি করেছি। কিন্তু ওটো কোথায় এখন?'

'মনকেস্ট্যাসের আশেপাশে কোথাও।'

'তা-ও ভাল। কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ হলো গেছে। ওকে খুঁজে নিয়ে এসো যেখান থেকেই হোক।'

'যে-ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গুস্তাভ সচরাচর থাকে, ফোন করলাম সেখানে। ফোন তুলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে-ই। 'গুস্তাভ,' বললাম আমি। 'তুমি এক্ষুণি আসতে পারবে ভিয়েসেনস্ট্র্যাসে আর বেলেফুয়েপ্লাত্‌সের বাঁকটার সামনে? খুব জলদি। আমি অপেক্ষা করছি।'

'আমি আসছি দশ মিনিটের মধ্যে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে অ্যালফন্‌সের কাছে ফিরে এলাম।

'তোমরাও যে ওই শালাকে খুঁজছ, সেটা জানতাম না,' বলল সে। ওর চোখ-মুখ তখনও ঘর্মাক্ত। 'ওর ঘরে গিয়ে বসেছিলাম ওর জন্যে। থাকে এক চিলেকোঠায়। কোন প্রতিবেশী নেই। ঘরে ঢুকেই গুলি ছুঁড়েছিল সে। কোন সাক্ষী নেই যে, আমি ওকে মেরেছি। চাইলে এক ডজন লোককেও নামিয়ে দিতে পারতাম।'

আমার দিকে তাকাল সে। চোখ দুটো অসহিষ্ণু—এত পীড়ন, এত যন্ত্রণা এবং এত ভালবাসা মিশে আছে সেখানে! 'এখন গোটফ্রীড শান্তিতে বিশ্রাম নেবে,' আস্তে করে বলল সে। 'কেন জানি, এতদিন মনে হত, ও বিশ্রাম নিতে পারছে না ঠিকমত।'

আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম তার সামনে।

'এক্ষুণি যাও,' বলল সে।

হেঁটে গেলাম বারের ভেতর দিয়ে। মেয়েটা ঘুমুচ্ছে তখনও, নিঃশ্বাস নিচ্ছে শব্দ করে। বাইরে আরও ওপরে উঠে গেছে চাঁদ। বাতাসের লেশমাত্র নেই। চারদিক চুপচাপ।

গুস্তাভ এসে পৌঁছুল কয়েক মিনিট পর। 'কী হয়েছে, রবার্ট?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আজ সন্ধেয় আমাদের গাড়ি চুরি হয়ে গেছে। একটু আগে খবর পেলাম, ওটাকে নাকি দেখা গেছে মনকেস্ট্র্যাসের ওখানে। আমাকে নিয়ে যেতে পারবে সেখানে?'

'অবশ্যই।' উৎসুক হয়ে উঠল গুস্তাভ। 'কী যে হয়েছে আজ-কাল! প্রতিদিন কয়েকটা করে গাড়ি চুরি যাচ্ছে। তবে চোরেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেট্রল শেষ হওয়া পর্যন্ত গাড়ি দাবড়ায়। পেট্রল শেষ হয়ে গেলেই ফেলে রাখে রাস্তার পাশে।'

'হ্যাঁ, আমাদের গাড়ির ক্ষেত্রেও সম্ভবত একই ব্যাপার ঘটেছে।'

গুস্তাভ জানাল, অচিরেই বিয়ে করবে সে।

মনকেস্ট্র্যাসেতে পৌঁছুলাম আমরা।

'ওই তো ওখানে তোমাদের গাড়িটি,' হঠাৎ বলে উঠল গুস্তাভ।

কার্ল দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারমত এক জায়গায়। গুস্তাভের গাড়ি থেকে নেমে এলাম আমি, পকেট থেকে চাবি বের করে স্টার্ট দিলাম কার্লকে। 'ঠিক আছে, গুস্তাভ,' বললাম আমি, 'এখানে নিয়ে আসার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'চলো না কোথাও গিয়ে একটু মদ খাওয়া যাক,' প্রস্তাব দিল সে।

'না, আজ নয়। কাল। আমাকে যেতে হবে এক্ষুণি।'

ট্যাক্সি-ভাড়া মিটিয়ে দেবার জন্যে হাত ঢোকালাম পকেটে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' বলল সে।

'আচ্ছা, থাক। অনেক ধন্যবাদ, গুস্তাভ। তুমি আর অপেক্ষা কোরো না। চলে যাও। গুড-বাই।'

'চোরটাকে খুঁজবে না একটু?'

'না। ওকে কি আর আশেপাশে পাওয়া যাবে ভেবেছ?' হঠাৎ ভীষণ অধৈর্য হয়ে উঠলাম আমি। 'গুড-বাই, গুস্তাভ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'গাড়িতে তোমার পেট্রল আছে তো?'

'আছে, যথেষ্ট। গুড নাইট।'

চলে গেল গুস্তাভ। আমি অপেক্ষা করলাম খানিকক্ষণ। তারপর গাড়ি নিয়ে চারপাশে একটু চক্কর দিয়ে ফিরে এসে দেখি কস্টার দাঁড়িয়ে আছে।

'কী ব্যাপার?'

'তাড়াতাড়ি উঠে পড়,' খুব দ্রুত বললাম আমি। 'তোমাকে আর ওর পেছনে ঘুরতে হবে না। অ্যাল্‌ফনসের ওখান থেকে আসছি আমি। অ্যাল্‌ফন্‌সের সাথে ওর সাক্ষাৎ হয়েছে।'

'তারপর?'

'কাজ হয়ে গেছে,' বললাম আমি।

কোন কথা না বলে গাড়িতে উঠল কস্টার। আর সব দিনের মত স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসল না। বসল আমার পাশে। গাড়ি চালাচ্ছি আমি। 'আমার ঘরে যাব এখন?' প্রশ্ন করলাম।

মাথা নাড়ল সে।

'ব্যাপারটা যে এ-ভাবে হয়ে গেল, আমি খুব খুশি, ওটো,' আমি বললাম।

'আমি নই,' উত্তর দিল সে। 'কাজটা আমি নিজের হাতে করতে চেয়েছিলাম।'

ফ্রাউ জালেভ্‌স্কির ঘরের আলো জ্বলছিল তখনও। প্যাসেজের দরজা খুলতেই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। 'একটা টেলিগ্রাম আছে তোমার নামে,' জানালেন।

'টেলিগ্রাম?' ভীষণ অবাক হলাম আমি। সন্ধের ঘটনাটা তখনও ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথায়। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে এল। দৌড়ে গেলাম ঘরে। টেবিলের ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে টেলিগ্রামটি। সীল-স্ট্যাম্প খুলে ফেললাম একটানে; বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল যেন, টেলিগ্রামের অক্ষরগুলো বিক্ষিপ্তভাবে সাঁতার কাটতে লাগল আমার চোখের সামনে, অস্পষ্ট হয়ে উঠল তারা একসময়, হারিয়ে গেল হঠাৎ, তারপর ফিরে এল আবার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি; সবকিছু স্বাভাবিক আছে। টেলিগ্রামটি দিলাম কস্টারের হাতে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি ভেবেছিলাম—'

তিনটি শুধু শব্দ লেখা: 'রবি, কাম সুন।'

টেলিগ্রামটি হাতে তুলে নিলাম আবার। উধাও হয়ে গেল স্বস্তির অনুভূতিটুকু। সে-জায়গা দখল করে নিল ভীতি, আশঙ্কা।

'ব্যাপারটা কী হতে পারে, ওটো? কেন সে আর কিছু লেখেনি? নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে।'

কস্টার টেবিলের ওপরে রাখল টেলিগ্রামটি। 'শেষ কবে তোমার সাথে কথা হয়েছে ওর?'

'সপ্তাহখানেক আগে।'

'এক্ষুণি ফোন করো আবার। যদি তেমন কিছু হয়, আমরা গাড়িতে রওনা দিয়ে দেব। তোমার কাছে টাইমটেব্‌ল আছে?'

স্যানাটোরিয়ামে একটা কল বুক করে ফ্রাউ জালেভ্‌স্কির ঘর থেকে টাইমটেব্‌লটা নিয়ে এলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কাল বিকেলের আগে কোন ট্রেন নেই,' বলল সে। 'সবচে' ভাল হয়, কার্লকে নিয়ে রওনা দিয়ে দিলে। যতটা এগিয়ে থাকা যায়, তত ভাল। তারপর পথে কোথাও থেকে ট্রেন ধরা যাবে। এতে করে কয়েক ঘণ্টা সময় বেঁচে যাবে আমাদের। তুমি কী বলো?'

'হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে।' ট্রেনের দীর্ঘ অলস মুহূর্তগুলো কী করে কাটাব, ভাবতেও পারছি না।

টেলিফোন বেজে উঠল। টাইমটেব্‌ল হাতে নিয়ে কস্টার চলে গেল আমার ঘরে।

স্যানাটোরিয়াম থেকে উত্তর এল। প্যাটকে চাইলাম। এক মিনিট পর সেখানকার তত্ত্বাবধায়িকা জানাল যে, এই সময় কথা না বলাটাই প্যাটের জন্যে ভাল।

'কী হয়েছে ওর?' প্রায় আর্তনাদ করে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কয়েকদিন আগে আবার রক্তক্ষরণ হয়েছে কিছুটা। এই মুহূর্তে জ্বর।'

'ওকে বলবেন আমি আসছি,' বললাম আমি, 'কস্টার আর কার্লের সাথে। আমরা রওনা দিচ্ছি এক্ষুণি। বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, কস্টার আর কার্লের সাথে,' আমার কথার পুনরাবৃত্তি করল সে।

'হ্যাঁ, কিন্তু খবরটা ওকে এই মুহূর্তেই জানাতে হবে। আমরা রওনা দিচ্ছি এক্ষুণি।'

'খবরটা তাঁকে এখনই জানিয়ে দিচ্ছি আমি।'

ঘরে ফিরে এলাম। হঠাৎ করে ভীষণ হালকা হয়ে গেছে পা দুটো। কস্টার টেবিলে বসে ট্রেনের নাম এবং সময় টুকে নিচ্ছে একটা কাগজে।

'ব্যাগ গুছিয়ে নাও,' বলল সে। 'আমি ঘরে গিয়ে আমার জিনিসপত্র নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।'

কাবার্ড থেকে ট্রাঙ্ক বের করলাম আমি। বিভিন্ন হোটেলের রঙিন লেবেল সাঁটা এই ট্রাঙ্কটি লেন্‌ত্‌সের। খুব দ্রুত সব গুছিয়ে নিয়ে ফ্রাউ জালেভস্কি আর ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালের মালিকের সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে ফেললাম। ঘরে ফিরে কস্টারের অপেক্ষায় বসে রইলাম জানালার কাছে। চারদিক চুপচাপ, নিঃশব্দ। কাল সন্ধের মধ্যে প্যাটের সাথে দেখা হবে আমার—ভাবতেই অদ্ভুত এক প্রত্যাশা আচ্ছন্ন করল আমাকে, নিমেষে দূর হয়ে গেল সমস্ত আশঙ্কা, ভীতি, উদ্বেগ, হতাশা, বিষণ্ণতা। কাল আবার দেখা হবে ওর সাথে—এক ধারণাতীত সুখকর অনুভূতি এটা।

ব্যাগ নিয়ে নেমে এলাম নিচে। কার্ল এসে পৌঁছুল।

'কয়েকটা কম্বল নিয়েছি সাথে,' বলল কস্টার। 'পথে ঠাণ্ডা লাগবে।'

'আমরা পালা করে গাড়ি চালাব, ঠিক আছে?' আমি প্রস্তাব করলাম।

'হ্যাঁ। কিন্তু আজ বিকেলে বেশ ঘুমিয়ে নিয়েছি বলে প্রথমেই চালাব আমি।'

আধঘণ্টার মধ্যেই শহর পার হয়ে গেলাম আমরা। পরিষ্কার চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে বিপুল নৈঃশব্দ্যে। সামনের শাদা রাস্তা চলে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত। অর্গানের মৃদু বাজনার মত শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে কার্ল। এই শব্দ ব্যাহত করে না নিস্তব্ধতাকে, বরং করে তোলে আরও অনুভূতিগ্রাহ্য।

'তোমার একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার,' বলল কস্টার।

মাথা দোলালাম আমি। 'সম্ভব না, ওটো।'

'তাহলে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকো অন্তত, কাল সকালে দেখবে বেশ ফ্রেশ লাগছে। এখনও বহু পথ যেতে হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এভাবেই বিশ্রাম হচ্ছে আমার।'

বসে আছি কস্টারের পাশে। দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা গ্রাম, ঘুমন্ত শূন্য শহর। সিনেমার দৃশ্যের মত স্বপ্নময় অলৌকিক রাতের অপার্থিব চাঁদের আলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কার্ল।

সকালের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে এল। বিস্তৃত, শিশিরসিক্ত তৃণভূমি চক্‌চক্ করছে, ধূসর আকাশের প্রেক্ষাপটে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে গলে যাওয়া লোহার মত; বনের ভেতর থেকে মাঝে-মধ্যে ভেসে আসছে পাখির ডাক; দূরের চিমনিগুলো থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অবিরাম স্রোতের মত। পালাবদল করলাম আমরা। আমি গাড়ি চালালাম সকাল দশটা পর্যন্ত। তারপর দ্রুত ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম রাস্তার পাশের এক সরাইখানায়। বারোটার পর থেকে কস্টার আবার বসল ড্রাইভারের সীটে। ও চালানোর সময় অনেক দ্রুত পথ এগোচ্ছি আমরা।

বিকেলের দিকে অন্ধকার করে আসতে লাগল চারদিক। পাহাড়ী এলাকায় এসে পৌঁছুলাম আমরা। স্নো চেইন আর বেলচা আছে আমাদের সাথে। তবু কতদূর যাওয়া সম্ভব এভাবে, সেটা জানার জন্যে গেলাম স্থানীয় অটোমোবাইল ক্লাবে।

'স্নো চেইন থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন,' ক্লাবের সেক্রেটারি জানালেন। 'এই বছর তো বরফ তেমন পড়েনি। তবু শেষ কয়েক কিলোমিটারে কী অবস্থা দাঁড়াবে, সেটা ঠিক বলতে পারছি না।'

কুয়াশার ভয় নেই, যেহেতু বেশ ঠাণ্ডা এখন। পাহাড়ের আকস্মিক বাঁক এবং সর্পিল পথ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল কার্ল। কিছুদূর গিয়ে স্নো চেইন লাগিয়ে নিলাম আমরা। রাস্তা মোটামুটি পরিষ্কার, বরফ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে অনেক সময় পিচ্ছিল বরফের ওপরে চাকা পড়তেই পিছলে যাচ্ছে আমাদের গাড়ি। কখনও কখনও গাড়ি থেকে নেমে ঠেলতেও হচ্ছে। বার দুয়েক তো চাকা আটকে গিয়েছিল কার্লের। শেষমেষ পাশের এক গ্রাম থেকে এক বালতি বালি জোগাড় করে আনতে হলো। বেশ ওপরে উঠে পড়েছি ইতোমধ্যে। এখন সামনের বাঁক এবং চড়াই-উতরাই সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হচ্ছে আমাদের। ওসব জায়গায় বরফ জমে থাকলেই বিপদ। সেই কারণেই বালি সাথে নেয়া। সামনে নিকষ কালো অন্ধকার, সংকীর্ণ পথ। এবারে প্রতিটি বাঁক নেবার সাথে সাথে নিচে নামতে লাগলাম আমরা। হঠাৎ পাহাড়ের ঢাল ছেড়ে গাড়ির হেডলাইট গিয়ে পড়ল শূন্যের ভেতরে। পাহাড়টা পেরিয়ে এসেছি আমরা। সামনে দেখা যাচ্ছে গ্রাম, আলো জ্বলছে এখানে সেখানে।

প্রধান সড়ক ধরে তীর বেগে ছুটল কার্ল। পথচারীরা চমকে উঠে লাফ দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে পথ, অনভ্যস্ত আলোয় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছে ঘোড়াগুলো।

স্যানাটোরিয়ামের গাড়িবারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল কার্ল। কৌতূহলী কিছু মুখ উঁকি দিল পর্দার ফাঁক দিয়ে। লাফিয়ে নামলাম আমি গাড়ি থেকে। সাদা করিডোর ধরে দৌড়ুতে লাগলাম। দরজা খুললাম সশব্দে, এবং দেখলাম প্যাটিকে; যেমন ওকে দেখেছি শত সহস্র স্বপ্নে, কামনায়, এগিয়ে এল ও আমার দিকে। এবং দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম ওকে, যেন আঁকড়ে ধরে আছি জীবনকে এবং জীবনের চেয়েও বেশি একটা কিছুকে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' ধাতস্থ হয়ে নিয়ে বললাম আমি। 'ভেবেছিলাম, দেখব— তুমি শুয়ে

www.BanglaBook.org

আহ্ বিছানায়।'

আমার কাঁধে রাখা মাথা দোলাল ও। তারপর দাঁড়াল সোজা হয়ে, আমার মুখ তুলে নিল দু'হাতে এবং তাকিয়ে রইল।

'ভাবতেও পারছি না, তুমি এখানে,' বিড়বিড় করে বলল প্যাট। 'বিশ্বাস হতে চায় না, তুমি এসেছ!'

ও চুমু খেলো আমাকে, সাবধানে, বিষণ্ন ও সচেতনভাবে। ওর ঠোঁটের ছোঁয়া পেয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। এখনও কিছু বুঝতে পারছি না। এখনও অনুভব করতে পারছি না কোনকিছু; এই দীর্ঘ ভ্রমণের রেশ এখনও যায়নি আমার, মাথার ভেতরে ইঞ্জিনের গর্জন, গতি। আমার মনে হলো, যেন এই উষ্ণ ঘরে রাত্রি এবং ঠাণ্ডা থেকে ক্রমশ বেরিয়ে আসছে কে একজন; নিজের চামড়ার উষ্ণতা অনুভব করছে সে, সবকিছু দেখছে নিজের চোখে, তবু এখনও পুরোপুরি উষ্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

'ভীষণ স্পীডে গাড়ি চালিয়ে এসেছি আমরা,' বললাম আমি।

উত্তর দিল না ও। শুধু তাকিয়ে রইল আমার দিকে নীরবে। মুখে ওর তীক্ষ্ণ এক অভিব্যক্তি, চোখ বন্ধ করে আছে, যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু খুঁজছে আবার। হঠাৎ অপ্রতিভ বোধ করলাম। হাত রাখলাম ওর কাঁধে।

'তুমি থাকছ তো এখানে?' প্রশ্ন করল প্যাট।

মাথা নাড়লাম আমি।

'আমাকে এক্ষুণি বলো, তুমি আবার চলে যাবে, না থাকবে। আমার এক্ষুণি জানা দরকার।'

আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, এখনও সঠিক জানি না। আমাকে, সম্ভবত, ফিরে যেতে হবে কয়েকদিন পর, কারণ, বেশিদিন এখানে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা নেই আমার কাছে। কিন্তু ওকে বলতে পারলাম না সে-কথা বলা সম্ভবও নয়, যখন এভাবে তাকিয়ে আছে ও আমার দিকে।

'হ্যাঁ, থাকব আমি,' জানালাম ওকে। 'তুমি আবার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা থাকব একসাথে।'

অভিব্যক্তি বদলাল না ওর। কিন্তু হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন আলোকিত হয়ে উঠল ওর ভেতরে হঠাৎ-জ্বলে-ওঠা আলোয়।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে বিছানার পাশে রাখা টেম্পারেচার চার্ট দেখার চেষ্টা করলাম আমি। ও লক্ষ করল সেটা। তারপর দ্রুত সেটা তুলে নিয়ে দলাইমোচা করে ফেলে দিল খাটের তলায়। 'এটার আর কোন প্রয়োজন নেই,' বলল প্যাট।

কাগজের দলাটা কোথায় গিয়ে পড়ল, দেখে রাখলাম সেটা। ওর অলক্ষ্যে পকেটে তুলে নেব, ঠিক করলাম।

'তুমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?' জানতে চাইলাম আমি।

'একটু। এখন ভাল আছি।'

'ডাক্তার কী বলেছে?'

হাসল প্যাট। 'ডাক্তারের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলো না। কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই কোরো না আর। তুমি এখানে আছ, এটাই তো যথেষ্ট।'

হঠাৎ করে ও বদলে গেছে খানিকটা। ওকে অনেকদিন দেখিনি বলেই হয়তো এ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রকম মনে হচ্ছে আমার। ও এখন কেবল সুন্দরী একজন মেয়েই নয়, আরও কিছু যেন যোগ হয়েছে তাতে। ও আমাকে ভালবাসে কি না, আমি আগে জানতাম না সেটা। এখন জানি। ও আর কিছুই লুকোয় না। ও এখন আরও বেশি প্রাণবন্ত, জীবন্ত, আরও ঘনিষ্ঠ আমার সাথে, আরও সুন্দরী, আরও উৎফুল্ল। কিন্তু তবু অজানা এক কারণে একটু খটকা লাগছে যেন।

'প্যাট,' বললাম আমি। 'এক্ষুণি নিচে যেতে হবে আমাকে। কস্টার অপেক্ষা করছে সেখানে।'

'কস্টার এসেছে? আর লেন্‌ত্‌স কোথায়?'

'লেন্‌ত্‌স···' বললাম আমি। 'লেন্‌ত্‌স ওর বাসায় রয়ে গেছে।'

কিছু লক্ষ করল না প্যাট। 'তুমি নিচে নামার ঝুঁকি নেবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'নাকি আমরা ওপরে উঠে আসব?'

'যে-কোনকিছুর ঝুঁকি নিতে পারি আমি এখন। করতে পারি সবকিছু। আমরা একসাথে বেরিয়ে ড্রিঙ্ক করব। তাকিয়ে থেকে তোমার খাওয়া দেখব আমি।'

'ঠিক আছে, আমরা নিচের হলে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

কাপড় বের করতে ওয়ারড্রোবের কাছে গেল ও। সেই মুহূর্তে টেম্পারেচার চার্টের দলাটি আমি তুলে নিলাম পকেটে।

'আমি গেলাম। নিচে নেমে এসো জলদি।'

'রবি,' দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল ও। 'তোমাকে আমি অনেক কথা বলতে চাই, রবি।'

'আমিও চাই, প্যাট। কিন্তু তাড়াহুড়োর কিছু তো নেই। প্রচুর সময় আছে আমাদের হাতে। আজ, তারপর কাল সারাদিন আমরা গল্প করব। শুরুতেই কি এত কথা বলা যায়?'

'হ্যাঁ, সব কথা বলব আমরা পরস্পরকে। তাহলে আমরা দু'জন দু'জনের সম্পর্কে সবকিছু জানব, মনে হবে, এক মুহূর্তের জন্যেও আলাদা হইনি আমরা।'

মালপত্র ইতোমধ্যে সব নামিয়ে ফেলেছে কস্টার। স্যানাটোরিয়াম সংলগ্ন এক দালানে পাশাপাশি দুটো ঘর দিয়েছে আমাদের। 'একনজর দেখো এদিকে,' টেম্পারেচার চার্ট দেখিয়ে কস্টারকে বললাম আমি। 'শুধু ওঠা-নামা করেছে।'

গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের ওপরে পা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম আমরা। 'কাল বরং ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো,' বলল কস্টার। 'শুধু টেম্পারেচার চার্ট দেখে তুমি কিছু বলতে পারো না।'

'পারি, অনেককিছু বলতে পারি,' বলে কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলাম আবার।

হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে আমরা স্যানাটোরিয়ামে ফিরে গেলাম। কার্ল দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। 'কবে আমরা ফিরব, ওটো?'

'আমি কাল রাতে কিংবা পরশু সকালে চলে যাব। আর তুমি এখানে থেকে যাও।'

'এটা কী করে সম্ভব?' বললাম আমি। 'যত টাকা এখন আছে আমার কাছে, তাতে বড়জোর দিন দশেক চলবে এখানে। তাছাড়া, প্যাটের জন্যে স্যানাটোরিয়ামের টাকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শোধ করা আছে মাত্র পনেরো তারিখ পর্যন্ত। টাকা রোজগার করার জন্যে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

কার্লের রেডিয়েটরের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল কস্টার। 'তোমার জন্যে আমি টাকা রোজগার করব,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল সে। 'তুমি এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। টাকা-পয়সার ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'ওটো,' বললাম আমি, 'ওয়ার্কশপ বিক্রির পর তোমার হাতে কত টাকা আছে, সেটা আমি জানি—তিনশো মার্কের বেশি তো না।'

'সেটা কোন ব্যাপার নয়। টাকা আমি জোগাড় করব। তোমাকে খামোকা নাক গলাতে হবে না এ-ব্যাপারে। আট দিনের মধ্যে টাকা পেয়ে যাবে তুমি।'

'কী ব্যাপার, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি আছে নাকি তোমার?' রসিকতা করতে চাইলাম আমি। কিন্তু বিষণ্ন শোনাল সেটা।

'সে-রকমই একটা কিছু। তা যাই হোক, তোমাকে ভাবতে হবে না এবং এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত হবে না তোমার।'

হলের ভেতরে ঢুকে আগুনের পাশে বসলাম আমরা। 'ক'টা বাজে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কস্টার উত্তর দিল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, 'সাড়ে ছয়।'

'দারুণ!' আমি বললাম। 'আমি তো ভেবেছিলাম, অনেক বেজে গেছে।'

নিচে নেমে এল প্যাট। ফারের জ্যাকেট পরেছে ও। দ্রুত এগিয়ে এল কস্টারের দিকে, সম্ভাষণ জানাল তাকে। আমি এই প্রথম লক্ষ করলাম, কতটা বাদামী ওর গায়ের রঙ। কমবয়সী রেড ইণ্ডিয়ান বালিকার মত লাগছে ওকে। কিন্তু মুখটা শুকনো ওর, চোখ দুটো ভীষণ দ্যুতিময়।

'তোমার কি জ্বর আছে এখন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অল্প,' বলে কৌশলে দ্রুত এড়িয়ে গেল ও প্রসঙ্গটি। 'রাতে এখানে সবারই জ্বর আসে একটু-আধটু। আচ্ছা, তুমি কি ক্লান্ত?'

'না, কেন?'

'তাহলে চলো, বারে যাই আমরা। জানো, এখানে এই প্রথম কোন অতিথি এল আমার কাছে।'

'এখানে বার আছে নাকি?'

'আছে ছোট্ট একটা।'

বার-ভর্তি লোকজন। অনেককে সম্ভাষণ জানাল প্যাট। এদের মধ্যে একজন ইতালিয়ানকে ভাল লাগল আমার। এইমাত্র খালি-হওয়া একটা টেবিলে বসলাম আমরা।

'কী খাবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'রাম দিয়ে বানানো ককটেল। "দ্য বারে" যে-রকম খেতাম আমরা। রেসিপি তোমার জানা আছে তো?'

'অবশ্যই।' যে-মেয়েটি সার্ভ করছে, তার দিকে তাকালাম আমি, 'অর্ধেক অংশ পোর্ট, বাকি অর্ধেক জ্যামাইকা রাম।'

'দুটো,' প্যাট বলল, 'এবং একটা স্পেশাল।'

দু'গ্লাস ককটেল এবং একটা গ্লাসে উজ্জ্বল লাল রঙের পানীয় এনে আমাদের টেবিলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখল মেয়েটি। 'এটা আমার জন্যে,' বলল প্যাট। ককটেলের গ্লাস দুটো আমাদের দিকে ঠেলে দিল ও। 'স্যালুট!'

নিজের গ্লাসটি ও নামিয়ে রাখল না খেয়েই, তাকাল চারপাশে, তারপর আমার গ্লাসটি দ্রুত তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেলল। 'আহ্!' বলল প্যাট। 'কী দারুণ!'

'নিজের জন্যে কিসের অর্ডার দিয়েছিলে তুমি?' উজ্জ্বল লাল রঙের পানীয় চেখে দেখে প্রশ্ন করলাম আমি। রাসবেরি আর লেবুর স্বাদ পেলাম শুধু। অ্যালকোহলের নাম গন্ধও নেই ওতে।

'খুব ভাল,' বললাম আমি।

প্যাট আমার দিকে তাকাল।

'তেষ্টার জন্যে,' যোগ করলাম।

হাসল ও। 'তোমার জন্যে ককটেলের অর্ডার দাও আবার। আমি আর খাবো না।'

হাতের ইশারায় ডাকলাম মেয়েটিকে। 'একটি ককটেল এবং একটি স্পেশাল,' বললাম আমি। চারপাশের টেবিলগুলোয় প্রচুর 'স্পেশাল'-গ্লাস চোখে পড়ল আমার।

ডাইনিং রুমে গেলাম আমরা। খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে প্যাট। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে ওর মুখ। আমরা বসলাম জানালার পাশে ছোট্ট টেবিলে। জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বরফের ভেতরে আলোকিত গ্রাম্য রাস্তা।

'হেলগা গুটম্যান কোথায়?' জানতে চাইলাম আমি।

'চলে গেছে,' একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিল প্যাট।

'চলে গেছে? এত তাড়াতাড়ি?'

'হ্যাঁ,' বলল প্যাট। আমি অনুভব করলাম ওর কথার মর্মার্থ।

দশ

চীফ ফিজিশিয়ানের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। হলে কস্টার অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। স্যানাটোরিয়ামের সামনের এক বেঞ্চে বসলাম আমরা।

'খুব খারাপ সংবাদ, ওটো,' বললাম আমি। 'যতটা ভেবেছিলাম, তারচে'ও খারাপ।'

'তুমি কি চীফ ফিজিশিয়ানের সাথে কথা বলেছ?' জিজ্ঞেস করল কস্টার।

'হ্যাঁ। সব বুঝিয়ে বললেন তিনি—অনেক রেখে-ঢেকে রাখতে চেয়েছেন যদিও। কিন্তু সবচে' বড় কথা হলো, অবস্থার অবনতি হয়েছে আরও।'

জুতোর গোড়ালি দিয়ে শক্ত বরফের ওপরে দাগ কাটতে লাগল কস্টার। উঠে দাঁড়াল তারপর। 'তিনি এখনও আশাবাদী কি না, সেটা বলো।'

'যে-কোন ডাক্তারই আশাবাদী—এটা তাদের পেশার অঙ্গ। কিন্তু আমি আর বিন্দুমাত্র আশার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। এখন দুটো ফুসফুসই আক্রান্ত হয়েছে ওর।'

'আর কী বললেন তিনি?' জানতে চাইল কস্টার।

'বললেন তাঁর ধারণার কথা—কেন এখন এই রোগের এত প্রাদুর্ভাব। প্যাটের সমবয়সী অনেক রোগী তিনি দেখেছেন ইতোমধ্যে। যুদ্ধের ফলাফল, বুঝলে? অপুষ্টিজনিত রোগের হার খুব বেড়ে গেছে ইদানীং। তা যাক, ওসব আমি বুঝি না।

www.BanglaBook.org

ওকে ভাল হয়ে উঠতেই হবে।' কস্টারের দিকে তাকালাম আমি। 'ডাক্তার আমাকে একথাও বলেছেন যে, জীবনে তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখেছেন—বিশেষ করে এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে। যার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে সবাই, সে-ও হঠাৎ সুস্থ-সবল চাঙা হয়ে উঠতে পারে। জ্যাফেও একই কথা বলেছিলেন আমাকে। কিন্তু অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি না আমি।'

কোন কথা বলল না কস্টার। আমরা পাশাপাশি বসে রইলাম চুপচাপ। কী আর বলার আছে আমাদের? জীবনে আমরা এতকিছু দেখেছি যে, সান্ত্বনার বাণী অর্থহীন মনে হয় আমাদের কাছে।

'বব,প্যাট যেন কোনকিছু লক্ষ্য না করে,' বলল কস্টার।

'অবশ্যই,' আমি উত্তর দিলাম।

প্যাট না আসা পর্যন্ত সেখানেই বসে রইলাম আমরা। কিছুই ভাবলাম না আমি; এমনকি হতাশও মনে হলো না নিজেকে; হতবুদ্ধি হয়ে গেছি একেবারে।

'আসছে ও,' বলল কস্টার।

'হ্যাঁ,' বলে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি।

'হ্যালো,' আমাদের দিকে এগিয়ে এসে প্যাট হাত নাড়ল। একটু টলমল করে হাঁটছে যেন এবং হাসছে। 'আমি একটু মাতাল এখন। রোদে বেশিক্ষণ শুয়ে থেকে এই অবস্থা।'

আমি চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল সবকিছু। ডাক্তারের কথা আমি আর বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি অলৌকিক ঘটনায়। এই তো এখানে দাঁড়িয়ে আছে ও; জীবন্ত, প্রস্তুত; হাসছে ও—বাকি সবকিছু ডুবে গেল এই দৃশ্যের সামনে।

'আজ আমার খুব ভাল দিন। টেম্পারেচার নেই একদম। আমি বেড়াতে যেতে পারি। চলো না, নিচে গ্রামে বেড়াতে যাই আমরা।'

'চলো।'

এক ক্যাফেতে গিয়ে ঢুকলাম আমরা। প্রচুর লোকজন সেখানে। তাদের অনেককেই আমি দেখেছি স্যানাটোরিয়ামে। বয়ে-দেখা ইতালিয়ানটিকেও দেখা গেল। তার নাম আন্তোনিও। সে আমাদের টেবিলে এসে সম্ভাষণ করল প্যাটকে। গত রাতে কয়েকজন রসিক দুমন্ত একজন রোগীকে বেঁধে তার ঘর থেকে বের করে নিয়ে প্রস্তুর-যুগের এক স্কুল-শিক্ষিকার ঘরে রেখে এসেছে, সেই গল্প করল সে।

'এমন করল কেন তারা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'লোকটি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠেছে, দিনকয়েকের মধ্যে তার চলে যাবার কথা,' আন্তোনিও উত্তর দিল। 'এ-রকম কাজ স্যানাটোরিয়ামে হরদমই ঘটে। এখানে এসে বাচ্চার মত হয়ে যায় সবাই।'

একজন সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং ফিরে যাচ্ছে, ভাবলাম আমি। 'তুমি কী খাবে, প্যাট?' প্রশ্ন করলাম।

'মার্টিনি। ড্রাই মার্টিনি।'

মার্টিনি নিয়ে এল ওয়েটার। ঠাণ্ডা।

'দারুণ, এভাবে বসে থাকাটা, তাই না?'

'হ্যাঁ, দারুণ।' উত্তর দিলাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আবার কখনও কখনও অসহনীয়ও বটে,' বলল প্যাট।

লাঞ্চ পর্যন্ত সেখানে বসে রইলাম আমরা। প্যাট ভীষণভাবে চাইছিল সেটা। এতদিন একটানা স্যানাটোরিয়ামে পড়ে থাকার পর এই প্রথম বেড়াতে বেরিয়েছে ও। আন্তোনিও লাঞ্চ করল আমাদের সাথে। তারপর আমরা ফিরে গেলাম স্যানাটোরিয়ামে। ঘরে গিয়ে দু'ঘণ্টা শুয়ে রইল প্যাট।

কস্টার আর আমি কার্লকে বের করে নিয়ে এলাম গ্যারেজ থেকে। দুটো স্প্রিং ভেঙে গেছে ওর। বদলাতে হলো। তারপর তেল ভরে কার্লের গোটা শরীরে গ্রীজ মাখিয়ে দিলাম হালকাভাবে।

প্যাট নেমে এল নিচে। সম্পূর্ণ সজীব ও এখন। ওর কুকুরটি লাফাচ্ছে ওকে ঘিরে।

'বিলি!' ডাকলাম আমি। থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। চিনতে পারেনি আমাকে।

'ঈশ্বরের অসীম কৃপা,' বললাম আমি, 'মানুষের স্মৃতিশক্তি অনেক বেশি প্রখর। আচ্ছা, গতকাল কোথায় ছিল সে?'

হাসল প্যাট। 'খাটের তলায়। আমার কাছে অতিথি এলে হিংসেয় জ্বলে মরে সে। বসে থাকে মুখ গোমড়া করে।'

'দারুণ লাগছে তোমাকে,' বললাম আমি।

খুশির চোখে তাকাল ও আমার দিকে। তারপর হেঁটে গেল কার্লের কাছে। 'কার্লে চড়ে আমি আবার একটু ঘুরে বেড়াতে চাই।'

'অবশ্যই,' বললাম আমি। 'তুমি কী বলো, ওটো?'

'নিশ্চয়ই। তোমার পরনে পুরু কোট তো আছেই, তবু এই কম্বলগুলো জড়িয়ে নাও গায়ে।'

নিচের গ্রামে নেমে এল কার্ল। চলতে লাগল প্রধান সড়ক ধরে।

একসময় গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম আমরা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে এখন। তার আলো পড়ে তুষারাস্তীর্ণ বিশাল মাঠের রঙ হয়ে উঠেছে লালচে।

'এত দূরে আমি কখনও আসিনি,' বলল প্যাট। 'আচ্ছা, এটাই কি বাড়ি ফেরার পথ?'

'হ্যাঁ।'

চুপচাপ সেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল ও। 'এখান থেকে কতদূর?' প্রশ্ন করল সে।

'প্রায় এক হাজার কিলোমিটার। মে মাসে একসাথে এই রাস্তা দিয়ে ফিরে যাব। ওটো নিতে আসবে আমাদের।'

'মে মাসে!' বলল প্যাট। 'মাই গড, মে মাসে!'

সূর্য ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে চারদিক। চলো, প্যাট, স্যানাটোরিয়ামে ফিরে যাই।'

আমার দিকে তাকাল ও। হঠাৎ ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে ওর মুখ। ওর দৃষ্টি দেখে বুঝলাম, সব জানে ও, কিন্তু লুকিয়ে রাখতে চায়—আমরা যেমন লুকোতে চাই ওর কাছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে শিথিল হয়ে গেল বাঁধন, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-বেদনা জমা হলো ওর চোখে।

ফেরার সময় বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখলাম ওকে। ওর হাত চেপে ধরে রেখেছে আমার বুকে—আমার শার্টের ভেতর দিয়ে। আমার চামড়ায় অনুভব করলাম ওর হাত,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর নিঃশ্বাস, ওর ঠোঁট এবং ওর কান্না। চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। নিঃশব্দ সন্ধ্যা। আমি বসে আছি নিথর হয়ে। প্যাটের চোখের জল অনুভব করছি আমার হৃদয়ে—যেন একটি ক্ষত থেকে সেখানে রক্ত ঝরছে টপ টপ করে।

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। প্যাট চলে গেছে ওর ঘরে। কস্টার গেছে আবহাওয়া অফিসে, আজ তুষারপাত হবে কি না, জানতে চায়। ইতোমধ্যে কুয়াশায় ছেয়ে গেছে চারদিক, ভেলভেটের মত কোমল আর ধূসর চাঁদ আকাশে, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাত।

আবহাওয়া অফিস থেকে ফিরে এল কস্টার। 'আমাকে যেতে হবে, রব,' বলল সে। 'আজ রাতে সম্ভবত বরফ পড়বে। তাহলে কাল তো যেতে পারব না কোন অবস্থাতেই। যেতে চাইলে যেতে হবে আজই।'

'একসাথে ডিনার করার সময় হবে তোমার?'

'হবে। খুব তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে ফেলব আমি।'

'আমি হেল্প করব তোমাকে।'

কস্টারের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিচে গ্যারেজে নামলাম আমরা।

'কোনকিছু হলেই খবর দিয়ো আমাদের,' ওটো বলল।

মাথা নাড়লাম আমি।

'টাকা পেয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই। যা কিছু করা প্রয়োজন, সব করো। যথেষ্ট টাকা পাঠাব। রব, এখন আমরা মাত্র দুজন,' আস্তে আস্তে বলল সে।

'হ্যাঁ।'

প্যাটকে ডেকে এনে দ্রুত খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম সবাই। গ্যারেজ থেকে কার্লকে বের করে দরজা পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে এল কস্টার।

'গুড লাক, রব,' বলল সে।

'গুড লাক, ওটো।'

'বিদায়, প্যাট,' প্যাটের সাথে হাত মেলাল সে এবং তাকাল ওর দিকে। 'বসন্তকালে এসে আমি নিয়ে যাব তোমাদের।'

'গুড-বাই, কস্টার,' শক্ত করে কস্টারের হাত ধরে আছে প্যাট। 'তোমাকে আবার দেখে আমি যে কতটা খুশি, বোঝাতে পারব না। গোটফ্রীড হেনট্সকে আমার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়ো।'

'দেব,' বলল কস্টার।

তখনও ও কস্টারের হাত ধরে রেখেছে। ঈষৎ কেঁপে উঠল ওর ঠোঁট। এক পা এগিয়ে এসে ও চুমু খেলো কস্টারকে। 'গুড-বাই,' ভাঙা গলায় বলল প্যাট।

উজ্জ্বল লাল শিখায় হঠাৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল কস্টারের মুখ। একটু কিছু বলতে চাইল সে। কিন্তু না বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। স্টার্ট দিয়ে দ্রুত গাড়ি চালাতে লাগল সে। পেছনে ফিরে তাকাল না একবারও। আমরা দুজন তাকিয়ে আছি তার দিকে। অনেক দূরে গিয়ে হাত নাড়ল সে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল একসময়। তার পরেও অনেকক্ষণ ধরে আমরা শুনতে পেলাম কার্লের ইঞ্জিনের অপসৃয়মাণ একটানা শব্দ।

'শেষ জাহাজটি চলে গেল, রবি,' প্যাট বলল।

www.BanglaBook.org

'শেষ নয়, শেষের আগেরটা,' উত্তর দিলাম আমি। 'শেষ জাহাজ হলাম আমি। জানো, আমি কী প্ল্যান করছি এখন? নতুন কোথাও নোঙর করতে চাই। ওই পাশের দালানে থাকতে আমার মোটেও ভাল্লাগছে না। আমরা কেন একসাথে থাকব না? আমি তোমার পাশের ঘরটা নেবার চেষ্টা করব।'

হাসল ও। 'অসম্ভব ব্যাপার। তোমাকে পারমিশন দিলে তো!'

'আচ্ছা, আমি যদি ম্যানেজ করতে পারি, তুমি খুশি হবে?'

'এটা একটা প্রশ্ন হলো? ফ্রাউ জালেভ্স্কির বোর্ডিং-হাউসে থাকার মতই হবে তাহলে। উফ্! কী মজা!'

'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি এখনই। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।'

'যাও। আমি ততক্ষণে এক গেম দাবা খেলে নিই আন্তোনিওর সাথে। এখানে এসে এই একটা জিনিস আমি শিখেছি।'

অফিসে গিয়ে আমি বুঝিয়ে বললাম যে, আমি আরও বেশ কিছুদিন থাকতে চাই এখানে। তো প্যাট যে-তলায় থাকে, সে-তলার কোন একটি ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হলে খুব ভাল হয়। বয়স্কা এবং সমতল বক্ষ একটা পরিচারিকা জানালেন যে, এটা এখানকার নিয়মবহির্ভূত।

'কার বানানো এই নিয়ম?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কর্তৃপক্ষের,' পোশাকের ভাঁজগুলো ঠিক করতে করতে জবাব দিলেন তিনি।

ভীষণ অনীহাসত্ত্বেও শেষমেষ তিনি জানালেন যে, ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার এ-রকম 'এক্সেপ্শনাল কেস'গুলোর মীমাংসা করে থাকেন।

'কিন্তু তিনি তো চলে গেছেন ইতোমধ্যে,' বললেন তিনি। 'রাতে তিনি বাসায় থাকেন এবং বিশেষ জরুরী কারণ ছাড়া তাঁকে বিরক্ত করা নিষেধ।'

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'বিশেষ জরুরী কাজেই তাঁকে বিরক্ত করতে যাচ্ছি আমি।'

স্যানাটোরিয়ামের পাশে ছোট্ট এক বাসায় থাকেন ডাক্তার। আমার সব কথা শুনে অনুমতি দিয়ে দিলেন তিনি সাথে সাথে।

'এত সহজে এই ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তা শুরুতে কিন্তু বুঝতে পারিনি,' বললাম আমি।

তিনি হাসলেন। 'বুঝেছি, তুমি বুড়ি রেক্সরোথের কাছে গিয়েছিলে প্রথমে, তাই না? ঠিক আছে, আমি ফোন করে বলে দেব।'

ফিরে এলাম অফিসে। আমার বিজয়ী চেহারা দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন রেক্সরোথ। সেক্রেটারি সব ব্যবস্থা করে দিল আমার। আমার মালপত্র পৌঁছে গেল যথাস্থানে।

ফিরে এলাম প্যাটের কাছে।

'ব্যবস্থা করতে পেরেছ?' প্রশ্ন করল ও।

'এখনও পারিনি। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে একটা।

'খুব খারাপ সংবাদ।'

'এখন কী করব আমরা?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে। 'বারে যাব?'

মাথা নাড়ল ও।

বারে গিয়ে 'স্পেশাল' খেলাম আমরা কয়েক গ্লাস। প্যাটকে ঘুমোতে যেতে হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ও। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আমি অফিসে গেলাম চাবি আনতে।

'আটাত্তর নম্বর ঘর,' সেক্রেটারি জানাল।

প্যাটের ঘরের পাশের ঘর ওটা। 'ফ্রাউলিন রেক্সরোথের সাজেশন নিশ্চয়ই?'

'না,' জানাল সে।

ঘরে গিয়ে মালপত্রগুলো খুলে গুছিয়ে রাখলাম। আধঘণ্টা পর টোকা দিলাম প্যাটের আর আমার ঘরের মাঝখানের দরজায়।

'কে?' জিজ্ঞেস করল প্যাট।

'গোয়েন্দা পুলিশ,' উত্তর দিলাম আমি।

দরজা খুলে গেল। 'রবি, তুমি?' তোতলাতে শুরু করল ও। বিস্ময়ে ভয়ানক চমকে গেছে।

'হ্যাঁ, আমি। এখন জবাব দাও দেখি ঠিকঠাক, এই ঘরে ক'জন পুরুষ ছিল ইতোমধ্যে?'

'কেউ না। একবার ছিল এক ফুটবল ক্লাব, আরেকবার ছিল ফিলারমোনিক অর্কেস্ট্রা দল,' হাসতে হাসতে বলল প্যাট। 'আহ্, ডার্লিং! পুরানো দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে এখানে।'

আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ও। আমি জেগে রইলাম অনেকক্ষণ। ঘরের এক কোণে জ্বলছে ছোট্ট একটি ল্যাম্প। তুষারকণা হালকাভাবে পড়ছে জানালার ওপরে। এই নরম বাদামী-সোনালি আলোয় সময়কে মনে হলো স্থির। পাশ ফিরে শুলো প্যাট এবং আস্তে করে বেডকুথটি পড়ে গেল নিচে, মেঝের ওপরে।

উজ্জ্বল ত্বক, অপার্থিব সরু হাঁটু। রহস্যময় স্তন। ওর চুল ছুঁয়ে আছে আমার কাঁধ। আমার ঠোঁটের নিচে ওর রক্ত-ধমনীর স্পন্দন। তোমাকে মরে যেতে হবে? ভাবলাম আমি। তুমি মরতে পারো না। তুমি আমার সুখ, শান্তি, সবকিছু।

বেডকুথটি আমি তুলে নিলাম সাবধানে। বিড়বিড় করে কী যেন বলে আবার চুপ করে গেল প্যাট। ঘুমের ভেতরেই এক হাতে জড়িয়ে ধরে রইল আমার কাঁধ।

এগারো

পরবর্তী কয়েকদিন তুষারপাত হলো অবিশ্রাম। প্যাটের জ্বর-জ্বর ভাব রইল সারাক্ষণ। বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো ওকে। স্যানাটোরিয়ামের অধিকাংশ রোগীর তাপমাত্রাই বেড়ে গেছে।

'আবহাওয়াটাই এরকম,' বলল আন্তোনিও। 'এ-সময়ে প্রায় সবারই জ্বর করে।'

'তুমি একটু বাইরে ঘুরে এসো, যাও,' প্যাট বলল আমাকে। 'তুমি স্কী করতে জানো?'

'না। কোত্থেকে জানব, বলো? জীবনে কখনও পাহাড়ী এলাকায় থাকিনি।'

'আন্তোনিও শিখিয়ে দেবে তোমাকে। খুব মজা পাবে ও এতে। ও তোমাকে খুব পছন্দ করে।'

www.BanglaBook.org

'না, আমি বরং এখানে বসে থাকব।'

উঠে বসল প্যাট। নাইটগাউন খসে পড়ে গেল ওর কাঁধ থেকে। ভীষণ সরু হয়ে গেছে ওর কাঁধ। 'দোহাই লাগে, রবি, যাও, ঘুরে এসো একটু। তুমি অসুস্থ লোকের বিছানার পাশে বসে আছ—এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। গতকাল, গতপরশু থেকেছ—যথেষ্ট হয়েছে।'

'কিন্তু এখানে বসে থাকতে ভাল লাগছে আমার,' উত্তর দিলাম আমি। 'বরফের ভেতরে বেরুনোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

সশব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে ও। কানে আসছে ওর গলায় অনিয়মিত ঘর্ঘর শব্দ।

'কিন্তু তোমার দিকে তাকিয়ে তোমার ভীত চোখ আমি দেখতে চাই না,' বলল প্যাট।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'ঠিক আছে। আমি আন্তোনিওর সাথে যাচ্ছি অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। ফিরে আসব দুপুরে। এই সময়ের মধ্যেই হয়তো হাড়গোড় সব ভেঙে যাবে আমার।'

'না, খুব তাড়াতাড়ি তুমি শিখে ফেলতে পারবে।' উদ্বিগ্নতা দূর হয়ে গেল ওর অভিব্যক্তি থেকে। 'চমৎকার স্কী করতে শিখবে তুমি।'

বেরিয়ে গেলাম আমি আন্তোনিওর সাথে। 'এ রকম দিনগুলোয় বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে,' স্কী পায়ে বাঁধতে বাঁধতে বলল আন্তোনিও। 'এখানে সবচে' বাজে এবং অসহনীয় ব্যাপার হলো অপেক্ষা করা। অপেক্ষা করতে করতে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হয় সবার। কেউ কেউ এখানে টুকটাক কাজ করে। কেউ গোটা লাইব্রেরির বই পড়ে শেষ করে ফেলে। তবে অধিকাংশ রোগীই ফিরে যায় তাদের স্কুল-জীবনে, আচরণ করে স্কুলের বালক-বালিকার মত, স্কুলে যেমন জিমন্যাস্টিক লেসন থেকে পালায় সবাই, এখানে পালায় বিশ্রাম নেবার বাধ্যবাধকতা থেকে, সতর্ক করে দিলে ফিকফিক করে হাসে, ডাক্তার আসার সময় হলে লুকিয়ে থাকে ভাঁড়ার-ঘরে কিংবা কাবার্ডে। লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট ফোঁকা, মধ্যরাতের নিষিদ্ধ পার্টিতে চুপচাপ ড্রিঙ্ক করা, আড্ডা দেয়া, চুটকি বলা— শুধু শূন্যতা থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে, সত্যকে এড়িয়ে যাবার জন্যে। এটা শুধু ভান, ছেলেমানুষি, এবং এমনকি, সম্ভবত, বীরত্বও—মৃত্যুকে অবজ্ঞা করা, অগ্রাহ্য করা, তুচ্ছ করা। এছাড়া আর কী-ই বা করার আছে, বলো?'

হ্যাঁ, ভাবলাম আমি, কী আর করার আছে আমাদের সবার!

আন্তোনিও আমাকে শিখিয়ে দিল—কী করে স্কী বাঁধতে হয়, ব্যালান্স রাখতে হয় কী করে। খুব একটা কঠিন তেমন কিছু নয়। ঘন ঘন পড়ে গেলেও ব্যাপারটা ক্রমশ আয়ত্তে চলে এল আমার। ঘণ্টাখানেক পর থামলাম আমরা।

'যথেষ্ট,' হাসতে হাসতে মন্তব্য করল আন্তোনিও। 'আজ রাতে হাড়ে-হাড়ে টের পাবে তোমার কোন মাস্‌ল কোথায় অবস্থিত।'

'বাইরে এসে ভীষণ ভাল লাগছে আমার, আন্তোনিও,' বললাম আমি।

মাথা নাড়ল সে। 'প্রতিদিন সকালে আমরা একবার করে স্কী করতে পারি। দুশ্চিন্তা থেকে মনকে দূরে সরিয়ে নেয় এটা।'

অফিসের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেক্রেটারি আমাকে ডেকে বলল যে, পোস্টাপিসের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিওন খুঁজছিল আমাকে। সে বলে গেছে, আমি যাতে পোস্টাপিসে যাই, কিছু টাকা এসেছে আমার নামে। ঘড়ির দিকে তাকালাম আমি। এখনও সময় আছে। পোস্টাপিসে তারা দু'হাজার মার্ক বুঝিয়ে দিল আমাকে। সাথে একটা চিঠিও পাঠিয়েছে কস্টার। লিখেছে, আমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই; টাকা আরও আছে। প্রয়োজন হলে শুধু জানাতে হবে তাকে।

ওর চিঠির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। কোত্থেকে পেল সে এত টাকা? এবং এত তাড়াতাড়ি? আমি তো আমাদের টাকা রোজগারের সব উৎসের কথাই জানি। হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল পোশাক ম্যানুফ্যাকচারার বোলউইসের চেহারা। মনে পড়ল, এক সন্ধেবেলা কার্লের সাথে বাজিতে হেরে বলেছিল সে: 'যে-কোন সময় গাড়িটি কিনতে রাজি আমি।' হ্যাঁ, কার্লকে বিক্রি করে দিয়েছে কস্টার। এবং সে-কারণেই এত দ্রুত এত টাকা! কার্ল, যার ব্যাপারে কস্টার একবার বলেছিল যে, একটি হাত হারাতে সে রাজি, কিন্তু কার্লকে নয়। হ্যাঁ, কার্ল চলে গেছে; ও আর আমাদের নয়। এখন ওটোর কান বহু মাইল দূর থেকেও শুনতে পাবে ওর পরিচিত গর্জন।

পকেটে ভরে রাখলাম কস্টারের চিঠিটি। তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কাউন্টারের কাছে। টাকাগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারলে খুশি হতাম আমি। কিন্তু সেটা করা সম্ভব নয়। এখানে আমাদের টাকার প্রয়োজন। টাকাগুলো ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম। গাড়ি সবসময়েই মানুষের বন্ধু। কিন্তু কার্ল আমাদের কাছে ছিল বন্ধুর চেয়েও বেশি একটা কিছু। সে ছিল আমাদের কমরেড। কার্ল, দ্য রোড স্পুক। সুখে-দুঃখে সবসময় একসাথে ছিলাম। আমরা কার্ল এবং কস্টার, কার্ল এবং লেনৎস, কার্ল এবং প্যাট···কার্ল চলে গেছে। আর প্যাট? আকাশের দিকে তাকালাম আমি। এক উন্মত্ত বিধাতার তৈরি এই ধূসর-অন্তবিহীন আকাশ, মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে যিনি খেলা করেন নিজের মনোরঞ্জনের জন্যে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। রোথ নামের একজন রোগী ফিরে যাচ্ছে সুস্থ হয়ে। স্টেশনে দাঁড়িয়ে বাকিরা সবাই নানান ধরনের কথা বলছে তার উদ্দেশে, হাসছে। এক মেয়ে ট্রেনের সাথে সাথে খানিকটা দৌড়ে সরু এবং ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'বিদায়! বিদায়!' ফিরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

'হ্যালো!' আন্তোনিও বলল তাকে। 'স্টেশনে এসে যে কাঁদে, তাকে ফাইন দিতে হয়। স্যানাটোরিয়ামের আদি নিয়ম। ফাইনটা হলো পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য পার্টির জন্যে।'

সে তার হাত বের করে ধরল মেয়েটির সামনে। সবাই হাসছে। এমনকি মেয়েটিও, যার দু'চোখ বেয়ে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে অঝোর ধারায়, হাসল একটু। তারপর পকেট থেকে বের করে আনল জীর্ণ মানিব্যাগ।

দেখে ভীষণ কষ্ট হলো আমার। এই চারপাশের এত হাস্যোজ্জ্বল মুখ, কিন্তু আসলে তারা হাসছে না মোটেও, এটা এক ধরনের বিক্ষুব্ধ ও আবেগিক প্রফুল্লতা—হাসি নয়, মুখবিকৃতি মাত্র।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম আমরা।

'কেমন লাগছে তোমার, প্যাট?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'ভাল, রবি।'

রাস্তাটি নির্জন। তুষার ঢাকা পাহাড়গুলোর ওপরে সান্ধ্য আলো ছড়িয়ে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোলাপী কম্বলের মত।

'প্যাট,' বললাম আমি, 'তোমাকে জানানো হয়নি যে, এখন আমরা অনেক টাকার মালিক। কস্টার পাঠিয়েছে।'

'কী দারুণ ব্যাপার, রবি! তাহলে আমরা একবার একসাথে বেড়াতে যাব, কেমন?'

'শুধু একবার কেন? যতবার চাইবে, ততবার যাব।'

'চলো না, আসছে শনিবারে কুরসালে বেড়াতে যাই,' প্রস্তাব করল প্যাট। 'এই মৌসুমের সর্বশেষ বড় নাচের আসর বসবে সেখানে।'

'কিন্তু রাতে তো তোমার বাইরে থাকার অনুমতি নেই।'

'নেই, সেটা সত্যি। কিন্তু সবাই তো যায়।'

গম্ভীর হয়ে উঠলাম আমি।

'রবি, তুমি যতদিন এখানে ছিলে না, আমি প্রতিটি আইন, প্রতিটি নিয়ম-কানুন মেনে চলেছি অক্ষরে অক্ষরে। কোন লাভ হয়নি তাতে। অবস্থা শুধু খারাপই হয়েছে দিন দিন। আমাকে বাধা দিয়ো না, রবি; আমি জানি, তুমি কী বলতে চাও। আমি নিজেও জানি সেটা। কিন্তু আমার হাতে সময় আছে এখনও, তোমার সাথে থাকব যতটুকু সময়—আমার খুশিমত সবকিছু করতে দাও আমাকে।'

অস্তায়মান সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। গম্ভীর, অথচ অপরিমেয় আবেগ, অভিমান মিশে আছে তাতে। কিন্তু আমরা এ কী বলছি? যে-ব্যাপারটি কক্ষনো হতে পারে না, সেই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছি কী করে? যেন ওর কথায় প্রতিবাদ করার কিছু নেই—এমনকি প্রবঞ্চনাময় প্রত্যাশার লেশমাত্রও নেই—হঠাৎ আমার জন্যে দূরবর্তিনী হয়ে পড়েছে প্যাট। নাম-না-জানা কিছু জিনিসের সাথে পরিচিত হয়ে গেছে ও, খাপ খাইয়ে নিয়েছে সেসবের সাথে, মেনে নিয়েছে অবশ্যম্ভাবী বলে।

'তুমি এসব কথা আর বলবে না,' বিড়বিড় করে বললাম ওকে। 'আমি শুধু ভেবেছিলাম, ডাক্তারের কাছে আমরা পারমিশন চাইতে পারতাম হয়তো।'

'আর কোন ব্যাপারেই কাউকে কোনকিছু জিজ্ঞেস করব না। কাউকেই না।' ভালবাসা-মাখা দৃষ্টি নিয়ে ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'আমি আর কোনকিছুই জানতে চাই না। চাই শুধু সুখী থাকতে।'

সন্ধেবেলা থেকেই স্যানাটোরিয়ামের করিডরে শুরু হয়ে গেল আলতো পায়ে দৌড়াদৌড়ি, ফিসফিস্ কথা। আন্তোনিও এল একটা নিমন্ত্রণ নিয়ে। এক রাশানের ঘরে একটা পার্টি হবে আজ।

'আমার ওখানে যাওয়া উচিত হবে কি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'উচিত হবে না মানে?' প্যাট বলল।

'তুমি এখানে এমন কিছু করতে পারবে, যা করতে পারবে না অন্য কোথাও,' হাসতে হাসতে বলল আন্তোনিও।

রাশানটি একজন বয়স্ক লোক। দুটো ঘর দখল করে রেখেছে সে। দুটো ঘরেই অসংখ্য কার্পেট। টেবিলের ওপরে মদের বোতল। মোমবাতি জ্বলছে ঘর দুটোয়, ছড়িয়ে আছে আবছা অন্ধকার। অতিথিদের ভেতরে বসে আছে অতি সুন্দরী একজন স্প্যানিশ মেয়ে। আজ উদযাপন করা হচ্ছে তার জন্মদিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী পান করবেন?' রাশানটি প্রশ্ন করল আমাকে। খুব দরাজ আর গভীর গলা তার।

'যা আছে আপনার এখানে।'

এক বোতল কনিয়াক আর এক বোতল ভোদকা নিয়ে এল সে।

'আপনি সুস্থ তো এখন?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম আমি।

'এখানে, বলতে পারেন, আলাদা একটা জগৎ,' সুন্দরী স্প্যানিশ মেয়েটির দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে রাশানটি বলল।

মাথা নাড়লাম আমি।

'অদ্ভুত এক অসুখ,' বলল সে। 'রোগীদের করে তোলে আরও জীবন্ত। অস্পষ্ট, রহস্যময় এক অসুখ—ধুয়ে-মুছে দেয় সমস্ত আবর্জনা।' উঠে দাঁড়াল সে, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে স্প্যানিশ মেয়েটির কাছে গিয়ে বসল। মেয়েটি হাসছিল তার দিকে তাকিয়ে।

'বেশি নাটুকে কথাবার্তা, তাই না?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল কে যেন।

চিবুকবিহীন একজন লোক। কপালে অসংখ্য ফুসকুড়ি। অশান্ত, উত্তেজিত দৃষ্টি।

কোন উত্তর দিলাম না আমি। 'লোকটি কে?' সে সরে গেলে জিজ্ঞেস করলাম প্যাটকে।

'মিউজিশিয়ান। বেহালা বাজায়। স্প্যানিশ মেয়েটির প্রেমে হাবু ডুবু খাচ্ছে। মেয়েটি কিন্তু তার দিকে তাকিয়েও দেখে না। সে ভালবাসে রাশানটিকে।'

'তুমি এখানে প্রেমে পড়েছিলে কারও?'

'খুব বেশি একটা না।'

'বলতে পারো খোলাখুলি। আমার জন্যে সেটা আলাদা কোন অর্থ বহন করবে না,' বললাম আমি।

'চমৎকার স্বীকারোক্তি।' সোজা হয়ে বসল প্যাট 'জানি, পরে এটাই তোমার জন্যে অর্থ বহন করবে।'

'আমি ঠিক সে-অর্থে বলতে চাইনি। আমি আসলে তোমাকে বোঝাতে পারব না কথাটা। কারণ, আমি এখনও জানি না, তুমি কী খুঁজে পেয়েছ আমার ভেতরে।'

'সেটার ভার ছেড়ে দাও আমার ওপরে,' উত্তর দিল ও

'তুমি জানো, সেটা কী?'

'ঠিক জানি না,' মৃদু হাসতে হাসতে বলল প্যাট। 'আসলে সব জেনে গেলে তো আর ভালবাসা থাকে না।'

রাশানটি বোতলগুলো রেখে গেছে আমার সামনে। পর পর কয়েক গ্লাস খেয়ে নিলাম আমি। এই ঘরের পরিবেশ এবং আবহাওয়া পীড়িত করছে আমাকে। এত অসুস্থ লোকজনের মধ্যে প্যাট বসে আছে—আমার পছন্দ হচ্ছে না সেটা।

'তোমার ভাল্লাগছে না এখানে?' জানতে চাইল প্যাট।

'খুব একটা বেশি না। খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগে আমার।'

'আহারে বেচারা আমার—' মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ও।

'যতক্ষণ তুমি পাশে আছ আমার, আমি মোটেই বেচারা নই,' বললাম আমি।

'রিতা খুব সুন্দরী, তাই না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না,' আমি বললাম। 'তুমি বেশি সুন্দরী।'

রিতা নামের স্প্যানিশ মেয়েটি বসল একটি গীটার নিয়ে। প্রথমে কয়েকটি কর্ড বাজিয়ে তারপর গান গাইতে শুরু করল সে। যেন কালো একটি পাখি উড়ে বেড়াতে লাগল ঘরের ভেতরে। গান গাইছে সে ভাঙা এবং দুর্বল কণ্ঠে। আমি জানি না—গানগুলোর বিষণ্ন সুরের জন্যে, নাকি মেয়েটির কম্পমান, ভীতু কণ্ঠস্বরের জন্যে, অথবা আর্মচেয়ারগুলোয় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা রুগ্ন লোকগুলোর কালো কালো ছায়ার জন্যে—আমার হঠাৎ মনে হলো, তার সবগুলো গানই আসলে কান্নার বহিঃপ্রকাশ, ভাগ্যমন্ত্র তখনও দাঁড়িয়ে আছে পর্দা-ঢাকা জানালাগুলোর বাইরে, অপেক্ষমাণ—একটি ছলনা, একটি প্রতিবাদ, এবং ভয়; ভয় আগ্রাসী শূন্যতার সাথে নিঃশব্দে মিশে যাবার।

পরদিন সকালে ভীষণ উৎফুল্ল আর সজীব মনে হলো প্যাটকে। নিজের পোশাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। 'আচ্ছা, তুমি সাথে করে ডিনার স্যুট নিয়ে এসেছ?' ও জিজ্ঞেস করল।

'না,' বললাম আমি। 'এখানে ডিনার স্যুট দরকার হতে পারে, সেটা আমার মাথাতেই আসেনি।'

'তাহলে আন্তোনিওর কাছে যাও। ও তোমাকে একটা ধার দিতে পারবে। আর তোমাদের দুজনের সাইজ তো একই।'

'কিন্তু তার তো নিজের জন্যে দরকার হবে সেটা।'

'ওর আরও আছে,' বলল প্যাট। 'তারপর চলে যাও ওর সাথে স্কী করতে। সেই সুযোগে আমি একটু কাজ করে নিই। তুমি থাকলে কাজ করতে পারি না মোটেও।'

'তোমার আন্তোনিও—' বললাম আমি। 'ও না থাকলে কী করতাম আমরা এখানে—ভেবে অবাক হই।'

'খুব ভাল ছেলে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিলাম। 'ভাল ছেলের সংজ্ঞা যা—ও ঠিক তাই।'

'যতদিন আমি এখানে একা ছিলাম, ও না থাকলে কী যে করতাম আমি, জানি না।'

'ওই ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না,' বললাম আমি। 'সব এখন সুদূর অতীত।'

'হ্যাঁ।' আমাকে চুমু খেলো ও। 'এখন স্কী করতে যাও।'

আমার অপেক্ষাতেই বসে ছিল আন্তোনিও।

'আমি এইমাত্র ভাবছিলাম, তুমি হয়তো সাথে করে ডিনার স্যুট নিয়ে আসোনি,' বলল সে। 'তুমি এটা পরে দেখো তো।'

একটু টাইট, তবে কাজ চলে যাবে।

'ভীষণ মজা হবে কাল,' খুশি হয়ে বলল সে। 'আমাদের জন্যে ভাল যে, কাল রাতে ডিউটি পড়েছে ওই সেক্রেটারির। বুড়ি রেক্সরোথ থাকলে যেতে দিত না কোনমতেই। অফিসিয়ালি, এই জাতীয় কাজ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আনঅফিসিয়ালি এখানে আমরা তো সবাই শিশু।'

স্কী করতে বেরুলাম আমরা। আমি বেশ ভালমত শিখে গেছি ইতোমধ্যে। হঠাৎ একসময় মনে হলো, এই ওপর থেকে নিচে স্কী করে যদি না-পড়ে নামতে পারি, প্যাট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহলে সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার দু'কানের পাশ দিয়ে শিস বাজিয়ে যেতে লাগল বাতাস, বরফ ছিল ভারি এবং আঠাল, কিন্তু আমি নেমে এলাম একবারও না পড়ে। আরও কঠিন উতরাই এবং আরও দুরূহ বাঁক বেছে নিয়ে নামলাম আরও কয়েকবার। প্রত্যেকবারই সফল। আমি ভাবলাম, প্যাট সুস্থ হয়ে উঠছে, এটা নিশ্চিত—জানি, এটা ছেলেমানুষি, বোকামি, তবু ভীষণ সুখী মনে হলো নিজেকে।

শনিবার সন্ধেবেলা একদল রোগী বেরুল স্যানাটোরিয়াম থেকে গোপন অভিযাত্রায়। বেশ কয়েকটা স্লেজগাড়ি একেবারে প্রস্তুত ছিল আমাদের জন্যে। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে সেগুলোয় চেপে নিচে নেমে এলাম সবাই। দেখে মনে হতে পারে, কোন বিয়ের উৎসবে যাচ্ছি আমরা।

প্রচুর খরচ করে সাজানো হয়েছে কুরসাল। নাচ শুরু হয়ে গেছে আমরা পৌঁছুবার আগেই। স্যানাটোরিয়াম থেকে আগত অতিথিদের জন্যে রিজার্ভ ছিল জানালার পাশের এক কোণ। পুরো ঘরে ফুল, পারফিউম এবং মদের সৌরভ।

এক টেবিলে বসেছি আমরা বেশ কয়েকজন—রাশান, রিতা, বেহালা বাদক, একজন বয়স্কা মহিলা, আন্তোনিও এবং আরও কয়েকজন।

'এসো, তুমি নাচতে পারো কি না, দেখি,' প্যাট বলল আমাকে।

ধীর গতিতে মেঝে ঘুরতে লাগল আমাদের চারপাশ দিয়ে। বাজনার তালে তালে আলতোভাবে পা ফেলছে সবাই মেঝের ওপর।

'এত চমৎকার নাচ তুমি কোত্থেকে শিখলে হঠাৎ করে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল প্যাট।

'এ আর এমন কী চমৎকার—'

'অবশ্যই চমৎকার। কোথায় শিখেছ?'

'গোটফ্রীড শিখিয়েছে,' বললাম আমি। 'আর ফিনিশিং টাচ দিয়েছে ক্যাফে ইন্টারন্যাশনালের মেয়েরা—রোজা, মারিয়ান আর ভ্যালি।'

'দারুণ!' খুশিতে চক্‌চক্ করছে ওর চোখজোড়া। 'এই প্রথম আমরা একসাথে নাচছি, তাই না, রবি?'

আমাদের পাশাপাশি রাশান লোকটি নাচছে স্প্যানিশ মেয়েটির সাথে। লোকটি আমাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হাসল। খুব নিষ্প্রভ আর মলিন মনে হচ্ছে মেয়েটিকে, বয়স তার আঠারো। গম্ভীর মুখে নাচছে সে। আর বেহালাবাদক টেবিলে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে কামুক চোখে।

নাচ শেষ করে ফিরে গেলাম টেবিলে। 'এখন একটা সিগারেট খেতে চাই আমি,' প্যাট বলল।

'সিগারেট খাওয়া তোমার উচিত হবে না, সেটা জানো তো?' বিচক্ষণভাবে বললাম আমি।

'মাত্র কয়েকটা টান, রবি। কতদিন সিগারেট খাই না।'

সিগারেট নিয়ে একটা টান দিয়েই পাশে সরিয়ে রাখল ও। 'রবি, স্বাদটা আমার পছন্দ হচ্ছে না একদম।'

হাসলাম আমি। 'কোনকিছু থেকে অনেকদিন বঞ্চিত থাকলে এ-রকমই হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমিও তো আমার থেকে বঞ্চিত ছিলে বহুদিন,' ও বলল।

'শুধু বিষাক্ত জিনিসের জন্যে কথাটি প্রযোজ্য,' উত্তর দিলাম আমি: 'এই যেমন ধরো—মদ, সিগারেট।'

'মদ কিংবা সিগারেটের চাইতে মানুষ অনেক বেশি বিষাক্ত, রবি।'

আমি হাসলাম। 'প্যাট, তুমি ভারী চালাক।'

দু'হাত টেবিলের ওপরে রেখে আমার দিকে তাকাল ও। 'আমাকে কখনও তুমি খুব বেশি সিরিয়াসলি নাওনি। নিয়েছ?'

'আমি নিজেকেই কখনও সিরিয়াসলি নিইনি,' উত্তর দিলাম আমি।

'এবং আমাকেও নাওনি, তাই তো? অন্তত একবার সত্যি কথাটা বলো।'

'আমি জানি না সেটা। তবে আমাদের দু'জনকে একত্রে আমি খুব সিরিয়াসলি নিয়েছি, এটা আমি নিশ্চিত জানি।'

হাসল প্যাট। আস্তোনি ওকে নাচের আমন্ত্রণ জানাল। দু'জন একত্রে হেঁটে গেল ডান্স-ফ্লোরের দিকে। আমি বসে বসে দেখতে লাগলাম ওদের দু'জনের নাচ। প্যাট হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। মেঝে প্রায় স্পর্শই করছে না ওর রুপালি জুতোজোড়া। হরিণের মত ক্ষিপ্র ওর গতি।

রাশান লোকটি নাচছে স্প্যানিশ মেয়েটির সাথেই। দু'জনেই নিশ্চুপ। লোকটির চোখে মুখে জমা হয়েছে বিপুল আবেগ, মমতা, ভালবাসা। বেহালাবাদক একবার চেষ্টা করেছিল মেয়েটির সাথে নাচতে। সে মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করে নাচতে গেছে রাশানের সাথে।

হাড় সর্বস্ব আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে একটা সিগারেট ভেঙে ফেলল বেহালাবাদক। হঠাৎ তার জন্যে দুঃখ হলো আমার। আমি তাকে একটি সিগারেট অফার করলাম। প্রত্যাখ্যান করল সে।

'ওই লোকটা,' রাশানটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলল, 'দিনে সিগারেট খায় পঞ্চাশটা। মেয়েটি আজ নাচতে চাচ্ছে না আমার সাথে, কিন্তু ওকে আমি পাবই একসময়।'

'কোন মেয়ের কথা বলছেন?'

'রিতা।'

আমার কাছে ঘেঁষে বসল সে। 'একসময় ওর সাথে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল আমার। তারপর এল ওই রুশ ব্যাটা, এসে ওর নাটুকে কথাবার্তা দিয়ে ভজিয়ে ফেলল মেয়েটিকে। কিন্তু একদিন না একদিন আমি পাবই ওকে।'

'তার জন্যে প্রচুর খাটতে হবে আপনাকে,' বললাম আমি। লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছে না মোটেও।

হাসিতে ফেটে পড়ল সে। নিস্তেজ সেই হাসি, দৃঢ়তাশূন্য। 'খাটতে হবে আমাকে? মোটেও না। যা করতে হবে আমাকে, তা হলো অপেক্ষা।'

'তাহলে অপেক্ষা করুন মন-প্রাণ ঢেলে।'

'পঞ্চাশটা সিগারেট,' ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে, 'প্রতিদিন। আমি তার এক্স-রে দেখেছি গতকাল। গর্ত গর্ত হয়ে গেছে। শেষ একেবারে।' হাসল সে আবার। 'শুরুতে আমার আর তার অবস্থা ছিল একই রকম। আপনি আমাদের দু'জনের এক্স-রে দেখলে বুঝতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারতেন, এখন আমাদের ভেতরে কতটা তফাৎ। দু'পাউণ্ড ওজন বেড়েছে আমার। এখন আমাকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে। আমি পরবর্তী ঘটনার ছবি দেখতে পাচ্ছি দিব্যচোখে। শুধু অপেক্ষা, আর কিছু নয়। আমার পথ থেকে যখন সরে যাবে সে, তখন শুরু হবে আমার পালা।'

ঘরের ভেতরের বাতাস গুমোট আর ভারী হয়ে উঠল। কাশল প্যাট। আমি লক্ষ করলাম, উদ্বিগ্নভাবে ও তাকাল আমার দিকে। আমি ভান করলাম, যেন কিছুই কানে যায়নি আমার। এদিকে রাশানটা সিগারেট খেয়েই যাচ্ছে একের পর এক। আর বেহালাবাদক প্রত্যেকবার আগুন বাড়িয়ে ধরছে তার জন্যে।

পুরো ঘরের দিকে তাকালাম আমি। অদূরের টেবিলগুলোয় সুস্থ-সবল, চমৎকার স্বাস্থ্যবান লোকজন। আর তাদের মাঝখানে অসুখ এবং মৃত্যুর এই ছোট্ট উপনিবেশ। আমার চোখ গেল প্যাটের দিকে—তৃণভূমি এবং সাগর—ধবল ফেনা এবং বালি—আহ্: ভাবলাম আমি, জীবনটা কত প্রিয়—অথচ আমি ভালবাসতেই পারি শুধু, রক্ষা করতে পারি না, বাঁচাতে পারি না।

উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। দুঃখে, অক্ষমতায় অসহায় হয়ে পড়েছি একেবারে। সরু পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম ধীরে ধীরে। ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠছি, প্রচণ্ড বাতাসে সংকুচিত হয়ে আসতে চাইছে আমার মাংসপেশীগুলো। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তাকালাম দূরের শাদা, কঠিন পর্বতমালার দিকে। আমার দৃষ্টিতে বন্যভাবে মিশে আছে অক্ষমতা, ক্ষোভ এবং বেদনা।

আমি ফিরে যেতে লাগলাম। প্যাট এগিয়ে আসছিল আমার দিকে।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'একটু বাইরে।'

'তোমার কি খুব বিরক্ত লাগছে এখানে?'

'মোটেও না।'

'হাসি-খুশি থাকো, রবি। অন্তত আজকে হাসি-খুশি থাকো। শুধু আমার কথা ভেবে। কে জানে, আবার কবে এ-রকম নাচের অনুষ্ঠানে যেতে পারব!'

'খুব ঘন ঘন যাবে তুমি।'

প্যাট ওর মাথা রাখল আমার কাঁধে। 'তুমি যদি বলো, তাহলে সেটাই সত্যি। চলো, আবার আমরা নাচি। আমরা একসাথে এর আগে কোনদিন নাচিনি।'

নাচলাম আমরা। সবার মুখে ক্লান্তির ছায়া লুকিয়ে রেখেছে ঘরের মৃদু আলো।

'তোমার কেমন লাগছে, প্যাট?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'খুব ভাল, রবি।'

'প্যাট, তুমি খুব সুন্দর।'

চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। আমার গালে অনুভব করলাম ওর শুকনো, তপ্ত ঠোঁট।

স্যানাটোরিয়ামে ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে গেল প্রায়। রাশানটির সাথে হ্যাণ্ডশেক করলাম আমি। স্প্যানিশ মেয়েটিকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে সাহায্য করল সে। আন্তোনিও বিদায় নিল আমাদের কাছ থেকে। প্রায় ভূতুড়ে, প্রায় নিঃশব্দ সেই বিদায়পর্ব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথার ওপর দিয়ে কাপড় খুলতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল প্যাট। কাঁধের কাছে বেধে যেতেই টানাটানি শুরু করল। কাপড়টা কোথায় যেন ছিঁড়ে গেল একটু। প্যাট পরীক্ষা করে দেখল জায়গাটা।

'ছিঁড়ে গেছে বোধহয়, তাই না?' বললাম আমি।

'যাকগে,' বলল প্যাট, 'এটা বোধহয় আর কোনদিন পরব না আমি।'

ধীর গতিতে কাপড়টি ভাঁজ করল ও। কিন্তু ওয়ারড্রোবে রাখল না, রাখল ওর ট্রাঙ্কে। হঠাৎ ভীষণ পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে ওকে।

'দেখো, কী আছে আমার কাছে,' বলে কোটের পকেট থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন বের করলাম আমি। 'এখন শুরু হবে আমাদের একান্ত নিজস্ব ছোট্ট উৎসব।'

গ্লাস নিয়ে সেণ্টলোয় ভর্তি করে শ্যাম্পেন ঢাললাম। মৃদু হেসে ও খেয়ে নিল সেটুকু। 'আমাদের দু'জনের জন্যে, প্যাট।'

'হ্যাঁ, আমাদের দু'জনের চমৎকার জীবনের জন্যে।'

কী অদ্ভুত এবং বিচিত্র সবকিছু—এই ঘর, এই নীরবতা, নিশ্চলতা এবং আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা, বেদনা। এই দরজার বাইরে বনভূমি, নদ-নদী এবং সুস্থ-সবল শ্বাস-প্রশ্বাসের পাশাপাশি কি সীমাহীন বিস্তৃত হয়ে পড়ে নেই অনন্ত জীবন? দূরের ওই শাদা পর্বতরাজির ওপারে মার্চ মাস কি ইতোমধ্যে অশান্তভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলছে না পৃথিবীকে?

'রবি, আজ রাতে তুমি আমার সাথে থাকবে না?'

'থাকব। চলো, শুতে যাই। তারপর কাছাকাছি হই আমরা পরস্পরের, মানুষের পক্ষে যতটা কাছাকাছি হওয়া সম্ভব। বেডকভারের ওপরে রাখো আমাদের গ্লাসগুলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পান করব আমরা।'

সোনালি-বাদামী তুক···অপেক্ষা···নিদ্রাহীন, নির্ঘুম জেগে থাকা··· নিথর নিস্তব্ধতা এবং প্যাটের সশব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস···

বারো

ঈষৎ উষ্ণ হাওয়া বইতে লাগল। গুমোট, ভ্যাপসা গরম দখল করে নিয়েছে উপত্যকা-গুলো। নরম হয়ে এসেছে বরফ, গলে গলে পড়ছে ছাদ থেকে। উর্ধ্বগামী হলো প্যাটের টেম্পারেচার চার্টের গ্রাফ। ওকে সারাদিন শুয়ে থাকতে হচ্ছে বিছানায়। ঘন ঘন ডাক্তার এসে দেখে যাচ্ছেন ওকে। তাঁর অভিব্যক্তিতে উদ্বেগ।

একদিন লাঞ্চের সময় আন্তোনিও এসে বসল আমার পাশে।

'রিতা মারা গেছে,' জানাল সে।

'রিতা? কে ওই রাশান?'

'না, রিতা, সেই স্প্যানিশ মেয়েটা।'

'কিন্তু এটা তো অসম্ভব,' বললাম আমি। অনুভব করলাম রক্ত চলাচল থেমে গেছে আমার। প্যাটের চেয়ে অনেক কম অসুস্থ ছিল রিতা।

'সবচে' আশ্চর্যজনক ঘটনাও এখানে ঘটা সম্ভব,' বিষণ্ণস্বরে জবাব দিল আন্তোনিও। 'আজ সকালে মারা গেছে সে। নিউমোনিয়া হয়েছিল।'

'নিউমোনিয়া? সেটা তো আলাদা ব্যাপার।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মাত্র আঠারো বছর বয়স। খুব মর্মান্তিক ঘটনা।'

'রাশানটা কী করছে?'

'সে-কথা জিজ্ঞেস কোরো না। রিতা মারা গেছে, সেটা সে বিশ্বাস করতে চায় না। সে বলছে, রিতা—মরেনি, ওকে শুধু মরার মত লাগছে, এই যা। সে বসে আছে রিতার বিছানায়, কিছুতেই নড়ছে না সেখান থেকে।'

চলে গেল আন্তোনিও। আমি তাকালাম জানালার বাইরে। রিতা মারা গেছে: বসে বসে শুধু ভাবছি আমি: সেটা প্যাট নয়, সেটা প্যাট নয়।

চকচকে করিডর ধরে হেঁটে আসছে বেহালাবাদক। বীভৎস লাগছে তাকে।

'আপনি দেখছি, সিগারেট খাচ্ছেন,' একটা কিছু বলতে হয় বলেই কথাটা বললাম।

সশব্দে হাসল সে। 'খাবই তো। কেন খাব না, বলুন? এখন খাওয়া কিংবা না খাওয়ায় কী আর আসে যায়!'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি।

'আমার সাথে আসুন,' প্রস্তাব দিল সে, 'ড্রিঙ্ক করব এক সাথে। আমি খাওয়াব, চলুন। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে এখন।'

'সময় নেই আমার,' বললাম আমি। 'আপনি বরং অন্য কাউকে খুঁজে নিন।'

প্যাটের কাছে গিয়ে বসলাম আবার। ভারী শব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে ও। 'তুমি স্কী করতে যাবে না?'

মাথা দোলালাম আমি এপাশে-ওপাশে। 'বরফের অবস্থা খুব খারাপ। গলতে শুরু করেছে।'

'তাহলে আন্তোনিওর সাথে বসে দাবা খেলো।'

'না,' বললাম আমি। 'আমি এখানে বসে থাকতে চাই তোমার সাথে।'

'বেচারা, রবি!' বলল ও। 'কিছু ড্রিঙ্ক তো করতে পারো অন্তত।'

'হ্যাঁ, সেটা পারি।'

আমার ঘরে গিয়ে এক বোতল কনিয়াক আর একটি গ্লাস নিয়ে এলাম।

'খাবে নাকি কয়েকফোঁটা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'চাইলে খেতে পারো।'

ছোট্ট করে চুমুক দিল ও বারকয়েক। তারপর আমাকে ফিরিয়ে দিল গ্লাসটি। সেটা ভরে নিয়ে খেয়ে ফেললাম আমি এক চুমুকে।

'আমার খাওয়া গ্লাস ব্যবহার কোরো না,' বলল প্যাট।

'এভাবে খেতেই বেশি মজা।' আরও এক গ্লাস খেয়ে নিলাম আমি।

মাথা ঝাঁকাতে লাগল ও সবেগে। 'না, রবি, তুমি ওই গ্লাসে খাবে না। আমাকে আর চুমুও খাবে না তুমি। খাওয়া চলবে না তোমার। এমনকি বসেও থাকবে না আমার কাছে। অসুস্থ হয়ে পড়া চলবে না তোমার।'

'আমি তোমাকে আরও চুমু খাব।'

'না, রবি, তুমি এই কাজ কোরো না। তুমি আর শোবে না আমার বিছানায়।'

'ঠিক আছে, তাহলে তুমি আমার সাথে আমার বিছানায় এসে ঘুমোবে।'

'থামো, রবি। তোমাকে আরও অনেক অনেকদিন বাঁচতে হবে। আমি চাই, তুমি সুস্থ থাকো। আমি চাই, তোমার স্ত্রী থাকুক, সন্তান-সন্ততি থাকুক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি ছাড়া আমার কোন সন্তান-সন্ততি নেই, স্ত্রীও নেই। তুমিই আমার সন্তান, তুমিই আমার স্ত্রী।'

এক মুহূর্ত চুপচাপ শুয়ে রইল ও। 'তোমার সন্তানকে আমি পেটে ধারণ করতে চাই, রবি,' আমার কাঁধে গাল ঠেকিয়ে ও বলল। 'আমি আগে কখনও চাইনি সেটা। আমার কল্পনাতেও আসেনি। কিন্তু ইদানীং খুব বেশি ভাবছি আমি এটা নিয়ে। কারও একটা কিছু রয়ে যায় স্মৃতি হিসেবে—ব্যাপারটা কী দারুণ! তারপর, যখন সেই শিশু তাকাবে তোমার দিকে, আমাকে মনে পড়বে তোমার। এবং কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমি আবার থাকব তোমার চোখের সামনে।'

'আমাদের সন্তান হবে, এখনও সময় আছে,' বললাম আমি। 'তুমি যখন সুস্থ হয়ে উঠবে, তুমি ধারণ করবে আমাদের সন্তান। সে হবে অবশ্যই মেয়ে এবং তার নাম আমরা রাখব প্যাট।'

আমার হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে এক চুমুক খেলো ও।

'এই মুহূর্তে আমাদের সন্তান নেই, সেটাও একদিক দিয়ে ভাল। আমাকে তোমার ভুলে যেতে হবে। আর যদি কখনও ভাব আমার কথা, তাহলে শুধু মনে করবে, একসাথে চমৎকার কিছু সময় কাটিয়েছি আমরা—এর বেশি কিছু নয়। সব শেষ হয়ে গেছে, রবি, আমরা সেটা বুঝতে পারব না কখনও। কিন্তু তুমি মন খারাপ করে থাকবে, বিমর্ষ থাকবে, সেটা আমি চাই না।'

'তুমি এ-রকম কথা বললেই মন খারাপ হয় আমার।'

আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও কিছুক্ষণ। 'তুমি কি জানো, কোন ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না এখন? আমরা দু'জন ভালবাসি পরস্পরকে, অথচ একজনকে মরে যেতে হবে।'

'শান্ত হও, প্যাট,' বললাম আমি। 'জীবনে কোন একজনকে আগে মরতেই হয়।'

'কেউ যখন একা, তখন মারা যাবে সে। যখন সে কাউকে ভালবাসে, তখন কেন মরবে সে?'

জোর করে হাসলাম আমি। 'হ্যাঁ, প্যাট,' ওর উষ্ণ হাত দুটো আমার দু'হাতে ধরে বললাম আমি। 'আমাদের দু'জনের ওপরে এই পৃথিবী তৈরির ভার থাকলে অনেক বেশি সুন্দর হত সবকিছু, তাই না?'

মাথা নাড়ল ও। 'হ্যাঁ। তাহলে এই জাতীয় ব্যাপারগুলো আমরা ঘটতে দিতাম না। আচ্ছা, তুমি কি মনে করো, এগুলো খুব খারাপভাবে বানানো?' ওর বিছানার পাশে রাখা এক তোড়া হলুদ গোলাপের দিকে দেখিয়ে বলল ও।

'না, তা বলব না,' উত্তর দিলাম আমি। 'বিশদভাবে দেখলে স্বীকার করতেই হবে অতিশয় চমৎকার। কিন্তু কোন অর্থ কি বহন করে এটা আদৌ? দেখে মনে হয়, যেন এটার উন্মাদ-নির্মাতা জীবনের এই বৈচিত্র্যময় অপরূপ সৌন্দর্য দিয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে সেটাকে ধ্বংস করে ফেলছে আবার। এরচে' সুস্থ, এরচে' ভাল কোনকিছু মাথায় আসে না তার।'

'ধ্বংস করছে, তারপর আবার তৈরি করছে নতুন করে,' বলল প্যাট।

'এ-রকম করবার কী মানে থাকতে পারে, ভেবে পাই না সেটা। এর ফলে কোন লাভ কোথাও হয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তবু,' বলল প্যাট, 'এটা আমাদের জন্যে খুব একটা খারাপ হচ্ছে না বোধ হয়। অন্যভাবে হলে সেটা ভাল না-ও হতে পারত আমাদের জন্যে। এটাই বোধহয় ভাল হলো—খুব স্বল্প সময়ের জন্যে। অতি সংক্ষিপ্ত সবকিছু।'

কয়েকদিন পরের ঘটনা। হঠাৎ করে বুকের ভেতরে খোঁচা অনুভব করতে লাগলাম। পাশাপাশি শুরু হলো কাশি। করিডর দিয়ে যাবার সময়ে ডাক্তারের কানে গেল আমার কাশির শব্দ। তিনি কান পাতলেন আমার দরজায়।

'আপনি আমার কনসাল্টিং রুমে আসুন।'

'এটা তো তেমন কিছুই নয়,' বললাম আমি।

'ব্যাপারটা সেখানে নয়,' উত্তর দিলেন তিনি। 'এ-রকম কাশি নিয়ে ফ্রাউলিন হলম্যানের কাছে বসে থাকাটা উচিত হবে না আপনার। আপনি আসুন আমার সাথে।'

অদ্ভুত এক ধরনের পরিতৃপ্তি নিয়ে আমি শার্ট খুলে ফেললাম তাঁর কনসাল্টিং রুমে। নীরোগ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে স্যানাটোরিয়ামে থাকাটা অবিবেচকের কাজ। মুনাফাখোরের মত মনে হয় নিজেকে।

উৎসুক চোখে ডাক্তার তাকালেন আমার দিকে। 'আপনাকে দেখে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে?' ভুরু কুঁচকে বললেন তিনি।

তারপর আমাকে পরীক্ষা করলেন খুব মনোযোগ দিয়ে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হলো আমাকে ধীরে ধীরে এবং গভীরভাবে। তারপরে দ্রুত এবং ঘন ঘন—যে ভাবে চাইলেন তিনি। বুকের ভেতরে খোঁচাটা অনুভব করলাম আবার এবং খুশি হয়ে উঠলাম বেশ। প্যাটের তুলনায় আমার অবস্থা আর অতটা ভাল রইল না।

'ঠাণ্ডা লেগেছে আপনার,' জানালেন ডাক্তার। 'দিন দু'তিনেক বিশ্রাম নিন শুয়ে শুয়ে—কিংবা অন্তত ঘরে বসে থাকুন। আর ফ্রাউলিন হলম্যানের ঘরে যাওয়া চলবে না আপনার।'

'দরজার ফাঁক দিয়ে কথা বলতে পারব?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কিংবা ব্যালকনি থেকে ব্যালকনিতে।'

'হ্যাঁ, ব্যালকনি থেকে বলতে পারেন, তবে বেশিক্ষণ নয় অবশ্যই। আর দরজার ফাঁক দিয়েও বলতে পারেন, তবে একটা শর্ত, গারগল্ করতে হবে নিয়মিত। ঠাণ্ডা লাগা ছাড়াও কফ জমেছে আপনার ভেতরে, ধূমপায়ীদের যেমন হয়।'

'আর ফুসফুসের খবর কী?' আমি ভীষণভাবে চাইছিলাম, অন্তত ছোটখাট একটা কোন দোষ পাওয়া যাক ওখানে। তাহলে প্যাটের সাথে নিজের তুলনা করে স্বস্তি পেতাম খানিকটা।

'আপনার ফুসফুস দেখে তিনটি সিদ্ধান্ত আপনাকে দিতে পারি,' বললেন ডাক্তার। 'আপনার মত সুস্থ শরীরের লোক দেখিনি আমি বহুদিন। আপনার লিভারটি অতিশয় শক্ত-সমর্থ। এবং আপনি, সম্ভবত, ড্রিঙ্ক করেন প্রচুর।'

গোটাকয়েক ওষুধের নাম লিখে দিলেন তিনি আমাকে। আমি ফিরে এলাম।

'রবি,' নিজের ঘর থেকে ডাকল প্যাট, 'কী বলল ডাক্তার?'

'কিছুদিনের জন্যে তোমার ঘরে যাওয়া নিষিদ্ধ আমার জন্যে,' দরজার ভেতর দিয়ে উত্তর দিলাম আমি। 'একেবারে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইনফেক্শনের ভয় আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দেখেছ?' সতর্কস্বরে বলল ও। 'আমি তো তোমাকে আমার কাছে আসতে বারণই করি।'

'তোমাকে সংক্রমণের ভয়, প্যাট, তোমাকে। আমাকে নয়।'

'বাজে কথা বোলো না ' বলল ও। 'সত্যি করে বলো, কী ব্যাপার।'

'যা বললাম, সেটাই সত্যি। আচ্ছা, সিস্টার—' যে নার্সটি ওষুধ নিয়ে এইমাত্র এসে ঢুকল আমার ঘরে, তাকে চোখ টিপে বললাম—'আপনি নিজেই ফ্রাউলিন হলম্যানকে বলুন, আমাদের দু'জনের মধ্যে কার রোগ বেশি বিপজ্জনক?'

'হের লোকাম্পের,' ঘোষণা করল নার্সটি। 'আপনার ঘরে যাওয়া এঁর উচিত হবে না। ছোঁয়াচে রোগ তো, আপনাকেও ইনফেক্ট করতে পারে।'

তবু বিশ্বাস করতে চায় না প্যাট। দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে আমার ওষুধগুলো দেখালাম। ও বুঝল, ব্যাপারটি সত্যি এবং হাসতে শুরু করল উচ্চস্বরে, অবিরাম। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল ওর। তারপর কাশতে শুরু করল একসময়। বোঝা যাচ্ছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর কাশতে। নার্স দৌড়ে গেল ওর দিকে।

'মাই গড,' ফিসফিস করে বলল প্যাট, 'তোমার অসুখ করেছে, অথচ কী গর্বিত মনে হচ্ছে তোমাকে!'

সারা সন্ধে উৎফুল্লভাবে কাটাল ও। তারপর ব্যালকনিতে গিয়ে দু'জন বসে রইলাম মধ্যরাত পর্যন্ত। আমার পরনে পুরু কোট, গলায় মাফলার জড়ানো, এক হাতে ধরা সিগারেট, অন্য হাতে গ্লাস, এক বোতল কনিয়াক রাখা আমার পায়ের কাছে। বসে বসে প্যাটকে শোনালাম আমার জীবনের কাহিনী। প্রাণখুলে হাসছিল ও। শুধু ওই হাসি দেখার জন্যে প্রচুর মিথ্যে কাহিনী বানিয়ে বললাম অবলীলায়। মাঝে-মধ্যে কাশলাম প্রচণ্ড শব্দে এবং কনিয়াক পান করলাম বোতল নিঃশেষ করে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম আমি পরদিন সকালেই।

ক্রমশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ল প্যাট। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না আর। রাতে মাঝেমাঝে কাশতে কাশতে প্রায় শ্বাসরোধ হয়ে আসে ওর। তারপর মৃত্যুভয়ে ধূসর, বিবর্ণ হয়ে ওঠে চোখ-মুখ। আমি ওর শীর্ণ ভেজা হাতদুটো ধরে থাকি। 'আর কিছুটা সময় পার হয়ে যেতে পারতাম যদি,' ও বলে কাশতে কাশতে, 'ঠিক এই সময়টায়, রবি, ঠিক এই সময়টাতেই মারা যায় তারা—'

রাত এবং ভোরের মধ্যবর্তী শেষ কয়েকঘণ্টা ভয়ানক আতঙ্কে কাটায় ও। ওর বিশ্বাস, রাত শেষ হবার সাথে সাথে দুর্বল হয়ে আসে, প্রায় নিঃশেষিত হয়ে আসে জীবনের রহস্যময় প্রবাহ। এবং এই সময়টাকেই ভয় পায় ও সবচেয়ে বেশি। বাকি সময়ে হয়ে ওঠে ভীষণ সাহসী এবং ওর দুঃসাহসিকতা দেখে প্রায়ই দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে হয় আমাকে।

আমার বিছানা আমি নিয়ে গেছি ওর ঘরে। ও যখন জেগে ওঠে, আমি বসে থাকি ওর সাথে। যখন মিনতিভরা মরিয়া দৃষ্টি নিয়ে তাকায় শূন্যের দিকে, ওকে সঙ্গ দিই।

ওর পাশে বসে থেকে যা কিছু আসে মাথায়, বলে যাই ওকে। বেশি কথা বলা নিষেধ ওর। তাই শুনতেই বেশি ভালবাসে। আমি ওকে বলি আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী। আমার স্কুলজীবনের গল্প উপভোগ করে ও সবচেয়ে বেশি। একবার রক্তক্ষরণের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর যখন মলিন, নিষ্প্রভ হয়ে বসেছিল ও বিছানায়, আমাকে অনুরোধ করেছিল আমার স্কুলশিক্ষকদের অঙ্গভঙ্গি এবং কথা বলার ধরন অনুকরণ করে দেখাতে। চোখে-মুখে স্কুলশিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্য এনে ঘরের ভেতর এদিক-ওদিক হেঁটে অঙ্গভঙ্গি করে দেখালাম ওকে। প্রতিদিন নতুন নতুন কাহিনী বের করি আমার ভাণ্ডার থেকে। প্যাট ইতোমধ্যে পরিচিত হয়ে গেছে আমাদের ক্লাসের তাবৎ লোচ্চা এবং গুণ্ডার সাথে। শিক্ষকদের জ্বালাতন করার নিত্যনতুন আইডিয়া বের করাই ছিল তাদের সার্বক্ষণিক কাজ। একদিন রাতে হেড মাস্টারের উচ্চনাদী গম্ভীর কণ্ঠ শুনে প্যাটের ঘরে ঢুকে পড়ল একজন নার্স। আমার যে মাথা খারাপ হয়ে যায়নি এবং প্যাটের পেলেরীন আর একটা হ্যাট পরে হেড মাস্টার সেজে কার্ল ওসেগে নামের এক বালককে নীতিবাক্য শোনাচ্ছি গোপনে শিক্ষকের ডেস্কের পায়া করাত দিয়ে কাটার অপরাধে—এটাও যে শুধু আনন্দ করার জন্যে, সেটা নার্সকে বোঝাতে সময় লাগল অনেক। দেখে দারুণ মজা পেল প্যাট।

সরু ধারায় দিনের আলো ধীরে ধীরে ঝরতে থাকে জানালা দিয়ে। পাহাড়গুলো হয়ে ওঠে ছুরির মত স্পষ্ট। পেছনের ঠাণ্ডা, বিবর্ণ আকাশ সরে যেতে থাকে দূরে। টেবিলের ওপরে রাখা নাইটল্যাম্পের আলো অদৃশ্য হতে হতে ধারণ করে মলিন হলদেটে রঙ। প্যাট ওর মুখ রাখে আমার হাতের ওপরে। 'বিপদ কেটে গেছে, রবি। এখন আমার সামনে আরও একটি দিন।'

আন্তোনিও তার রেডিওটি দিয়ে গেছে আমাকে। রাতে প্যাটের সাথে বসে নব ঘোরাবার সময় বিদঘুটে সব শব্দের জট থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল সঙ্গীতের চমৎকার সুর।

'এটা কোন স্টেশন?' প্রশ্ন করল প্যাট।

রেডিওর সাথে একটি ওয়্যারলেস জার্নালও দিয়েছে আন্তোনিও। সেটা খুলে দেখে বললাম, 'মনে হচ্ছে, রোম।'

প্রায় একই সাথে শোনা গেল ঘোষকের ধাতবতুল্য ভারী কণ্ঠস্বর: 'রাদিয়ো রোমা—নাপোলি—ফিরেনত্সে—'

আরও ঘোরালাম নব। পিয়ানো বাজছে কোথায় যেন। 'এটা আমি জানি,' বললাম। 'বীটোফেনের ভালড্স্টাইন সোনাটা। একসময় বাজাতেও পারতাম, যখন স্বপ্ন দেখতাম, বড় হয়ে হব সঙ্গীত শিক্ষক কিংবা বিশেষজ্ঞ কিংবা কম্পোজার। অনেকদিন আগের কথা সেটা। এখন আর বাজাতে পারি না। তারচে' অন্য কিছু শোনা যাক। স্মৃতি সুখের নয় কখনোই।'

মৃদু নরম সুরের গান: 'পারলে-মো দ'আমোর—'

'প্যারিস,' জানালাম আমি।

লাল মাকড়সার লড়াইয়ের জন্যে কী কী করণীয়—এই বিষয়ে আলোচনা চলছে কোথায় যেন। নব ঘোরালাম আরও। বিজ্ঞাপন। তারপর বাজনা।

'এটা কী?' জিজ্ঞেস করল প্যাট।

'প্রাগ। স্ট্রিং কোয়ারটেট, ওপাস ভন, বীটোফেন,' জার্নাল দেখে পড়ে গেলাম আমি।

নব ঘোরাতেই ভেসে এল বেহালার শব্দ। অপূর্ব বাজনা। 'এটা সম্ভবত বুদাপেস্ট, প্যাট। জিপসি মিউজিক।' ডায়াল অ্যাডজাস্ট করলাম নিখুঁতভাবে। চমৎকার মিষ্টি সুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেরিয়ে আসছে ঝাঁঝ-করতাল, বেহালা এবং প্যান পাইপের অর্কেস্ট্রা থেকে। 'দারুণ, তাই না, প্যাট।'

কথা বলল না ও। আমি ঘুরে তাকালাম। ও কাঁদছে চোখ খোলা রেখে। রেডিও বন্ধ করে দিলাম আমি।

'কী ব্যাপার, প্যাট?' আমি আমার এক বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওর সরু কাঁধ।

'কিচ্ছু হয়নি, রবি। আমি আসলেই স্টুপিড। কিন্তু প্যারিস, রোম, বুদাপেস্ট—এসব জায়গার নাম শুনে—মাই গড—আমি যদি অন্তত ওই নিচের গ্রামেও নামতে পারতাম আরও একবার!'

'কিন্তু প্যাট···'

যতকিছু বলা ওকে সম্ভব, সব বললাম—যদি ওর মনকে এই প্রসঙ্গ থেকে দূরে রাখা যায়! কিন্তু মাথা দু'পাশে নাড়ায় ও। 'আমার মোটেও মন খারাপ নয়, ডার্লিং। তুমি এটা ভেব না। যখন আমি কাঁদছি, ভেব না, আমি বিষণ্ন। মাঝে-মাঝে বিষণ্নতা গ্রাস করে আমাকে, এটা ঠিক। তবে দীর্ঘ সময়ের জন্যে নয়। আমি খুব বেশি চিন্তা করি একটা ব্যাপার নিয়ে।'

'কী নিয়ে চিন্তা করো?' ওর চুলে আলতো করে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শুধু সেই ব্যাপারে, যে-ব্যাপার নিয়ে এখন চিন্তা করা সাজে আমার—ভাবি জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে। যখন মন খারাপ হয়ে যায় কিংবা কোনকিছু মাথায় ঢোকে না, আমি নিজেকে বলি—যখন তুমি মরে যেতে চাও, সেই সময় মরার চেয়ে, বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যখন আকুল হও তুমি, তখন মরে যাওয়াটাই ভাল। তোমার কী মনে হয়, রবি?'

'আমি জানি না।'

'জানো, তুমি জানো।' আমার কাঁধের ওপরে মাথা রাখল ও। যদি তুমি বাঁচতে চাও প্রচণ্ডভাবে, তার মানে তুমি নিশ্চয়ই কাউকে কিংবা কোনকিছুকে ভালবাস। বড় কঠিন এটা, আবার খুব সহজও। এই যেমন দেখো, আমাকে মরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু তবু আমি সুখী, কারণ তোমাকে পেয়েছি আমি এবং তুমি আমার। এমনও হতে পারত, আমি মারা যাচ্ছি ভালবাসাহীন, একা। তখন মৃত্যুকে মেনে নেয়া অনেক সহজ হত আমার পক্ষে। কিন্তু এখন বড় কষ্ট হচ্ছে আমার—সন্ধেবেলা মৌচাকে ফিরে আসা মধুভরা মৌমাছির মত পূর্ণ আমার হৃদয় ভালবাসায়, প্রেমে। তবু দুটো পথের ভেতর থেকে যে-কোন একটি যদি আমাকে বেছে নিতে বলা হয়, আমি এটাই বেছে নেব—'

আমার দিকে তাকাল ও। 'প্যাট,' বললাম আমি, 'তৃতীয় একটি পথও আছে—যখন কেটে যাবে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, তারপর এখান থেকে চলে যাব আমরা।'

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ও চেয়ে আছে আমার দিকে। 'তোমার জন্যে আমার ভয় করে, রবি। আমার চেয়ে কষ্ট বেশি হচ্ছে তোমার।'

'শোনো, এ-নিয়ে আর কোন কথা নয়,' বললাম আমি।

'কথাগুলো আমি বললাম, যাতে তুমি বুঝতে পারো, দুঃখ নেই আমার।'

'তুমি দুঃখ পাচ্ছ, সেটা আমি বলতে চাইছি না,' বললাম আমি।

আমার বাহুতে হাত রাখল ও। 'জিপসি মিউজিকটা আবার দাও না!'

www.BanglaBook.org

'খুব শুনতে ইচ্ছে করছে তোমার?'

'হ্যাঁ।'

রেডিও চালু করে দিলাম আবার। প্রথমে ধীর গতিতে, তারপর ক্রমশ দ্রুত বাঁশি, বেহালা আর ঝাঁঝ-করতালের শব্দ অনুরণিত হতে লাগল গোটা ঘরময়।

'আহ্, চমৎকার,' বলল প্যাট। 'একেবারে মৃদুমন্দ হাওয়ার মত—মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বহুদূরে।'

বুদাপেস্টের এক উদ্যানে রেস্তোরাঁর সান্ধ্য কনসার্ট সেটা। সঙ্গীতের পাশাপাশি কানে আসছে উপস্থিত লোকজনের টুকটাক কথাবার্তা। খুব সম্ভব, এখন সেখানে চমৎকার উষ্ণ সন্ধ্যা, খোলা বাগানে বসে আছে সবাই, সবার সামনে রাখা হলুদ রঙের হাঙ্গেরীয় মদভর্তি গ্লাস, শাদা জ্যাকেট পরা ওয়েটারেরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, একপাশে বাজনা বাজাচ্ছে জিপসি-সঙ্গীতদল। তারপর বসন্তের শ্যামল প্রত্যুষে বাড়ি ফিরে যাবে তারা—ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। আর প্যাট, শুয়ে আছে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে, কোনদিন বেরুবে না এই ঘর থেকে, কোনদিন উঠবে না এই ধবল শয্যা থেকে।

খুব দ্রুত ঘটতে লাগল সবকিছু। পাণ্ডুর হয়ে এল প্রিয় মুখখানি। প্রসারিত হয়ে গেছে গালের হাড়, প্রকট হয়ে উঠেছে কপালের পাশে। শিশুর বাহুর মত শীর্ণ এখন ওর বাহু, চামড়ার নিচে টান-টান হয়ে আছে পাঁজরের হাড়। জ্বরের উন্মত্ত, উত্তাল তরঙ্গ বারবার হানা দিতে লাগল ওর রুগ্ন, দুর্বল শরীরে। অক্সিজেন বেলুন নিয়ে এল নার্স। ডাক্তার ওকে দেখতে আসে প্রত্যেক ঘণ্টায়।

একদিন বিকেলে ব্যাখ্যাতীত আকস্মিকতায় কমে এল ওর শরীরের তাপমাত্রা। জেগে উঠল প্যাট। আমার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে।

'একটা আয়না দাও আমাকে,' ফিসফিস করে বলল ও।

'আয়না দিয়ে কী করবে তুমি?' প্রশ্ন করলাম 'তারচে' বিশ্রাম নাও, প্যাট। আমার মনে হচ্ছে, তুমি সুস্থ হয়ে উঠছ। একদম টেম্পারেচার নেই তোমার।'

'না,' নিবে-আসা নিস্তেজ কণ্ঠে ও বলল। 'আয়না দাও আমাকে।'

বিছানার ওপাশে হেঁটে গিয়ে হাতে তুলে নিলাম আয়নাটি, তারপর খসে পড়ে যেতে দিলাম হাত থেকে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেটা। 'দুঃখিত,' বললাম আমি, 'অসাবধান ছিলাম বোধহয় একটু। হঠাৎ করে পড়ে গেল।'

'আমার হাত-ব্যাগে আর একটা আছে, রবি।'

ছোট্ট একটি আয়না সেটা। ঝাপসা করে দেবার জন্যে হাত ঘষে স্প্রিংরা করে দিলাম কাচের ওপরে। হাতে নিয়ে অনেক পরিশ্রম করে ও পরিষ্কার করল সেটা, তারপর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল নিজের মুখ।

'তুমি এখান থেকে চলে যাও, রবি,' ফিসফিস করে বলল ও।

'কেন? আমাকে তুমি আর পছন্দ করো না?'

'তুমি তাকিয়ো না আমার দিকে। এটা আর আমি নই।'

আয়নাটা নিয়ে নিলাম আমি। 'এই আয়নাটাই আসলে ভীষণ বাজে। এই দেখো না, এর ভেতরে কেমন ফ্যাকাসে আর শুকনো লাগছে আমাকে। অথচ আমি কত সতেজ, আর গায়ের রঙও আমার মোটেই ফ্যাকাসে নয়। আসলে আয়নার কাচটা বেশ ঢেউ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেলানো তো, যার জন্যে এ-রকম মনে হচ্ছে।

'আমি চাই, আমাকে নিয়ে অন্যরকম স্মৃতি থাক তোমার,' শীর্ণ-কণ্ঠে বলল ও। 'চলে যাও, রবি। বাকি সবকিছুর মুখোমুখি হব আমি নিজে, একা।'

ওকে শান্ত করলাম। আবার আয়না চাইল ও। এবং হাতব্যাগটিও। পাউডার বোলাতে শুরু করল ও রুগ্ন মুখের ওপরে, চোখের নিচের গভীর বাদামী গর্তে। 'আমাকে তুমি কুৎসিত অবস্থায় দেখো, স্টো চাই না আমি।'

'আমার চোখে তুমি কোনদিন কুৎসিত হবে না, প্যাট,' আমি বললাম। 'কারণ, আমার জীবনে দেখা সবচে' সুন্দর মেয়ে তুমি।'

আয়না আর পাউডার-বক্স নিয়ে নিলাম ওর হাত থেকে। তারপর দু'হাতে হালকাভাবে ধরলাম ওর মুখ। একটু পরে কেমন অশান্ত, অস্থির হয়ে উঠল ও।

'কী হয়েছে, প্যাট?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'এত জোরে টিকটিক শব্দ করছে এটা!' উত্তর দিল ও ফিসফিস করে।

'কী? ঘড়ি?'

ও মাথা নাড়ল। 'এমন অশুভ শব্দ, যেন ভয় দেখাচ্ছে—'

ঘড়ি খুলে ফেললাম আমি কব্জি থেকে।

আতঙ্কিত চোখে ও তাকিয়ে আছে। 'ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

প্রচণ্ডবেগে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিলাম ঘড়িটাকে। আছড়ে পড়ল ওটা। 'আর টিকটিক করছে না এখন। এখন সময় দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে, নিথর হয়ে। এই মুহূর্তে শুধু আমরা দু'জন এখানে; শুধু দু'জন, তুমি আর আমি, আর কেউ নেই।'

আমার দিকে তাকাল ও। খুব বড় ওর চোখ দুটো।

'ডার্লিং—' নিস্তেজস্বরে ফিসফিসিয়ে বলল ও।

আমি সহ্য করতে পারলাম না ওর সেই দৃষ্টি—যেন আসছে সেটা অনেক অনেক দূর থেকে এবং চলে যাচ্ছে আমার পাশ দিয়ে অকূল অসীমে।

সকাল ফুটে ওঠার আগে, রাতের শেষ প্রহরে ও মারা গেল। শেষ মুহূর্তগুলোয় কষ্ট পেয়েছে ভয়ানক। কেউ কোন সাহায্য করতে পারেনি। আমার হাত ধরে রেখেছে ও শক্ত করে, কিন্তু ও আর জানে না, আমি বসে আছি এখানে, ওর পাশে।

কে যেন বলে উঠল একসময়: 'সে মারা গেছে।'

'না,' উত্তর দিলাম আমি, 'মারা যায়নি ও। দেখছেন না, কেমন করে হাত ধরে রেখেছে আমার?'

আলো। অসহনীয়, কর্কশ আলো। লোকজন। ডাক্তার। ধীরে ধীরে হাত খুললাম আমি। প্যাটের হাত পড়ে গেল নিচে। রক্ত। বিকৃত, শ্বাসরুদ্ধ মুখ। যন্ত্রণা-পীড়িত স্থির চোখ।

'প্যাট,' বললাম আমি। 'প্যাট।'

এবং প্রথমবারের মত আমার কথার উত্তর দিল না ও।

'আমি একা থাকতে চাই,' বললাম আমি।

'আমরা কি প্রথমে···?' প্রশ্ন করল কে যেন।

'না,' আমি বললাম। 'বেরিয়ে যান সবাই। কেউ স্পর্শ করবেন না ওকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্ত মুছিয়ে দিলাম ওর শরীর থেকে। তারপর আঁচড়ে দিলাম চুল। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওর শরীর। ওকে নিয়ে শোয়ালাম আমার বিছানায়, ঢেকে দিলাম বিছানার চাদর দিয়ে। বসলাম পাশে। কিন্তু ভাবতে পারছি না কোনকিছু। উঠে চেয়ারে গিয়ে বসে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। কুকুরটি এসে ঢুকল ঘরে; বসে রইল আমার সাথে। আমি দেখলাম, চেহারা বদলে যাচ্ছে ওর। ভাবশূন্য, চিন্তাহীন আমি তাকিয়ে আছি ওর দিকে। সকাল এল, শুধু ও আর নেই।

—০—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG